দৈনিক সংবাদের 'সাহিত্য সাময়িকী' : '৮০র দশকের সাহিত্যচর্চার স্বরূপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ করার জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০৪

401596

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উপস্থাপনকারী
মো. আশ্রাফুর রহমান ভূঞা
রেজিস্ট্রেশন নং ৪১
সেশন : ১৯৯৯-২০০০
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
401596

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৌমিত্র শেখর
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : 8624666 (বা)
৯৬৬১৯০০-৫৯/৪২০২ (অ)

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আশ্রাফুর রহমান ভূঞা আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করার জন্য 'দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী : '৮০র দশকের সাহিত্যচর্চার স্বরূপ' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনা করেছে। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভের কোন পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় অথবা সামান্য অংশ অন্য কোথাও ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নি বা প্রকাশ করার জন্য জমা দেয়া হয় নি।

০১/১১/০৪
(ড. সৌমিত্র শেখর)

401596

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা			২
প্রথম অধ্যায়	:	বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	দৈনিক সংবাদ : প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি	১৪
তৃতীয় অধ্যায়	:	সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলীর তালিকা ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ	১৮
চতুর্থ অধ্যায়	:	প্রকাশিত প্রধান রচনাবলীর মূল্যায়ন	১৫০
উপসংহার			২২২
পরিশিষ্ট			২২৪
আকর তথ্য			২২৪
সহায়ক গ্রন্থাবলী			২২৪
অন্যান্য			২২৫

401596

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

সংবাদপত্রকে চলমান সমাজের ধারক বলা হয়। সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবি এতে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক অবস্থাও একই সঙ্গে উঠে আসে সংবাদপত্রে। যদিও প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ সমস্যা, সরকারি ইশতেহার, বহির্বিশ্বের সংবাদ, বিজ্ঞান বিচিত্রা, খেলাধুলার খবর দৈনিক সংবাদগুলোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবু এ কথা মিথ্যে নয় যে চর্চিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির তথ্য ও আলোচনা প্রকাশিত হয় এই সংবাদপত্রে। সে কারণে একটি পত্রিকার রোজকার রকমারি নানা সংবাদের পাশাপাশি সপ্তাহে একবার প্রকাশিত তার 'সাহিত্য সাময়িকী'র গুরুত্ব কম নয়।

১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং সেই থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী দুই দশক কাল পর্যন্ত বাংলাদেশে দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকটি। এর মধ্যে 'দৈনিক আজাদ', 'দৈনিক পূর্বদেশ', 'দৈনিক পাকিস্তান', (যা পরবর্তীকালে 'দৈনিক বাংলা'নাম ধারণ করে), 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দৈনিক সংবাদ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত প্রথম দুটি সংবাদপত্র বন্ধ হয় অনেক আগেই। 'দৈনিক পাকিস্তান' অর্থাৎ 'দৈনিক বাংলা'ও ১৯৯৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষিত হয়। সেদিক থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রাচীন দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দৈনিক সংবাদ' এখনও সগৌরবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। সংবাদ পরিবেশনার পাশাপাশি পত্রিকা দুটো শিশুকিশোরদের জন্য পৃথক পাতা, ক্রীড়ার জন্যে বিশেষ বিভাগ, শিল্পসংস্কৃতির খবরের জন্যে ভিন্ন পৃষ্ঠার আয়োজনের মতোই সাহিত্যচর্চা ও রচিতসাহিত্য প্রকাশের উপযোগী একটি 'সাহিত্য সাময়িকী' বের করে থাকে লক্ষণীয় বিষয়, দুটো পত্রিকাই অন্যান্য বিভাগে যেখানে এক পৃষ্ঠার মধ্যে আয়োজন করে, 'সাহিত্য সাময়িকী'র জন্যে তারা বরাদ্দ করে একাধিক পৃষ্ঠা। বাংলাদেশের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত অনেক লেখকের বহু রচনা এই দুটো পত্রিকার সাময়িকীতে প্রথমে প্রকাশ পায়।

'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার 'সাহিত্য সাময়িকী' প্রথম থেকেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত এই দৈনিক সংবাদপত্রটি ষাটের দশক থেকে প্রগতিশীল আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। শহীদুল্লা কায়সার, জহুর হুসেন চৌধুরী, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্তর মত প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই সংবাদপত্রে একটি প্রগতিশীল সাহিত্যরুচিবোধসম্পন্ন 'সাহিত্য সাময়িকী'র প্রকাশ ঘটে। সমাজ পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ শিল্পীসাহিত্যিকগণ এই 'সাহিত্য সাময়িকী'তে তাদের বিচিত্র ভাবনা কখনো প্রবন্ধে কখনো বা মৌলিক রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যিক রচনাবলী বাংলাদেশের মহান মুক্তিসংগ্রামে অনুকূল ও উদ্দীপক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা সাহিত্যিক ও শিল্পিসমাজ যেহেতু প্রভাবিত ছিলেন, সেহেতু দৈনিক সংবাদের 'সাহিত্য সাময়িকী'তে প্রকাশিত লেখাগুলিতেও এর প্রভাব পড়ে অনিবার্যভাবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-হত্যার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা দ্রুত পাল্টাতে থাকে। '৮০র দশকে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ব্যাপকভাবে লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান-হত্যাকাণ্ড, ১৯৮২ সালে সেনাশাসক এরশাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ ও সামরিক শাসন জারি, পরবর্তীকালে এরশাদের দীর্ঘ প্রায় এক দশক অগণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রশাসন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের মত সাহিত্যিক অঙ্গনেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ সময় দেশের সাহিত্যশিল্পীগণ মূলত এরশাদের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও কতিপয় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক এরশাদের অনুগ্রহ ভাজন হয়ে উঠেন। এ কারণে দেশে দৃশ্যত দুই ধারায় সাহিত্যচর্চা হয়ে থাকে। 'জাতীয় কবিতা পরিষদ' নামে একটি সংগঠন স্বৈরশাসন বিরোধী কবিদের নিয়ে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাহিত্যিক প্রতিবাদ জানায়। অন্যদিকে এরশাদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় 'এশীয় কবিতা উৎসব'। এই উৎসবে দেশের হাতেগোনা কয়েকজন কবি অংশগ্রহণ করেন। দেশের এই অবস্থার প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় এ সময়ের সাহিত্য সাময়িকীগুলোতে। তখন দেশে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নি বিধায় দৈনিক পত্রিকার 'সাহিত্য সাময়িকী'র উপরই সাহিত্যশিল্পীগণ লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশি নির্ভরশীল হয়েছেন। এই নির্ভরযোগ্য সাহিত্যপাতাগুলোর মধ্যে 'দৈনিক সংবাদের'র 'সাহিত্য সাময়িকী' একটি। মূলত '৮০র দশকে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার 'সাহিত্য সাময়িকী'তে প্রতিবিম্বিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের একটি উত্তাল দশকের প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যশিল্পীদের অগ্রবর্তীচিন্তা এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের দিকদর্শন। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিস্থিতি অবলীলায় উঠে আসে সাময়িকীর অনুবাদমূলক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে। ৮০'র দশকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান, দুই জার্মানীর পুনরেকত্রীকরণ প্রচেষ্টা, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সহকারে নানা ঘটনাবহুলতা দেখা দেয়। এই উত্তালতার সাহিত্যিকরূপ পাওয়া যায় সংবাদের 'সাহিত্য সাময়িকী'তে। এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত লেখাগুলো গভীরভাবে পাঠ করলে সমকালীন বিশ্বের রাজনীতির প্রভাব যেমন অনুধাবন করা যায় তেমনি আমাদের সাহিত্যের নতুন বাঁক ফেরার ইঙ্গিতও মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস মূলত দুই পর্বে বিভক্ত: মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব বাংলাদেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে অব্যাহতভাবে। এ পর্যায়ে জনগণকে সচেতন করা ও জনমত সৃষ্টি করার কাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়েছে সংবাদপত্রের উপর। এ পর্বে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না— ছিল কণ্টকাকীর্ণ, দুরূহ এমনকি দুঃসাধ্য। ১৯৪৭ সালে বাংলাকে ভেঙে দ্বিখণ্ডিত করা হল। পূর্ব বাংলাকে যুক্ত করা হল পাকিস্তানের সঙ্গে আর পশ্চিম বাংলা রয়ে গেল ভারতের সাথে। হাজার বছরের ঐতিহ্য লালিত বাংলার এই বিভক্তি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুই বাংলার মানুষের মধ্যে একটা চিরন্তন বিভেদ তৈরী করল। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন রাজন্যের দ্বারা শাসিত হলেও মুসলিম শাসকদের আগমনের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে ছিল অখণ্ডিত। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ অক্ষুণ্ন থাকে নি আপামর বাঙালির ঐক্যচেতনার গণবিস্ফোরণে। মোঘল আমল থেকে ইংরেজ বিদায়ের পূর্বপর্যন্ত বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি ছিল এক ও অভিন্নসত্তা। এ দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। বুদ্ধিবৃত্তিক যে কোন অনুষ্ঠান, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা পেত কলকাতায় অথবা কলকাতার আশে পাশের জেলায়। উল্লিখিত সময়ে ঢাকা ছিল নিতান্তই মফস্বল শহর। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালে ঢাকা হয়ে উঠলো প্রাদেশিক রাজধানী।গুরুত্ব বেড়ে গেল শত সহস্রগুণ। পরিতাপের বিষয় উন্নততর শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা বা এর বাহন তখনও ঢাকায় গড়ে ওঠে নি এ প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিক উল্লেখ করেছেন:

> 'উনিশশত একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে যে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে বিভাগ পূর্বকালে সে অঞ্চলটি আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে ছিল অনগ্রসর। সে সময়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং অবশ্যই রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল কলিকাতা। পূর্ববঙ্গ তখনও কলিকাতা'র hinterland হিসেবে পরিচিত। স্বাভাবিকভাবে অবিভক্ত বাংলার প্রধান প্রধান পত্রিকাও কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবসৃষ্টিকারী কোনও পত্রিকাই সে সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো না।'[১]

সংবাদপত্র ও গণতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক। রাষ্ট্রপরিচালনায় গণতান্ত্রিক সরকার তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের জনগণকে যেমন অবহিত করে তেমনি আমজনতা ও তাদের অভিমত, অভিযোগ, পরামর্শ-সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করে। বলা যায় সংবাদপত্র সরকার এবং জনতার সেতুবন্ধন। ইংরেজ সিভিলিয়নদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এদেশে সংবাদপত্রের উদ্ভব ঘটে। ১৮১৮ সালে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা 'দিগদর্শন'। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশু কিশোরদের ইতিহাস আর বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেয়া:

> 'বাংলা শিশুসাহিত্যের এক বড়ো গৌরবের বিষয় এর প্রথম পত্রিকা বাংলা ভাষারও প্রথম পত্রিকা। যদিও এর সম্পাদনা-পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন বিদেশীরা। এ পত্রিকা প্রকাশিত হত শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে, জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায়। ষোড়শ সংখ্যা অবধি তিনটি সংস্করণে, বাংলায়, ইংরেজিতে এবং ইংরেজী বাংলার তারপর দশটি সংখ্যা থেকে কেবল বাংলায়। ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত এই পত্রিকাখানারই নাম ছিলো দিগদর্শন'। এবং পরিচয়-'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ'। কিন্তু কেবল প্রবন্ধ নির্ভর এর লক্ষ্য ছিলো অসলে শিশু এবং কিশোরদের ইতিহাস আর বিবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।'[২]

Dhaka University Institutional Repository

তবু বলা যায় বাংলা সংবাদপত্রের সূচনা এর থেকেই। 'দিকদর্শনে'র পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮,জে.সি.মার্শম্যান), 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১, রাজা রামমোহন রায়), 'বঙ্গদূত' (১৮২৯, নীলমণি হালদার) 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩, অক্ষয়কুমার দত্ত), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র), 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার), 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), 'গ্রামবার্তা' (১৮৬৩, কাঙাল হরিনাথ) 'ভারতী' (১৮৭৭, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'সাধনা' (১৮৯১, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'সুধাকর' (১৮৮৯, শেখ আবদুর রহিম), 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১, মো. রেয়াজ উদ্দিন), 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৫, শেখ আবদুর রহিম), 'কোহিনুর' (১৮৯৮, এস.কে.এম মহম্মদ রওশন আলী) প্রভৃতি সাময়িক পত্র এ দেশের সংবাদপত্রের ভিতকে মজবুত করে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এদেশে ভিন্ন হাওয়া বইতে শুরু করে। সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পর দীর্ঘদিন এ দেশের জনতা বিচ্ছিন্ন কিছু আন্দোলন করলেও সামগ্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি। এসব কারণে সৃষ্ট মনোবেদনা এদেশের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে, উদ্বেলিত করেছে করেছে উৎসাহিতও ।

বাংলাকে ভাগ করা নিয়ে এ সময় শুরু হয় বাঙালিদের আন্দোলন সংগ্রামের নতুন অধ্যায় । বেনিয়া ইংরেজ সরকারের "ভাগ করো এবং শাসন করো" নীতি সফল হয় নি দুর্বার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে 'বঙ্গভঙ্গ' ও এর রদ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঙালি মানসচেতনায় নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি করে। খিলাফত আন্দোলন অসহযোগ আন্দেলন ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামকে বেগবান, চলমান ও জোরদার করার লক্ষ্যে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বেড়ে যায় বহুগুণে। এ সময় 'নবযুগ', 'স্বরাজ', 'ধূমকেতু', 'শিখা' প্রভৃতি পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী বেশ কিছু ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, প্রাদেশিক নির্বাচন, লাহোর প্রস্তাব, ক্রিপস মিশন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করে, তেমনি বাঙালি জাতিকেও হিন্দু মুসলমান পর্বে ভাগ করে। উদ্ভব ঘটে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভৌগোলিক অখণ্ডতার চেয়ে ধর্মীয় সংস্কৃতির লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালে বাংলাকে ভাগ করে পাকিস্তান ও ভারতের সাথে যুক্ত করা হয়। এ বিভক্তি প্রভাব ফেলে শিল্প সংস্কৃতির মত সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও ।

সংবাদপত্র একটি রাষ্ট্রের দর্পণ স্বরূপ। সমাজের, রাষ্ট্রের বিশ্বের সমকালীন সকল ঘটনার ছাপচিত্র লিপিবদ্ধ থাকে সংবাদপত্রে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এই চব্বিশ বছর বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানী অনুশাসনে আবদ্ধ। এ সময়কার রাজনৈতিক প্রভাব সংবাদপত্রগুলোকে সরাসরি করেছে প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীন বাংলার আপামর জনসাধারণ পাকিস্তান শাসনকে মেনে নেয় অসীম স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর অর্থনৈতিক মুক্তির অন্বেষায়। নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংবাদপত্রের প্রকাশনায় আসে জোয়ার। প্রকাশিত হয় একের পর এক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ষান্মাসিক ইত্যাকার পত্রিকা। গবেষক শামসুল হকের মতে, ১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ'র মত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ২৭টি দৈনিক, ১২৮টি সাপ্তাহিক, ৫৭টি পাক্ষিক, ২০১টি মাসিক, ১৭টি মহিলা বিষয়ক, ৩৩টি শিশু কিশোর বিষয়ক এবং ২৭ টি ত্রৈমাসিক। পত্রিকার এ সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করে উল্লিখিত সময়ে সংবাদপত্র প্রকাশনার ব্যাপারে কী জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল! যদিও এসব পত্রিকার অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক চেতনার তল্পিবাহক, পেশাদারিত্বের পরিবর্তে সাময়িক চটকদার খবর পরিবেশন রাজনৈতিক দল বা চেতনার ধারক ও বাহক হওয়ায় অধিকাংশ পত্রিকার আয়ু ছিল স্বল্প ক্ষণস্থায়ী। ১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র নিস্তরঙ্গ ছিল না, ছিল উত্তাল ঊর্মির দুর্মর গর্জনে নিনাদিত। '৫২র ভাষা আন্দোলন দিয়ে এর শুরু, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান দিয়ে এর চূড়ান্ত রূপ এবং '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এর শেষ। এর মাঝখানে '৫৪র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, মুসলিম লীগের পতন, '৫৮র সামরিক শাসন জারি, '৬২র শিক্ষাকমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬র ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, সর্বোপরি '৬৯র গণঅভ্যুত্থান এগুলো ছিল এক সুতোয় গাঁথা। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এসব ঘটনা কাজ করেছে অনুঘটক রূপে। বিশ্ব মানচিত্রে বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ উন্মোচনে ঐসব ঘটনার রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭-'৭১ পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা অত্যধিক নয়। দৈনিক পত্রিকার এ দীনতার কারণ ঔপনিবেশিক কায়দায় পরিচালিত পাকিস্তানী রাষ্ট্র পরিচালকদের অশুভ কূটকৌশল। স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভাবধারাকে লালন করে পত্রিকা প্রকাশ এ সময় ছিল দুরূহ। প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখকগোষ্ঠী এ সময় বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশ করে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কৃষ্টি কালচারের মূলধারাকে অব্যাহত রাখার প্রয়াস চালান। ফলশ্রুতিতে এ সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। এ পর্যায়ের সাময়িকপত্র আদর্শ ও নীতিগতভাবে সুস্পষ্ট দুইটি শিবিরে বিভক্ত ছিল। একটি ধারা কাজ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে, বাংলা ভাষা ও কৃষ্টি কালচারকে সমুন্নত রাখতে। আরেকটি ধারা কাজ করে ইসলামী ভাবধারায় বাঙালি জাতিসত্তাকে আত্তীকরণ করতে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ও বাঙলা ভাষার অবদমন করতে। প্রথম ধারার উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলো হল 'কৃষ্টি' (১৯৪৭), 'সীমান্ত' (১৯৪৭), 'সংকেত' (১৯৪৮), 'অগত্যা' (১৯৪৯), 'মুকতি' (১৯৫০), 'যাত্রিক' (১৯৫৩), 'উত্তরণ' (১৯৫৮), 'নাগরিক' (১৯৬৪), 'পলিমাটি' (১৯৬৪) ইত্যাদি। 'কৃষ্টি' প্রকাশিত হয় নারায়ণগঞ্জ থেকে। মাসিক এ সাময়িকাটির সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জী, ফুল্লরা রায়, জীবন গোস্বামী প্রমুখ। বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে এদের প্রচেষ্ঠা ছিল নিরন্তর। দুর্ভাগ্য, সাময়িকীটি স্থায়িত্ব লাভ করে নি। 'সীমান্ত' 'কৃষ্টি'র সমসাময়িক। মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে সাময়িকীটি প্রকাশিত হত। এতে দাঙ্গা বিরোধী অসম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সুচারুভাবে। সিরাজুর রহমান সম্পাদিত 'সংকেত' নামক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৯৪৮ সালে সিরাজুর রহমান একে পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে উল্লেখ করে সম্পাদকীয় ঘোষণা করা হয়-'যাত্রা পথে তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বিগত দেড় বছরের খতিয়ান-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন বোধের সূচনা হলো-দেশ ভাগের ফলে বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই পড়লেন পূর্ব বাঙলার আওতায়। তাদের জীবন ও মনকে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।'[৩] কিন্তু তাদের এ প্রত্যয় অটুট থাকে নি। অত্যল্পকালেই এর সমাপ্তি ঘটে। কিছু উদ্যমী, প্রগতিশীল তরুণ সহযোগীদের নিয়ে ১৯৪৯ সালে ফজলে লোহানী প্রকাশ করেন 'অগত্যা' নামক সাময়িক পত্রিকাটি। এর তেজোদীপ্ত, উদ্দীপক লেখা পাঠক সমাজকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। লাভ করে জনপ্রিয়তা। প্রায় চার বছর পত্রিকাটি সগৌরবে প্রকাশিত হয়। খ্যাতিমান কবি আব্দুল গনি হাজারী ও জামাল জাহেদীর সম্পাদনায় 'মুকতি' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। নানা কারণে এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকে নি। মাত্র তিন-চারটি সংখ্যার পরই এর সমাপন ঘটে। মফিজ-উল-হকের সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক 'পরিচিতি' প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে। ৩ বছরের বেশি বাঁচে নি এটিও। শহীদ ডাক্তার আব্দুল আলীম চৌধুরী ও আহমদ কবীর সম্পাদনা করেন 'যাত্রিক' সাময়িকীটি। এরও আয়ু ছিল অল্প। প্রকাশনার বৈচিত্র নিয়ে আসেন এনামুল হক তার 'উত্তরণ' সাময়িকীতে। বিচিত্র রঙের ব্যাবহারে পত্রিকাটি হয়ে উঠে আকর্ষণীয়, ঈর্ষণীয়। সামরিক শাসনের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলাভাষার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বররূপে 'উত্তরণ' লাভ করে ভিন্ন মাত্রিকতা। এটিও এগুতে পারে নি বেশি দূর। প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী চেতনার সমন্বয়ক এ সময়কার সবচেয়ে সফল, জনপ্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী সাময়িকী ছিল যথাক্রমে 'সওগাত' ও 'সমকাল'। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন দেশভাগ হওয়ার পর ১৯৫২ সালে ('সওগাত' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮) 'সওগাত' ঢাকা থেকে প্রকাশ শুরু করেন। দেশের প্রতিযশা কবি সাহিত্যিক 'সওগাত' পত্রিকায় লিখতেন স্বতঃস্ফূর্তচিত্তে। সিকান্দার আবু জাফর 'সমকাল' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯৫৭ সালে। প্রায় দুই দশক এ সাময়িকীটি বাংলার প্রগতিশীল লেখক কবি তৈরিতে অনন্য ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া 'ইমরোজ' (১৯৫০), 'সাহিত্য' (১৯৬০), 'পূর্ব মেঘ' (১৯৬০), 'পূবালী' (১৯৬০), 'স্বদেশ' (১৯৬৩), 'কণ্ঠস্বর' (১৯৬৫), 'মেঘনা' (১৯৬৭) প্রভৃতি সাময়িকী প্রথমোক্ত ধারাকে লালন করেছে, বিকশিত করেছে।

অপরদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পাকিস্তানী ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করতে যে সব সাময়িকী প্রকাশিত হয় এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'নওরোজ' 'জাগরী' 'দিগন্ত', 'অতএব', 'অভিযান' ইত্যাদি। নওরোজ প্রকাশিত হয় দিনাজপুর থেকে, ১৯৪২ সালে এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ছিল এর স্থায়িত্ব। নারায়ণগঞ্জ থেকে 'জাগরী' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। 'অতএব' এবং 'অভিযান'প্রকাশিত হয় যথাক্রমে বগুড়া ও নাটোর থেকে ১৯৬০ সালে ও ১৯৫৪ সালে। বলাবহুল্য পাঠকপ্রিয়তার অভাবে এ সাময়িকীগুলো শুধু সরকারি অফিস আদালত আর নিজস্ব

Dhaka University Institutional Repository

বলয়ের লোকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। এ ধারার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাময়িকীগুলো হল 'নবনূর' (১৯৪৮), 'কাফেলা' (১৯৪৭), 'খাদেম' (১৯৪৭), 'যুগের দাবি' (১০৫৫), 'ফরিয়াদ' (১৯৪৭), 'নওরোজ', 'জনমত' (১৯৪৯) ইত্যাদি।

১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকটি। বিভাগপূর্ব কালে পূর্ববঙ্গ থেকে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো না। স্বাধীনতা দৈনিক পত্রিকার ধারাকেও মুক্তি দিলো। এ মুক্তির স্বাদ দক্ষতার সাথে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় প্রকাশক সম্পাদক পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে। তাই দেখা যায় মাত্র চার-পাঁচটি দৈনিক পত্রিকা পাঠক প্রিয়তা লাভ করে। বাকিগুলো দলবাজ, স্টান্ডবাজি, মতলববাজির হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে অকাল মৃত্যু বরণ করে'[৪]। যে কয়েকটি পত্রিকা পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিভাগোত্তরকালেও অব্যাহত জনপ্রিয়তা লাভ করে সেগুলো হল-'দৈনিক আজাদ' 'বাংলাদেশ অবজারভার', 'দৈনিক সংবাদ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'দৈনিক পাকিস্তান' ইত্যাদি।

'দৈনিক আজাদ' বাংলা ও আসামের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে । প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মওলানা আকরম খাঁ. গোড়া থেকেই পত্রিকাটি পাকিস্তানপন্থী। দেশবিভাগের ১৪ মাস পর ১৯৪৮ সালের ১৯শে অক্টোবর এটি পুনরায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক হন আবুল কালাম শামসুদ্দিন এছাড় এর সাথে যুক্ত হন মুজিবুর রহমান খাঁ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, খায়রুল কবির প্রমুখ। পাকিস্তানের নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় 'দৈনিক আজাদ' প্রচেষ্টা চালিয়েছে নিরন্তর। '৫২র ভাষা আন্দোলনে পালন করেছে বলিষ্ঠ ভূমিকা সামরিক শাসনের অবসান এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছে সাহসী সম্পাদকীয়। মালিকানার দ্বন্দ্ব, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইত্যাকার নানাবিধ কারণে প্রায় ছয় দশক পর পত্রিকাটির নীরব পরি সমাপ্তি ঘটে '৯০র দশকের মাঝামাঝিতে। 'বাংলাদেশ অবজারভার' প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের ৩রা মার্চ 'পাকিস্তান অবজারভার' নামে, তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা ও প্রদেশিক মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম সম্পাদক আইনজীবী মোহাম্মদ শেহাব উদ্দিন। শেহাব উদ্দিন পুরোপুরি আইন পেশায় নিবিষ্ট হলে এর সম্পাদক হন আব্দুস সালাম। পরে এর সাথে যুক্ত হন জহুর হোসেন চৌধুরী, আব্দুল হাই, এ,বি,এম, মূসা, সৈয়দ নূরুদ্দিন, মোহাম্মদ ইদ্রিস প্রমুখ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না এর পথ। স্বাধীন সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে সরকার নিরাপত্তা আইনে এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। '৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। '৫৪ সালে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে আবারো কোপের মুখে পড়ে এর প্রকাশনা। সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয় বিনা নোটিশে। '৬৯র গণঅভ্যুত্থানে পত্রিকাটি রাখে জোরালো ভূমিকা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে এর ভূমিকা ছিল নেক্কার জনক। '৭১ উত্তরকালে পত্রিকাটি সরকারি মালিকানায় নিয়ে নেয়া হয় । '৮৪ সালে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয় ব্যক্তি মালিকানায়। এখনও বাংলাদেশের প্রধান ইংরেজি দৈনিক হিসেবে এর প্রকাশনা অব্যাহত আছে। হাজী গিয়াসউদ্দন আহমেদ ও নাসিরুদ্দিন আহমেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৫১ সালের ১৭ই মে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দৈনিক সংবাদ'। সম্পাদক নিযুক্ত হন খায়রুল কবীর। আর্থিক অনটরের কারণে পত্রিকাটির মালিকানা রদবদল হয় কয়েকবার । হাজী সাহেবের অর্থনৈতিক দীনতার কারণে পত্রিকাটি বিক্রি করে দেন মুসলিম লীগের কাছে। '৫৪র নির্বাচন মুসলিম লীগের পতন ঘটলে আবারও অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে 'সংবাদ'। এ পর্যায়ে ত্রাতা হিসেবে আসেন আহমেদুল কবীর। তাঁর প্রজ্ঞা আর মেধায় 'সংবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতিশীল ধ্যানধারণার অন্যতম সূতিকাগাররূপে। পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে দ্রুত। আজও এর প্রকাশনা অব্যাহত আছে ভিন্ন মাত্রার, ভিন্ন মেজাজের পত্রিকা হিসেবে। 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র যাত্র শুরু সাপ্তাহিক হিসেবে। ১৯৪৯ সালের শেষ ভাগে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ, সম্পাদক হন মাওলানা আব্দুল হামিদখান ভাসানী। ক্রমে এর সম্পাদক হন ইয়ার মোহাম্মদ খান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মোজাফফর আহমদ প্রমুখ। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এর সম্পাদক হন ১৯৫১ সালের ১৪ই আগস্ট। দৈনিক রূপে এর যাত্রা শুরু হয় তাঁরই সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। মুসলিম লীগ বিরোধী প্রচণ্ড গর্ণাবক্ষোভের সময় 'ইত্তেফাক' পালন করে মুখ্য ভূমিকা। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে 'ইত্তেফাক'। ফলশ্রুতিতে দুই দুই বার বন্ধ করে দেয়া হয় এর প্রকাশনা। কারাবরণ করতে হয় সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে। মুক্তিযুদ্ধকালে যে 'ইত্তেফাক'

Dhaka University Institutional Repository

পাঠকের হাতে পায় এটা মূলত ছিল পাক সরকারের ইশতেহার। মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে আজও সগৌরবে প্রকাশিত হচ্ছে 'দৈনিক ইত্তেফাক'। 'দৈনিক বাংলা' 'দৈনিক পাকিস্তান' নামে পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ছিল 'দৈনিক পাকিস্তানে'র প্রধান লক্ষ্য। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করে পত্রিকাটি। কিন্তু জনরোষ ততদিনে জেগে উঠেছে। পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্র কূটকৌশল সব ব্যর্থ হয়। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় পত্রিকাটি জনতার অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। '৭১র উত্তর কালে 'দৈনিক পাকিস্তান' 'দৈনিক বাংলা' নাম ধারণ করে সরকারি মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং (১৯৯৭) নব্বই দশকের শেষের দিকে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। উল্লিখিত পত্রিকা ছাড়াও এ সময় প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ মোদাব্বের সম্পাদিত 'দৈনিক মিল্লাত' (১৯৫২), কাজী মোহাম্মদ ইদরিস সম্পাদিত 'ইত্তেহাদ' (১৯৫৪)। প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও পত্রিকা দুটি স্থায়িত্ব লাভ করে নি। 'আওয়াজ', 'জনমত', 'গণবাণী' 'পূর্বদেশ', 'জনতা', 'গণদাবি', ইত্যাদিও এ সময়কার উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। 'দৈনিক সংগ্রাম' ও দৈনিক বাংলার বাণী প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। 'সংগ্রাম' ছিল পাকিস্তান শাসকবর্গের স্বার্থরক্ষায় নিমগ্ন। জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় 'সংগ্রাম'। মুক্তিযুদ্ধে এর ভূমিকা ছিল পাকবাহিনীর দোসরের। পাকবাহিনীকে সর্বোতভাবে সহায়তা করে যুদ্ধোত্তর কালে পত্রিকাটি জনরোষোর মুখে পড়ে। সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। '৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশে এটি আবার প্রকাশিত হয় এবং এখনও অব্যাহত আছে। 'বাংলার বাণী' প্রথম সম্পাদনা করেন হাফেজ হাবীবুর রহমান অত্যল্পকালেই এটি হয়ে উঠে আওয়ামী লীগের মুখপত্র। হাবীবুর রহমানের পর এর সম্পাদক হন যুব লীগ নেতা ফজলুল হক মণি। মুক্তিযুদ্ধের পর '৭২সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়।

'৪৭ সাল দেশ বিভাগকালে মানুষের যে গগণচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তা বাস্তবায়িত হয় নি। দুর্বার আন্দোলন সংগ্রাম করে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে,বহু ত্যাগ তিতিক্ষা আর সম্ভ্রমহানীর মাধ্যমে বাঙালী লাভ করে পূর্ণস্বাধীনতা ১৯৭১ সালে। দেশ বিভাগের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ সময় থেকে শুরু হয় নয়া অধ্যায়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা দেয় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। অখণ্ড জাতীয় চেতনা বিরাজ করে সর্বত্র। দীর্ঘকাল বঞ্চনা প্রবঞ্চনা নিপীড়নে পিষ্ট মুক্তিপাগল মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে আসে অকুতোভয় প্রাণে-তেজোদীপ্ত উদ্দমে আর অসীম সম্ভাবনা নিয়ে। সমাজকে, দেশকে প্রণোদনা দিতে, জাতির অগ্রগতি সমুন্নত রাখতে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সর্বোপরি প্রগ্রসর জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে এ সময় সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। জাতিকে নতুনভাবে নয়া প্রত্যয়ে গড়ে তুলতে চলে লেখনী সংগ্রাম। কালের হিসেবে বাংলাদেশের স্বধীনতার বয়স প্রায় তিনযুগ। এ সময়কার সংবাদপত্রকে ভাগ করা যায় চারটি ভাগে। ১৯৭২ থেকে '৭৫এর আগস্ট পর্যন্ত প্রথম, '৭৫ থেকে ৮২'র মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয়, '৮২ থেকে ৯০ পর্যন্ত তৃতীয় এবং '৯০ থেকে অদ্যাবধি চতুর্থভাগ।

১৯৭২ থেকে '৭৫ এর আগস্ট- এ সাড়ে চার বছর নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন সার্বভৌম দেশে কার স্বধীনতা, মতপ্রকাশের স্বধীনতা, সংবাদপত্রের স্বধীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে সরকার ও কতিপয় সংবাদ কর্মীদের মধ্যে বিরোধ বেঁধে যায় গোড়া থেকে। এ সময় 'দৈনিক বাংলা', 'অবজারভার', 'বাংলার বাণী', 'মর্নিং নিউজ', প্রভৃতি গোড় সরকার সমর্থক হয়ে ওঠে। অপরদিকে 'গণকণ্ঠ', 'নয়াযুগ', 'হক কথা', 'বঙ্গবার্তা', 'হলিডে' ইত্যাদি পত্রিকা সুস্পষ্টভাবে সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে।

সরকারের প্রত্যয় ছিল নতুন পরিস্থিতি-নতুন দেশ-বিধ্বস্ত দেশ এ বোধ সংবাদপত্র কর্মীগণ উপলব্ধি করবেন জাতীয়স্বার্থ সংরক্ষণের মহান লক্ষ্যে। দীর্ঘ উপনেবিশক শাসনে অভ্যস্ত দেশের সরকার কাঠামো বিনির্মাণে সংবাদপত্র দেখাবে সংযম, উদারতা; রাখবে সহায়ক ভূমিকা। অপরদিকে সরকারের নানা সিদ্ধান্ত দেশহিতৈষণার পরিপন্থী পরিগণিত করে অখণ্ড জাতীয় চেতনায় দলীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলে জাতি গঠনে সরকার যথাযথ ভূমিকা রাখবে- এ প্রত্যয় ছিল সংবাদপত্রের। মতের এ দ্বিবিধ সমাবর্তনে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় সরকার ও সংবাদপত্রের মধ্যে। অবশ্য সকল সংবাদপত্র এ ধারণার আওতাভুক্ত ছিল না। এখানে একটি

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় স্মরণযোগ্য-'৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে দেশটি স্বাধীন হয়েছে এর রয়েছে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু দেশ পরিচালনার সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ছিল না। বিভাগপূর্বকালে যে প্রশাসনযন্ত্র ছিল তা-ই স্বাধীনতা উত্তরকালে অব্যাহত থাকে। কার্যত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে-সরকারের যে গঠনরূপ, গতি প্রকৃতি থাকা দরকার ছিল তা অনুপস্থিত ছিল, এ সময়। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক সরকারের অনেক সদিচ্ছাও ঔপনিবেশিক প্রশাসনযন্ত্রের কাঠামোয় বাস্তবায়িত হয় নি বা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি। এ ব্যর্থতা পুরোপুরি বহন করতে হয় সরকারকে। সরকার এ ব্যর্থতার দায় স্বীকার করতে না চাওয়ায় বিরোধ বাধে জনগণের সাথে তথা সংবাদপত্রের সাথে। এ সময় প্রয়োজন ছিল দূরদর্শী সরকার ব্যবস্থাপনার। দেশের মৌল সমস্যা ও এর স্বরূপ দেশবাসিকে অবহিত করে সহযোগিতা কামনা করা যেত অথবা একটি জাতীয় সরকার গঠন করে নতুন জাতি গঠনে মূল নিয়ন্ত্রক হতে পারত সরকার। এর কোনটিই অনুসরিত হয় নি, চর্চিত হয় নি। স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় বছরই পাকিস্তানি আমলে প্রণীত (১৯৬০ সালে) প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স জারি করে সংবাদপত্রের উপর প্রথম অপঘাত করে সরকার। এ ধারা অব্যাহত থাকে '৭৫এর ১৬ জুন পর্যন্ত

প্রথম ভাগে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার সংখ্যা ছিল অবাক করার মতো। ১৯৭২ সালেই প্রকাশিত পত্র পত্রিকার সংখ্যা ২৭৮১। এ সময় দৈনিক পত্রিকা অপেক্ষা সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ সংখ্যায় ছিল বেশি। প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য পত্র পত্রিকার মধ্যে রয়েছে-

ক্রঃ নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	ধরন	সম্পাদক
১।	আমার বাংলা	১৯৭২	সাপ্তাহিক	স্বপনদাস গুপ্ত
২।	জনমত	১৯৭২	সাপ্তাহিক	-
৩	গণকণ্ঠ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	আঃ হামিদ
৪।	যুব শক্তি	১৯৭২	সাপ্তাহিক	মিহির কুমার কর্মকার
৫	আমার বাংলাদেশ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	এ এম সামসুল আলম
৬	সোনার দেশ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	ইকবাল হোসায়েন
৭।	জয়ধ্বনি	১৯৭২	সাপ্তাহিক	আঃ কাইয়ুম মুকুল
৮।	গণবাঙলা	১৯৭২	পাক্ষিক	আঃ রাজ্জাক
৯।	কালস্রোত	১৯৭২	মাসিক	মোঃ কামরুল ইসলাম
১০।	দীপ্ত বাংলা	১৯৭২	মাসিক	আব্দুল্লাহ্ আল মামুন
১১।	মুখপত্র	১৯৭২	মাসিক	ওবায়দুল ইসলাম ও মোঃ হাবীবুল্লাহ
১২।	দেশবাংলা	১৯৭২	দৈনিক(চট্টগ্রামথেকে)	আবু হেনা মোস্তফা
১৩।	জন্মভূমি	১৯৭২	সাপ্তাহিক	অধ্যাপক আলী আহমদ
১৪।	টেলিগ্রাম	১৯৭২	সান্ধ্য দৈনিক	কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমদ
১৫।	বঙ্গ বার্তা	১৯৭২	সান্ধ্য দৈনিক (চট্টগ্রাম)	এ কে এম সাখাওয়াত হোসেন
১৬	উল্লাস	১৯৭২	সাপ্তাহিক (সিলেট)	দিলুয়ার
১৭	গণবার্তা	১৯৭২	সাপ্তাহিক (গাইবান্ধা)	মুহম্মদ আতাউর রহমান
১৮	রঙ্গদর্পণ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	মোঃ নূরুল আনোয়ার
১৯।	বাংলার বাণী	১৯৭২	মহিলা মাসিক (খুলনা)	বেগম আশরাফুননেছা
২০।	রূপসী বাংলা	১৯৭২	সাপ্তাহিক	অধ্যাপক আঃ ওহাব
২১।	সমাজ	১৯৭২	দৈনিক	আবুল বাশার মৃধা
২২।	হক কথা	১৯৭২	সাপ্তাহিক (উর্দাইল)	সৈয়দ ইরফানুল বারী

Dhaka University Institutional Repository

২৩	দেশের কথা	১৯৭২	অর্ধ সাপ্তাহিক	মোঃ আব্দুল হাই
২৪।	ব্যবসা বাণিজ্য	১৯৭২	পাক্ষিক	কাজী শাহ্ আলম হাফিজ ও আহমদ ফারুক
২৫	কালপুরুষ	১৯৭২	ত্রৈমাসিক	রফিক নওশাদ
২৬।	মিছিল	১৯৭২	দৈনিক (চট্টগ্রাম)	এম এ কুদ্দুস
২৭	সবুজ বাংলা	১৯৭২	সাপ্তাহিক	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি
২৮।	রণরঙ্গিনী	১৯৭২	মহিলা পাক্ষিক	জাহানারা খানম
২৯	সুচরিতা	১৯৭২	মহিলা সাপ্তাহিক	সৈয়দা সাহিদা বেগম রানু
৩০	নবযুগ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	শামসুল আলম
৩১।	গণমানুষ	১৯৭২	সাপ্তাহিক (ফেনী)	মির্জা আঃ হাই
৩২।	যুব বাংলা	১৯৭২	সাপ্তাহিক	শ,ম মোস্তফা জামান
৩২।	অনির্বাণ	১৯৭২	ত্রৈমাসিক	মোঃ আব্দুস সালাম
৩৩	ইত্তেহাদ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	উলিআহাদ
৩৪	দেশবার্তা	১৯৭২	সাপ্তাহিক (সিলেট)	হিমাংশু শেখর ধর
৩৫	রোববার	১৯৭২	মাসিক (চট্টগ্রাম)	মোঃ হারুন
৩৬	ডাইজেস্ট	১৯৭২	সাপ্তাহিক	মোঃ ওবায়দুর রহমান
৩৭	বাংলাদেশ সংবাদ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	কাজী মোজাম্মেল হক
৩৮	শ্রমিক বার্তা	১৯৭২	সাপ্তাহিক	মঈনুল হাছান
৩৯।	খেলাধুলা	১৯৭৩	মাসিক	আবুল কাসেম ও আবু সাঈদ
৪০	জনপদ	১৯৭৩	দৈনিক	আব্দুল গাফফার চৌধুরি
৪১	গণকণ্ঠ	১৯৭৩	দৈনিক	আল মাহমুদ
৪২।	তাহজীব	১৯৭৩	মাসিক	মহীউদ্দিন শামী
৪৩	প্রবাসী	১৯৭৩	সাপ্তাহিক (খুলনা)	এ.কে.এম মোস্তাফিজুর রহমান
৪৪।	ক্রীড়াঙ্গন	১৯৭৩	মাসিক	নিজাম আহমেদ
৪৫	হক বাণী	১৯৭৩	সাপ্তাহিক	শামসুর রহমান
৪৬	কৃষক	১৯৭৩	সাপ্তাহিক	অধ্যাপক মুয়ায্যম হুসাইন খান
৪৭।	আয়না	১৯৭৩	ত্রৈমাসিক	আহসাব উদ্দিন আহমদ ও নিয়ামত হোসেন
৪৮।	জনতার বাণী	১৯৭৩	সাপ্তাহিক	সৈয়দ শাহজাহান শহীদ
৪৯	সান্ধ্য বার্তা	১৯৭৩	দৈনিক	আঃ মোতালেব তালুকদার
৫০	গণমুখ	১৯৭৪	সাপ্তাহিক	এম.এ রেজা ও অরুণাভ সরকার
৫১।	আমাদের কথা	১৯৭৪	সাপ্তাহিক	ফকীর আমীর হোসেন
৫২।	জনমত	১৯৭৪	দৈনিক (দিনাজপুর)	বিধান কুমার দে
৫৩	সময়	১৯৭৪	মাসিক	সৈয়দ আবুল মকসুদ
৫৪।	সমাচার	১৯৭৪	সান্ধ্য দৈনিক	সিকান্দার হায়াত মজুমদার
৫৫	কমরেট	১৯৭৪	সাপ্তাহিক (চট্টগ্রাম)	শেখ মোঃ আব্দুল আলী
৫৬।	জনবার্তা	১৯৭৪	দৈনিক (খুলনা)	সৈয়দ সোহরাব আলী
৫৭	শিক্ষা বিচিত্রা	১৯৭৫	সাপ্তাহিক	এস. এম মোসলেম উদ্দিন
৫৮।	মৌমাছি	১৯৭৫	মাসিক	দিলওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি।

'৭৫ থেকে '৮২ এ পর্বে সংবাদপত্রের উপর আরোপিত পূর্বের নির্বতন আইনসমূহ বাতিল করা না হলেও এর প্রয়োগ দেখা যায় নি.[৫]। বরং পূর্বে বাতিলকৃত বা স্থগিতকৃত অনেক পত্রিকা এ সময় প্রকাশ পেতে দেখা যায় পাশাপাশি নতুন পত্রপত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে নব উদ্যমে। '৭৫ পরবর্তী প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে রয়েছে-

ক্রঃনং	নাম	প্রকাশকাল	ধরন	সম্পাদক
১।	গ্রামের ডাক	১৯৭৬	সাপ্তাহিক (কুষ্টিয়া)	এম আলমগীর
২	পূর্বাণী	১৯৭৫	সাপ্তাহিক	শাহাদাৎ হোসেন
৩।	দৈনিক উত্তরা	১৯৮২	দৈনিক (দিনাজপুর)	অধ্যাপক মোঃ মহসীন
৪	আদ দাওয়াত	১৯৭৬	মাসিক	মোঃ আবুল কাসেম
৫।	দৈনিক বার্তা	১৯৭৬	দৈনিক (রাজশাহী)	আব্দুর রজ্জাক
৬।	নববার্তা	১৯৭৬	সাপ্তাহিক	নূরজাহান বেগম
৭	অর্থনীতি জার্নাল	১৯৭৬	সাপ্তাহিক(চট্টগ্রাম)	মোহাম্মদ ইউনুছ
৮।	খবর	১৯৭৭	সাপ্তাহিক	মিজানুর রহমান (মিজান)
৯।	স্ফুলিঙ্গ	১৯৭৭	দৈনিক যশোর	রাশিদা সাত্তার
১০।	একতা	১৯৭৯	সাপ্তাহিক	মোহিউর রহমান
১১	খবর	১৯৭৭	দৈনিক	মিজানুর রহমান (মিজান)

ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্বের বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস স্বৈরাচারী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনকালের ইতিহাস এ সময় গণতন্ত্র পুণরুদ্ধারের জন্য যেমন রাজনৈতিক দলসমূহকে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে-অনুরূপ আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে-বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সংবাদপত্র সমূহকেও । এ সময় এরশাদ সাহেব তার, স্বৈরশাসনকে স্থিতিশীল রাখতে, দীর্ঘায়িত করতে আজ্ঞাবহ কিছু পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ সবের মধ্যে রয়েছে 'ইনকিলাব', 'মিল্লাত' ইত্যাদি। অপরপক্ষে 'বাংলার বাণী,' 'একতা', 'বিচিন্তা', 'যায়যায়দিন' ইত্যাদি পত্রিকা বন্ধ করে দেন। এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রসমূহ গোড়া থেকেই আন্দোলন শুরু করে। ধর্মঘট, কালোব্যাজ ধারন করে সাংবাদিকগণ স্বৈরসরকারকে ধিক্কার জানায়। '৯০র গণআন্দোলনকে বেগবান করতে প্রবলতর করতে, সংবাদপত্র ২৭শে নভেম্বর থেকে ৬ই ডিসেম্বর (৯০) পর্যন্ত সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করে। এতে স্বৈরশাসন পতনের পথকে ত্বরান্বিত করেছিল নিঃসন্দেহে।

তৃতীয় পর্বে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

ক্রঃনং	নাম	প্রকাশকাল	ধরন	সম্পাদক
১।	নব অভিযান	১৯৮৫	দৈনিক	এস এস এম রেজাউল হক
২।	দৈনিক পত্রিকা	১৯৮৬	দৈনিক	আলী আজগর
৩।	জনতা	১৯৮৪	দৈনিক	ছানাউল্লাহ নূরী
৪।	ইনকিলাব	১৯৮৬	দৈনিক	এ এফ এম বাহাউদ্দিন
৫।	মিল্লাত	১৯৮৭	দৈনিক	চৌধুরি মোহাম্মদ ফারুক
৬।	জনপদ	১৯৮৯	দৈনিক	মজিবুল হায়দার চৌধুরি
৭।	সোনার বাংলা	১৯৮০	সাপ্তাহিক	মোঃ কামরুজ্জামান
৮।	খবরের কাগজ	১৯৮১	সাপ্তাহিক	কাজী শাহেদ আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

৯	শিখা অনির্বাণ	১৯৮২	সাপ্তাহিক	চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু
১০	ঢাকা কুরিয়ার	১৯৮৪	সাপ্তাহিক	এনায়েত উল্লাহ খান
১১।	ইকোনোমিক টাইমস	১৯৮৮	সাপ্তাহিক	মনিরুল হক
১২।	অনন্যা	১৯৮৮	সাপ্তাহিক	তহমিমা হোসেন
১৩।	তারকালোক	১৯৮৩	সাপ্তাহিক	সাযযাদ কাদিও
১৪।	পূর্ব কোণ	১৯৮৬	দৈনিক (চট্টগ্রাম)	তহলিম উদ্দিন চৌধুরী
১৫।	সিলেটের ডাক	১৯৮৪	দৈনিক (সিলেট)	আঃ হান্নান চৌধুরী
১৬।	বিজ্ঞান চর্চা	১৯৮৫	মাসিক	গাজীউর রহমান
১৭।	মেঘনা	১৯৮৪	মাসিক	শরিফুল ইসলাম
১৮।	হায়হন্দ	১৯৮৫	মাসিক	মিজানুর রহমান
১৯।	বর্তমান দিনকাল	১৯৮৭	মাসিক	মিজানুর রহমান (মিজান)
২০	সুগন্ধা	১৯৮৭	মাসিক	সৈয়দ মোয়াজ্জেম হুসাইন
২১	সুচিত্রা	১৯৮৭	মাসিক	খালিদ মাহমুদ
২২।	পূর্ণিমা	১৯৮৭	মাসিক	এ,এম বাহাউদ্দিন

ইত্যাদি।

চতুর্থ পর্ব শুরু হয় '৯০র গণঅভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর থেকে। ইতোমধ্যে সমাপ্তি ঘটে বিশ শতকের, শুরু হয় একবিংশ শতাব্দীর। এ সময় বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ হয় পরিবর্তিত। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা। এ সময় অনুষ্ঠিত হয় তিনটি সাধারণ নির্বাচন (১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১)। সংসদকে করা হয় রাষ্ট্রপরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু। বলা যায় উপর্যুক্ত পরিবেশ স্বাধীন সংবাদপত্রেরই পরিবেশ। পূর্ব প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকার পাশাপাশি এ সময় প্রকাশিত হয় বেশ কিছু পত্রিকা যা নিম্নরূপ-

ক্রঃনং	নাম	প্রকাশ কাল	ধরন	সম্পাদক
১।	দেশবাংলা	১৯৯১	দৈনিক	ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী
২।	আনন্দপত্র	১৯৯১	দৈনিক	মোস্তফা জব্বার
৩।	আল-আমিন	১৯৯১	দৈনিক	আল হাজ্ব মকবুল হোসেন
৪।	রূপালী	১৯৯১	দৈনিক	মুস্তাফিজুর রহমান
৫।	ভোরের ডাক	১৯৯১	দৈনিক	এ,এস,এম বেলায়েত হোসেন
৬।	ইকোনমিক পোস্ট	১৯৯২	দৈনিক	মোঃ হাবীবুর রহমান শেখ
৭।	আজকের প্রত্যাশা	১৯৯২	দৈনিক	আবু হোসেন
৮।	দেশজনপদ	১৯৯৪	দৈনিক	সালাউদ্দিন
৯।	ইনডিপেনডেন্ট	১৯৯৫	দৈনিক	সৈয়দ মাহবুব আলম চৌধুরি
১০।	দেশ পত্রিকা	১৯৯৫	দৈনিক	সাহেবজাদা আল আওয়াজ হাবিবুল বাশার
১১।	মুক্তকণ্ঠ	১৯৯৭	দৈনিক	কে জি মুস্তাফা
১২।	মানবজমিন	১৯৯৮	দৈনিক	মাহবুবা চৌধুরী
১৩।	প্রথম আলো	১৯৯৮	দৈনিক	মতিউর রহমান
১৪।	সংবাদচর্চা	১৯৯৯	দৈনিক	কাজী শামসুল হক

Dhaka University Institutional Repository

১৫।	নতুন ভোর	২০০০	দৈনিক	শেখ মাহবুব তৈয়বুর রহমান
১৬।	অর্থনৈতিক পরিক্রমা	১৯৯২	সাপ্তাহিক	প্রকৌশলী খালিদ মাহবুব
১৭।	সকালের সংবাদ	১৯৯৩	সাপ্তাহিক	মোঃ খলিলুর রহমান
১৮।	দেশচিন্তা	১৯৯৫	সাপ্তাহিক	আনোয়ার হোসেন খান
১৯।	বিচিত্রা (পুনরায়)	১৯৯৮	সাপ্তাহিক	শেখ রেহানা
২০।	সাপ্তাহিক ২০০০	১৯৯৮	সাপ্তাহিক	শাহাদাত চৌধুরী
২১।	পালাবদল	১৯৯১	সাপ্তাহিক	আব্দুস সালাম
২২।	আজকের বিচিত্রা	১৯৯৪	সাপ্তাহিক	মোঃ মাহবুবুর রহমান
২৩।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা	১৯৯৩	দৈনিক (চট্টগ্রাম)	আব্দুল্লাহ আল হারুন
২৪।	কর্ণফুলী	১৯৯৪	দৈনিক (চট্টগ্রাম)	আল মাহমুদ
২৫।	সুরমা বার্তা	১৯৯৬	দৈনিক(সিলেট)	ইখতেয়ার উদ্দিন

ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এখানে সংবাদপত্রের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক অবকাঠামো। গড়ে ওঠেছে সুবিশাল পাঠক সমাজ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার ও জনগণ উভয়েরই সর্বাধুনিক তথ্যের জন্য চোখ রয়েছে সংবাদপত্রের উপর। এ সময় প্রকাশনায়ও এসেছে বৈচিত্র্য। এক রঙের পরিবর্তে সংবাদপত্র এখন প্রকাশিত হয় বহুরঙে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ক্রমপ্রসারে সংবাদপত্রও এগুচ্ছে সমানতালে। এ কারণে পত্রিকার নগর সংস্করণও প্রকাশিত হচ্ছে। কাগজে প্রকাশের পাশাপাশি ইন্টারনেটেও প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্র। খবর পরিবেশনায় এসেছে বহুমাত্রিকতা। শুধু রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার সংবাদ নয় শিক্ষাদীক্ষা, বাজার দর, আবহাওয়াবার্তা, বিয়ে, চাকরি ইত্যাদিসহ দেশ-বিদেশ-গ্রামীণ জনপদের খবর পরিবেশিত হচ্ছে সংবাদপত্রে। দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্বের তুলনায় এখন আর দুই বা চার পৃষ্ঠা নয়, ষোল-বিশ পৃষ্ঠার পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে অহরহ। একটা জাতির খোলা জানালা হল সংবাদপত্র। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার পাশাপাশি কার্যকরী রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১। সোহরাব হাসান, ঢাকায় সংবাদপত্রের পঞ্চাশ বছর, ২০০০, পি আই বি, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২।

২। আতোয়ার রহমান, বাংলাদেশের শিশু পত্রিকা, ব্রিটিশ আমল, ১৯৭৭, বাংলা একাডেমী: ঢাকা, পৃষ্ঠা: ৪।

৩। ইসরাইল খান (সংকলক ও সম্পাদক), পূর্ব বাঙলার সাময়িক পত্র (১৯৪৭-১৯৭১), ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ৬।

৪। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা: ১০।

৫। 'সরকার কর্তৃক জারিকৃত সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিলকরণ) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ এর অধীনে প্রকাশনার ডিক্লারাশন বাতিলকরণ হইতে সরকার ১২৪ টি দৈনিক, সাপ্তাহিক, দ্বিপাক্ষিক, মাসিক, ষান্মাসিক, ও বার্ষিক পত্র পত্রিকাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।'

'দৈনিক ইত্তেফাক' ২৪শে আগস্ট, ১৯৭৫, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

দৈনিক সংবাদ : প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি

১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় আরবি, ফার্সি, উর্দু শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। নির্ভেজাল বাংলা শব্দের ব্যবহার অনাদৃত ছিল একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের কাছে। এ সময় খাঁটি বাংলায় কোন পত্রিকার নামকরণ কল্পনা করাও ছিল দুঃসাধ্য। ঢাকায় তখন মূলত তিনটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এর মধ্যে দুটি-ই ইংরেজিতে 'পাকিস্তান অবজার্ভার' এবং 'মর্নিং নিউজ', 'দৈনিক আজাদ' ছিল একমাত্র বাংলা পত্রিকা। এ সময় সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাও ছিল নতুন দৈনিকপত্রিকা প্রকাশের দিকে। এমনি প্রেক্ষপটে 'সংবাদ' নামকরণে নতুন পত্রিকা প্রকাশে সারদেশে হৈচৈ পড়ে যায়[১] অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে আশা-নিরাশার বেড়াজাল অতিক্রম করে 'দৈনিক সংবাদ' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫১ সালের ১৭ই মে। এর নামকরণ করেন সৈয়দ নুরুদ্দিন. বংশাল রোডের ২৬৩ নম্বর বাড়ি হয় এর প্রথম কার্যালয়। নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী গিয়াসউদ্দীন 'দৈনিক জিন্দেগী' কিনে নেন ১৯৫০ এর সেপ্টেম্বর মাসে। উল্লেখ্য 'জিন্দেগী' প্রথমে অর্ধ সাপ্তাহিক ছিল। দৈনিকে রূপান্তরিত হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ এ। এই 'জিন্দেগী'কে ঘিরেই নতুন পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হাজী গিয়াসউদ্দীন সাহেবের ছোটভাই নাসির উদ্দিন সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নতুন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় খায়রুল কবীর সাহেবকে। জনাব খায়রুল কবীর তখন এপিপিতে কাজ করেন। সকল সংশয় দোলাচলবৃত্তির আবসানে তিনি 'আজাদ' ছেড়ে চলে আসেন 'সংবাদ' এ। 'দৈনিক সংবাদ' প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট প্রয়াত সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত তুলে ধরেন নিম্নোক্ত বক্তব্যে–

> 'বিভাগপূর্ব থেকেই প্রকাশিত সকল পত্রিকা বের হতো কলকাতা থেকে। আর প্রতিটি পত্রিকার পেছনে চালিকাশক্তি ছিল রাজনৈতিক ভাবধারা ও আদর্শ। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'দৈনিক আজাদ'-এসবের পেছনে রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রয়োজনের তাগিদ ছিল। 'সংবাদ যখন প্রকাশের জন্য হাজী গিয়াস উদ্দিন আহমদ উদ্যোগী হলেন 'দৈনিক জিন্দেগী'র দায় দেনার দায়িত্ব তথা স্বত্ব কিনে নিয়ে, তখন মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ছিল না: ছিল সামাজিক, যার মূল লক্ষ্য ছিল জনশিক্ষা প্রসার সংবাদপত্রের মাধ্যমে চারপাশের জগৎ সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন এমন একটি পত্রিকা যা জনমতের উপযুক্ত বাহন হতে পারে। লক্ষ্যটা রাজনৈতিক নয়, রুচিশীল জনমত গঠন।'[২]

এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে 'দৈনিক সংবাদ' এর কাজ শুরু হয় ১৯৫১ সালের এপ্রিল- মে মাসে। ঘরে বাইরের সামগ্রিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় মে মাসের পনের তারিখে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছাড়াও রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেক নেতা যোগ দেন। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সকল অবস্থায় সত্য প্রকাশ করাই আমাদের আদর্শ।'- এই নীতি ঘোষণা করে। সংবাদকে তার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে চলার চেষ্টা করেছে। প্রতিষ্ঠাকালে দৈনিক সংবাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চারটি। মূল্য রাখা হয়েছিল দুই আনা।[৩] পত্রিকার এ পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং মূল্য একটি সূচক হিসেবে ধরা যেতে পারে। '৪৭ উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটা চিত্র এর থেকে লাভ করা যায়। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা '৫২র পর চার থেকে ছয়-এ উন্নীত হয়। স্বাধীনতার পর এর পৃষ্ঠা সংখ্যা আট-এ উন্নীত হলেও মূল্য নির্ধারিত থাকে এক টাকার কম। ১৯৮০ সালের আগস্ট পর্যন্ত এর মূল্য ছিল সত্তর পয়সা। ডিসেম্বর '৮১ এর পূর্ব পর্যন্ত পত্রিকাটির মূল্য নির্ধারিত থাকে এক টাকায়। '৮১র ডিসেম্বরে পত্রিকার মূল্য নির্ধারিত হয় এক টাকা বিশ পয়সা। '৮৭র মার্চে এর মূল্য পুনর্নির্ধারিত হয় এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। '৮৮ র পূর্ব পর্যন্ত 'দৈনিক সংবাদ' বিক্রি হয় দুই টাকা মূল্যে। এর পর থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত মূল্য থাকে তিন টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যাও এ সময় বৃদ্ধি পায় মূল্য মানের সাথে সাযুজ্য রেখে। সাময়িকীর পৃষ্ঠা দুই থেকে উন্নীত হয় চার-এ। '৮০ র দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'দৈনিক বাংলা' এ দুটো বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের পাশে 'দৈনিক সংবাদ' ছিল

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পত্রিকা। প্রচার সংখ্যা অধিক না হলেও মান ছিল অনন্য। অবশ্য পত্রিকাটি গোড়া থেকেই অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করতে অভ্যস্ত। পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে চরম অর্থনৈতিক দীনতার কারণে সংবাদ মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। এ সময় নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সরকারি স্বার্থের সংবাদ এবং সম্পাদকীয় প্রকাশ-ই এ সময় এর মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়। চুয়ান্নর নির্বাচনের পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটলে দলটির কাছে সংবাদের গুরুত্ব কমে যায়। পত্রিকাটি আবারও চরম অর্থকষ্টে পড়ে। এ অবস্থায় এর ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন আহমেদুল কবীর। তাঁর মননশীল চিন্তা চেতনা, উদারনৈতিক বিনিয়োগে পত্রিকাটি ভিন্নরূপ লাভ করে। দীর্ঘ অর্ধশতক ধরে তার এ যাত্রা অব্যাহত আছে। শুরু থেকেই সংবাদ পূর্ণাঙ্গ আঙ্গিকে প্রকাশিত হতে থাকে। মহিলা পাতা, খেলাঘর, সাহিত্য সাময়িকী, ক্রীড়া বিভাগ ইত্যাদি বিভাগ প্রকাশেও সংবাদ প্রাগ্রসর চেতনার স্বাক্ষর রাখে মহিলা দ্বারা মহিলা পাতা সম্পাদনা বাংলা সংবাদপত্র জগতে সংবাদেই প্রথম। লায়লা সামাদ ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য

> 'সংবাদের সেই আতুর ঘরেই আমার প্রকৃত সাংবাদিকের হাতে খড়ি। আর বললে বলা যায় এ দেশে মহিলা সাংবাদিকতার সূত্রপাতও বুঝি সেই দৈনিক সংবাদই।'[৪]

শিশুকিশোরদের মননশীল করে তোলা, সৃষ্টিশীল করে তোলার লক্ষ্যে ছাপা হয় খেলাঘর বিভাগ। কবি হাবীবুর রহমান হন এর সম্পাদক। সেই সময়ে খেলাঘরের উপযুক্ততা সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক নিয়ামত হোসেনের মন্তব্য-

> 'খেলা ঘরের পাতা আমাদের কাছে ছিল লেখার স্বাধীনতা, শিল্পির স্বাধীনতার মতো। যৌথ কাজ কর্মের মতো'।[৫]

প্রথম থেকেই সংবাদের আকর্ষণীয় বিভাগ হয়ে উঠে সাহিত্য সাময়িকী বিভাগ। কবি আবদুল গণি হাজারী ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। সংবাদ সাময়িকী প্রসঙ্গে সাংবাদিক এ.বি.এম. মুসার বক্তব্য-

> 'রুচিবানদের আড্ডা বসতো হাজারী ভাইয়ের কামরায়। জনাব আবদুল গণি হাজারী ছিলেন সাহিত্য পাতার সম্পাদক। সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী ছিল তখনকার দিনে আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের বিচরণভূমি তরুণ সাহিত্যিকদের উন্মেষক্ষেত্র। গল্প প্রবন্ধ ছাড়াও ছিল আধুনিক কবিতা। আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান সবাই হাত খুলতেন সংবাদের সাময়িকী পৃষ্ঠায়'।[৬]

এ কথা স্বীকার্য 'সংবাদ সাময়িকী' সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতির একটি পরিচ্ছন্ন রুচির বলয় তৈরি করেছে, তৈরি করেছে প্রাগ্রসর পাঠক ও লেখক। 'দৈনিক সংবাদ' সমাজ-রাজনীতি রাষ্ট্রে যে বিনির্মাণ করতে চেয়েছে, আমাদের শিল্প-সাহিত্যে আরো বেশি সাফল্যের সাথে তা করতে পেরেছে 'সংবাদ সাময়িকী'। 'সংবাদ সাময়িকী' দেশের তাবৎ গুণী লেখক কবি শিল্পী সংস্কৃতিসেবীকে তার চাঁদোয়ার নিচে আনতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, তাদের সাহসী ও টেকসই লেখাগুলোকে দিনের পর দিন তুলে আনতে পেরেছে এ পৃষ্ঠায়। বিপ্রতীপ সময়েও ঋজু কলমের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, অন্ধ অনুকরণের যুগে মৌলিকত্বকে সম্মানিত করেছে, সস্তা বাচালতায় পৃষ্ঠাগুলোকে বিকিয়ে না দিয়ে দায়বদ্ধ পংক্তিতে সাজিয়েছে মিতবাক গভীর সব লেখা।

আশির দশকে উপনীত হয়ে 'সংবাদ' মধ্য যৌবনে পৌঁছে। এর মধ্যে দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। মূলগত পরিবর্তন সাধিত হয় ১৯৭১ সালে। এ সময় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। শুরু হয় নতুন দিগন্তের।

এর পূর্বে ষাটের দশকে পত্রিকাটি পাকিস্তানী শাসন শোষণের তীব্র বিরোধিতা করে সরকারের রোষানলে পড়ে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সময় মোনায়েম খান একবার পত্রিকার ডিক্লারেশন বন্ধ করে দেয়। পরে হাই কোর্টের নির্দেশে এ আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পত্রিকাটির সাথে যুক্ত হয় পূর্ব বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার সাংবাদিক, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী। বস্তুত জহুর হোসেন চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, সন্তোষ গুপ্ত, তোয়াব খান, কামাল লোহানী, মোহাম্মদ ফরহাদ, আলী আকসাদ, বজলুর রহমান প্রমুখের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পত্রিকাটি নতুন রূপে সংবাদ পরিবেশনা ও সম্পাদকীয় প্রকাশে নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংবাদ গণতন্ত্র উদ্ধারে সাহসী ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রদায়িকতার মতো উগ্রতার ঘোর বিরোধী ছিল 'সংবাদ'। '৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর বিরুদ্ধে সরকার অবস্থান নিলে সংবাদ এর পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে। '৬৪ সালের দাঙ্গায় সরকারের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে 'সংবাদ' সোচ্চার হয়ে উঠে। পশ্চিমা শাসন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাথে সাথে সংবাদ দেশবাসীকে সচেতন করেছে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। 'দৈনিক সংবাদ' পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে শুধু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী হিসেবে দেখে নি দেখেছে পাকিস্তনের সামষ্টিক প্রেক্ষাপটে সংবাদের গণতান্ত্রিক ভূমিকা সম্পর্কে বজলুর রহমান বলেন-

> 'সংবাদ এর পৃষ্ঠায় গণতন্ত্রের লড়াইয়ের পাশাপাশি তুলে ধরা হতে থাকে শ্রমিককৃষক মধ্যবিত্তের বাচার লড়াইয়ের খবর।বাক স্বাধীনতা,ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবীর পাশাপাশি স্থান পায় শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকারের দাবী।'[৭]

১৯৭১ সালে 'সংবাদ' প্রকাশিত হয় নি। পাকবাহিনী 'সংবাদে'র অফিস জ্বালিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের পর পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হয় নতুন উদ্যমে। এ প্রসঙ্গে আহমেদুল কবীরের বক্তব্য–

> 'মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যেও পর সংবাদ এর কর্মীরা ফিরে এসে কাগজ বের করবেন প্রতিজ্ঞা করে কাজে নামলেন। পোড়াবাড়ীতে, পোড়াকাঠ, পোড়াটিন দিয়ে ঘর তুলে জল-ঝড়ের মধ্যে দাড়িয়ে কাজ করে সংবাদকে আবার চালু করেছেন।'[৮]

কিন্তু স্বাধীনতার কয়েক বছর পরেই 'সংবাদ'কে আবারো সরকারের রোষানলে পড়তে হয়।

> '১৯৭৫ সনে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে সরকার সংবাদ এর মত ঐতিহ্যবাহী কাগজেরও ডিক্লারেশন বাতিল করে দিলেন। যাই হোক ১৯৭৫ সনের সেপ্টেম্বর থেকে সংবাদ পুনঃপ্রকাশিত হয়'।[৯]

পুনরায় পুরো উদ্যমে 'সংবাদ' প্রকাশিত হলেও তার নীতি পরিবর্তন করেনি। এ সময় পত্রিকাটির বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা স্পষ্ট হয়ে উঠে। সংবাদ পরিবেশনে বামপন্থীদের ছাড়া অন্য দলের সংবাদ ছাপায় অনাগ্রহী হতে লক্ষ্য করা যায়। সরকারের চাপিয়ে দেয়া কোন সংবাদও 'দৈনিক সংবাদ' প্রকাশে অনীহা দেখাত। এ প্রসঙ্গে সম্পাদক আহেমদুল কবীরের দৃষ্টিভঙ্গি সন্তোষ গুপ্ত তুলে ধরেন-'সরকার মতামত যা-ই থাকুক, আমার মতামত আমি ছাড়ব না।'[১০] '৭০র দশকের মাঝামাঝি থেকে 'দৈনিক সংবাদ' বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহকের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। '৮০র দশকে যখন একের পর এক সংবিধান পরিবর্তন করে দেশের মূল কাঠামো পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে তখনও 'দৈনিক সংবাদ' তার নিজস্ব ভাবনায় অবিচল থাকে।

১৯৭৪ থেকে 'সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী'র দায়িত্ব পালন করেন আবুল হাসনাত। ২০০৪ সালের জুলাই পর্যন্ত এ দীর্ঘ ত্রিশ বছর সাহিত্য পাতার উৎকর্ষ সাধনে তিনি নিবিষ্ট ছিলেন যত্নসহকারে। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য 'শুধু মান, জীবনবোধ এ প্রত্যয় অক্ষুণ্ন রেখে' সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশের চেষ্টা করেছি।'[১১] 'সাহিত্য সাময়িকী'র নামকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে ১৯৮২ সালের অক্টোবরে।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে পূর্ব প্রচলিত সাপ্তাহিক ছুটি রোববারের একদিনের পরিবর্তে শুক্র ও শনিবার এই দুই দিন ঘোষণা করে '৮২ সালের আগস্টে। সাপ্তাহিক ছুটির এ পরিবর্তন 'সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী'র উপর প্রভাব ফেলে। রোববার সাপ্তাহিক ছুটি থাকাকালে 'সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী'র নাম ছিল 'রোববারের সাময়িকী' যা প্রকাশ পেত রোববারে। '৮২ র সাতই অক্টোবর থেকে এর নামকরণ করা 'সংবাদ সাময়িকী' যা সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশ পায়। কোন কারণে বৃহস্পতিবার সাময়িকী প্রকাশিত হতে না পারলে পরবর্তীকালে তা প্রকাশ করা হত। সাপ্তাহিক নিয়মিত সাময়িকী ছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

'দৈনিক সংবাদ' 'শহীদ দিবস', 'স্বাধীনতা দিবস' বাংলা নববর্ষ দিবস' 'সংবাদের জন্মদিবস (১৭ই মে)', 'বিজয় দিবস' ইত্যাদি দিবস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। পাশাপাশি ঈদুল ফিতর সংখ্যা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের জন্ম-মৃত্যু দিবসেও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এতে মানসম্মত প্রচুর প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় '৯০ দশকের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে কোন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ পেত না।

'দৈনিক সংবাদ' '৮০র দশক প্রগতিশীল সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের রচনা প্রকাশকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে কিংবা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় '৮০র দশকে যেমন আজও তেমনি পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১. 'প্রথম প্রকাশের সময়েই 'সংবাদ' সম্পর্কে আমাদের অনেকের মধ্যে অনুরাগ-বিরাগের দুটি পরস্পরবিরোধী স্রোত বয়ে গিয়েছিল। অনুরাগের প্রথম হেতুই 'সংবাদ' নামটা। 'আজাদ' 'ইত্তেহাদ', 'মিল্লাত', 'সওগাত' প্রভৃতি নামের পত্র-পত্রিকা পড়তে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। সেখানে 'সংবাদ' এর মতো ছোট, সুন্দর, অর্থবহ বাংলা নাম অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। বিরাগের কারণ ছিল এই যে, আমরা শুনেছিলাম, এটা মুসলিম লীগের পত্রিকা। ততদিনে মুসলিম লীগ সম্পর্কে আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছি।

—

আনিসুজ্জামান, সংবাদ অর্ধশত বর্ষের সূচনায়, 'দৈনিক সংবাদ' পঞ্চাশ বছরপূর্তি ক্রোড়পত্র-১, ২৫শে মে, ২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১।

২. সন্তোষ গুপ্ত, 'অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী', 'দৈনিক সংবাদ' পঞ্চাশ বছরপূর্তি ক্রোড়পত্র-১, ২৫শে মে, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১।
৩. গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, সন্তোষ গুপ্ত, ৬.৫.২০০৪, ঢাকা।
৪. লায়ল সামাদ, প্রসঙ্গ: সংবাদ, দৈনিক সংবাদের পঁচিশ বছরপূর্তি সংখ্যা, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা ৩০।
৫. নিয়ামত হোসেন, খেলাঘর ও সংবাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫।
৬. এ.বি.এম. মুসা, সংবাদের সেই দিনগুলি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪।
৭. বঙ্গবন্ধুর রহমান, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংবাদের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১।
৮. আহমেদুল কবীর, পূর্বলেখ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১।
৯. আহমেদুল কবীর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩।
১০. গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, সন্তোষ গুপ্ত, ৬.৫.২০০৪, ঢাকা।
১১. গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, আবুল হাসনাত, ৬.৬.২০০৪, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সংবাদ সমায়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলীর তালিকা ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

এ অধ্যায়ে ১৯৮০ থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত বিষয়াবলীকে একটি ছকে আবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। '৮০ র দশকের সংবাদ সাময়িকী প্রগতিশীল সাহিত্য রচয়িতাদের চারণভূমিতে পরিণত হয়। শুধু সাহিত্যনির্ভর পত্রিকা অথবা দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা কম থাকায় এ সময় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকদের পাশাপাশি নবীন লিখিয়েদের সমাবেশ ঘটে 'দৈনিক সংবাদে'র সাহিত্য পাতায়। এ সময়ের সংবাদ সাময়িকীতে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদির পাশাপাশি নিয়মিত প্রকাশিত হয় বই আলোচনা। এছাড়া সমসাময়িক বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বিজ্ঞান বিষয়ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক, চিত্র সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় নিয়মিতভাবে। ছক রচনার সুবিধার্থে ইত্যাকার বিষয়গুলোকে 'অন্যান্য' বিষয় শিরোনামের সংগ্রহ করা হয়েছে। মন্তব্যের ঘরে মূলত সাময়িকী প্রকাশিত হওয়া না হওয়ার কারণ, এর মূল্য পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ছকের সর্ববামে দুটো তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের তারিখটি খ্রিষ্টাব্দ, নিচের তারিখটি বঙ্গাব্দের। খ্রিষ্টাব্দ ও বঙ্গাব্দ উভয় তারিখ তুলে ধরার ফলে যে কোন রচনা অনুসন্ধান করা সহজ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৬/১৯৮০ ২১/৯/১৩৮৬	উপেক্ষিত ঊর্মিমালা	আহসান উল্লাহ খান	সারমেয় সমাচার	মূল: প্রেমচন্দ, অনু: বিপ্লব দাশ	চা, অন্ধকার	আবিদ আজাদ, শিহাব সরকার			কাব্য: পাললো কুমারসাপ	রবীন্দ্র গোপ	সৈয়দ মাহবুবুর রহমান	শিল্পী কালিদাস কর্মকারের একক চিত্র প্রদর্শনী সমীক্ষা/শামসুল ওয়ারেশ খান।	
১৩/১/১৯৮০ ২৮/৯/১৩৮৬			যখন জীবন দুঃসহ	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	গুচ্ছ কবিতা:- পিতা-পুত্র/বাচা/ধূলোকণা/জাল/না-হ্যা হয় না	মুস্তফা আনোয়ার			উপন্যাস: ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায় (কিশোর উপন্যাস)	মাহমুদ আল জামান	আসাদ চৌধুরী	শহীদ কবীরের চিত্র সমালোচনা: রবিউল হুসাইন,	
২০/১/১৯৮০ ৫/১০/১৩৮৬	সামারসেট মম : নিঃসঙ্গ জীবনের ছেড়া পাতা, মানবতাবাদী বিবেকানন্দ	কৌশিক আহমেদ, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী	খাচায় পাখি	মূল:মূলক রাজ আনন্দ, অনু: জাফর আলম	অভিযাত্রী আয়ু , যাচ্ছে ভালো দিনকাল	সানাউল হক, আফলাতুন			রাজনৈতিক গ্রন্থ: কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি	মওদুদ আহমেদ	সন্তোষ গুপ্ত		
২৭/১/১৯৮০ ১২/১০/১৩৮৬	ধূলোমাটি কীর্তিনাশা	হায়াৎ মামুদ	অন্য রকম	সারোয়ার কবীর	কয়েকটি পেয়েক এবং কিছু সংলাপ, নুপুর জন্য একদিন	বেলাল চৌধুরী মাকিদ হায়দার			গদ্য: স্মৃতির শহর, সমকালীন প্রেমের গল্প	শামসুর রাহমান, ফিউরি খন্দকার	সন্তোষ গুপ্ত সন্তোষ গুপ্ত		

ফেব্রুয়ারি --১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/২/৮০ ১৯/১০/১৩৮৬	সৈন্যের জীবন কাব্যে উপলব্ধী	রায়হান শরীফ	শান্তনুর দুঃখ কষ্ট	ভাস্কর চৌধুরী	জাঁক	আবু বকর সিদ্দিক						বার্টোল্ট ব্রেশট ও কিছু কথা: কৌশিক আহমেদ	
১০/২/৮০ ২৬/১০/১৩৮৬	ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য	মূল: চিন্তা মনিকর, অনু: মুনতাসীর মামুন			সেই চিঠি সেই ভালোবাসা	সানাউল হক খান						চিত্রসমালোচনা –মন ও মৃত্তিকার রঙ/সৈয়দ রফিক হাসান	সাময়িকীটি এক পৃষ্ঠার
১৭/২/৮০ ৪/১১/১৩৮৬	ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য	মূল: চিন্তা মনিকর, অনু: মুনতাসীর মামুন	লাশ	অনু ইসলাম					জীবনী-সুরের রাজা	মোবারক হোসেন খান	হুমায়ুন কবীর	কবি "মহীউদ্দিন চৌধুরী স্মরণে"/ আজহার ইসলাম	
২৪/২/৮০ ১১/১০/১৩৮৬	আ মরি	জহুরুল হক	দিবালোকে অন্ধকারে	নুরুল ইসলাম খান	এক দুপুরে বাউল রাখাল	খালেদা এদিব চৌধুরী						ভাষা আন্দোলন ও শিকড় চেনা/আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ --১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/৩/৮০ ১৮/১০/১৩৮৬	ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য	মূল: চিন্তামনি কর, অনু: মুনতাসীর মামুন	যে সঙ্গে নেই	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	ঘুম দ্বীপে মধ্যরাতে পরী যুবতীরা	আবু কায়সার			গল্প: অসুখের কাল	আকরাম হোসেন	সন্তোষ গুপ্ত		
৯/৩/৮০ ২৫/১০/১৩৮৬	ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য	মূল: চিন্তামনি কর, অনু: মুনতাসীর মামুন			তোমরা কি জানো চিরন্তন চন্দ্রবিন্দু	মহাদেব সাহা, সানাউল হক খান			প্রবন্ধ: কুমুর বন্ধন গল্প: যে যার ভূমিকায়	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নূরুল করিম নাসিম	কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, আহমেদ আশরাফ		
১৬/৩/৮০ ২১২/১৩৮৬	বিড়াল	ভাস্কর চৌধুরী	লোডশেডিং	আবুবকর সিদ্দিক					গল্প: পিপড়ে নেকলেসও অন্যান্য	সবিউল আলম	সন্তোষ গুপ্ত		
২৩/৩/৮০ ৯/১২/১৩৮৬	পোড়া মাটির দহন জ্বালা	রবিউল হুসাইন			খোকন ও খেলনা, পলাশের বক্ত	আবিদ আনোয়ার, ওমর আলী			ছড়া: তুনু ও কেঁদো বাঘের গপপো	এখলাস উদ্দিন আহমেদ	সন্তোষ গুপ্ত	গ্রীক নোবেল বিজয়ী ওদিসিউস এলিটিস/সৈয়দ আবুল মকসুদ	সাময়ীকিটি এক পৃষ্ঠার
৩০/৩/ ৮০ ১৬/১২/১৩৮৬	কাব্য নাট্য	শান্তনু কায়সার	ভাঙন	ফজলুল কাশেম	আঙুল পুর্নমিলন	রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান			ঈশ্বরী পাটনী	চিত্ত সিংহ	সন্তোষ গুপ্ত	মুসলিম হলের সারে চার বৎসর /জলুর রহমান সিদ্দিকী	

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল--১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৪/৮০ ২৩/১২/৮৬	ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য বাংলাদেশের কথা সাহিত্য	মূল: চিন্তা মনিকর, অনু: মুনতাসীর মামুন নাদিরা পারভিন	ক্ষুর	ইসহাক খান					স্মৃতি ভাষণ:জিন্দাবাহার	পরিতোষ সেন/প্যাপিরা, গনেন্দলেন কলকাতা	সন্তোষ গুপ্ত	শহীদ খান খাদিম/ড: অজয় রায়	
১৩/৪/৮০ ৩০/১২/৮৬	প্রসঙ্গ : বাঙালী সংস্কৃতি	মোহাম্মদ আমীর হোসেন	জারজ যন্ত্রনা	ইসমাইল হোসেন	জ্যোৎস্নার খিলখিল	ওমর আলী							
২০/৮/৮০ ৭/১/১৩৮৭			জায়গা জমি	শান্তনু কায়সার					ছড়া: টোপাকুল	বদরুল হাসান /বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	জাঁ পল সার্ত্র/সৈয়দ আবুল মকসুদ, আমৃত্যু আপোষহীন /বেলাল চৌধুরী, জাঁ পল সার্ত্রের সঙ্গে আলাপ/মূল:মিসেল কঁত্যা, অনু: শহীদ কাদরী	
২৭/৪/৮০ ১৪/৪/১৩৮৭	একটি গল্প প্রসঙ্গে, এক অখ্যাত সাধক	আহসান কবীর, মাসুদ রেজা	টারটল নেক	রায়হান শরীফ	এই চাঁদ এই জল	মোহাম্মদ রফিক			সঙ্গীত গ্রন্থ: গীতি মিতালী	মালিকা আল রাজি/ ড. বেগম মালিকা আল রাজি	গ্রন্থ সুহৃদ	কথাশিল্পী মনসুর আহমেদের কাছে খোলা চিঠি /রশীদ হায়দার	

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৫/৮০ ২১/১/৮৭	চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, ঋষি দর্শন	আসাদ চৌধুরী , রশীদ আল ফারুকী	পাথর আলীর গল্প	আহমদ বশীর	আমার একটি আগ্নেয়াস্ত্র চাই , ঋণগ্রস্থ সাঝের মানুষ	রফিক আজাদ, আওলাদ হোসেন			গল্প: জন্ম - মৃত্যু	মনসুর আহমেদ/ শামীম প্রকাশনী,ঢাকা	সন্তোষ গুপ্ত	শ্রেয়তর মন্দিরে মগ্ন /আবেদীন আবদুল কাদের	
১১/৫/৮০ ২৮/১/৮৭	শব্দ,নৈশব্দ	মহাদেব সাহা	দুঃখমূর্তি	মাহমুদ কুদ্দুস	মানুষের তো কোন বন্ধু হয়না	রবিউল হুসাইন						নদীর কান্না ও জীবন জিজ্ঞাসা/শেখর ইমতিয়াজ	
১৮/৫/৮০ ৪/২/৮৭	হেনরী মুরের শিল্পিত পৃথিবী	মূল: জোয়ান বেকওয়েল, অনু: কৌশিক আহমেদ			স্বপ্নের নাম ভাস্বতী	শামসুর রাহমান			কাব্য: তার আগে চাই সমাজতন্ত্র	সম্পাদক: নির্মলেন্দু গুণ/ প্রকাশনা, চট্টগ্রাম	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

জুন --১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৬/৮০ ১৮/২/৮৭	লাকসামের গ্রাম সকল, জয়নুল আবেদীনের অপূর্ণ সাধ	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, নজরুল ইসলাম	ছবি	ফিরোজ সারোয়ার	ভালোবাসতে চাও	ফজল সাহাবুদ্দিন			উপন্যাস: শিলায় শিলায় আগুন	রিজিয়া রহমান/ মুক্তধারা	কাজল বন্দোপাধ্যায়	মানুষের জন্য দর্শন/বার্টান্ড রাসেল	অনুবাদকের নাম নেই
৯/৬/৮০ ২৬/২/৮৭	রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবী বাংলাদেশ জাতীয় অবস্থান	আতাউর রহমান খান আবদুর রাজ্জাক	দলছুট	সৈয়দ কামরুল হাসান	মনের পূর্ণ নগ্নতা	বেলাল চৌধুরী			কাব্য:করতে ল নক্ষত্রবন্দী	নাহমুদা পারভীন/আম রা সূর্যমুখী প্রকাশনী,ঢাকা	সন্তোষ গুপ্ত		অর্থমন্ত্রির (সাইফুর রহমান)বাজেট বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ পাওয়ায় সাময়িকীটি রোববারের (৮/৯)পরিবর্তে সোমবারে প্রকাশ পেল
১৫/৬/৮০ ১/৩/৮৭	বাংলাদেশ জাতীয় অবস্থান, ইংরেজী পত্রিকা "পোয়েমস"	আবদুর রাজ্জাক, বশীর আল হেলাল	দ্বন্দ	ওয়াহিদ রেজা	আমি,আমাদের যাপন , সাধারন গান	মূল:খায়রিল আনোয়ার,অনু: সাইদ আতীকুল্লাহ			বিজ্ঞান : বিজ্ঞানের মজার খেলা	আবদুল হক খন্দকার/মুক্ত ধারা	নাদিরা মজুমদার	হেনরী মিলার, উদ্বাস্তু ও সন্ন্যাসী / শিহাব সরকার	
২২/৬/৮০ ৮/৩/৮৭	বাংলাদেশ জাতীয় অবস্থান	আবদুর রাজ্জাক	প্রেম কাহিনী	বিপ্লব দাশ	যে কোন সুন্দরী, মুছে দেবো সমস্ত শৈবাল, ফ্রিজ শট	নির্মলেন্দু গুন, অরুণাভ সরকার, হাবীবুল্লাহ শিরাজী						অন্ধকারে প্রেমোজ্জল প্রজাপতি/রবি উল হুসইন	

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই--১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৭/৮০ ২২/৩/৮৭	শিল্পে সমাজের বোধ, বাংলাদেশ: জাতীয় অবস্থান	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুর রাজ্জাক	জীবনানন্দের জীবন	ভিক্ষুদেব চৌধুরী	চে-বা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী	আবুল মোমেন						স্বাধীনতার কয়েক বছর/ডক্টর কামাল হোসেন, খালেদ নিকিরের স্বজন পরিজন/আবিদ আজাদ	
১৩/৭/৮০ ২৯/৩/৮৭	বাংলাদেশ: জাতীয় অবস্থান, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	আবদুর রাজ্জাক, মোস্তফা নূরউল ইসলাম	অমমাংসিত	সারোয়ার কবীর	চৌতালী পঙক্তি	আলাউদ্দিন আল আজাদ			প্রবন্ধ-বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী	কামরুদ্দিন আহমেদ/ জোবেদা খানম	সন্তোষ গুপ্ত		
২০/৭/৮০ ৪/৪/৮৭	শত বার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি-বেগম রোকেয়া	শান্তনু কায়সার	জ্যোৎস্নায় জলচোর, সেই ঘুড়ি	ইসমাইল হোসেন, আহমদ বশীর	গ্রহণ, ফেনী	মাকিদ হায়দার, জাহিদুল হক			উনিশ শতকের ঢাকার থিয়েটার	মুনতাসীর মামুন/বাংলা একাডেমী	আহসানুর রহমান	ফেদারিকা গার্সিয়া লোরকা/সোয়েব সাহরিয়ার	
২৭/৭/৮০ ১১/৪/৮৭	শতবার্ষিকীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি, কবি, কবিতা ও কাব্য ভোক্তার সমস্যা, কীর্তিনাশা	হায়াৎ মামুদ, ইজাজ হোসেন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	আয়না মহল	সৈয়দ কামরুল হাসান	নগ্নধর কান্তি	মুহম্মদ নুরুল হুদা							

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট--১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/৮/৮০ ১৮/৪/৮৭	আধুনিক ছড়ার রাজ্যে, বিনয় ঘোষ	সৈয়দ আলী আহসান, রশীদ আল ফারুকী	চন্দ্রদিন	ইকতিয়ার চৌধুরী	সন্তান চায়	শিহাব সরকার			উপন্যাস: আমার আততায়ী গল্প: বহু ললনার আত্মকথা	হাসনাত আবদুল হাই/মুক্ত ধারা ইউসুফ হায়দার/মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত সন্তোষ গুপ্ত		পত্রিকার মূল্য সত্তর পয়সা থেকে এক টাকায় উন্নিত হয়
১০/৮/৮০ ২৫/৪/৮৭	যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ চেতনা, রবীন্দ্র প্রর্দশ শালায় কিছুক্ষণ	যতীন সরকার, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল			মানুষের কাছাছি নিলকণ্ঠকে নিবেদন	মাহবুব সাদিক অরুণাভ সরকার							
১৭/৮/৮০ ৩২/৪/৮৭	শিল্প আন্দোলনের পরোক্ষ প্রতিবেশী, জীবন ও জলোচ্ছ্বাস	কৌশিক আহমেদ দিলারা হাফিজ	স্বভাব	ফিরোজ সারোয়ার	না, স্ত্রী মাতাল	মুস্তফা আনোয়ার, শামসুল ইসলাম			গল্প: নিশাত আমি নরকে চলেছি	শেখ আতাউর রহমান/মুক্তধারা	শফী আহমেদ		
২৪/৮/৮০ ৭/৫/৮৭	কমল হীরের পাথর চাই	যতীন সরকার	ছাদ	আবুল মোমেন	আড়ত, রবীন্দ্রথের গান কথায় ও সুরে	জাহিদুল হক, আতাহার খান			প্রবন্ধ: আমার পিতার মুখ	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/ধানশীষ প্রকাশনী	শামসুদ্দোহা	লতা গুল্মের আদি শিকর/ হবীবুল্লাহ সিরাজী	
৩১/৮/৮০ ১৪/৫/৮৭	নজরুল এক প্রতিভা, নজরুল ইসলাম ঃ-কবি	মোবাশ্বের আলী আবদুল মান্নান সৈয়দ			বান নিয়তি	মোহাম্মদ রফিক, খালেদা এদিব চৌধুরী			কাব্য: আবির যতো শক্রমিত্র	সাগুঁফ়ে, আতিকুল্লাহ/সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		

সেপ্টেম্বর-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৯/৮০ ২১/৫/৮৭	সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, কবিতার বেলাভূমি	আল মাহমুদ, আবেদীন আবদুল কাদের	ব্যাঙ	সুনীল শামাচার্য	সুখের কোন স্মৃতি নেই, জলে কোন এক গান	মূল: মিখাইল লুকোনিন, অনু: সানাউল হক, মাহমুদ আল জামান						এম এ সামাদের একটি বই/রফিকুল ইসলাম	
১৪/৯/৮০ ২৮/৫/৮৭	ফস্টারের ভ্রাবত বোধ	কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়	রথের দাগ	সৈয়দ কামরুল হাসান	সোনামতি বর্ণমালা	আলাউদ্দিন আল আজাদ			উপন্যাস: ঘরমন জানালা	দিলারা হাশেম/ মুক্তধারা	শফি আহমেদ		
২১/৯/৮০ ৪/৬/৮৭	নাটক সমকালীন সমাজ, ও' হেনরীর প্রেম গল্প	কবীর চৌধুরী, শান্তনু কায়সার	আত্মজ	মূল: শোলম এ্যাশ, অনু: আবদুল আউয়াল খান	কবিতার বিষয় বস্তু	আবিদ আজাদ						সমালোচা আবুল কালাম শামসুদ্দিন/ আবদুল কাদির	
২৮/৯/৮০ ১১/৬/৮৭													এ্যাসফল্টিক বিটুমিনপ্লান্ট এর উদ্বোধন উপলক্ষে সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর --১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/১০/৮০ ১৮/৬/৮৭	প্রেমের দুই আবর্তে দুই নারী	শফি আহমেদ	অসুখ	ইসহাক খান	আমাদের সমুদ্র সীমা							সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দিন /আবদুল কাদির	
১২/১০/৮০ ২৫/৬/৮৭	নদী ও মানুষের চিত্রী অদ্বৈত মল্লবর্মন	শান্তনু কায়সার	প্রসব	সুশান্ত মজুমদার	কলকাতা-১৯৭৯, সঙ্গীতের জন্য	আবুল হোসেন মূল: লিওনোভ, অনু:						প্রসঙ্গ: একটি জার্নাল/আসহাবুর রহমান, সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দিন /আবদুল কাদির	
১৯/১০/৮০ ২/৭/৮৭	শতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি-গিয়ম আপোলেনী য়অর	বেলাল চৌধুরী	মুখোমুখি	শামসুল আলম সরদার	গাওদিয়া	মোহাম্মদ রফিক			শিশুতোষ: হঠাৎ রাজার খাম খেয়াখেয়ালী	এখলাস উদ্দিন আহমেদ/ শিশু সাহিত্য বিতান , চট্টগ্রাম	সন্তোষ গুপ্ত	রোজ নামচার অংশ/শামসুদ্দিন আবুল কালাম	
২৬/১০/৮০ ৯/৭/৮৭	গল্পকার নাজমুল আলম, শান্তি সম্মেলন, সহজ কবি কঠিন কবি	মুস্তফা নূরুল ইসলাম, কবীর চৌধুরী, জুবাইদা গুলশান আরা	জনে নির্জন	সৈয়দ আমীরুল ইসলাম	বিরহ কাতর এক দগ্ধ বাউলিনী, অমর প্যালেস্টাইন	অসীম সাহা মূল: ফেদুয়া তুকান, অনু: সুপর্ণা দাশ			কাব্য:আফ্রিকার কবিতা	করুণাময় গোস্বামী, শিপ্রা গোস্বামী	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর --১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/১১/৮০ ১৬/৭/৮০	দেশের ছবি-১	সনজীদা খাতুন	চিত্রা বাঘের মুখোমুখি, কায়কারবার	শেখর ইমতিয়াজ, শামসুদ্দিন আবুল কালাম	কামপোডি ফিউরি	মূল: শেজলাভ মিঅশ, অনু: হাসান ফেরদৌস						ভারতে ইতিহাস চর্চার তিন পরিপ্রেক্ষিত/রশীদ আল ফারুকী	
৯/১১/৮০ ২৩/৭/৮৭	পুতুল নাচের ইতিকথা, দেশের ছবি-২	শাহিদা আখতার, সনজীদা খাতুন	ঋতু সন্ধি	নকিব ফিরোজ	ব্রেশট তোমার উত্তর পুরুষ লেলিন বন্দনা	মূল: ভল ফবিয়ারমান, অনু: শাসুর বাহমান, নির্মলেন্দু গুণ						ইন্দোনেশীয় সাহিত্যিকের আলেখ্য: বর্বরতার বিরুদ্ধে লেখনী/গাই সান্ড্রেদিত/মফিদুল হক	
১৬/১১/৮০ ৩০/৭/৮৭	দেশের ছবি-৩ জীবনানন্দের ছন্দ	সনজীদা খাতুন আবদুল মান্নান সৈয়দ	পালাবদলের দায়ভার	সৈয়দ কামরুল হাসান	ছোট্ট জনির শেষ পত্র কফিন	ব্রায়ান প্যাটেন/মুহম্মদ খসরু,মিলন মাহমুদ			উপন্যাস: সংকর সংকীর্তন	আবু জাফর শামসুদ্দিন/ নবজীবন প্রকশন	সন্তোষ গুপ্ত	অ্যাজলার সার/দ্বিজেন শর্মা	
২৩/১১/৮০, ৭/৫/৮৭	খেয়াল খুশির ওবিন ঠাকুর, জীবন ঘষে আগুন, দেশের ছবি-৪	হায়াৎ মামুদ, ইজাজ হোসেন, সনজীদা খতুন	নিরস্ত্র সৈনিক	মাহমুদ কুদ্দুস	ভাবলেখ স্মৃতিকথা, অন্যমনস্ক	মূল: উইলিয়াম মেরিডিমথ, অনু: বেলাল চৌধুরী, আবিদ আনোয়ার			কাব্য: কেউ কিছু জানে না	অরুণাভ সরকার/ নওরোজ কিতাবিস্তান	আবেদীন আবদুল কাদের		
৩০/১১/৮০ ১৪/৮/৮৭	রোটম-এর গোড়ার কথা, কবি আবুল হাসান, দেশের ছবি-৫	শাহিদা আখতার, হারুন হাবীব, সনজীদা খাতুন	কাছের মানুষ	নূরউল ইসলাম	বাতিক্রান্ত জগৎ	পেটার হ্যান্ডক/রফিক আজাদ							

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১৪/১২/৮০ ২৮/৮/৮৭	শহীদুল্লা কায়সারের সংসপ্তক, বুদ্ধিজীবিদের দায়িত্বও জাতীয় সংস্কৃতি , যারা রচে গেল তাদের কাহিনী	যতীন সরকার, সন্তোষ গুপ্ত ( )			মৃগণাভি	খালেদা এদিব চৌধুরী			গল্প: দুই নায়ক	সাইফুল ইসলাম/ মুক্তধারা	( )	নিকোসিয়া সম্মেলন/সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, অচলায়তনের বিরুদ্ধে/ইজাজ হোসেন	( ) দেয়া অংশের লেখকের নাম পাওয়া যায়নি
২১/১২/৮০ ৬/৯/৮৭	সদ্য স্বাধীন দেশ,বুদ্ধিজীবী ও সমাজ, পদাবলীর কবিতা সন্ধ্যা	শফি আহমেদ, মনিরুল ইসলাম	যোদ্ধা	ইকতিয়ার চৌধুরী	পোষ মানানো সহজ নয়	তানভীর মোকাম্মেল			গল্প: কোথাও ঝড়	মাফরুহা চৌধুরী/মৌসুমী পাবলি.	সন্তোষ গুপ্ত	চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক চিত্র প্রদর্শনী-টিকটিকি,চাঁদ করোটি হাসি/রবিউল হোসাইন	
২৮/১২/৮০ ১৩/৯/৮৭	আমরা যখন পরাজিত, সাহিত্য প্রসঙ্গ, সদ্য স্বাধীন দেশ,বুদ্ধিজীবি ও সমাজ	মতলুব আলী, মূল: অগাস্তিনো নিতো, অনু: অজয় রায়, শফি আহমেদ	উত্তরাধিকার	সৈয়দ কামরুল হাসান	মরু সার্বণি একটি পতাকা পেলে	শামসুল ইসলাম, হেলাল হাফিজ			সঙ্গীত: সঙ্গীত প্রসঙ্গ	মোবারক হোসেন খান/ শিল্পকলা একাডেমী	মুস্তাফা নুরুল ইসলাম		

জানুয়ারি-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/১/৮১ ২০/৯/৮৭	কমলকুমারের সুহাসিনীর পমেটস, রবীন্দ্রনাথের বড়ো খবর প্রসঙ্গে	রফিক কায়সার, শরীফ হোসেন	জীবনের বোঝা	মূলঃ জুয়ান রুলফো অনুঃ মোবারক হোসেন খান	সময় তোমার হিরামন পাখি, মেঘ বলছে যাবো যাবো	আবু কায়সার, তপন জ্যোতি বড়ুয়া			আমাদের ভাষার লড়াই, নাটক: মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, গিলগামেশ	বদরুদ্দিন ওমর/টাপুর টুপুর গ্রন্থমালা-চট্টগ্রাম, আবদুল মতিন খান/মুক্ত ধারা ও খোশরোজ কিতাবিস্তান	মনিরুল ইসলাম, জীবন চৌধুরী		
১১/১/৮১ ২৭/৯/৮৭	সত্যেন সেন প্রসঙ্গে, বুকের পাজর জ্বলিয়ে দিয়ে	সরদার ফজলুল করিম, ওয়াহিদুল হক										বাংলাদেশে এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী/নজরুল ইসলাম	সাময়িকীটি সত্যেন সেন স্মরনে প্রকাশিত
১৮/১/৮১ ৪/১০/৮৭	জহুর হোসেন চৌধুরী ও তার কালের কথা, মানুষ এবং সাংবাদিক জহুর হোসেন ,এক বছর আগের দরবার-ই জহুর	এ, এস, এম আবদুর রউফ, হাশমতোল হক, --	প্রেম সংকট	মূলঃ গী দ্য মপাঁশা,অনুঃ বিপ্লব দাশ	আলতা রঙে আকা ছিল, ঘর	শিহাব সরকার, মূলঃব্রায়ান প্যাটেন, অনুঃ মুহম্মদ খসরু							
২৫/১/৮১ ১১/১০/৮৭	আমাদের বুদ্ধিজীবী ও মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী, তেরশ সাতাশির পৌষ, স্মারক গ্রন্থ প্রসঙ্গে	সালাহ উদ্দিন আহমেদ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গির, সরদার ফজলুল করিম			আমাদের প্রেম	ফরহাদ মজহার							সংখ্যাটি এক পৃষ্ঠার, অপর পৃষ্ঠায় প্রয়াত সাংবাদিক ২৩/১/১৯৮১) সৈয়দ নুরুদ্দিন এর প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি -১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৮/২/৮১, ২৫/১০/৮৭	জীবনের কথা শিল্পী জহির রাইয়ান, সত্যেন সেন: আমার স্মৃতি , কমল কুমারের সুহাসিনীর পমেটস	নুরউল করিম খসরু, আবুল ফজল, রফিক কায়সার	বিপন্ন উৎসব	কাজী হাবিব	কবিতা, একজন মানুষ একদিন প্রতিদিন	মোহাম্মদ রফিক, মুহম্মদ আল জামান	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	আলোচক		
১৫/২/৮১, ৩/১১/৮৭	বিস্মৃত একজন মানুষের কথা, কমল কুমারের সুহাসিনীর পমেটস	যতীন সরকার , রফিক কায়সার	অতিক্রম, মাঙ্গলিক	ইকতিয়ার চৌধুরী, মূলঃ কনস্টোভস্কি অনুঃ সিলওয়ার হোসেন	গন্ধের আহবান,	সানাউল হক, শওকত ওসমান			ছড়া-পালাবদলের ছড়া	এনায়েত হোসেন/ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংস্থা	মাসুদ রেজা		
২২/২/৮১, ১০/১১/৮৭									প্রবন্ধ-দশ দিগন্তের দ্রষ্টা	আবদুল মান্নান সৈয়দ/বাংলা একাডেমী	রফিক উল্লাহ খান		
৮/২/৮১, ২৫/১০/৮৭	জীবনের কথা শিল্পী জহির রাইয়ান, সত্যেন সেন: আমার স্মৃতি , কমল কুমারের সুহাসিনীর পমেটস	নুরউল করিম খসরু, আবুল ফজল, রফিক কায়সার	বিপন্ন উৎসব	কাজী হাবিব	কবিতা, একজন মানুষ একদিন প্রতিদিন	মোহাম্মদ রফিক, মুহম্মদ আল জামান							২১ ফেব্রুয়ারি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ পাওয়ায় সাময়িকী কাশিত হয়নি

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৩/৮১ ১৭/১১/৮৭	বাংলা ছন্দ ও জীবনানন্দ দাশ, বাঙ্গালি জাতিসত্তার বিকাশ প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি	শাজাহান ঠাকুর, রংগলাল সেন	বকুল তলায় ভোর	আতা সরকার	মুখোমুখি, গড়ন্ত পরগনায়	মাহবুব সাদিক, আবু কায়সার			নাটক-এই পথ অন্য পথ	নিরঞ্জন অধিকারী/মাধবী অধিকারী	( )	শৌখিন শিল্পীর সমস্যা/বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	আলোচকের নাম নেই
৮/৩/৮১, ২৪/১১/৮৭	ভিন্ন চোখে শেক্সপীয়র, নতুন আইন	রেজা শামসুর রহমান, মূল: সাদত হাসান মান্টো, অনু: জফর আলম		মৌলিক ও তৃষ্ণা	শিহাব সরকার				পেট্রোডলার চক্রাবর্তে'র অর্থনীতি ও আয়াতুল্লাহ খোমেনীর তাৎপর্য	রেহমান সোবহান/জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	ভেজা কাক, কবি ও অসহায় তিনটি পাখি"-রবি উল হুমাইন	
১৫/৩/৮১, ১/১২/৮৭	ভিন্ন চোখে শেক্সপীয়র, জেগে আছি	রেজা শামসুর রহমান, শান্তনু কায়সার	লাশ	নিশাত খান	অনল আয়াত , একদিন, জন্মের পূর্বে প্রার্থনা	শমসুল ইসলাম, জাহিদুল হক, মূল: লুইচ ম্যাকনীচ,অনু: মুহম্মদ আবু তাহের			ক্যাপ্টেন দুর্হিতা	মূল: আলেকজান্ডা পুশকিন, অনু: মোবারক হোসেন মুক্তধারা	অবদুল মালেক খান	একজন চিত্রী তাঁর চিত্রকর্ম/বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	
২২/৩/৮১, ৮/১২/৮৭	ভিন্ন চোখে শেক্সপীয়র, কবি আহসান হাবীব	রেজা শামসুর রহমান, মহাদেব সাহা	নিষিদ্ধ নজর	ইসমাইল হোসেন	জহুর হোসেন চৌধুরী, মালা, ভূমিহীন	আতাউর রহমান, ফারুক মেহেদী, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়			উপ-পরাবর্তন, প্রপঞ্চ, স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রভূমি	আবুল ফজল/মুক্তধারা, আবু জাফর শামসুদ্দিন/নবজীবন প্রকাশনী, অনিল মুখার্জি/জাতীয় সাহিত্য প্রকশনা	সন্তোষ গুপ্ত	একটি ভিন্ন ধরনে পত্রিকা/আবিদ আনোয়ার	

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/৪/৮১ ২২/১২/৮৭	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা, ভিন্ন চোখে শেক্সপীয়র	আবুল হাসনাত, রেজা শামসুর রহমান	অবলম্বন	খসরু চৌধুরী	কবিতা (শিরোনামহীন)	মূল: গীয়ম এপলিনীয়র, অনু: হাসান ফেরদৌস			উপ: শতপানি, দূরত্ব	ফাতেমা বারী/মুক্তধারা, সৈয়দ শামসুল হক/জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
১২/৪/৮১, ২৯/১২/৮৭	ভিন্ন চোখে শেক্সপীয়র, পদাবলীর একটি সুন্দর সন্ধ্যা	রেজা শামসুর রহমান, নাবিল নাসির	আগুন	শেখর ইমতিয়াজ	নন্দন তত্ত্ব	আবিদ আনোয়ার			উপ: ইসপাত প্রত্যয়, গল্প সংকলন: অন্য আলো বাতাস	তাসাদ্দুক হোসেন/মুক্ত ধারা, সম্পাদক-মিহির সেন--/রমা ভট্টাচার্য/কলকাতা	সিদ্দিকুর রহমান , রশীদ আল ফারুকী	চিত্র সমালোচনা-ফিবরিয়ার কাজ/ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	
১৯/৪/৮১, ৬/১/৮৮	বাঙ্গালী সমাজ ও সমাজ চিন্তার দিক : ঐতিহ্য ও রূপান্তর, নির্মলেন্দু গুণ-চাষাভুষার কবি	সালাহ উদ্দিন আহমেদ, মানবেন্দ্র পাল	প্রশ্নবিদ্ধ পরিত্রাণ	মনজু সরকার	নববর্ষের চিঠি, ছাড়া বাড়িটা	মহাদেব সাহা, সৈয়দ হায়দার						ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ,মুখ না মুখোশ/সমীর দাশ গুপ্ত	
২৬/৪/৮১, ১৩/১/৮৮	আকাশ চারীর দুঃসাহসী স্থলবিহার	শফি আহমেদ	বৈরী হাওয়ায় জীবন যাপন, প্রশ্নবিদ্ধ পরিত্যাণ	বিশ্বজিৎ চৌধুরী, ম নজু সরকার	কবির দুঃখ, প্রতিধ্বনি, একটি প্রিয়তম হৃদয়	ত্রিদিব দস্তিদার মূল: লিওনিদ মার্তিনভ, অনু: সানউল হক, মূল: রসুল গামজাতুভ, অনু: সানাউল হক							

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/৫/৮১, ২০/১/৮৮	কবিতার ভূমিকা, আকাশচারীর দুঃসাহসীস্থলবিহার	জাহাঙ্গীর ইসলাম, শফি আহমেদ	খুন	মূল: রোয়াল্ড ডাহল, অনু: শাহীদা আকতার						শিশুতোষ-ঢাকার কথা	মুনতাসীর মামুন/টাপুর টুপুর টুপুর গ্রন্থমালা-চট্টগ্রাম	আসহাবুর রহমান	
১৭/৫/৮১, ৩/২/৮৮	সাংবাদিকতা একজন পাঠকের দৃষ্টিতে, আইন বাচিয়ে সত্য কথা লেখা	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, নির্মল সেন	ভিন্ন সিড়িঁতে	আবদুল মান্নান সৈয়দ	বসন , খণ্ড কবিতা কিছু (সৈয়দ নূরুদ্দিন স্মরণে)	মোহাম্মদ রফিক, সানাউল হক							
৩১/৫/৮১ ১৭/২/৮৮	প্রসঙ্গ ভাবনা, বাংলাদেশে নজরুল চর্চা	মূল: দস্তর ভস্কির, অনু: হাসান ফেরদৌস, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	বারান্দা	আবুল মোমেন	এই বৈশাখ	কবি রহমান			প্রবন্ধ: বৈরী সমাজ	হোসনে আরা শাহেদ/ওয়ারী বুক সেন্টার	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ		
৩/৫/৮১, ২০/১/৮৮	কবিতার ভূমিকা, আকাশচারীর দুঃসাহসীস্থলবিহার	জাহাঙ্গীর ইসলাম, শফি আহমেদ	খুন	মূল:রোয়াল্ড ডাহল/শাহীদা আকতার			শিশুতোষ-ঢাকার কথা	মুনতাসীর মামুন/টাপুর টুপুর টুপুর গ্রন্থমালা-চট্টগ্রাম	আসহাবুর রহমান				

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১০/৬/৮১, ২৭/২/৮৮	কিবরিয়ার চিত্র প্রদর্শনী, আইজাক সিংগার	রবিউল হুসাইন, সৈয়দ আবুল মকসুদ	অন্ধ	ইফতিয়ার চৌধুরী	গোলাপ থেকে গোলাপ গণজীবনে	সানাউল হক খান			নাটোরের ইতিহাস	পদাতিক প্রকাশনী	মোহাম্মদ তোহা খান	একটি সাধারণ মানুষের কাহিনী (আরজ মাতব্বর) /অরূপ তালুকদার	সাময়িকীটি ৭ তারিখে প্রকাশিত হয়নি অর্থমন্ত্রির বাজেট ঘোষণার কারণে
১৪/৬/৮১, ৩১/২/৮৮	ভাৎসারোভের কবিতা, একজন কথাশিল্পী ও উপন্যাসে জীবন	নূরউল করিম খসরু, আবেদীন আবদুল কাদের	মোসাহেব	মূল: সা'দত হোসেন মান্টো, অনু: এ বি এম কামাল উদ্দিন শামীম	নির্বাসনে, প্রবল ঝড়ের দিকে	হুমায়ুন কবির, (কবির মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর অপ্রকাশিত কবিতা)			এ যুগের বিজ্ঞান, কাব্য-আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	আবদুল্লাহ আল মুতী,/মুক্তধারা , আবু জাফর ওয়ায়দুল্লাহ/	সুলতানা বেগম		
২১/৬/৮১, ৬/৩/৮৮	নজরুল রচনাবলী ও ছন্দ বিন্যাস, রবীন্দ্রনাথই স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রর্বতক, একজন কথাশিল্পী ও উপন্যাসে জীবন	আবদুল কাদির , আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবেদীন আবদুল কাদের	টাকা	সুশান্ত মজুমদার	সনেট-বক্তুর জবানিতে, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর	অরুণাভ সরকার, হাবীবুল্লাহ সিরাজী			প্রবন্ধ: বেলায়েত নামা	মূল: মির্যা শেখ ইতিশামুদ্দিন, অনু: আবু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত		

জুলাই-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/৭/৮১, ২০/৩/৮৮	প্রথম বিশ্ব ভিখারী ও ত্রাতা: মধুসূদন, আবুল ফজল. দ্বৈত শিখা, একজন কথাশিল্পী ও উপন্যাসে জীবন জিজ্ঞাসা	হুমায়ুন আজাদ, রণাত্রি শর্মা, আবেদীন কাদের	অলীক স্বপ্ন	মূল: ডরোথি পার্কার,অনু: মোবারক হোসেন খান					প্রবন্ধ- রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী:-চরিত কথা	বাণীশ্রী চক্রবর্তী/ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, সম্পাদক- প্রহ্লাদকুমার প্রামানিক/ঐ	রশীদ আল ফারুকী	রবীন্দ্রনাথই স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক/মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	
১২/৭/৮১, ২৭/৩/৮৮	একজন কথাশিল্পী ও উপন্যাসে জীবন জিজ্ঞাসা, কাল সমকাল ও আহসান হাবীব	আবেদীন কাদের আবুল কাশেম	গন্তব্যহীন	নূরুল করিম খসরু	রহস্যময় বেলুন অথবা একটি চিত্রকল্প:-তার উপাখ্যান , পাখির কৃতি অংকন	নাসির আহমেদ, মূল: জ্যাক প্রেভ, অনু: মুহম্মদ খসরু			কাব্য-আমরা তামাটে জাতি	মুহম্মদ নুরুল হুদা/দ্রাবির প্রকাশনী	শেখর ইমতিয়াজ		
১৯/৭/৮১, ৩/৪/৮৮	লাতিন আমেরিকার শিল্প সাহিত্য সাম্প্রতিক চারিত্র্য লক্ষণ , সাম্প্রতিক বনাম আধুনিক, একজন কথাশিল্পী ও উপন্যাসে জীবন জিজ্ঞাসা	বেলাল চৌধুরী, জাহাঙ্গীর ইসলাম, আবেদীন কাদের	সর্কেস	শাহ আশরাফ হোসেন	আগুন	অসীম সাহা							
২৬/৭/৮১,১০/৪/৮৮	কঠিন দায় সর্বাধিক ত্যাগ লাতিন আমেরিকার শিল্প সাহিত্য সাম্প্রতিক চারিত্র্য লক্ষণ	আবুল মোমেন, বেলাল চৌধুরী			রক্ষা কবচ	ইয়ার্গো লুই বোহের্স/(অনুবাদকের নাম নেই)			নাটক-ওথেলো	মূল: উলিয়াম সেক্সপিয়র, অনু: কবীর চৌধুরী/মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত		সাময়িকীটি এক পৃষ্ঠার

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৯/৮/৮১, ১৭/৪/৮৮	দূর কোন পরবাসে, কথা সাহিত্যের ইতি নেতি,	রফিক কায়সার, সনৎকুমার সাহা	নিষিদ্ধ যন্ত্রণা	ইসহাক খান	নিরঞ্জন, চোর, পরীক্ষায় উম্মোচিত	হায়াৎ সাইফ, রবিউল হুসাইন, দিলওয়ার			প্রবন্ধঃকথা ও কবিতা,	আবু হেনা মুস্তফা কামাল/	সন্তোষ গুপ্ত		
১৬/৮/৮১, ৩১/৪/৮৮	ব্রেখটের কবিতা প্রসঙ্গে, একজন প্রাক্তন রাজবন্দীর ডায়রী, কথা সাহিত্যের ইতি নেতি,	সুশান্ত মজুমদার, সরদার ফজলুল করিম, সনৎকুমার সাহা	শেক্সপীয়র এ্যান্ড কোম্পানী	মূলঃ আনেস্ট হেমিংওয়ে, অনুঃ আবুল মোমেন	উপমা পাইনে, বিন্দু বিন্দু জ্বলছি	সৈয়দ আবুল মকসুদ, খালেদা এদিব চৌধুরী			কাব্যঃবন্দর থেকে বন্দরে	সালাউল হক/ মুক্তধারা	কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়		
২৩/৮/৮১, ৬/৫/৮৮	স্বীকারোক্তি, একজন প্রাক্তন রাজবন্দীর ডায়রী, কথা সাহিত্যের ইতি নেতি,	শান্তনু কায়সার, সরদার ফজলুল করিম, সনৎকুমার সাহা	ব্যর্থ প্রহরে দাড়িয়ে	ইকবাল আজিজ	মানুষের চেয়ে অন্য কিছু, ভুল	হাবীবুল্লাহ সিরাজী, রফিক নওশাদ			প্রবন্ধঃদ্য ম্যান বিহাইন্ড দ্য প্লাউ	এম আজিজুল হক/বাংলাদেশ বুক ইনঃ লিঃ	সন্তোষ গুপ্ত		
৩১/৮/৮১, ১৩/৫/৮৮	নজরুলের চোখও ছন্দ বিদ্যুৎ অনুভব করেছিল, সর্বহারা কবি	আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ	মন্দের ভাল	সৈয়দ ফামরুল হাসান	প্রভুগণ ও প্রভুগণ, মাটির গোলাপ	আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ			প্রবন্ধঃ প্রসঙ্গ নাটক	কবীর চৌধুরী/বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৯/৮১, ২৭/৫/৮৮	মাহবুব উল আলম- ব্যক্তি ও সাহিত্যকর্ম, একজন প্রাক্তন রাজবন্দীর ডায়রী	আবুল ফজল, সরদার ফজলুল করিম			অটোবায়োগ্রাফি অ্যান আননোন বেঙ্গলি, ঢাকায় বসবাস	রফিক আজাদ, সৈয়দ হায়দার			কাব্যঃ প্রেক্ষাপট ভিন্নতর, স্বর্গের কাছাকাছি	ইমরান নুর/সন্ধানী প্রকাশনী, মৈত্রেয়ী দেবী/প্রতিমা পাবলিকেশন, কলকাতা	সন্তোষ গুপ্ত রশীদ আল ফারুকী		
১৩/৯/৮১, ২/৫/৮৮	রবীন্দ্র সঙ্গীত ও সনজীদা খাতুন, বাঙ্গালীর কুলজী সন্ধান, কবি মিয়োশ	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অজয় রায়, ওয়াহিদ রেজা	জরিবু	আবু মুসা চৌধুরী	আফ্রিকার কবিতা	মূল: ইউসাচপু সনর্সিও, অনু: সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেদ						অনন্য প্রতিভা (ডঃ মু নীহার রঞ্জন রায়ের ত্যাতে) আলোকময় নাথ	২০ সেপ্টেরের পত্রিকাটি চার প্রষ্ঠার, মূল্য- ০.৫০ টাকা ,২০ তারিখ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি
২৭/৯/৮১, ১০/৬/৮৮	বাসন্তীকা, রামকিংকরের কাজের কথা	আবুল ফজল, শওকাতুজ্জামান	গল্প নয়	আলম খোরশেদ	কাশফুলের কাব্য	নির্মলেন্দু গুণ			রাজনীতি: জাসদের রাজনীতি: একটি নিকট বিশ্লেষণ	নজরুল ইসলাম	সন্তোষ গুপ্ত		

অক্টোবর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/১০/৮১, ১৭/৬/৮৮	বাংলা কবিতায় গণচেতনা, ধ্যান মৌন হিমালয়	নজরুল আলম, সুধা সেন	স্বপ্নের মতো দিন	সাফায়াত খান	অভিশাপ, অবিচ্ছিন্ন	মূল:আন্দ্রিয়েভিচ ভজনে সেনস্কি, অনু: মনজুরুল হক, সানাউল হক খান			কাব্য: বিকেলবেলা	সৈয়দ আবুল মকসুদ/নলেজ হোম, ঢাকা		কথা সাহিত্য একটি প্রচেষ্টা/কমল চৌধুরী	
১৮/১০/৮১, ১/৭/৮৮	ধ্যান মৌন হিমালয়, অস্তাচলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে	সুধা সেন আকবর উদ্দিন	সুধাংশু সংবাদ	দেবাশীষ ভট্টাচার্য	জন্মদিনে নির্বাসন, কেন বসিয়ে রাখ, দহন/ হাটা	মুর্তজা বশীর, রুবী রহমান, হায়াৎ মামুদ, সৈয়দ হায়দার						সংস্কৃতির জগতে একটি প্রাচীন সেতু/আলী আসগর	
২৫/১০/৮১, ৮/৭/৮৮	পিতামহ পিকাসো, পিকাশো দর্শন, পিকাশোর গয়েনিকা, পিকাশোর চোখ, বিদ্রোহী পিকাশো, পিকাশোর সঙ্গে জীবন	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, কামরুল হাসান, মূল: হার্বার্ড রীড, অনু: অমলেন্দু চক্রবর্তী, মফিদুল হক, রফিউর রাব্বি, মূল: ফ্রাসোয়া জিলো, অনু: হাসান ফেরদৌস										যুবতী আর বুড়ো বেবুন,বাদর/ আবদুল মান্নান সৈয়দ	সামায়কীটি পাবলো পিকাশোর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/১১/৮১, ১৫/৭/৮৮	কথকতার তীরন্দাজ, ধ্যান মৌন হিমালয়	সনৎকুমার সাহা, সুধা সেন	তেলাপোকা	মামুন হুসাইন	মানচিত্র ও এক দশকের পুতুল সঙ্গীরা, ভাঙন	সিকদার আমিনুল হক, আনওয়ার আহমেদ			স্মরণে সরোবরে, উপন্যাস অনন্ত মধ্যাহ্ন রাত, অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র	মোহাম্মদ নুরুল হুদা/ফিরোজা হক, খালেদা এদিব চৌধুরী/বানোক পেত্য প্রকাশনী, গোপাল চন্দ্র রায়/ দেপু পাবলিশিং, কলকাতা	আবদুল মান্নান সৈয়দ, সন্তোষ গুপ্ত, রশীদ আল ফারুকী		
১৮/১১/৮১, ২/৮/৮৮	ধ্যান মৌন হিমালয়, মানুষের জয়গান যার কণ্ঠে, ভিন্ন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	সুধা সেন, বেলাল চৌধুরী, সৈয়দ আবুল মকসুদ	শাবল	হালিম আজাদ	আজ জাগার সময়	মাহবুব সাদিক			উপন্যাস সামনে সময়, গল্প-যে চিঠি বিলি হয়নি	নাজমা জেসমীন চৌধুরী/মুক্তধারা, মহিদুল হক/সৈয়দা নুর মহল বেগম,টাঙ্গাইল	কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্র সরকার	অন্ধের নিনাদ/এলিয়াস কণোত্তি	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে ১৫ তারিখ প্রকাশিত না হয়ে ১৮ তারিখ সামটিকাটি প্রকাশিত হল
২২/১১/৮১, ৬/৮/৮৮	বাস্তবতাবাদীর পরা স্বপ্ন -প্রেক্ষিত শামসুর রাহমান, তিন দশকের যুগলবন্দী শিল্প	আবিদ আনোয়ার, মফিদুল হক	হ্যান এর অপরাধ	মূল:নাগুয়া শিগা, অনু: তাহের উদ্দিন খান	অন্য কিছু, কবিতা (শিরোনামহীন)	মার্কিদ হায়দার, মূল:সাফো, অনু: হাসান ফেরদৌস			প্রবন্ধ- রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পলোক	সৈয়দ আকরম হোসেন/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/১২/৮১, ২০/৮/৮৮	আগুনের পরশমনি, বাংলাদেশের প্রবন্ধ, কথা সাহিত্য আমাদের প্রত্যাশা	রফিক কায়সার, আমিন ইসলাম, শাহীদা আখতার	হ্যান্স এর অপরাধ	ঐ	আফ্রিকায় নিহত ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে	মূল: টি এস এলিয়ট, অনু: শামসুর রাহমান			গল্প- ছিন্ন পত্রিকার কাহিনী	মূল: আব্দুল হক, অনু: আনোয়ারা হক; জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ঢাকা	সন্তোষ গুপ্ত		১ ডিসেম্বর থেকে পত্রিকার মূল্য ১.২০টাকা
১৩/১২/৮১, ২৭/৮/৮৮	পয়লা মে থেকে বাইশে শ্রাবণ	আবুল মোমেন	বোবা মেয়ে	বিশ্বজিৎ চৌধুরী	মধ্যরাতের ট্রেনে একজন নির্ঘুম যাত্রী, হার্লেম পঙ্‌ক্তিমালা	অনু ইসলাম, মূল:ল্যাংষ্টোন হিউজেস, অনু: ফারুক মেহেদী			ইতিহাস- কিংবদন্তির ঢাকা	নাজিম হোসেন/আজাদ মুসলিম ক্লাব	সন্তোষ গুপ্ত		
২০/১২/৮১, ৪/৯/৮৮	পুশকিন ও আমরা, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	হায়াৎ মামুদ, নূরুননাহার বেগম	যা নেই	ফজলুল কাসেম	শ্যামল সন্দেশ	রবিউল হুসাইন			প্রবন্ধ:অন্যপট ভূমি	আহমদ বশীর/সপ্তদশী প্রকাশনী	আহমেদ আশরাফ		
২৭/১২/৮১, ১১/৯/৮৮	সর্বদেশের সর্বকালের শিল্পি- জয়নুল, জয়নুলের সৃজনশীল হাত ও তার দৃষ্টিভঙ্গি, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	শওকাতুজ্জামান, মতলুব আলী, নূরুননাহার বেগম	অতিক্রম	পান্না মুস্তাফা	যুদ্ধ ভাসনা	মাহবুব সাদিক			কবি আতাউর রহমান	সম্পাদনা: আনওয়ার আহমেদ, বেবী আনওয়ার/রূপম প্রকাশনী	সৈয়দ রফিক হাসান		

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/১/৮২, ১৮/৯/৮৮	স্বাধীনতা : সমাজ ও সংস্কৃতি, ওমরখৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	মুহম্মদ নুরুল হুদা, নূরুননাহার বেগম	ভিড়	মাফরুহা চৌধুরী	একজন কবি	সৈয়দ শামসুল হক			কাব্য: রক্তে আমার অনাদি অস্থি, স্বনিষ্ঠ সনেট	দিলওয়ার/ঈশান প্রকাশনী, দিলওয়ার /মাহমুদ হক পক্ষে-কবি সম্বর্ধনা পরিষদ সিলেট	সন্তোষ গুপ্ত		লক্ষণীয় '৮০ সাল থেকেই ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষে কোন সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে না
১০/১/৮২, ২৫/৯/৮৮	সেয়ানা (সত্যেন সেন স্মরনে), সাহিত্যের উৎস: একে ফজলুল হক ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	সনজীদা খাতুন, সরদার ফজলুল করিম, নূরুননাহার বেগম			আমি সেই লোকটাকে,	আলাউদ্দিন আল আজাদ, শওকত ওসমান							
১৭/১/৮২, ৩/১০/৮৮	একটি ঝরা পাতা ও ভাঙা চাঁদ, কমল পুরান প্রসঙ্গে, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	রবিউল হুসাইন, শেখর ইমতিয়াজ, নূরুননাহার বেগম	তেমন একজন	মহাফিল হক,	ঘৃণা, বাঙ্গালী	অসীম সাহা, সানাউল হক						মাঠ গাবের গাছগুলি/ দ্বিজেন শর্মা	
২৪/১/৮২, ১০/১০/৮৮	নিত্য বিরহে নিত্য মিলন, বাস্তবতের সৌন্দর্য তত্ত্ব, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	সনজীদা খাতুন, সুলতান আহমেদ, নূরুননাহার বেগম	আধারের জল,	দেবাশীষ ভট্টাচার্য	বাইরে থেকে যায় না চেনা তাকে, কবিতা না লিখলেও চলে	মিলন মাহমুদ, সৈয়দ হায়দার			কাব্য: অন্তরীক্ষে অরণ্য	ফজল শাহাবুদ্দিন,/কবিকণ্ঠ প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
৩১/১৮২, ১৭/১০/৮৮	সাহিত্য সমালোচকের স্বাধীনতা, সার্ত্রের দর্শনে স্বাধীনতার ধারণা, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	সুহৃদ চাকমা, আহমেদ আশরাফ, নূরুননাহার বেগম	সতীত্ব	মূল: সরলা দেবী, অনু: এবি এম কামাল উদ্দিন শামিম	কবিতা	শিহাব সরকার			উপন্যাস: শতপর্ণি	ফাতেমা বারী/মুক্তধারা	রমা লাহিরী		

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/২/৮২, ২৫/১০/৮৮	ফাগমারি সাংস্কৃতি সম্মেলন-১৯৫৭: স্মৃতিচারণ	আবু জাফর শামসুদ্দিন	অনুযাত্রা	সুশান্ত মজুমদার	বৃথাই আমার বন্ধু আর আমি	মূল: খাইরিল আনোয়ার, অনু: সাইয়িদ আতীকুল্লাহ			উপন্যাস: ফিরে চলো	মিরজা আবদুল হাই/মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত		
১৪/২/৮২, ২/১১/৮৮	একুশের পূর্ব পথিক, আত্মবিশ্বাসের প্রশ্নে, বায়ান্নোর ভাস্কর্য	সরদার ফজলুল করিম, আসাদ চৌধুরী, ফারুক মেহেদী	গোলাকার	ইসহাক খান	ক্রান্তি কাল	সানাউল হক খান			কাব্য: যখন প্রবাসে	সানাউল হক/জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
২৮/২/৮২, ১৬/১১/৮৮	মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে কিছুক্ষণ, কাইয়ুম চৌধুরীর একুশের অন্বেষণ	আসাদ চৌধুরী, মালেকা বেগম			কৃষকের গামছা(প্রয়াত অনিল মুখার্জির প্রতি)	সৈয়দ আবুল মকসুদ						গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য-ছেড়াজুতা করোটি আর একাত্তর/রবি উল হুসাইন	সাময়িকীটি দেড় পৃষ্ঠার বাকি অংশে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের ভাষণ

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ –১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক	
৭/৩/৮২, ২৩/১১/৮৮	ভাষা ও সংস্কৃতি একুশের চেতনায়, এজরা ও এলিয়ট	রশীদ আল ফারুকী মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, অনু: আবদুল মোমেন	বুকের কাছে রোদ	সাফায়াত খান	এখনো আসিনি, দু:সময়, একা থাকা, গেলেই তো পাপ	আবাউদ্দিন আল আজাদ, মুনির উদ্দীন ইউসুফ, মুস্তফা আনোয়ার, শামসুল ইসলাম			উপন্যাস: সাধারণ লোকের কাহিনী	রশীদ করিম/মুক্তধারা	শফি আহমেদ	জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী সমীক্ষা/নজরুল ইসলাম
১৪/৩/৮২, ৩০/১১/৮৮	কবি জসীম উদ্দিন, সমস্যা: ইহলৌকিক ও পারলৌকিক	সামসুজ্জামান খান শওকত ওসমান	অবদমনের পর	মইনুল আহসান সাবের	জয় হোক ভালবাসার ঢেউ বিষয়ক	সাইয়িদ আতিকুল্লাহ ওয়াহিদ রেজা			কাব্য: উল্টট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ মাতাল ঋত্বিক	শামসুর রাহমান /সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	
২১/৩/৮২, ১২/৭/৮৮	কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শতবর্ষের পরে, গদ্য ছন্দ	সনজীদা খাতুন আব্দুল মান্নান সৈয়দ	স্মৃতি জাগানিয়া	আলম খোরশেদ	তামাম দুনিয়া যেন কাঁপছে/ একটি মেয়ে স্নান করছে ঝর্ণার গর্ব রাখো হে সময়/আমার বিমোহিত অন্ধত্বে / একটি প্রিয়তম হৃদয়ে / পাঁচ মিনিট / পৃথিবী যেনএ সমুদ্র	মূল: কাইসিন কুলিয়েভ, অনু: সানাউল হক রাসুল গামজাতোভ, অনু: সানাউল হক			নাটক: পরবাসে বসবাস	মুস্তফা আনোয়ার/ তির্যক প্রকাশনী চট্টগ্রাম	কবীর চৌধুরী	
২৮/৩/৮২, ১৪/১২/৮৮	উচ্চ সঙ্গীত ও সমাজ, শেক্সপীয়র ও তাঁর নাটকের মেঠো দর্শক, মানুষের জন্য বিজ্ঞান	ওয়াহিদুল হক, তানভীর মোকাম্মেল, আবদুল হালিম	দেরী আর কত দেরী	অনু ইসলাম	মাথাবো সেতু দূরে চলে যাই	মূল: গীয়াম আপোলিনিয়ার হোসেন সোহরাব						

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল– ১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৪/৮২, ২১/১২/৮৮	নিঃসঙ্গ মানুষ, শেক্সপীয়র ও তাঁর নাটকের মেঠো দর্শক,	মূল: ফ্রানসেস কাফকা, তানভীব মোকাম্মেল	শ্রী লেখা	বিশ্বজিৎ চৌধুরী	পুষ্প প্রকরণ	রুবী রহমান			কাব্য:সহিষ্ণু প্রতীক্ষা	আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ/ সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	তাঁর প্রস্তান ও আকাশ ছোয়াঁ দালান (ড: ফজলুর রহমান খানের মৃত্যুতে)/রবিউল হুসাইন	
১১/৪/৮২, ২৮/১২/৮৮	হৃদয়ে তাঁর স্পেন- পাবলো নেরুদার কাব্য চেতনা, শেক্সপীয়র ও তাঁর নাটকের মেঠো দর্শক,	নূরউল করিম খসরু, তানভীর মোকাম্মেল	নিশীথের কথকতা	মাফরুহা চৌধুরী	নৈশ প্রহরী, কবিতা	ওমর আলী, আহসান হাবীব						কালে কালে ভূমি/দ্বিজেন শর্মা	
১৮/৪/৮২, ৪/১/৮৯	আমার মাস্টার মশাই, একজন গল্পকার, শেক্সপীয়র ও তাঁর নাটকের মেঠো দর্শক,	শওকত ওসমান, জাকির হোসেন বুলবুল, তানভীর মোকাম্মেল	তারিখ	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	ঐ ছবিটা, উৎসমুখে	আলতাফ হোসেন, দিলার হাফিজ			গল্প: অবিনাশী আয়োজন	মঞ্জু সরকার/রূপম প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
২৫/৪/৮২, ১১/১/৮৯	কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ- তাঁর জীবন ও তাঁর সাহিত্য, তরু প্রেমিকের প্রতিবাদ, শেক্সপীয়র ও তাঁর নাটকের মেঠো দর্শক,	আবেদীন কাদের, মাহমুদ আল জামান, হায়াৎ মামুদ, তানভীর মোকাম্মেল	সাহেব আলী	আবদুল হাই শিকদার	ভারভারা আলেকসান্দ্রভনার জন্য, ভালোবাসায় নারী, নিবন্ধ বাতাস	মূল: সালভাতোর কোয়াসিমোদো, মূল: পল এলুয়ার, মূল: গীয়ম অপোলোনিয়র, অনু: হাসান ফেরদৌস							

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮২,

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১৬/৫/৮২, ১,২/৮৯	পুতুল নাচের নেপথ্য কুশলীর সন্ধানে, আফ্রো-এশীয় সাহিত্যের ধারা, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছায়াচ্ছন্ন ভালোবাসা	শান্তনু কায়সার, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	অনন্যোপায়	ইব্রাহিম আজাদ	সিন্ধু মাতা, দুঃখবর্তনীকে	নির্মলেন্দু গুণ, মাহবুব তালুকদার			কাব্য: অসম্য পথিকের গান	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ/সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
২৩/৫/৮২, ৮/২/৮৯	বিনোদ বিহারীর কাজ, কিছু স্মৃতি-শহীদ সাবের ও তাঁর রচনাবলী	ওয়াহিদুল হক, মাহমুদ আল জামান	ভাগ্য বদল	ইকবাল আজিজ	রফিক আজাদ, ফাঁদ	রফিক আজাদ, আনওয়ার আহমেদ			গল্প: নেপথ্যে নাটক	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন /মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত		
৩০/৫/৮২, ১৫/২/৮৯	জয়নুল আবেদীন, সমকাল ও মুনীর চৌধুরীর নাটক, বাংলাদেশের নকশার আশ্চর্য জগৎ	কাইয়ুম চৌধুরী, খন্দকার শওকত জুলিয়াস, বেলাল চৌধুরী	গাছ	মুহম্মদ শামসুল হক আয়ের কাছে কালো চিঠি	সন্ধ্যাতারা ও শুকতারার গপ্পো,	ওয়াহিদ রেজা							

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৬/৮২, ২২/২/৮৯	স্মরণকার্ত (মুহম্মদ এনামুলহক), সমৃদ্ধির জন্য চাই নিয়ন্ত্রীকরণ, হৃদয় নিয়ে ভাবনা	মুস্তফা নুরুল ইসলাম, হাসান ফেরদৌস, সুব্রত বড়ুয়া	অনুপম অপরাহ্ণ, স্বপ্ন নয়	মূল: গারসিয়া মারকুয়েজ, অনু: মোবারক হোসেন খান, দেবাশীষ ভট্টাচার্য	কম্পাস, অফুরন্ত, অনন্ত, ভুল হয়, পাগলামি	মূল: ইয়ার্গো লুই বোরহেস, অনু: জহুরুল হক, মাহমুদ কামাল, সানাউল হক খান			নভেলা: পোড়ামাটির কাজ, কাব্য-শোকার্ত তরবারি	আবদুল মান্নান সৈয়দ/বুক সোসাইটি, ঢাকা হাসান হাফিজুর রহমান	আবেদীন কাদের সন্তোষ গুপ্ত	না বন না বাগান/দ্বিজেন শর্মা,	সাহিত্য সাময়িকীটি চার পৃষ্ঠার, মূল্য-১.৩০ টাকা
১৩/৬/৮২, ২৯.২/৮৯	রাজনীতির অঙ্গনে ইসলামী নবতরঙ্গ, কবি সৈয়দ আলী আহসান,	শওকত ওসমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ	পেরেক	মাহমুদ কুদ্দুস	আমার বন্ধুরা, নিস্পেষিত প্রশান্তি, তুমি কি আমায় চেয়ে	মূল: মিখাইল লুকোনিন, অনু: সানাউল হক, ইমরান নূর, মনজুরে মওলা			কাব্য:পাথরের সাথে কথা	মুশাররাফ করিম/সংবিৎ প্রকাশনী	মাসুক চৌধুরী	সেখানে এখনও জ্বলছে/হাসান ফেরদৌস, সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান/এম শমসের আলী,	৮২'র জুনের পূর্বে সাধারণতঃ সাময়িকী দুই পৃষ্ঠার ছিল, জুনের পর থেকে সাময়িকী সহ পত্রিকার পৃষ্ঠা দাঁড়ায় ১২-এ
২০/৬/৮২, ৫/৩/৮৯	আত্মজীবনীর বদলে, আমাদের মহান সমকালীন: দন্ত ভয়ঙ্ক, কিশোর সাহিত্য প্রসঙ্গে	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মূল: ওক্তাবিও পাস, অনু: হায়াৎ মামুদ, আবুল মোমেন	পঞ্চগড়	বিপ্রদাস বড়ুয়া	কুমোর, তদন্ত, প্যালেস্টাইন দুটি কবিতা,(কারাগার থেকে চিঠি, আমি প্রতিরোধ করবো)	শামসুর রাহমান, মূল: মাহমুদ দারবিশ, অনু: রফিক আজাদ, মূল: হুসেইন মারওয়ান, অনু: আসাদ চৌধুরী, মূল: সামিহ আলকাসিম, অনু: রবিউল হুসাইন	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ:সমাজ সভ্যতা জীবন	মফিজ উল হক/সৈয়দা নূর মহল, বেগম টাঙ্গাইল	যতীন্দ্র সরকার	আবার একো বাধা কোথায়/হাসান ফেরদৌস, জলাতঙ্ক/শামীম আহমেদ, দেশজ চিকিৎসায় উদ্ভিদ/আবদুল্লাহ আলামুতি, কৃত্রিম দীপ্তি বৈজ্ঞানিকরা কি চান/কাহমিদা নিলুফার	মূল্যবৃদ্ধি-১.৫০টাকা, বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাবৃদ্ধি
২৭/৬/৮২, ১২/৩/৮৯	আকর্ষণীয় উপার্জন, শওকত ওসমানের নিকট খোলা চিঠি, ধ্বংসের মাঝে ফুল, আগুনের কি গুণ	ওয়াহিদুল হক, শওকত ওসমান, মূল: গুন্টাগ্রাস, অনু: যৌথিক আহমেদ, জহুরুল হক	গল্প নয়	ইমদাদুল হক মিলন	দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘরে বাইরে, আমি পুড়ছি	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সৈয়দ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				বাঞ্ছা যায় বাঞ্ছা আসে/হাসান ফেরদৌস, আমাদের দেশের চিত্রকর-১/শওকাতুজ্জামান, পুষ্টিসম্পর্কে কিছু কথা/ডাঃ আবুল কালাম আজাদ খান ও শাহ মোহাম্মদ কেরামত আলী, আকাশ জুড়ে মজার খেলা/কাজী হারুন	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৭/৮২, ১৯/৩/৮৯	শওকত ওসমানের নিকট খোলা চিঠি, বিবলো থেরাপি, ইবসেন - আধুনিক নাটকের জনক	শওকত ওসমান, শামীম আহমেদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ	পাইপ	অলোক সেন	হে মাতৃভূমি, তোমার নিঃশব্দে, বিরল নাটক	মূল: গাবুইক সেভাক, অনু: সানাউল হক, সৈকত রহমান, আবুল হোসেন	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: পৃথিবী জোড়া গান,	নির্মলেন্দু গুণ/সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	পশ্চিমা জোটে দ্বন্দ্ব বাড়ছে/হাসান ফেরদৌস, আমাদের কালের চিত্রকর-২/শওকাতুজ্জামান, নয়া আর্ন্তজাতিক অর্থব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্থান/এম শমসের আলী, আকাশ জুড়ে মজার খেলা/হারুন হাবীব	
১১/৭/৮২, ২৬/৩/৮৯	বিভূতিভূষণ ও বাস্তবতার রোমান্স, শওকত ওসমানের নিকট খোলা চিঠি,	সিরাজুল ইসলাম, শওকত ওসমান,			তরুণদের প্রতি একজন মুমূর্ষু কবি	শামসুর রাহমান	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: আমার পলাতক ছায়া	জিয়া হায়দার/ সম্পাদক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম	সন্তোষ গুপ্ত	ভিন্ন এক মারণাস্ত্র/হাসান ফেরদৌস	সাময়িকীটি দুই পৃষ্ঠার
১৮/৭/৮২, ১/৪/৮৯	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর উপন্যাস	আহমেদ আজিজ			জন্মান্ধ প্রেমিক, সহিষ্ণু প্রেমিক, ঘুম	মাহবুব তালুকদার, সানাউল হক খান, মাকিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা	রফিকুল ইসলাম/মল্লিক ব্রাদার্স	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৮/৮২, ১৫/৪/৮৯	উইলিয়াম ফকনারের মানবিকতা, পশ্চিম বাংলা ইতিহাসের ক্রান্তি কাল	আহমেদ আশরাফ, আর এম দেবনাথ			বিশ্ব রঙ্গকর্না, জোনাক দ্বীপের গল্প, আমার রয়েছে	বেলাল চৌধুরী, দিলারা হাফিজ, মূল: নিকোলাস গিলেন, অনু:কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: কাদামাটির গল্প	সিরাজুল ইসলাম সাগর/স্টুডেন্ট ওয়েজ	নুরউল ইসলাম		
৮/৮/৮২, ২২/৪/৮৯	রবীন্দ্র বিচারের দৃষ্টিকোণ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা দ্বিতীয় উপসংহারে, পশ্চিম বাংলা ইতিহাসের ক্রান্তি কাল,গয়গ্যাটা কোথায়?	ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়-শফী আহমেদ, গোলাম মুরশিদ, আর এম দেবনাথ, আসাদ চৌধুরী			প্রতীক্ষা, পাকা কথা নক্ষত্রের সাথে, ভবিষ্যতের জন্য	মোহাম্মদ রফিক, মুবীরহমান, হবীবুল্লাহ সিরাজী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/ডানা প্রকাশনী	খোন্দকার আশরাফ হোসেন	জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা/ ডাঃআবুল কালাম আজাদ খান ও শাহ মোহাম্মদ ফেরদৌস আলী, দীর্ঘ জীবনের সমস্যা/আবদুল্লাহ আলমুতি	
১৫/৮/৮২, ২৯/৪/৮৯	প্রজাপতির উৎপত্তি, অনাগত বংশধর,	মূল: চার্লস ডারউইন, অনু: দ্বিজেন শর্মা, মূল: মারজুরি ওয়ালেস, অনু: আলী রিয়াজ	টাকা	সুনীল আচার্য	দুঃখ ও দুঃখী, এখানে, শিল্পের স্মরনে, শিশুকন্যাকে সম্বোধন	সানাউল হক, আবিদ আজাদ, দিলওয়ার, মূল: পারভেজ শাহেদী, অনু: রনেশ দাশগুপ্ত	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: ল্যান্ডিং উইথসোশ্যাল জাস্টিস দি বাংলাদেশ	প্রফেসর এম রায়হান শরীফ/বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	এম আর দেবনাথ		
২২/৮/৮২, ৫/৫/৮৯	ব্যক্তিগত ভাবনা:গত কালের , দেখতে শেখার প্রথম পাঠ, আলাওল মানস ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ, লালনের গানের পাখি	সরদার ফজলুল করিম, মূল: কনস্তান্তিন পাস্তভস্কি, অনু:আবুল মোমেন, মোহাম্মদ আবুজাফর, আবুল আহসান চৌধুরী			ট্রেন চলে গেল, বিপ্রতীপ, একজন বৃদ্ধের প্রার্থনা	মিলন মাহমুদ, রফিক নওশাদ, আনওয়ার আহমেদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	ভ্রমণ: আরেক ভূবন (সোভিয়েত ইউনিয়ন)	আবুজাফর শামসুদ্দিন/প্রাচ্য প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	নিজের দেহে আমাদের অধিকার/আবদুল্লাহ আলমুতী, আফ্রিকান ঐক্যে চিড় ধরেছে/হাসান ফেরদৌস, ছাপ চিত্রের প্রদর্শনী সমীক্ষা/সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	
২৯/৮/৮২, ১২/৫/৮৯	ব্যক্তিগত ভাবনা:গত কালের,শেষ হয়নাই বলা, প্রশ্ন নির্মিত, চিরসবুজ প্রানের উৎস,নজরুল ও প্রগতি চেতনা	সরদার ফজলুল করিম, করুণাময় গোস্বামী, মানবর্দ্ধ পাল, বেলাল চৌধুরী, রফিক উল্লাহ খান			ছায়া, পিকাসোর ঘোষণা, আমার জীবন	শামসুল ইসলাম, সৈয়দ আবুল মকসুদ, ইমাউল হক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				হৃদয়ে আমার প্যালেস্টাইন/ হাসান ফেরদৌস,আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক,	

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/৯/৮২, ১৯/৫/৮৯	কাজী আবদুল ওদুদের কথা সাহিত্য, সঙ্গীত কোষের সম্ভাবনাময় খড়তা	নাজমা জেসমিন চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক	চশমা ও অন্য জটিলতা	শেখর ইমতিয়াজ	প্রস্তবনা বন্দুকহাতে ভোজপূর্বে, প্রত্যাবর্তনের স্বার্থে, যে মুখ আমায়	মূল: খালেদ আবু খালেদ (প্যালেস্টাইন), অনু: সানাউল হক, নাসির আহমেদ, ত্রিদিব দস্তিদার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: ফিরে যাওয়া, ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ,	সৈয়দ ইকবাল/ মুক্তধারা, মহিউদ্দিন খান আলমগীর/সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডি	আবেদীন কাদের , আর এম দেবনাথ	আমাদের কালের চিত্রকর- ৫/শওকাতুজ্জামান, জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা/ ডাঃআবুল কালাম আজাদ খান ও শাহ মোহাম্মদ কেরামত আলী,	
১২/৯/৮২, ২৬,৫/৮৯	সৈয়দ ওয়ালী উল্যাহ প্রসঙ্গে কিছু খন্ড চিত্র,আমার বন্ধু সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, শিল্পীর রুপান্তর, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ তার অগ্রন্থিত ছোট গল্প,	সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাশেম, সানাউল হক, আবুল হোসেন, সৈয়দ আবুল মকসুদ, শান্তনু কায়সার			বৈরুত রইলো পড়ে,	মনজুরে মওলা	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				চিলি: দুঃসময়/ হাসান ফেরদৌস, উরন্ত চাকা কি মহাকাশের আগন্তুক/আবদুল্লাহ আলমুতী	সাময়িকীটি সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ স্মরণে, ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে সরকারি ছুটি রবিবারের পরিবর্তে শুক্র ও শনিবার করা হয়
২৬/৯/৮২, ৯/৬/৮৯	সুশোভন সরকার, সাম্প্রতিক কাব্যধারা এবং বাংলা কবিতা	মুনতাসীর মামুন, শামসুর রাহমান	ক্ষুধা	মূল: সেজদেত কুদরত, অনু: ফারুক মেহেদী	আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে চেতনালোক ও শিল্পরূপ	সৈ.আকরম হোসেন/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আবেদীন কাদের	আত্মঘাতী প্রবণতা/আবদুল্লাহ আলমুতী, বৈরুতে উদ্বাস্তু শিবিরে ইসরাইলের বর্বরতম গণহত্যা: একটি রিপোর্ট	

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/১০/৮২, ২০/৬/৮৯	কাঙাল বাঙাল মোতিহার,আমিষ নিরামিষ,মহাশূণ্যে স্বদেশ ও সমকালীন বাস্তবতা, সবচেয়ে ছোট কিন্তু সবচেয়ে দামী কবিতা	যোবায়দা মির্যা, তপন চক্রবর্তী, শান্তনু কায়সার, বেলাল চৌধুরী			স্বাধীন প্যালেস্টাইন তোমার জন্য এ কবিতা, কবিতা, বোধ	মহাদেব সাহা, সৈয়দ হায়দার, ভাস্কর চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: মেয়েদের ঘরবাড়ি	রশীদ হায়দার /শফিক প্রকাশনী,ঢাকা	কবীর চৌধুরী	পাশ্চাত্য দেশগুলোর আসল সমস্যা কি?/শহিদ ইসলাম,নতুন শিক্ষানীতির ক্ষতিকর দিক/আহমদ শরিফ/পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা/আর এম দেবনাথ,স্বাধীন বিজ্ঞান চর্চা/এম শমসের আলী	'রোববারের সাময়িকী' নাকরণের পরিবর্তে 'সংবাদ সাময়িকী' নামে বৃহস্পতিবার থেকে চার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতে শুরু করল
১৪/১০/৮২, ২৭/৬/৮৯	আমাদের দুমলো, জীবন সন্ধানী আলবেয়ার কামু, দিনের কথা	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমেদ আশরাফ, আবুল ফজল	একা	আবু জাফর শামসুদ্দিন	সম্বোধন শোভনকে	সানাউল হক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	চ্যালেঞ্জ ইন দি ইকোনমি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশের লোকশিল্প	ডঃ আবদুল্লাহ ফারুক/ইউ পি এল, তোফায়েল উ.খান জা.	এম আর দেবনাথ, আমিন ইসলাম	বালাভয়ার পালা বদলের পালা/হাসান ফেরদৌস, নতুন শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে/কবীর চৌধুরী, সাইবেরিয়ার আশ্চর্য আলো/আবদুল্লাহ আলমুতী, বাংলাদেশের স্থাপত্য/রবিউল হুসাইন	
২১/১০/৮২ ৩/৭/৮৯	তাম্র বিসংবাদ	সনৎকুমার সাহা	কাঁটা	সৈয়দ শাহনেওয়াজ করিম	শিরোনামহীন ফিরে যেতে হবে গহনে	মূল: মাহমুদ দারবিশ, অনু: হায়াৎ মামুদ, খালেদা এদিব চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	ইতিহাস: এক মোঘল ক্রীত দাসের আত্মকাহিনী	মূল: তাহমাস খান, অনু: লুৎফুন্নেছা হাবীবুল্লাহ	সন্তোষ গুপ্ত	অথপুষ্প কথা গৌরচন্দ্রিকা/ওয়াহিদুল হক,দক্ষিণ আফ্রিকায় বন্দীমনবতা সত্যাগ্রহ থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম/শহীদ ইসলাম, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
২৮/১০/৮২, ১০/৭/৮৯	শতাব্দীর নৈশব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিজয়, বাংলাদেশের কালচার, প্যালেস্টানী ডায়রী	আমিনুল ইসলাম, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মুস্তফা ইসলাম	গাছে পাখি গান	মূল: প্যাট্রিক হোয়াইট, অনু:বিপ্লব দাশ	বাবার প্রতিকৃতি, আততায়ী, হৃদয়ে আমার প্যালেস্টাইন, ছৈরথ/আশা/ স্বপ্ন দ্যাখে সে দবদবে সাদা ফুলের	সোহরাব হাসান, হাবিব আজাদ, মূল: মাহমুদ দারবিশ, অনু: শামসুর রাহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: স্বদেশ আমার স্বজন আমার	শেখ আবদুল জলিল	মানবর্দ্ধ পাল	জীবজগৎ থেকে প্রযুক্তি আহরণ/আবদুল্লাহ আলমুতী	

নভেম্বর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১১/১১/৮২, ২৪/৭/৮৯	ইমদাদুল হকের আব্দুল্লাহ, গোলাপ ও রিলাফের এপিটাফ	রশীদ আল ফারুকী, আলম খেরশেদ	কলিমদ্দি দফাদার	আবুজাফর শামসুদ্দিন	যাকযাকুম বাকবাকুম, তাই বসে থাকা,জীবনানন্দ ও রোদনের মন্দিরা	শামসুর রাহমান, তসলীমুর রহমান, আবদার হাবীব	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: পরম্ভ সহিস	মঈনুল আহসান সাবের/	শান্তনু কায়সার	পারমানবিক বর্জ্য এশিয়ার নতুন সমস্যা/আলী রিয়াজ,পাঞ্জাবের অশান্ত সময়/হাসান ফেরদৌস, আমাদের কালের চিত্রকর-৬/শওকাতুজ্জামান,মানুষের বন্ধু অনুজীব/আবদুল্লাহ আলমুতী	
১৮/১১/৮২, ২/৮/৮৯	সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি,	যোবায়দা মির্যা	অভঙ্গুর,	মঈনুল আহসান সাবের	আলো আমার আলো, সমস্ত সৃষ্টির শরীর ছুঁয়ে দেখি, তুমি যে-ই হও	মনজুরেমওলা , মোযাম্মেল হোসেন, মসিহউদ্দিন শাকের	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: জ্বলে চিতা বাঘ	হুমায়ুন আজাদ/নওরোজ কিতাবিস্তান	আবিদ আনোয়ার	তুরস্ক কি উল্টো পথে চলছে?,শেখ গোলাম হাসান,প্রসঙ্গ শিক্ষানীতি/অজ্ঞ জাফর মুরশিদ,নতুন দুইটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার/আলী রিয়াজ,আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
২৫/১১/৮২, ৯/৮/৮৯	আধুনিক রুশ কবি ও কবিতা, আমাদের শিক্ষক, অথ চিঠি সংক্রান্ত	সানাউল হক, সৈয়দ আহমেদ খান ও রংগলাল সেন, শওকত ওসমান	আমার বাবা এবং আমি	মূল: পারলার্গে-কভিস্ট, অনু: মোবারক হোসেন খান	দুই প্রেম, সোনালী আশের গল্প ২/	মূল: নাজিম হিকমত, অনু: অলোক সেন, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: রাখালের আত্মচরিত	শান্তনু কায়সার/দ্রাবির প্রকাশনী	সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম	গোপন যুদ্ধ টার্গেট নিকারাগুয়া/শেখ গোলাম হাসান, উদ্ভিদ ও উচ্চ সঙ্গীত/মানবর্দ্ধ পাল, জৈব বস্তু থেকে জ্বালানী/আবদুল্লাহ আলমুতী	

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/১২/৮২, ১৩/৮/৮৯	আধুনিক রুশ কবি ও কবিতা, তার মাতৃভূমি স্বদেশ ও অন্বেষা, কবিতা ও পরাবাস্তবতার ধারণা,পরিচয় এর বংলাভাষা চর্চার প্রেক্ষত	সানউল হক, রফিক উল্লাহ খান, আবদুল হাফিজ, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়			এই সাধ শেষ নয়, তোমার কালো বদেন্যতা ঠুকরে খাব	মূল: জোহানফন গ্যয়াট, অনু: শিহাব সরকার, মিলন মাহমুদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				নবীন চিত্রীঃ প্রত্যয়ের অভাব/মুনতাসীর মামুন, তোমার সঙ্গে প্যালেস্টাইন/শখ গোলাম হাসান	
৯/১২/৮২, ২৩/৮/৮৯	পুণ্য করে পূর্ণ করে মন, মার্কেজের অবিস্মরনীয় উপন্যাস শত বৎসরের নিঃসঙ্গতা, মেহের আলী, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি,	মহাদেব সাহা, আবুজাফর শামসুদ্দিন, দ্বিজেন শর্মা, যোবায়দ মির্যা			হারানো কবিতাগুলো আমার, মনে পড়ে মনে হয়	রফিক আজাদ , জাহিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				ইতালীর নয়া সরকার ও প্রসঙ্গ কথা/শেখ গোলাম হাসান, আমাদের কালের চিত্রকর ৭/শওকাতুজ্জামান	
২৩/১২/৮২ ৭/৯/৮৯	আধুনিক রুশ কবি ও কবিতা, একদশকের সামাজিক চেতনা,	সানউল হক, মাহফুজ উল্লাহ			হ্যানয়ে শেষ রাত্রি	নির্মলেন্দু গুণ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				মধ্য আমেরিকার বধ্যভূমিতে রিগ্যান/শেখ গোলাম হাসান, মানুষের হাতে গড়া হৃদপিণ্ড/সযযাদ কাদীর,আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক,	
৩০/১২/৮২ ১৪/৯/৮৯	আমার কথা, একাত্তরের রণাঙ্গনে	আবু সায়ীদ আইয়ুব, আবু জাফর শামসুদ্দিন	কালো মানুষ	সুশান্ত মজুমদার			বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	উপন্যাস: মৃত্যুঞ্জয়ী কংহোয়া	মূল: নগুয়েন নগক, অনু: ফকির আশরাফ/বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	মাপজোকের আনুজাতিক পদ্ধতি/আবদুল্লাহ আলমুতী	

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/১/৮৩, ২১/৯/৮৯	আবু সাইয়িদ আইয়ুব : চেতনার প্রহর শেষের রাঙা আলো, এক দশকে সামাজিক চেতনার অগ্রগতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস	সন্তোষ গুপ্ত, সৈয়দ আবুল মকসুদ, রফিক উল্লাহ খান	টাকা				বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ	সিরাজুল উসলাম চৌধুরী/ধানশীষ প্রকাশনী	খালিকুজ্জামান ইলিয়াস	ইসলামাবাদ ওয়াশিংটন কানেকশন/শেখ গোলাম হাসান, শিক্ষক শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন/রফিকুন নবী	
১৩/১/৮৩, ২৮/৯/৮৯	সত্যেন সেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, সোনার বাংলার সুরের ভুবনে,	অজয় রায়, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী	হুযুর কেবলা	আবুল মনসুর আহমেদ			বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: খোল করতাল	সেলিনা হোসেন/কাশবন প্রকাশনী	শেখর ইমতিয়াজ	আমাদের কালের চিত্রকর: ৮/শওকাতুজ্জামান, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
২০/১/৮৩, ৬/১০/৮০	গণসংগীত প্রসঙ্গে, শেখ ফজলুল করিমের কবিতা	কাজী সুফিয়া আক্তার, আবদুল হালিম	হুযুর কেবলা	আবুল মনসুর আহমেদ	কী সঞ্চয় রেখেছ?, চতুর্দশপদী, আমার যুদ্ধ	শামসুর রাহমান, ত্রিদিব দস্তিদার, আল মুজাহিদী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	উপন্যাস: দ্যা কুকুড নিম	নিয়াজ জামান/ বাংলাদেশ বুকস ইনঃ	আবদুস সালাম	ইন্দিরা এবার কি করবেন?/শেখ গোলাম হাসান /রক্তে অস্ত্রোপাচার/আবদুস সবুর,ওজন ও পরিমাপে মেট্রিক পদ্ধতি/চিশতি আবদুর রহমান	
২৭/১/৮৩ ১৩/১০/৮৯	সংবাদপত্রের স্বাধীনত, হারানো দিনের স্মৃতি	কবীর চৌধুরী, সেলিনা বাহার জামান	অনুভব	সেলিনা হোসেন	পাখিরা আসেনা, শান্তনু কায়সার, শকুন্তলা	আবুজাফর, ওবায়দুল্লাহ, মুহম্মদ নুরুল হুদা	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	আলেখ্য: বৈরী সমাজ	হোসনে আরা শাহেদ/	/মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	পাকিস্তানে ইসলামী শাসনের নামে যা হচ্ছে/এয়ার মার্শাল আসগর খান,উত্তরাধীকারের অমেয় ঐশ্বর্য/আবদুল্লাহ আলমুতী, শূণ্যতার শোকসভায় আলোকিত প্রদর্শিত/রবিউল হুসাইন	

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/২/৮৩, ২০/১০/৮৯	কবর, কবর প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, প্রদীপ্ত মনিষীর রবীন্দ্র ভাবনা, পদাবলী-পুরস্কার সঙ্গে সপ্তরথী	আনিসুজ্জামান, আলী ইমাম, আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, আলম খোরশেদ			বৃষ্টি হলো সারা, আত্মচরিত, কলি ফুটিতে চাহে, আফ্রিকার চিঠি	মনজুরে মওলা, মাকিদ হায়দার, হাসান হাফিজ, নির্মলেন্দু গুণ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: লিটারেচার অব বাংলাদেশ এন্ড আদার এসেজ	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী/ বাংলাদেশ বুকস ইনঃ	আহমেদ আশরাফ	ঝাও এর আফ্রিকা অভিযান/শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুণ /জহুরুল হক, সমুদ্র দানবেরা এখন কোথায়?/নিতাই দাস	
১০/২৮৩, ২৭/১০/৮৯	বাংলা ভাষা শিক্ষা সমস্যা, প্রতিবৃতি: আত্মপ্রকৃতি, বার্লিনে বঙ্গসংস্কৃতি চর্চা,	রফিকুল ইসলাম, কায়েস আহমেদ, যতীন সরকার			১৯৪০/আলুবোখার বৃক্ষ/ভোজ্যের টেবিল থেকে মাংস/শয়তানের মুখোশ, নেই/ভেতরে	মূল: বেরটোল্ট ব্রেখট, অনু: জহুরুল হক শামসুল ইসলাম	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: নেপথ্য নায়ক	আবদুর রহমান/জাকিয়া আখতারি	আহমেদ আশরাফ	পশ্চিম আফ্রার ৩০লাখ উদ্বাস্তু/শেখ গোলাম হাসান, স্মৃতিমুখর রঙিন স্বপ্নে সূর্য শাখর প্রজাপতি/বেলাল চৌধুরী	
১৭/২/৮৩, ৪/১১/৮৯	শিল্পীর চোখ বনাম দর্শকের চোখ, সময়ঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির সমস্যা, শিল্পী-ব্যক্তিগত ভাবনা	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শান্তনু কায়সার, মূল: পাবলো নিরুদা, অনু: সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	বোবা যন্ত্রণার রাত, বিমর্ষ আন্না	মূল: হাসান মনোয়ার, অনু: সাযযাদ কাদির, মূল: হাইনরিখ বোল, অনু: শাহীন ইসলাম			বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	ক্রাফটস ফ্রম বাংলাদেশ	সংকলন ও সম্পাদনা: শারতীন আহমেদ/বাংলাদেশ বুকস ইনঃ	আবদুস সালাম	আমাদের বাঘ সম্পদ/তপন চক্রবর্তী	
২৪/২/৮৩, ১১/১১/৮৯	রবীন্দ্র সংগীত আলোকে, সৈয়দ ওয়ালী উল্যাহ সামাজিক চেতনা	আবুজাফর শামসুদ্দিন, নুরুল ইসলাম	শেষ পাতা	মূল: ও হেনরী, অনু: মোবারক হোসেন খান	দূরত্ব, গয়া, আমার ঠিকানা, প্রত্যয়, অজ্ঞাত নও তুমি, ঘোষণাপত্র	নির্মলেন্দু গুণ, মূল: আন্দ্রেই তক্তানেসেনস্কি, অনু: মনজুরুল হক, মূল: আই কিং, অনু: ফারুক হাসান, আদুনিস, মূল: হাসান ফেরদৌস, মূল: গিয়াগো দে মোল্লা, অনু: হাসান ফেরদৌস	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				তেল প্লাবনে নিমজ্জিত ওপেক/শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক,	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/৩/৮৩, ১৮/১১/৮৯	স্বীকৃতির কৃতজ্ঞতায়, বিপ্লবী কবিতার সোচ্চার স্মৃতি, মানব হিতৈষী রবার্ট কোখ	শওকত ওসমান, জামিল শরাফি, আবদুল হালিম	ঠিকানা	মুহম্মদ শামসুল হক	কুর্তৈষয় /জেলে/পুকুর/পাহাড়/সর্বত্র/মোড়গ, ভালোবাসায় ফড়িংগুলো, সুন্দর তোমার নির্জনে	সানাউল হক, সৈয়দ হায়দার, মাহবুব সাদিক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	মিমির কলাবলা	মোবারক হোসেন খান/ধান শীষ প্রকাশনী	বাবুল রহমান	আসাম পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গ কথা/শেখ গোলাম হাসান, গ্রহান্তরের আগন্তুকদের অস্তিত্ব /নিতাই দাস, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
১০/৩/৮৩, ২৫/১১/৮৯	বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর ছোটগল্প: বিষয়ের নিরিখে, নির্জনতার লাতিন আমেরিকা, মাইকেল লৌকিক উৎস থেকে নব নির্মাণ, প্রতিভূতি আত্ম প্রতিকৃতি	মোহাম্মদ আবুজাফর, মূল: গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, অনু:হাসান ফেরদৌস, শামসুজ্জামান খান, কায়েস আহমেদ			কান্নামাত্রি, কবিতার প্রশ্ন, জীবনের অমিয় গরল	সানাউল হক, মূ: আবু সালমা, অনু: কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় হাসান হাফিজ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্র-মধ্যরাতের রোহী	ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ/ইউ পি এল	সন্তোষ গুপ্ত		
১৭/৩/৮৩, ২/১২/৮৯	সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি, সাহিত্যে নতুন বিতর্ক ও নন্দন তাত্ত্বিক বিবেচনা, মার্কসের মৃত্যুর শত বর্ষ পরে	যোবায়দা মির্যা, শান্তনু কায়সার, অমর্ত্য সেন	সিঁড়ি	মজনুল হক	[illegible], গৃহী ও কবি, দিনলিপি	সাইয়দ আতীকুল্লাহ, ভাস্কর চৌধুরী রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	ঊনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার	মুনতাসির মামুন/বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	কর্পূরপানা: আপদ ও সম্পদ/আবদুল্লাহ আলমুতী, কোহল ক্ষমতায় ফিরে এলেন/শেখ গোলাম হাসান	
৩১/৩/৮৩, ১৬/১২/৮৩	একা এবং একসঙ্গে, বিভূতিভূষণের উপন্যাস: প্রকৃতি ও মানুষ, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি, সাহিত্যে নতুন বিতর্ক ও নন্দন তাত্ত্বিক বিবেচনা,	বোরহান উদ্দিন খান জা./মাহমুদ কুদ্দুস, যোবায়দা মির্যা, শান্তনু কায়সার,			তুমি এবং তুমি, এক বাউলের অহংকার	হুমায়ুন চৌধুরী, নাসির আহমেদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গবেষণা-দেলতৈল গ্রামের জরিমন ও অন্যান্যরা	সম্পাদক: ড: মুহম্মদ ইউনুস/গ্রামীণ ব্যাংক প্রকাশনী	সিকান্দর খান	কম্পুচিয়ার নতুন জীবন/শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	

এপ্রিল-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৪/৮৩, ২৩/১২/৮৯	হাসান হাফিজুর রহমান: তাঁর স্মৃতি, হাসান হাফিজুর রহমান, তাঁর ভেতরের বাঘ, ব্রেশট: তাঁর নাটক ও চলচ্চিত্র,চিত্রকল্প ও সমাজের আন্ত সম্পর্ক	আনিসুজ্জামান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শফি আহমেদ	আরো দুটি মৃত্যু	হাসান হাফিজুর রহমান	গৌতম চলে যাবো, হাসান এবং পক্ষীরাজ,	শামসুর রাহমান, খোন্দকার আশরাফ হোসেন,	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট	রেহমান সোবহান/জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	আর এম দবনাথ	সমর ব্যায় কমাতে হবে, শেখ গোলাম হাসান	
২১/৪/৮৩, ৭/১৯০	স্বাধীনতা ও আমাদের বুদ্ধিজীবী, বাংলাদেশের জাতীয় ও জনজীবনের গতিধারার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য	আবুল কাশেম চৌধুরী, বিচারপতি সৈয়দ মোহম্মদ হোসেন	চাবি	মঈনুল আহসান সাবের	তা মানুষ যেখানেই থাক	জাহিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: আধুনিক সাহিত্য: বিবেচনা সমূহ	আবদুল হাফিজ/বাংলাদেশ বুকস ইন:	আবুজাফর শামসুদ্দিন	আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক, সোভিয়েত বনাম যুক্তরাষ্ট্র/শেখ গোলাম হাসান	১৪ তারিখ সাময়িকী প্রকাশিত হয় নি,১৫ তারিখ নব বর্ষ সংখ্যা প্রকাশ হওয়ায়
২৮/৪/৮৩, ১৪/১/৯০	টমাস পেইন সাহিত্য ও জীবন, বাংলাদেশের জাতীয় ও জনজীবনের গতিধারার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য	কবীর চৌধুরী, বিচারপতি সৈয়দ মোহম্মদ হোসেন	চাবি	মঈনুল আহসান সাবের	তুমি, কবিতা (১,২)	আবদুল মান্নান সৈয়দ, শমসুল ইসলাম	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	ছড়া: অন্যমনে লেখা	এখলাস উদ্দিন আহমেদ/শিশু সাহিত্য বিতান, চট্টগ্রাম	সন্তোষ গুপ্ত	শেষ গোলাপ গুচ্ছ/দিজেন শর্মা, সোভিয়েত বনাম যুক্তরাষ্ট্র/শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৫/৮৩, ২১/১/৯০	রবীন্দ্রসংগীত বিদেশী সঙ্গীত জ্ঞানীর কানে, রবীন্দ্র প্রতিভা, বাংলার বাউল ও রবীন্দ্রনাথ	ওয়াহিদুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ; মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী	গহনে	সিরাজুল ইসলাম	রবীন্দ্রনাথ, কলস গিয়েছে ভেসে, তুমি শুধু জল	মোয়াজ্জেম হোসেন	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা	আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ/সন্ধানী প্রকাশনী	বেলাল চৌধুরী	আইজাক সিঙ্গারের সাক্ষিৎকার/সুমন রহমান, তিনজন শিল্পীর কাজ/বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	
১২/৫/৮৩, ২৮/১/৯০	সাহসী আবুল ফজল, মানবতন্ত্রী আবুল ফজল, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, শামসুজ্জামান খান, আবুল ফজল, যোবায়দা মির্যা			এসো হে বৈশাখ,	মোহাম্মদ রফিক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				ইতিহাসের গ্রেফনে বিজ্ঞান/মূল: জেডি বার্নাল, অনু: আনোয়ারুল হক খান, আমাদের কালের চিত্রকর: ৯/শওকাতুজ্জামান, নিকারাগুয়ায় গোপন অভিযান/শেখ গোলাম হোসেন	
১৯/৫/৮৩, ৪/২৯০	রবীন্দ্র কাব্যে প্রকৃতি ও মানব প্রেম, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	সনজীদা খাতুন, যোবায়দা মির্যা	উজান	শামসুল আলম সরকার	মদাশক্ত চাঁদ, রুপের সপক্ষে	মূল: হিঅলমার ইঅল বোরি, অনু: মিলন মাহমুদ, কাজল বন্দ্যোপধ্যায়	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: চেতনার অনুসঙ্গ	সিদ্দিকুর রহমান/	আল কালাম আবদুল ওহাব	আমাদের কালের চিত্রকর:১০/ শওকাতুজ্জামান, গ্যাচার নির্বাচন ডেকেছেন/শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
২৬/৫/৮৩, ১১/২/৯০	নজরুল প্রসঙ্গে, নজরুল গীতির প্রামাণ্য স্বরলিপি, নজরুল ইসলামের কবিতা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, কৃষ্ণনাময় গোস্বামী, আবু হেনামোস্তফা কামাল, যোবায়দা মির্যা	বনের পাপিয়া (অগ্রন্থিত ছিল)	নজরুল ইসলাম	আপনার কাছে একটি শব্দ চাই	জাহিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: নিবেদন	সংকলন/বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	চশমা কি নিতেই হবে/আবদুল্লাহ আলমুতী	

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/৬/৮৩, ১৮/২/৯০	অশ্রু যে চোখে, সেতুর বন্ধন, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি,	মূল: ডোনাল্ড হল, অনু: হাসান ফেরদৌস, সেলিনা হোসেন, যোবায়দা মির্যা	নিস্তার	ফজলুল কাশেম	বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো,	শামসুর রাহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ,	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: কোন সুখবর নেই	সৈয়দ হায়দার/সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	সাজানো বাগান/রবিউল হুসাইন, ফ্রান্সে কি ঘটছে/শেখ গোলাম হাসান	
৯/৬/৮৩, ২৫/২/৯০	আধুনিকতার খাঁটি জহুরী, উপন্যাসে শুভ অশুভর দ্বন্দ্ব, কবি হুমায়ুন কবীর: তার মর্ত্যলোক, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি,	যতীন সরকার, শান্তনু কায়সার, নাসির আহমেদ যোবায়দা মির্যা,			স্বপ্নাদেশের অপেক্ষায়,	মাকিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: নলখাগরার সাপ	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	নিকারাগুয়ায় যা দেখেছি/গিরিশ মাথুর	
১৬/৬/৮৩, ১/৩/৯০	মলিয়ের নাটক ও জীবন, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি,	ভাস্কর চৌধুরী যোবায়দা মির্যা,	হেরে যাওয়া	আলম খোরশেদ	উস্কানি আছে তাই কবিতা	শিহাব সরকার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: ধুলোমাটির মানুষ	মহাদেব সাহা/নলেজ হোম	তানভীর মোকাম্মেল	বিশ্বের আবহাওয়া সংকট আসন্ন/বিজেন শর্মা, চীন মার্কিন সম্পর্ক/শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুল/জহুরুল হক	
২৩/৬/৮৩, ৮/৩/৯০	তোফাজ্জল হোসেন ও সাংবাদিকের ভূমিকা, সংস্কৃতির স্বাধীনতা, অগস্ত্য রন্যার বালজাক	আবুজাফর শামসুদ্দিন, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর চিন্তামনি কর	কয়োটির অন্ধকারে মৃত্যু	হরিপদ দত্ত	ম্যাজিক, প্রত্যাবর্তন	হায়াৎ মামুদ, আবসার হাবীব	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				মৌসুমী বৃষ্টির পূর্বাভাস/আবদুল্লাহ আলমুতী, ইতিহাস প্রেক্ষণে বিজ্ঞান /আনোয়ারুল হক খান, পর্তুগালের নতুন সরকার/শেখ গোলাম হাসান	
৩০/৬/৮৩, ১৬/৩/৯০	আবুল হুসেন ও ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ	রফিক কায়সার	লাবি, কয়োটির অন্ধকারে মৃত্যু	ইশতিয়াক চৌধুরী, হরিপদ দত্ত	রসালো ব্রেকফাস্ট, কবিতা '৮৩	সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, সৈয়দ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসঙ্গে ভাবনা/ এম শামসের আলী, বৃহস্পতি: গ্রহ অথবা নক্ষত্র/ ফারুক মেহেদী, আমাদের কালের চিত্রকর- ১১/শওকাতুজ্জামান,	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৭/৭/৮৩. ২২/৩/৯০	বানি ভালোবিয়া প্রেম সমাচার, আবুল হোসেন ও ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ভালো লাগার সীমানা	হায়াৎ মামুদ, রফিক কায়সার , হোসনে আরা শাহেদ			ঋত্বিক, পচিশ পেরুনো হলো এইভাবে, নিদ্রাহীন কৃষ্ণপক্ষ, তুমি নেই	আবুল মোমেন, কামাল চৌধুরী, নয়ীম গহর, আবু করিম	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: মগ্ন চৈতন্যের ডালপালা	মাহবুব সাদিক/শিল্পতরু প্রকাশণী	শেখর ইমতিয়াজ	ক্যান্সার বিজয় কতদূর/আ. আলমুতী, বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব ও বাধা/মোঃ ইকবাল জুবেরী	
২১/৭/৮৩./ ৫/৪/৯০	চল্লিশের দশকের ঢাকা, ভাষাচার্য শহীদুল্লাহ ও কিছু কথা, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	সরদার ফজলুল করিম, জিনাত আরা বেগম, যোবায়দা মির্যা	প্রভু সংবাদ	মঈনুল আহসান সাবের,	মানুষের পাশে,	হোসেন সোহরাব	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: মোহন ইচ্ছের বৃক্ষে	শামসুল আলম/রুনা প্রকাশনী	আহমেদ আশরাফ	প্লাস্টিক সার্জারীর যাদুকর/গুল - ই-রানা পারভীন, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	ঈদুল ফিতরের বন্ধ থাকায় ১৪ তারিখ পত্রিকা প্রকাশ পায়নি
২৮/৭/৮৩, ১১/৪/৯০	আধুনিক ও লৌকিক, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	শামসুজ্জামান খান, যোবায়দা মির্যা	বাবার ছবি	সেকান্দর হায়াত	ঐতিহ্য বিশ্বাসী তবু, ভয়ের সময়, মধ্যরাতের গল্প,চোখহীন অচেনা মানুষ	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, মাহবুব সাদিক, ওয়াহিদ রেজা, শহীদুজ্জামান ফিরোজ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	উপন্যাস: নীল ময়ূরের যৌবন	সেলিনা হোসেন/ মুক্তিকা	গাজীউল হক		

আগস্ট-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৮/৮৩, ১৮/৪/৯০	রবীন্দ্রনাথ: নিয়মের দিগন্ত ও উত্তরণ, জনপ্রিয়তার মূলে তিনিই, ভক্তিময় দাশ গুপ্ত ও ঢাকায় রবীন্দ্রচর্চা, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	মতলুবআলী, ওয়াহিদুল হক, সেলিনা বাহার জামান, যোবায়দা মির্যা			অপেক্ষায় আছি, আমি লিখি, উদয়পুরের একদিন	শাহনুর খান, মূল: জেসথর, অনু: দিওয়ার মূল: ওকটাভিও পাজ, অনু: ফখরুজ্জামান চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: মনেমনে	বেবী মওদুদ/ অতীন্দ্রিয়	অজয় রায়	আগুনের কি গুণ/ জহুরুল হক	
১১/৮/৮৩, ২৫/৪/৯০	সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি, কপিলা, চল্লিশের দশকের ঢাকা প্রসঙ্গে	যোবায়দা মির্যা, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম মহিউদ্দিন	বাঘিনী	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	শিমা মন আগার, জ্যোৎস্নার নীচে	সানাউল হক, মাকিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				জোলুই বোহর্সের একটি সাক্ষাৎকার, অনু: মাসুদুজ্জামান	
১৮/৮/৮৩, ১/৫/৯০	শেকড়ের সন্ধানে তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	মোহাম্মদ রফিক, যোবায়দা মির্যা	মানব সন্তান	আলমগীর সাত্তার	সংক্ষিপ্ত আমার প্রার্থনাও/ তীরের মতোই একটা কিছু, লাবণ্য আমিই জয়ী, পরিচয়, কবিতাটি কষ্টে আছে খুব।	মাইয়দ আতীকুল্লাহ, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, তৃষার দাশ, জাহিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক					
২৫/৮/৮৩, ৮/৫/৯০	নজরুলের কতো গান, প্রতিভার খেলা, নজরুল ইসলামের গদ্য, দেশের ছবি, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	করুণাময় গোস্বামী, হায়াৎ মামুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ সনজীদা খাতুন, যোবায়দা মির্যা					বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				আগুণের কি গুণ/ জহুরুল হক।	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৯/৮৩, ১৫/৫/৯০	স্বাধীনতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানা অজানা ঢাকা, বাসেতের রং-এ শান্ত সাহস, নজরুল ইসলামের গদ্য	হুমায়ুন আজাদ, মুনতাসীর মামুন বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল মান্নান সৈয়দ			এ কেমন অদ্ভুদ সত্য, যাকে আমি জানি	মূল: বোনিনো এক্সইনো, অনু: মুশাররাফ করিম, মোয়াজ্জেম হোসেন	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				স্বাস্থ্যরক্ষায় দই, বাংলাদেশে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা/ হিরন্ময় সেন গুপ্ত	
১/৯/৮৩, ১৫/৫/৯০	সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহর অস্বিষ্ট, বর্হিবিশ্বে লালসালু, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	শামসুজ্জামান খান, সৈয়দ আবুল মকসুদ, যোবায়দা মির্যা	বুবু	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	জল ও গন্ধমসম, স্থাবর অস্থাবর, বাংলাদেশ: ১৯৮৪	শামসুল ইসলাম, সোহরাব হাসান, আঃ গাফফার চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি	শামসুর রাহমান	সন্তোষ গুপ্ত	মিলিয়ন ডলার এবং শতবর্ষের নির্জনতা এন্থনী কুইন/মূল: গ্যাব্রিয়া গার্সিয়া মার্কেজ, অনু: হাসান ফেরদৌস ও নাজমুল আলম	

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/১০/৮৩ ১৯/৬/৯০	ব্লকের কবিতা, জীবন ঘনিষ্ট উত্তাপ, জানা অজানা ঢাকা, সমাজমনস্ক ব্যাঙ্গ	আবুল কাইয়ুম মুনতাসীর মামুন আসাদ চৌধুরী	হনন	মাফরুহা চৌধুরী	কন্যারা/ একটি স্তবক, ভঙ্গুরতা	সানাউল হক, মাসুদুজ্জামান	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	মন্তেন ও শিল্পী বিদ্যাসাগর	অধ্যাপক সাফিউদ্দিন আহমেদ/ নওরোজ কিতাবিস্তান	আবু জাফর শামসুদ্দিন		
১৩/১০/৮৩ ২৬/৬/৯০	উইলিয়াম গোল্ডিং, আস্তাচলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে, নিখোঁজ কথা সাহিত্যিকদের প্রত্যার্বতন, জানা অজানা ঢাকা	হায়াৎ মামুদ, আকবর উদ্দিন, আলী রীয়াজ মুনতাসীর মামুন	গোরস্থানের বাঁধাকপি	মূল: পিত্তমায়োজ্জা, অনু: মোবারক হোসেন খান	কামরুল আবার ডাকে, উন্মোচন, সত্য ও সুন্দরের কাছে, ঘোড়সাওয়ার	জাহিদ হায়দার, নসীম গহর, বিমল গুহ, খোন্দকার আশরাফ হোসেন	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				মনের এ দুয়ারটুকু/ শুভাগত চৌধুরী	
২০/১০/৮৩ ২/৭/৯০	কথা সাহিত্যে গ্রাম নগর পারাপার, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বায়রনের রোম, জানা অজানা ঢাকা	আহমদ রফিক আবু হেনা মোস্তফা কামাল মূল: লিতিও জান্নারোন, অনু: শাহবুদ্দিন, মুনতাসীর মামুন					বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	জীবন সংগ্রাম	মণিসিংহ/ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনা	নির্মলেন্দু গুণ	ছবি রসনী/ কামরুল হাসান দেহ-ঘড়ি সন্ধান কবি/ শুভাগত চৌধুরী একজম চিত্র কর/ শওকতুজ্জামান, ছাড়া কায়া সামাজিক সাধন/ ফিরোজ সারোয়ার, বিজ্ঞান শিক্ষা ও সমাজ প্রাসঙ্গিকতা	
২৭/১০/৮৩ ৯/৭/৯০	আড়ালের অন্য মুখপাধ্যায় রুপসী বাংলার জীবনানন্দ, বঙ্কিম চন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক জানা অজানার ঢাকা	হায়াৎ মামুদ, কাজী সুফিয়া আখতার, মুনতাসীর মামুন	এক মুঠ ভাত	আবু জাফর শামসুদ্দিন	পুর্ণেন্দু দস্তিদার, শ্রদ্ধাঞ্জলি তাকিয়ে রয়েছি, যেগান আমিও চাই	শামসুর রহমান ওমর আলী দুলাল সরকার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				ব্যক্তিত্ব এবং স্বাস্থ্য/ শুভাগত চৌধুরী ছবি: কাকের শমাবেশ/ মেজবাইউদ্দিন	

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৩/১১/৮৩ ১৬/৭/৯০	সোমেন চন্দ স্বর্ণ সূচনা, এই দু:খী পাখিও মানুষ	নজরুল আলম, খালেদা এদিব চৌধুরী	বিজিত সম্রাজ্য	ইকতিয়ার চৌধুরী	পড়শীরা উত্তেজিত সারাক্ষণ	সাইফিদ আতীকুল্লা ২।	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	সংকলন: হাসান হাফিজুর রহমান	সম্পাদক/ খালেদ খালেদুর রহমান	সন্তোষ গুপ্ত	স্থাপত্যে স্বরূপ অন্বেষন/রবিউল হুসাইন আশ্চর্য সেই ওষুধের কক্ষ/ শুভাগত চৌধুরী, বিজ্ঞান শিক্ষা ও সমাজ প্রাসঙ্গিকতা/ শহীদুল ইসলাম	
১০/১১/৮৩ ২৩/৭/৯০	এডগার অ্যালেন পো, এক পরিব্রাজক, একজন শিশু সাহিত্যিক, জানা অজানা ঢাকা	বজলুল করিম বাহার, কবির চৌধুরী, মুনতাসীর মামুন			বিপন্ন বিস্ময়, পাওয়া, বিধ্বস্ত গোপুরম/ এখন চিত্রির সময় শ্রীমতি চন্ডী	আসাদ চৌধুরী সানাউল হক, মূল: জা আরসানারগম আলমেত্রো ডিসিলভা, প্যাট্রিক ফার্নান্ডো, অনু: শফি আহমেদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: লেখা দিয়ে মামলা	গাজী শামসুর রহমান/ বাংলাদেশ বুকস ইন:	আবিদ আনোয়ার	সৌরশক্তি আহরণের সমস্যা ও সম্ভাবনা/ ফারুক মেহেদী শিশু-পুষ্টি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ/ শুভাগত চৌধুরী	
১৭/১১/৮৩ ৩০/৭/৯০	লোহ ও কাবুকি, আঙ্গিকের সৌন্দর্য	মূল: মাসাও ইয়ামাগুচি, অনু: মনজুরুল হক	কুমারী	আহমেদ আশরাফ	জীবনানন্দ, ৫০০০ মার্কিন নৌ সেনা গ্রেনাডা দ্বীপে অবতরণ করেছে	আবুল মোমেন, মোহাম্মদ রফিক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা সংকট ও সমাধান	অজয় রায়	এ আর এম সেযনাথ	আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক, বিষণ্ণতার উৎস সন্ধানে/ শুভাগত চৌধুরী গার্সিয়া মার্কেজের একটি সাক্ষাৎকার / মোয়াজ্জেম হাসান	
২৪/১১/৮৩ ৭/৮/৯০	হাইনে, তার জীবন ও সময়, জানা অজানা ঢাকা, শ্বেত তুষার রক্ত জবা, আধুনিকরূপ কবিতা	বেলাল চৌধুরী, মুনতাসীর মামুন, সৈয়দ আবুল মাকসুদ	দুটি মৃত্যু	মূল: আলেকজান্ডার সেরাফিমোভিচ, অনু: আনোয়ার রহমান	তুমি ও আরেক দু:খ পতনহীন শব্দ ও আবুল হাসান	শাহজাহান হাফিজ, হালিম আজাদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	মুক্তি যুদ্ধের গল্প	প্রকাশক/ সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	চোখ যে মনের কথা বলে/ শুভাগত চৌধুরী	

ডিসেম্বর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/১২/৮৩ ১৪/৮/৯০	অন্য মানুষ ভিন্ন সাহিত্যিক, কবি পাসোলিনি, জানা অজানার ঢাকা	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সৈয়দ শাহ নেওয়াজ করিম মুনতাসির মামুন	বাড়ি	মূল:সমারসেট মম অনু: ফেরদৌস মাহবুব উযির হক	সম্পর্ক	রফিক আজাদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	খাদ্য ও পথ্য	সৈয়দা হালিমা রহমান/ আশিস পাবলিক		আই কিউ. বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক টিকা/ মূল: এলিজাবেথ বাউম্যান অনু: কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের চিত্রকলা/ বোরহান উদ্দিন খান জ্বরের রহস্য/ শুভাগত চৌধুরী	
৮/১২/৮৩ ২১/৮/৯০	আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ, কথা সাহিত্যের গতিধারা ও একজন কথা শিল্পী, সাহিত্য ও ঐতিহ্য, জানা অজানা ঢাকা	আসাদ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মানবেন্দ্রপাল, মুনতাসির মামুন	ঘড়িয়াল	ভাস্কর চৌধুরী	সাংহাই/ কোথা স্বপ্ন তরী, অধুনা তুমি ও আমি, সাহসী গোলাপ চারা, এক মহিলার স্মৃতি	সানাউল হক জিনাত আর রফিক নাসির আহমেদ ইকবাল আজিজ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	উপন্যাস: পতঙ্গ পিঞ্জর	শওকত ওসমান/ UPL	সন্তোষ গুপ্ত		
	১৫ তারিখের সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি,১৬ তারিখ বিজয় দিবস সংখ্যা												
২২/১২/৮৩ ৬/৯/৯০	আলবেরু শ্রী. ঐতিহাসিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলাভাষা বাঙালী জাতীয় তাবাদ ও স্বরুপ অন্বেষা, দেশের ছবি, জানা অজানা ঢাকা	রশীদ আল ফারুকী, রফিক আজাদ, সনজীদা খাতুন, মুনতাসির মামুন	কুলসুম	আলমগীর সাত্তার	যে যায়, আতোরাতে য়াড় গুলো কোথা থেকে আনে	হায়াৎ মামুদ, খন্দকার আশরাফ						অমরত্বের বাসনা/ নিতাই দাস দাও ফিরে সে অরন্য/ শুভাগত চৌধুরী জলবায়ুর ভালো মন্দ/ জহুরুল হক	
২৯/১২/৮৩ ১৩/৯/৯০	জয়নুল আবেদীনের কাজের কেন্দ্র, সংগীত ও অপসংস্কৃতি, জানা ও অজানা ঢাকা	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সুলতান আহমেদ মুনতাসির মামুন			গাইড মিলনায়তনে সভায়, কেশোর	আলতাফ হোসেন, জহীর হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				অচেনা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই/ শুভাগত চৌধুরী নৈতিকতা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান চেতনা/ মোজাফফর হোসেন	বিদ্যুৎ বিপত্তির কারণে ২৯ তারিখ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/১/৮৪ ২০/৯/৯০	লুই আরাগ জনগণের কবি, জানা অজানা ঢাকা, মাদাম বোভারী, পৌষ লিপি	মূল: ইথেল এম ব্রুক অনু: কাজল বন্দোপাধ্যায়, মুনতাসির মামুন মূল: গোস্তভে ফ্লভেফর, অনু: হোসেন উদ্দিন হোসেন, সুচরিত চৌধুরী	ভুল ছায়া	সুশান্ত মজুমদার	কালে কালে, তিনটুকরো দুঃখ বিলাস	মোফাজ্জল করিম, হাসান হাফিজ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				সত্যেন বসু বাঙ্গালীর গৌরব, বিজ্ঞানের ইতিহাসে/ এস এম মুজিবুর রহমান পরবর্তীদের রুখতে হবে/ শুভাগত চৌধুরী	
১২/১/৮৪ ২৭/৯/৯৫	সালমান রুশদির শেষ, মাদাম বোভারী, জানা অজানা ঢাকা, আবুল ফজল মানস ও মুক্ত বুদ্ধির দর্শন	মূল: অ্যালান রম অনু: মফিদুল হক, মুনতাসির মামুন, সন্তোষ গুপ্ত	সেই সময়	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	আসা-যাওয়া/ বাঁশি	শামসুর রাহমান	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				এশিয়ার মানচিত্রে স্বাধীন ব্রুনেইয়ের পতাকা/রফিকুল ইসলাম	
১৯/১/৮৪ ৪/১০/৯৫	কাবুকি নাটক লোকজ কলা যেকে সাহিত্যে উত্তরণ, জন্মদিন, আবুল হোসেন একটি কাব্য পরিক্রমা	সৈয়দ মঞ্জুরুল হক, সুচরিত চৌধুরী আবু জাফর শামসুদ্দিন	রং নাম্বার	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	আলো অন্ধকার, সুখের মতো ব্যাথা	হাবীবুল্লাহ সিরাজী, শামীম আহাদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				আগুনের কি. গুণ/ জহুরুল হক, নাইজেরিয়ায় অভ্যুত্থান/ শেখ গোলাম হাসান, ভালোবাসা চাই/ শুভাগত চৌধুরী	
২৬/১/৮৪ ১১/১০/৯৫	ভারতের ৩৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবশ উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হওয়ায় সাময়িকি প্রকাশ পেলনা												

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারী-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/১/৮৪ ১৮/১০/৯০	ভাষা ও তার নিয়ামক, জানা অজানা ঢাকা, মৃগয়া	দানীউল হক, মুনতাসীর মামুন, সিদ্দিকুর রহমান	আত্মবিসর্জন	মুল: মিখাইল শলোকভ অনু: মোবারক হোসেন খান	আমার বন্ধু বাক টুডে	রফিক আজাদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	উপন্যাস: সোনার হরিণ চাই	আনোয়ারা সৈয়দ হক/ সৈয়দ আমজাদ হোসেন সব্যসাচী	সন্তোষ গুপ্ত	তেল রং- অনুক্ষণ-১, এ.এস. মঞ্জুরুল হাই, দি ডে আফটার: নবম্যান মাইরাস শেখ গোলাম হাসানা, একটি ব্যাতক্রমী প্রকাশনা/ হাসান ফেরদৌস এক বনৌষধি/ শুভাগত চৌধুরী	
৯/১/৮৪ ২৫/১০/৯৫	ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ, কাজলের ছবি, জানা অজানা ঢাকা, ভাষা ও তার নিয়ামক	নজরুল আলম, আলোকময় সাহা, তানভীর মোকম্মেল, মুনতাসীর মামুন, দানীউল হক	স্টারলেট	খায়রুল আলম সবুজ	ইউলিসিস, যখন হেগে আছি	লেনসন সাল দানা, আলভোরো আলভেস দ্যা ফারিয়া (ব্রাজিলিয়ান) -শিহাব সরকার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				অথ. পুষ্প কথা প্রসঙ্গে/ দ্বিজেন শর্মা একটি প্রতিবেদন ও প্রসঙ্গ কথা/ শেখ গোলাম হাসান মাথা ধরা/ শুভাগত চৌধুরী	
১৬/১/৮৪ ৩/১১/৯৫	সমাজ বিকাশে জনগন ও ব্যাক্তির ভুমিকা, ভাষা, ঢাকার প্রগতি লেখক আন্দোলন, জানা অজানা ঢাকা	আব্দুল হালিম, সুচরিত চৌধুরী, নজরুল আলম, মুনতাসীর মামুন	প্রত্যাবর্তন	ফজলুল হক	আয়না আমী	মোহাম্মদ রফিক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	ইতিহাস: ইতিহাস কোষ	সরদার ফজলুল করিম/ মুনতাসীর মামুন, পরিচালক সমাজ নীরিক্ষণ কেন্দ্র	সন্তোষ গুপ্ত	আগুনের কি গুণ/ জহুরুল হক, একটি বিভক্ত জাতির কাহিনী (রাজ). শেখ গোলাম হাসান. এলার্জি/ শুভাগত চৌধুরী	

মার্চ-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৩/৮৪ ২০/১১/৯০	মাতৃভাষার স্বরূপ ও শক্তি, নন্দলাল বসু শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি, মধ্যযামে, বাংলা সাহিত্যে বাঙালী সমাজ প্রগতি ও আধুনিকতা, জানা অজানা ঢাকা	যতীন সরকার, আবুল মোমেন, সুচরিত চৌধুরী, আবু জাফর শামসুদ্দিন, মুনতাসীর মামুন	জন্ম সহচার	সুশান্ত মজুমদার,	আর্হণিশি ক্রন্দসী সত্তায়, সঙ্গ তোমার ভিক্ষা দিয়ে দিন বদলের কবিতা, মুষ্ঠিবদ্ধ মগ্নতার মোড়ক	জাহানারা আরজু, জাহিদ হায়দার, নাসির আহমেদ, জাহাঙ্গীরুল ইসলাম	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	ইতিহাস: মানুষের ইতিহাস	নুরুন নাহার বেগম/ লেখা প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	ইউনেস্কো নিয়ে বিতর্কের পেছনে/ আলতাফ গওহর, দৌড়ান স্বাস্থের জন্য/ শুভাশীষ চৌধুরী	১ মার্চ অনিবার্য কারণে সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশ পেল ৪ তারিখ রোববার
১৫/৩/৮৪ ১/১২/৯০	পুশকিন:তার বিশ্বাস ও দ্বন্দ, অন্নদাশঙ্কর রায়, কথার কথা, একজন কবির সন্ধার, জানা অজানা ঢাকা	হোসেন ফেরদৌস, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্দিকুর রহমান, মুনতাসীর মামুন			সেই অস্ত্র, একটি পংক্তির জন্য নিষ্ঠুরতা রক্তপাত, ভূলণ্ডলে নাড়া দেয়	আহসান হাবীব, হাসান হাফিজ, সৈয়দ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, কা.জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ	আসাদ চৌধুরী/ বাংলা একাডেমী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ/ শিল্পতরু	শেখর ইমতিয়াজ, কাজল শাহনেওয়াজ	এলাজী নিরাময় প্রসঙ্গে/ হেদায়তুল ইসলাম খান	মার্চ ৬-১৪ তারিখ পর্যন্ত ধর্মঘট থাকায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।
২২/৩/৮৪ ৮/১২/৯০	বাংলা গানের বিবর্তন, শেষ বিস্ময়, একটি ফুলকে বাচাবে বলে, জানা অজানা ঢাকা	করুণাময় গোস্বামী, সুচরিত চৌধুরী, কবীর চৌধুরী, মুনতাসীর মামুন	একটি মেয়ে	খাজা আহম্মদ আকাস	শেষ পরাজয়	নঈম গহর	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	প্রবন্ধ: উপ কাঠামোর ভিতরেই	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/UPL	মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা	চিত্রকর্ম, খাজা শাহরিয়ার, আগুনের কি গুণ, জহুরুল হক, অর্থহীন এক যুদ্ধ/ শেখ গোলাম হাসান	২৯ মার্চ সাময়িক প্রকাশিত হয়নি/ স্বাধীনতা সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/৪/৮৪ ২১/১২/৯০	মামুন লাসা, মনসুর উদ্দিন, লোক সাহিত্য চর্চা, আমার বাবা কাইফি	সেলিনা বাহার জামান, তোফায়েল আহমেদ, মূল: শাবানা আজমী অনু: হাসান ফেরদৌস			এখন সকলশব্দই, নির্বোধ, স্পন্দন, শৈশব আমার কষ্টা নাটাই, যেই প্রিয় শহীদেরা	হাসান হাফিজুর রহমান, জিনাত আরা রফিক, আবু করিম, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আবুল মোমেন, খালেদা এদিব চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				চিত্রকর্ম,ফেরা-কামরুল হাসান, নৌকা, নুরুল ইসলাম, ইসরাইল সংকট তীব্র হচ্ছে/শেখ গোলাম হাসান, শহীদ মোয়াজ্জেমের ডায়রীর থেকে কৃত্রিম রক্ত/ শুভাগত চৌধুরী	
১৫/৪/৮৪ ১/১/৯১	শিল্পি রফিকুন নবী, চিত্রগীতিময় কাজ, নয়ন ছেড়ে গেল চলে, আসাদ চৌধুরীর কবিতা, জানা অজানা ঢাকা, শামসুর রহমান, নিঃসঙ্গ শেরপা	মঈনুদ্দিন খালেদ, সনজীদা খাতুন, কবীর চৌধুরী মুনতাসীর মামুন, সুনীল কুমার মুখোপধ্যায়	কাউনের ক্ষ্যাতে কাউয়া	জুবাইদা গুলশান আরা	হিরণ্য নয় হত্যা হলো, তোমাকে শেষ লেখা একাত্তুরের সেই দিনগুলোতে একদিন	হায়াৎ সাইফ, আহসান হাবীব	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				আশান্ত চিলি/ রফিকুল ইসলাম নাসিম	১২ই এপ্রিল সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৩/৫/৮৪ ২০/১/৯১	আবুল ফজল ব্যক্তি ও মানুষ, ঢাকায় মীর মশাররফ হোসেন	হায়াৎ মামুদ, আবুল এহসান চৌধুরী	বুনো সংসারের উপাখ্যান	মাহমুদ কুদ্দুস	অন্য ফলাফল, মৃত্যু	শহীদুজ্জামান ফিরোজ, শান্তিময় বিশ্বাস	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক.				চিত্র কর্ম ভারত. তেল রং/ শান্তিদেব, আগুনের কি গুন/ জহুরুল হক নিকারাগুয়ায় মার্কিন অভিযান/ শেখ গোলাম হাসান	কবিতাটির ছাপায় কালি লেপ্টে আছে
১০/৫/৮ ৪ ২৭/১/৯১	সমাজ সচেতন একজন কবি, ঢাকায় মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক নাটক, রবীন্দ্রনাথের নাটক, জানা অজানা ঢাকা, গণ মানুষের চোখে বাংলাদেশের লেখক সমাজ	মঈনুদ্দিন খালেদ, সনজীদা খাতুন, কবীর চৌধুরী, মুনতাসীর মামুন, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, এম.আর. আকতার মুকুল					বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক.	প্রেসক্রিপশন	অধ্যাপক নুরুল ইসলাম/ আনোয়ার ইসলাম ও ডা: জাফর লতিফ প্রকাশ	সন্তোষ গুপ্ত		
২৪/৫/৮ ৪ ১০/২/৯১	দুই কবি, নজরুলের বিবাহ বির্তক, শ্যামল ছায়ায় নাইবা গেলে	আব্দুল মান্নান, সৈয়দ, মানবর্দ্ধন পাল, হাসান আজিজুল হক	কাদামাটি	মূল: জেমস জয়েস অনু: আহমেদ আশরাফ	এ বড়ো রহস্যময়, ঘাতক সময়, ডায়াস্টইনীয় রক্তস্রোতে	জাহিদ হায়দার, রফিক নওশাদ, আবিদ আনোয়ার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক.				বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নতুন অধ্যায়/ শেখ গোলাম হাসান, চিত্র কর্ম সময় এবং সময়ের অতীত/ আমিনুল ইসলাম	
৩১/৫/৮ ৪ ১৭/২/৯১	জন টুয়োর্ডে মিলের জীবনবৃত্ত, লেলিনের দেশে, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি, আফ্রিকা-কবিতা ও রাজনীতি	সনজীদা খাতুন, মহাদেব সাহা, আলী আসগর, সৈয়দ মোঃ শাহেদ	সলিমুল্লাহর লুঙ্গি	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	আদি পাপের জন্য অনুতাপ, রজনীর স্বপ্ন, অন্তরভাব বিবাহোৎসব, কালো ছেলেদের জন্য হাতকড়া	আসাদ চৌধুরী, মূল: মার্জিমি কুনি/ হুগলে উইল/ মনগানে ওয়ালে সিরোতে/ অলওয়াল্ড আর মাসাল, অনু: সৈয়দ মোঃ শাহেদ			কাব্য তিন রমনীর কাসিদা	খোন্দকার আশরাফহোসেন/ একবিংশ		আলোর রহস্যময়ী/ সুচরিত চৌধুরী, চিত্র কর্ম- পরিস্থিতি এখন ও তখন- কাজী রফিক, মঞ্চ প্রতিস্থাপন: একটি ব্যয়বহুল আকাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা/ শুভাগত চৌধুরী, ফিলিপাইনের নির্বাচন গ্রহসন/ শেখ গোলাম হাসান	

জুন-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৬/৮৪ ২০/১/৯১	আবু মাহামেদ হাবীবুল্লাহ: শ্রদ্ধাঞ্জলী, সুনীল কুমার মুখোপধ্যায়, লেলিনের দেশে	সালাহ উদ্দিন আহামেদ, সৈয়দ আবুল মকসুদ, মহাদেব সাহা	ঠিকানা	ফয়জুর রহমান	দু'দণ্ড শান্তির জন্য, টুকরো জীবন	নাসিমা সুলতানা, সৈয়দ হায়দার			কাব্য: আমারে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছো বিপ্লবের সামনে	ফরহাদ মজহার/ প্রতিপক্ষ	গ্রন্থ সুহৃদ	আগুনের কি গুন/ জহুরুল হক, রিগান আবার নির্বাচিত হলেন/ শেখ গোলাম হাসান, ম্যালেরিয়া আবার আসছে/ শুভাগত চৌধুরী	
১৪/৬/৮৪ ৩১/২/৯১	চল্লিশের দশকের ঢাকা, হুমায়ুন কবির: কুসুমিত ইস্পাত জীবন চেতনা, শিল্প, বইমেলা, লেলিনের দেশে	সরদার ফজলুল করিম, ফরিদ কবির, আবুল মোমেন, জাফর তালুকদার, মহাদেব সাহা	মানুষের ঠিকানা	অশোক কর	আবেদন/ দৈত্য/ কুয়াশার ভেতর জাহাজ, ক্ষত, অনন্তের ট্রেন	মূল: সিলভিয়া প্লাথ, অনু: মুস্তফা আনোয়ার, হালিম আজাদ, নাসির আহামেদ			গল্প: রক্তপাতের ব্যাকরণ	ভাস্কর চৌধুরী/ সালেম সুলেরী	মহীবুল আজিজ	তৃতীয় দুনিয়ার কি হবে? শেখ গোলাম হাসান, মেরুদন্ডের সুখ-অসুখ/ শুভাগত চৌধুরী	
২১/৬/৮৪ ৬/৩/৯১	চল্লিশের দশকের ঢাকা, যেতে পারি কিন্তু যাবো না, কবি ইমাউল হক এবং তার অনুরাগ, লেলিনের দেশে	সরদার ফজলুল করিম, মযহারুল ইসলাম, কে.এম আবদুল আউয়াল, মহাদেব সাহা			বেঁচে থাকার রূপকথা-১৯৭১, ছইয়েল	ইকবাল আজিজ, বিমলগুহ			রম্যরচনা: পথের দেখা	সৈয়দ আব্দুস সুলতান/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	আলীমুল্লাহ খান একটি স্মরণীয় নাম/ জহুরুল হক, আলোর প্রত্যাশী/ মাহতাব/ মতলুব আলী, জ্যাসি জ্যাকসনের সাথে একটি সাক্ষাৎকার/ শেখ গোলাম হাসান	
২৮/৬/৮৪	অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান অর্থসচিব মোঃ সাইদুজ্জামান পুরনো সংসদ ভবনে রাষ্ট্রপতি এরশাদের সভাপতিত্বে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট ঘোষনা করেন এবং এই বাজেটের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ পাওয়ায় সংবাদ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।												

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১২/৭/৮৪ ২৭/৩/৯১	মুসাফিরের কলাম ও তৎকালীন রাজনীতি, স্থাপত্য ও আধুনিকত	ফয়েজ আহমেদ, রবিউল হুসাইন	সুতরাং	সাইফুল ইসলাম	একটি পুষ্পস্তবক, আষাঢ়ের বিষ-নীল ঢল	আলাউদ্দিন আল আজাদ, জাহানারা আরজু			উপন্যাস: অবসন্ন গান	মকবুলা মঞ্জুর/ ইউরেকা বুক হাউজ	হোসেনে আরা শাহেদ	চিত্র কর্ম নুর উদ্দিন আহম্মদ, স্নায়ুতন্ত্রের রোগ/ শুভাগত চৌধুরী	৫ জুলাই সংবাদ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।
	১৩ তারিখ থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত সকল পত্রিকা বন্ধ ছিল। সংবাদ বন্ধ ছিল ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত।												

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১৬/৮/৮৪	১৬ই আগষ্ট সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি												
২৩/৮/৮৪ ৬/৫/৯১	অপূর্ণ প্রকৃতি, তারাশঙ্করের স্বরূপ ও জিজ্ঞাসা, জয়নুল আবেদীনকে ফিরে দেখা	মুহম্মদ নূরুল হুদা, সৈয়দ আজিজুল হক, মঈনুদ্দিন খালেদ	বাশোমন	মূল: রিউনোসুকে আকুতাগাওয়া অনু: মোবাযযক হোসেন খান	জন্মদিনে, শোকে সংগ্রাম, বৃষ্টি, বিসৃত জাল, পরিমিত বৃত্তটুকু ঘিরে	মোফাজ্জল করিম, হায়াৎ সাইফ, মাহবুব সাদিক, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, জিনাত আরা রফিক			বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ	মোহাম্মদ আব্দুল মোহাইমেন	আবু জাফর শামসুদ্দিন	হামিদুর রহমানের কাজ/ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, চিত্র কর্ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রীষ্মে নতুন হাওয়া বইছে/ শেখ গোলাম হাসান, সাগর সঙ্গমে/ শুভাগত চৌধুরী	
৩০/৮/৮৪ ১৩/৫/৯১	নজরুলের সঙ্গীতিক অবস্থান, ধরিত্রী পিতা, একটি খোলা চিঠি, বিজ্ঞান ও মুক্তি	করুণাময় গোস্বামী, সুচরিত চৌধুরী, সতীন্দ্র ভৌমিক, মোহাম্মদ নাসের	ক্যান্সার	মাহরুহা চৌধুরী	সকল ঋতুর সকল হাওয়া	মোয়াজ্জেম হোসেন			উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সংসমিতি	মুনতাসীর নামুন ডানা প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	চিত্র কর্ম প্রকৃতি মুক্তি ও স্বাধীনতা মনসুরুল করিম, বেরলিভগুয়ের মৃত্যু ও ইটালী/ শেখ গোলাম হাসান, অজাত শিশু ও প্রসঙ্গ কথা/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৯/৮৪ ২০/৫/৯১	উইলিয়াম কেরী-১৭৬১, তিন কবি একমঞ্চের ফুল	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মানবেন্দ্র পাল	ফেরারী	ভাস্কর চৌধুরী	শিরোনামা মনে পড়ে না, তোমাদের বাঁচাতেই হবে, দুঃখ, আমার ঈর্ষা হয়, দান	শামসুর রাহমান, আলতাফ হোসেন, নিয়ামত হোসেন, মাহবুব হাসান, মূল: হেইনরিশ হাইনে অনু: হাবিবুল্লাহ সিরাজী			স্বাধীনতার কবিতা/ কবিতায় বঙ্গবন্ধু	সম্পাদক: সিদ্দিকুর রহান/ প্রাচীন প্রকাশনী	আবু জাফর শামসুদ্দিন	চিত্র কর্ম- তেল রং/ কামরুল হাসান, রহস্যজনক মৃত্যুদূত/ শুভাগত চৌধুরী	
১৩/৯/৮৪ ২৭/৫/৯১	তলস্তয়ের সমাজ দর্শন, ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন. একটি উপন্যাস	হোসেন উদ্দিন হোসেন, রফিক উল্লাহ খান	রৌদ্র ছায়ার নীচে	মাকিদ হায়দার	সুরু আজ ফের, খরা যন্ত্রা, বোবা হই, পেশী ও পোশাক, এবং ইদানিং আমরা (হাবিবুল কবীর স্বরণে)	রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, শিহাব সরকার, হাসান হাফিজ, আলমগীর			সেই যে আমার নানান রঙের দিন গুলি	যোবায়দা মির্যা/ মুক্ত ধারা	সন্তোষ গুপ্ত	কে.এ.এল. ০০৭/ এক বছর পর, শেখ গোলাম হাসান, মাথা ধরা/ শুভাগত চৌধুর, দুই নবীন চিত্রীর প্রদর্শনী/ শওকাতুজ্জ, চিত্র কর্ম, স্ত্রান-মাকসুদুল হাসান, তবু মনে রেখো-তেলরং/ হাছা সতোউ- (ইন্দোনেশিয়া)	
২০/৯/৮৪ ৩/৬/৯১	অধ্যাপক এ.কে.এম হাবিবুল্লাহ একটি সংগ্রামী নাম, নাম গোত্রহীন, দুরের জানালা	অজয় রায়, সৌমিত্র ভৌমিক, মানব মিত্র	যে কোন হাঁসের মৃত্যু এবং আমি	মাহমুদ কুদ্দুস	বাঁচা/ভয়, স্মৃতি শুধু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে	মূল:আলোহান্দ্রা পিজারনিক অনু: হাসান ফেরদৌস, ফায়জুল কবির			তারার দেশের হাত ছানি	আব্দুল্লাহ আল মুতি/ বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	মরক্কোর সাম্প্রতিক ঘটনাবলী/ শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুণ/ জহরুল হক, এ্যামিবীয় আমাশয়/ শুভাগত চৌধুরী, পেইন্টিং-মোঃ ফিবরিয়া	
২৯/৯/৮৪ ১২/৬/৯১	আর কাকে কি খাবেন-মিরজা আব্দুল হাই?, দ্বিতীয় ভাষা পরিকল্পনার কক্ষ, আমার জীবনে চেখভ	রশীদ হায়দার, মনসুর মুসা, মূল: লিদিয়া আবিলোভা, অনু: হাবীব আসদ	চেহারা	সুশান্ত মজুমদার	নিজগৃহে নতজানু, জলজ অন্তাপ	জাহিদ হায়দার, নঈম গহর			দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান	মুহম্মদ শফীউল্লাহ/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডাঃ মোহসিন উল্লাহ গাটোয়ারী, বর্ণবাদের সঙ্গে সখ্যতা/মাইকেল ম্যানলি, ইনসুলিন ও গবেষণা/ ডা.নুরুর রহমান জাহাঙ্গীর, চিত্র কর্ম শিরোনামহীন- এচিং/একে এম আলমগীর	

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৪/১০/৮৪ ১৭/৬/৯১	নজরুল সংখ্যা পান্না লাল, আমার জীবনে চেখভ, পরাধীনতা সম্পর্কে	মাদস বন্দ্যোপাধ্যায়, মূল: লিদিয়া আবিলোভা অনু: হাবীব আসাদ	যুদ্ধযাত্রী	অশোক কর	তোমরাই নাহয় আমাকে বলো/ সোনার জলে ছাপানো চিঠি, দুইনো এলিজি, কবিতা	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, প্রথম এলিজি/ কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, খোন্দকার আশরাফ হোসেন	মানুষ জন	ইমদাদুল হক মিলন				চিত্র কর্ম বার্মিংহাম বেট, হংকং-এর ভবিষ্যৎ/ শেখ গোলাম হাসান, গণ মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা/ আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, রসনার রসায়ন/ শুভাগত চৌধুরী	
১১/১০/৮৪ ২৪/৬/৯১	প্রতিরোধ করা শিখতে হবে, আমার জীবনে চেখভ, চল্লিশের দশকের ঢাকা প্রসঙ্গে	গুন্টার গ্রাস, মূল: লিদিয়া আবিলোভা, অনু: হাবীব আসাদ, মোজাফফর হোসেন	যন্ত্র, শব যাত্রা ও নিজস্ব ভূমিকা	শামীম ফারুক	পাজিস্টার মুখোশ/ সবত্রই বান্ধব, বিচ্ছিন্ন হবার আগে	মূল: বার্টোল্ট ব্রেখট, অনু: আসাদ চৌধুরী, রেজাউদ্দিন স্টালিন						চিত্র কর্ম সুখদুঃখের গাথা তেল: কাজী হাসান হাবীব, আগুনের কি গুণ/ জহুরুল হক, জোৎস্নার রাতের ঘোড়ে সওয়ার/ দ্বিজেন শর্মা, উপসাগরীয় যুদ্ধ, আর কতদিন-শেখ গোলাম হাসান, খাওয়া দাওয়া/ শুভাগত চৌধুরী	
১৮/১০/৮৪ ১/৭/৯১	কবি সেইফেৎ ও প্রসঙ্গ কথা, সোভিয়েত দেশের ডায়েরী, আমার জীবনে চেখভ	হায়াৎ মামুদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মূল: লিদিয়া আবিলোভা অনু: হাবীব হোসেন			বাসনা	মূল: হেনরিখ হাইনে, অনু: রফিক আজাদ			কাব্য:আইয়ুব খানের কুমার শিকার ও ইয়হিয়া খানের কৃত কর্মের	আলমগীর সাত্তার	কবীর চৌধুরী	চিত্র কর্ম ঘরে ফেরা-ওয়াং লাওকেং জুলিয়ানা-মালেশিয়া, পোলিও ভ্যাকসিনের কাহিনী/নুরুর রহমান জাহাঙ্গীর, বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস ও বিভাজন সাহিত্য-মুহম্মদ ইব্রাহিম	
২৫/১০/৮৪ ৮/৭/৯১	পিকাসোর সৃষ্টি একরাশ পিকাসো, আমার জীবনে চেখভ	মতলুব আলী মূল: লি আবিলোভা অনু. হাবীব হোসেন	অন্তরে জাগো শ্যামা	সুচরিত চৌধুরী	স্মৃতি পরম্পরা	খালেদা এদিব চৌধুরী			অন্ধ করতাল/ জন্মগ্রহণ চন্দ্র গ্রহণ	সুজনের প্রকাশনী, সানাউল্লাহ হক খান রূপম প্র:	সন্তোষ গুপ্ত	বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস ও বিজ্ঞান সাহিত্য/ মুহম্মদ ইব্রাহীম, মার্কিন নির্বাচন/ শেখ গোলাম হাসান, পেপটিক আলসার/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/১১/৮৪ ১৬/৭/৯১	সত্যেন সেনের পুরুষ মেধ, আমার জীবনে চেখভ	রশীদ আল ফারুকী মূল: লিদিয়া আবিলোভা অনু: হাবীব আসাদ			কবিতাগুচ্ছ	সানাউল হক			কারাগারের ডায়েরী	কর্নেল শওকত আলী/ সাজেদা শওকত আলী৭	কবির চৌধুরী	হ্যালি ধূমকেতু আবার আসছে/মোঃ আব্দুল জব্বার, আর্ন্তজাতিক উদ্যান মেলা-লিভার পুল-৮৪/ দ্বিজেন শর্মা, মার্কিন নির্বাচন: একটি সমীক্ষা/ শেখ গোলাম হাসান, রজ: নিবৃত্তি কোন সমস্যাই নয়/ শুভাগত চৌধুরী	১ তারিখের পরিবর্তে ২ তারিখে সাময়িকী প্রকাশিত হলো
১৫/১১/৮৪ ২৯/৭/৯১	একশো একতম নকশা, চল্লিশের দশকের ঢাকা	হাসান আজিজুল হক, সরদার ফজলুল করিম			বেজান শহরের জন্য কোরাম	সৈয়দ শামসুল হক						আগুনের কি গুন/ জহুরুল হক, ইন্দিরার মৃত্যু প্রস্থান/ শেখ গোলাম হাসান, বিশ্ব ইতিহাস ও বিশ্ব বিজ্ঞান অবিচ্ছিন্ন ও অবিভাজ্য, অবসরের সময় হলে শুভাগত চৌধুরী, চিত্র কর্ম হাত তেলরং- তাদাসি ওয়াসা (জাপানী)	বিপ্লব দিবসের জন্য ৬ তারিখ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি
২৯/১১/৮৪ ১৩/৮/৯১	ফয়েজ স্মরণে, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও তাঁর কবিতা সম্বন্ধে, কবি অন্ধকারের নতুন যাত্রা, তামাটে জাতির আত্মানুসন্ধান, ডারউইন তীর্থে শ্রুস সার্বি	কবীর চৌধুরী, রনেশ দাশ গুপ্ত, আসাদ চৌধুরী, শান্তনু কায়সার, দ্বিজেন শর্মা	উৎস মুখে	আলম খোরশেদ	সেই পূর্বের প্রশ্রয়/ শিরোনাম হীন/বৈরুত, ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে	মূল: ফয়েজ আহমদ ফয়েজ অনু: বশীর আল হেলাল, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ/ কলিম শরাফী						নিকারাগুয়ায় গেরিলা যুদ্ধের ম্যানুয়েল/ শেখ গোলাম হাসান, জেনে শুনে বিষপান/ শুভাগত চৌধুরী, দেবরাম দাকোজি: এচিং ভাবত	নিউজ প্রিন্টের সংকটের কারনে ২২ তারিখের সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/১২/৮৪ ২০/৮/৯১	একজন সম্পূর্ণ মনস্বী মানুষ, আমার বাবা	অশোক সেন, মোবারক হোসেন খান	অনিবার্য, জার্নাল, ইন্টারভিউ, মাটির মানুষ	সুশান্ত মজুমদার, কবি রহমান, সানাউল হক খান, সৈয়দ হায়দার	কবি ফয়েজ আহমদ, আত্মস্মৃতির লাবন্যবাশি	সুফিয়া কামাল, সিকদার আমিনুল হক						প্যালেস্টাইন সমস্যা ইয়াসির আরাফাত ও ভবিষ্যৎ/শেখ গোলাম হাসান, বিজ্ঞান ও ইতিহাস/ নয়া আন্তর্জাতিক, তথ্য ব্যবস্থার সংগ্রাম/ মফিদুল হক	
১৩/১২/৮৪	সাময়িকি প্রকাশিত হয়নি												
২০/১২/৮৪ ৬/৯/৯১	ছোট ছোট তারাদের কথা, মুসলিম সমাজের ঝড়ের পাখি কবি বেনজির আহমদ, হাসান আজিজুল হকের গল্প কৃষ্ণপক্ষের দিন ও আটক শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস : একটি সাধারণ প্রকাশনী	আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, আবু জাফর শামসুদ্দিন, সতীন্দ্র ভৌমিক, রোজায়নুল হক রানা	টুলু তোর কথা	জুবাইদা গুলশান আরা	কালো বাক্সের গল্প, সারেটায় রাত্রি নামে/ একজন পথিক মন্ত্র, পথ ও পথিক	খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আসওয়াল্ড বুয়ে মিনি নামিবীয়/ মুজাহিদ শরিফ, বেজাউ: স্টালিন			প্রবন্ধ: নানা কথার পরের কথা	সরদার ফজলুল করিম/ বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	প্রসঙ্গ নিকারাগুয়া/ শেখ গোলাম হাসান, পথ চলতে আনন্দ/ শুভাগত চৌধুরী, আইনস্টাইন ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবিষ্কার প্রসঙ্গে/ আলী আসগর, কার কত আয়ু/ফারুক মেহেদী	
২৭/১২/৮৪ ১২/৯/৯১	মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি: কবি বেনজির আহম্মেদ, আমাদের বুল বুল চৌধুরী, চুয়ান্ন-ছাপান্নর দিনগুলি	আবু জাফর শামসুদ্দিন, লায়লা হাসান, মো: বসিউজ্জামান	কাক তাড়ুয়া	ফরিদুর রহমান	সকালের গল্প	রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ			কাব্য: তুত	মুস্তফা আনোয়ার/ শিল্পতরু	কবীর চৌধুরী	আব্দুল কাদিরের একটি সাক্ষাৎকার/ সামসুজ্জামান খান, কাঙ্গার কি সায়ে?/ এম. আব্দুল খালেক	

জানুয়ারি-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/১/৮৫ ১৯/৯/৯১	ছাইপুরী সুবর্নপুরী, মুসলিম সমাজের ঝরো পাখি কবি বেনজীর আহমদ, ক্যানভাসে ভায়োলেন্স, একটি গবেষনা: প্রাথমিক দুটি কথা	সনৎকুমার সাহা, আবু জাফর, শামসুদ্দিন, মোজাম্মেল হোসেন, মুহাম্মদ ইকবাল জাবরী	তৃর্ষিত তিথি	খায়রুল আলম সবুজ	এ্যালবাম, তোমার হৃদয়ে বাঁচি সাল শতকের দু:সময়ে	হাবিবুল্লাহ সিরাজী, হাসান হাফিজ, হোসেন সোহরাব						চিত্র কর্ম আত্মপ্রকৃতি, ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, ভারতে নির্বাচন/ গণতন্ত্রের আর এক বিজয়/শেখ গোলাম হাসান, আপনের কি গুণ/জ.হ.	
১০/১/৮৫ ২৬/৯/৯১	সত্যেনসেন তাঁর বিপ্লবী ও সমাজিক উপ, মুসলিম সমাজের ঝরো পাখি, কবি বেনজীর আহমদ	নজরুল আলম, আবু জাফর শামসুদ্দিন	নভ.চারীর দুঃস্বপ	রেজাউর রহমান	মহার্ঘ্য	ইমরান নুর			উপন্যাস: আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মকুল/ সাগর পাবলি-সার্স	সন্তোষ গুপ্ত	চিত্র কর্ম সপ্ত, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় পরিবর্তনের হাওয়া প্রাসঙ্গিক কথা/শেখ গোলাম হাসান, সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা- শুভাগত চৌধুরী	
১৭/১/৮৫ ৩/১০/৯১	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ- এর তবঙ্গভঙ্গ ছাইপুরী সবর্ণ পুরী মাটকায় এক ঝলক মুসলিম সমাজের ঝরো পাখি, কবি বেনজীর আহমদ,	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, সনৎ কুমার সাহা, সিরাজ খান সনৎকুমার সাহা,	নভো:চারী র দু:স্বপ্ন	রেজাউর রহমান	হৃদয়ে অন্তরীণ জাগে, কবির টেবিল	মোয়াজ্জেম হোসেন রুবি রহমান						একজন অসাধারণ জেনারেল/গ্রাহাম গ্রীন পারমানবিক বিকিরণ ও খাদ্য সংরক্ষণ সন্তান সম্ভবা হলে/ শুভাগত চৌধুরী	
২৪/১/৮৫ ১০/১০/৯১	কাব্য নাট্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বিশ্ব যখন এগিয়ে চেলেছে	শান্তনু কায়সার লায়লা রহমান	ছায়ার মতন	হাসীম ফারুখ	কারো মুখের দিকেই তাকানো যায়না, বিষয় স্বাভাবিক, আন্তজার্তিক যুববর্ষে তরুণদের প্রতি, গণতন্ত্র	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ জাহিদ হায়দার, সানাউল হক, নাসির আহমেদ			প্রবন্ধ: পুরনো বাংলা গদ্য, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ	আনিসুজ্জামান/ বাংলা একাডেমী, প্রকাশনায় বাংলা একডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	লুপ্ত ঐতিহ্য: চৈতন্য নার্সারী চিত্র কর্ম নৌকা ও ঝড়, সফিউল্লাহ আফগানিস্তান কিছু নতুন তথ্য: শেখ গোলাম হাসান	
৩১/১/৮৫ ১৭/১০/৯১	হাসান আজিজুল হকের ফেরা ছাইপুরী-সুবর্ণ পুরী মুসলিম সমাজেব ঝরো পাখি, কবি বেনজীর আহমদ	সতীন্দ্র ভৌমিক, সনৎ কুমার সাহা, আবু জাফর শামসুদ্দিন	নিউ প্যারাডাইস	শফিক খান	এখন শীতার্ত আমি/ তুমি এক আর্তনাদে, অন্ধকার দেশ ও ইয়াসিন আলী আমাদের সমরেন্দ্র	ফজল শাহাবুদ্দিন, নাসিমা সুলতানা, মাকিদ হায়দার			গল্প: যুদ্ধ জয়ের গল্প	বিপ্রদাশ বড়ুয়া/মুক্ত ধারা	সন্তোষ গুপ্ত	আপনের কি গুণ/ জহুরুল হক, জোনভার করদ গলাদ/ শেখ গোলাম হাসান, আপনার ফুসফুস কেমন আছে/ শুভাগত চৌধুরী, অপরাধ প্রকাশ ও তার প্রতিকার/সেলিনা খালেক চিত্র কর্ম স্মৃতি, এচিং মোঃ কিবরিয়া	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারী-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৭/২/৮৫ ২৪/১০/৯১	আর্থ সামাজিক বিকাশের পথে বাঁধা ও নিরসনের একটি সমীক্ষা, নি:সঙ্গতার বাস্তব, একবিংশ শতাব্দীর মুখমুখি বাংলাদেশ	সালাহ উদ্দিন আহমেদ হাসান আজিজুল হক, এম হারুন অর রশীদ	শিকার	বেলায়েত হোসেন	এখন সে কথা থাক, আমার, কবিতার 'তুমি' শব্দটিকে নিয়ে	শামসুর রাহমান, আবিদ আজাদ			গল্প: রহমানের মা ও অন্যান্য	রনেশ দাশ গুপ্ত / জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	গ্রন্থ সুহৃদ	জলর:-তিনজন/ সৈয়দ হুহাম্দীর ইউনস্কে নিয়ে বির্তক/ আলতাফ গওহর/ অনু: শেখ গোলাম হাসান	
১৪/২/৮৫ ২/১১/৯১	বাঙালী জাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্রের বিকাশ ও নিঃসন্দ চিতনা ছাইপুরী-সুবর্ণপুরী বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু একবিংশ শতাব্দীর মুখমুখি বাংলাদেশ, আ মরি বাংলাভাষা	সনজীদা খাতুন, সনৎ কুমার সাহা, আব্দুল্লাহ আল মুতি, এ এস হারুন-অর রশীদ, আনন্দা			কোনো কিশোরের প্রতি অলংকৃত দরোজা এক দশক রূপ	জিনাত আরা রফিক, জাহাঙ্গীর ইসলাম, কামাল চৌধুরী, ওমর আলী						ইরানে বিপ্লবের বার্ষিকী: একটি পর্যালোচনা/শেখ গোলাম হাসান, তারকা যুদ্ধের ছায়ায় জেনেভা আলোচনা/ লায়লা রহমান কবির	
২৮/২/৮৫ ১৬/১১/৯১	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পের জন্ম কথা, অপসংস্কৃতির অপলাপ একুশ ও বই ফয়েজ আহমদ ফয়েজ অঙ্গীকারের কবি, একবিংশ শতাব্দীর মুখামুখি বাংলাদেশ	রথীন্দ্রকান্ত ঘটক, আবুল কাশেম চৌধুরী. মাহমুদুল হাফিজ, সৈয়দ আজিজুল হক, এম হারুন অর রশীদ	নেতা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এর অগ্রন্থিত গল্প)	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	আফ্রিকা, শেষ রাতে নুপুরের শব্দ, মেধা বাড়িতে	অসীম সাহা, নয়ীম গহর, ওয়াহিদুল হক			গল্প: নির্বাচিত গল্প	শওকত ওসমান/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	প্রসঙ্গ: চিলি/ শেখ গোলাম হাসান, যেদনাহলেই ঔষধ নয়/ শুভাগত চৌধুরী	

মার্চ-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৩/৮৫ ২৩/১১/৯১	অভিজ্ঞতা শিল্প সাহিত্য ও বিচ্ছিন্নতা, জীবনানন্দের মাল্যবান, উন্নয়ন ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে নয়োরের, তারার দেশে হাতছানি	হাসান আজিজুল হক, আহসানুল কবির আব্দুর রাজ্জাক সেলিনা বাহার জামান	খুনী	মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে অনু: মইনুল হাসান চৌধুরী	বিশ শতকের এক গুচ্ছ ফরাসী কবিতা, পিকনিক করে ব্যবধানে, জানালা খোলা অপেক্ষা	অনু: মুক্তদা আনোয়ার শামসুল ইসলাম, সৈয়দ হায়দার, মাহবুব হাসান			কাব্য: প্রথম কবিতার নাম	শামসুর রাহমান	সন্তোষ গুপ্ত	অশব্দ পরিবেশন/ জহুরুল হক, আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য/ শুভাগত চৌধুরী	
১৪/৩/৮৫ ৩০/১১/৯১	ভিন্ন অবলোকন: সাহিত্যের দিগ্বলয়, ছাইপুরী-সুবর্ণপুরী জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি	শামজ্জামান খান স২৫ কুমার সাহা মূল: হেমিঙওয়ে, অনু: দাউদ হায়দার	অসংলগ্ন ছবি, খুনী	শাহীন আখতার মূল: আর্নেস্ট হেমিঙওয়ে অনু: মঈনুল হাসান চৌধুরী	আজ দুপুরে, প্রাপ্তির অতীত কিছু নেই, নিয়ম, আমার নিজের কাছে	ইকবাল হাসান, হাসান হাফিজ, আবিদ আনোয়ার, আলী মাসুদ			বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার	দিলওয়ার হোসেন/ বাংলা একাডেমী	আবু জাফর শামসুদ্দিন	মিসর: সম্প্রতি/ শেখ গোলাম হাসান, ডিপথেরিয়া: কারণ ও প্রতিকার/ডা: আশেবুর রহমান খান, চিত্র কর্ম তেলে রং/ মাহমুদুল হক	
২০/৩/৮৫ ৭/১১/৯১	আধুনিক জাপানী গদ্য সাহিত্য স্বরূপের অন্বেষা	মনজুরুল হক	বেতাল বসতি	মুহাম্মদ শামসুল হক	ম্যাডোনা, কবি, হাফিজের গজল তুমি সুখি হও	মূল: এমি লোয়েল/ আলম খোরশেদ, মোয়াজ্জেম,হোসান উর্দু থেকে অনু: নুরুন নাহার বেগম, আহসান হামিদ			সানাউল হকের নির্বাচিত কবিতা সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত/ আবেদীন কাদের	সানাউল হক/ ইয়তেফাবাদুন	সন্তোষ গুপ্ত	আমাদের পরিবেশও জীবানুজগত/ মূল: ইকবাল জুবেরী চিত্র কর্ম প্রকৃতি: সেলিনা চৌধুরী মিলি, সোভিয়েত নেতৃত্বে পালাবদল/শেখ গোলাম হাসান, স্মৃতির রহস্য/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৪/৮৫ ২১/১২/৯১	সামাজিক সত্তা: কবি হাসান হাফিজুর রহমান মনে পড়ে, আধুনিক জাপানী গদ্য সাহিত্য স্বরূপের অন্বেষা	দিলওয়ার হোসেন, সরদার জয়েন উদ্দিন, মনজুরুল হক	মাছ	সুশান্ত মজুমদার	আমার কুকুর, পৃথিবী ও তীর বিস্ময়কর জন্ম, অসংগতির গান	সৈকত রহমান জহীর হয়দার বিমল গুহ			গল্প: স্বর্ণলতার বৃক্ষ চাই সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত	খায়রুল আলম সবুজ	কবীর চৌধুরী	চিত্র কর্ম জন্মদিন: মার্ক শাগাল, গোপন যুদ্ধ:প্রসঙ্গ কথা/ শেখ গোলাম হাসান, স্বপ্নলোকের সন্ধানে/ শুভাগত চৌধুরী	
১৮/৪/৮৫ ৫/১/৯২	মার্কশাগাল: নিঃস্ব মৃত্যু আকাশ পাড়াল	মনজুরুল হক সমর কুমার সাহা	পিপঁড়ে ও সরষে ফুলের গল্প	রেজাউর রহমান	আছে সব হারাবার ভয়, ক্ষেত মজুরের হালখাতা	জাহিদ হায়দার, সোহরাব হাসান			ইসলাম ও আমেরিকা	গোলাম সামদানী কোরায়শী/ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	আবু জাফর শামসুদ্দিন	চিত্র কর্ম প্রতীক: মাসকী সারন, নেপাল:তেলরং বিজ্ঞানচেতনা ও সংস্কৃতি/ আব্দুল্লাহ আল মুতি, মানসিক চাপ/ শুভাগত চৌধুরী, ভিন্নস্বর-অন্যমত/আমি বিষয় দেখেছি: স্মৃতিচারনা/ জামিল চৌধুরী	
২৫/৪/৮৫ ১২/১/৯২	ধনি-প্রতিধ্বনি তুলে ছবি ও কবিতা সাহিত্যে গোষ্ঠী প্রবণতা	রবিউল হুসাইন, আহসানুল কবির	জীবন বিরিক্ষের কথা	জুবাইদা গুলশান আরা	স্বপ্নের সময় কোথায় গেল, নিশ্চুপ প্রশান্তি কবিতা পল এল্যুয়ার ভিয়েতনাম সাইবেন	মূল: পল ওয়েইস গ্রাচীনতরু, হোরাডোটাস, হ্যান্স সিবুস্কা হ্যান্স সিবুস্কা অনু: সামাউল হক			যুক্তরাষ্ট্রের দিন	লায়লা সামাদ/ খালেদ খলেকুর রহমান	সন্তোষ গুপ্ত	বিজ্ঞান চেতনা ও সংস্কৃতি/আব্দুল্লাহ আল মুতি, আগুনের কি গুন/জুলুকুহ হক, সুদানে যা ঘটেছে/শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৩/৫/৮৫ ২০/১/৯২	জলতেয়ার ও কাঁদিদ, মামুনুর রশিদের নাটক, মার্কেজ: আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা রক্তারিক্তের কাহিনী	হোসেন উদ্দিন হোসেন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বেলাল চৌধুরী			দ্রোহের গোলাপ, শবমেহের, রাজার তর্জনী, নদী ও মানুষের কবিতা	নয়ীম গহর নূহ-উল আলম রেজাউদ্দিন স্টালিন মতিউর রহমান	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	কাব্য: দুঃখ নয় দীর্ঘ পরিনাম সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত	সানাউল হক খান/ মুক্তধারা, আবেদীন কাদের	নূর উল করিম খসরু		২মে যে দিবসের বন্ধ থাকায় সংবাদ সাময়িকী ৩ মে প্রকাশিত হল
৮/৫/৮৫ ২৫/১/৯২	যততই কালো হক রবীন্দ্র গল্পে পত্র, বিশ্বভারতী, অরুপ রতনের খোঁজে রুপান্তর বর্হিবিশ্বে রবীন্দ্রনাথ	মুহ্বুরে মওলা আহমদ রফিক মার্জোরী সাইকস হায়াৎ মামুদ আব্দুল মান্না সৈয়দ											২৫শে বৈশাখ উপলক্ষে সংবাদ সাময়ীকি ৯ তারিখের পরিবর্তে ৮ তারিখে প্রকাশিত হয়
১৭/৫/৮৫ ৩/২/৯২	সংবাদ পত্র সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব সংবাদ ও সংবাদ পত্রের ধর্ম অবিস্থত্ব আয় নার অপারহার্যিকতা প্রথমদিনের লোক গুলো খবর ভালো নয়	কবীর চৌধুরী, আবু জাফর শামসুদ্দিন, সরদার ফজলুল করিম, মো:তোহা খান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী			বিরতিহীন কোথাও যাওয়া হয়নি তবু ঘরদেয়লী সম্পাৎ চিড়িয়া খানার ফ্রিউরেটোর, সমীপে	সানাউল হক সাইয়িদ আতীকুল্লাহ শামসুল ইসলাম শামসুর রাহমান							সংবাদের জন্য বার্ষিকী উপলক্ষে সাময়িকী ১৬ তারিখের পরিবর্তে ১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়
২৩/৫/৮৫ ৯/২/৯২	নীরেন সোমের ছবি, প্রকৃতির কাছে জীবনের কাছে, জলতেয়ার ও কাঁদিদ ছবি ও কবিতা ভিন্নমত	মতলুব আলী, হোসেন উদ্দিন হোসেন, আবুল মনসুর	ঝড়	আলোক কর	ভ্রমণ কাহিনী/ সুধামৃত	মূল: আই চীঙ অনু: ফয়েজ আহমেদ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	কাব্য, কাঙাল দীর্ঘকাল	কাজল বন্দ্যোপা./উত তরাধা সংসদ	তানভীর মোকাম্মল	আবেগ ও স্বাস্থ্য শুভাগত চৌধুরী	
২৫/৫/৮৫ ১১/২/৯২	বিদ্রোহী প্রসঙ্গে কয়েকটি বিরুপ সমালোচনার জবাব অন্তহীন দুখু মিয়া, নজরুল ইসলাম ও আব্দুল কদির কাজী নজরুল ইসলাম ও আলবেয়ার কামু, বিদ্রোহীর প্রেক্ষিত	আব্দুল মান্নান, সৈয়দ, সিদ্দিকুর রহ, মোঃ আব্দুল মজিদ, আহমেদ আশরাফ											
৩০/৫/৮৫ ১৬/২/৯২	আকাশ-পাতাল জলতেয়ার ও কাঁদিদ জেহাদী শিল্পী বুলবুল চৌধুরী কিছু স্মৃতি, শেক্সপীয়ারের সমকালীনতা	সনৎ কুমার সাহা, হোসেন উদ্দিন হোসেন, অজিত সান্যাল সরদার ফজলুল করিম	রক্ত মাংস লাল	সুশান্ত মজুমদার	লোকটা, হলোনা আমাদের, হংস সরোবরর/শেষ নৃত্য/ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একান্তে	ত্রিদিব দস্তি দার, শিহাব সরকার, মূল: এস বায়ুরস্তঅনু: আসাদ চৌধুরী	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	গল্প, এক ধরনের যুদ্ধ	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর/ ডানা প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	রাগকরার ভাল মন্দ/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৬/৬/৮৫ ২৩/২/৯২	সত্যেন রচনায় বিপ্লবী জীবনালেখ্য, তলস্তোয় এর প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধার্ঘ, সমরেশ মজুমদার তরুণতম একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাসিক, জেহাদী স্মৃতি	নজরুল আলম, হাসান ফেরদৌস তানভীর মোকাম্মেল অজিত সান্যাল			নিস্তব্ধ বিস্তৃতি, মেজো ভাই, বুদ্ধ পূর্ণিমা	সানাউল হক, হালিম আজাদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু: বেলাল চৌধুরী	সঙ্গীত বিষয়ক- সঙ্গীত কোষ	করুণাময় গোস্বামী/ বাংলা একাডেমী	সনজীদা খাতুন	জীবদ্যুতি বিশ্বাসে ও বিজ্ঞানে/স্বপন বিশ্বাস, ত্বক প্রসঙ্গে/শুভাগত চৌধুরী, আরাবল্লির আচঁলে ১লা থেকে ৬ই রজব/ শায়লা রহমান কবির	
১৩/৬/৮৫ ৩০/২/৯২	একটি অভিধান সম্পর্কে সতীনাথ ভাদুড়ীরদিন-পঞ্জিতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চিন্তা, কবি হুমায়ুন কবির	হায়াৎ মামুদ, শান্তনু কায়সার, আবিদ আজাদ	অবলম্বন	রেজ্জানুর রহমান	আমি উঠে এসেছি সংস্কার বিহীন তুষার দাশ	শামসুর রাহমান, আহসান হাবীব			প্রবন্ধ: জীবনানন্দ	আবদুল মান্নান সৈয়দ/ চারিত্র	সন্তোষ গুপ্ত	কৃতকৌশল-শিক্ষা উন্নয়ন/আলী আসগর মনের আঁধার/ শুভাগত চৌধুরী আগুনের কি গুণ/ জহুরুল হক	
২৯/৬/৮৫ ১৫/৩/৯২	সাহিত্য নিয়ে স্মৃতির কথকতা, ছয়দিনের সফর শেষে ছয় তলায় প্রত্যাবর্তন	সনৎ কুমার সাহা, ফালিম শরাফী বেলাল বেগ	ঘুরে ঘুরে ফেরা	রেজাউর রহমান	তোমরা কাঁদো ক্ষমাপ্রার্থী এখানে আমরা, মেঘময় প্রশান্তি প্রলেম শৃঙ্খল ভেঙে ভেঙে	মাহবুব হাসান, নাসির আহমেদ, মাহারুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম, হোসেন সোহরাব	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু: বেলাল চৌধুরী	মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান	ড. মুহম্মদ আব্দুল খালেক/ বাংলা একাডেমী	ড.মুহম্মদ নজির উদ্দিন	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য/ শুভাগত চৌধুরী	২০/২ তারিখ পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে সংবাদ সাময়িকি প্রাকশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৭/৮৫ ১৯/৩/৯২	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর লালসালু, সমরসেন প্রথম নাগরিক কবি, জোসেফ মেঙ্গেল প্রসঙ্গে, স্মৃতির কথকতা	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আলম খোরশেদ, শাহীন হক, কলিম শরাফী			কবিতা/ সামান্য সুখ/ কিছুতেই পারি না/ ভালবাসি	মূল: ম্যাক্সিম ট্যাঙ্ক, অনু: আবদুর রাজ্জাক	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী				বাংলাদেশে শ্রমিক নেতৃত্বের ইতবৃত্ত/ মো. ফসিউল আলম মাথাব্যথা কারণ ও প্রতিকার/শুভাগত চৌধুরী	
১১/৭/৮৫ ২৬/৩/৯২	শব্দ শাস্ত্রবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অবহেলিত ধ্রুবপদ. শহীদুল্লাহ স্মরণে, একজাতি গঠন, বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে সমাজ সমালোচনা ও তিনজন চিত্র শিল্পি, স্মৃতির কথকতা	সুকুমার সেন হায়াৎ মামুদ ড.মুহম্মদ শহীদু. সৈয়দআজিজুল হক কলিম শরাফী			শতবর্ষে,কোটি প্রণাম, চারদিকে এতোকিছু	আসাদ চৌধুরী, আল মামুদ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	প্রবন্ধ ইতিহাস বিস্তারিত	শওকত ওসমান/বুরহান স্মৃতি লোক	তানভীর মোকাম্মেল	একজন নিসর্গী, অধ্যক্ষ/দ্বিজেন শর্মা, ক্লান্তি/শুভাগত চৌধুরী	
১৮/৭/৮৫ ২/৪/৯২	আহসান হাবীব, আহসান হাবীব: অক্ষয়তার গৌরব, স্মৃতির কথকতা, মার্ক শাগাল. মগ্ন চৈতান্যর উড়ন্ত পাখা	আবুল হোসেন, সিকদার আমিনুল হক, কলিম শরাফী, আবুল মনসুর	কালুর ঘাটের বিবিজ	সুচরিত চৌধুরী	শেষ দেখা আহসান হাবীবের সঙ্গে, পৃথিবী উর্বর হও, কবির বাড়ি ফেরা চিরায়ুর উত্তরাধিকার	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মঞ্জুরে মওলা, মুহম্মদ নূরুল হুদা সৈয়দ হায়দার	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	সতীর্স্ববলয় ডারউইন	দ্বিজেন শর্মা/ সাহিত্য সমবায় সংস্করণ	জহুরুল হক	বংশানুক্রমিক রোগ কি নির্মূল হবে? নিতাই দাস মুখ ও মুখশ্রী/ সামসুন্দোহা	সংখ্যাটি সম্প্রতি প্রয়াত: আহসান হাবীব স্মরণে
২৫/৭/৮৫ ৯/৪/৯২	ব্যোল.মিসঙ্গ যোদ্ধা, দ্বিতীয় বি.যুদ্ধ গ্রাম ও কয়েকটি উপন্যাস, ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মৃতির কথকতা	হাসান ফেরদৌস, খোন্দকার শওকত জুলিয়াস, মোঃ আব্দুল মজিদ, কলিম শরাফী	যাত্রী	নিতাই দাস	গ্রামের মালী/ অস্থির বনানী একটি সম্পূর্ণ গান শুনেছে মানুষ	মূল: ওয়ালটার ডেবনার, অনু: সানাউল হক, জাহিদ হায়দার	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী	প্রবন্ধ: মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সন্ধানে	কাজী শামসুজ্জামান/ নার্গিস জামান	এ.এন রাশেদা		

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
১/৮/৮৫ ১৬/৪/৯২	নীলকণ্ঠ, মনে পড়ে: মওলানা ভাসানী, সাংবাদিক অগ্রনী মহমুদ হোসেন, রিগানিজম, রিগানবাদ	সুচরিত চৌধুরী, সরদার জয়েন উদ্দিন, কাজী মোতাহার হোসেন, সরদার ফজলুল করিম			ট্রাকি-সোজাসুজি নিঃশব্দে, দুঃসাহসী নাবিকের মতো, পূর্বপুরুষের নাচ, কবির নির্দেশ বিরতি	মোফাজ্জল করিম সাইফুল বারী হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, জাহিদ হায়দার, রেজাউদ্দিন স্টালিন, জিনাত আরা রফিক	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী				ঔপনিবেশিক মানসিকতা/ছিন্নেন শর্মা, চিত্র কর্ম স্বর্গ থেকে বিদায় লুকা পিওয়দানো, মনের মৃত্যু/ শুভাগত চৌধুরী	
৮/৮/৮৫ ২৩/৪-৯২	রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, মরণের সিংহদ্বার হয়ে এসো পার, পিতৃদেব রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি উৎসব	দিলওয়ার হোসেন, খালেদা এদিন চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মূল: পিংসিং, অনু: হেলাল উদ্দিন ফয়েজ	পারাপার	মূল: হাইনরিখ বোল, অনু: ভার্গব বন্দ্যো	শেষ চিঠি/ সেইপ্রেম আর চেয়ো না/ প্রতি দ্বন্দ্বিকে/কুকুর/বলো রবীন্দ্রনাথ এবং	মূল: ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, অনু:নেয়ামুল বাসির ওবায়দুল ইসলাম	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী				শিশু হন্তা হনুমান/ ড. রেজা খান, অজীর্ণ রোগ/শুভাগত চৌধুরী	
১৫/৮/৮৫ ৩০/৪/৯২	বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু মৃত্যুহীন প্রাণ দশটি বছর	ড. কামাল হোসেন, বিচারপতি সৈয় মোঃ হোসেন, আবু জাফর শামসুদ্দিন	ব্লিডিং হার্টের ঝোপ	মাফরুহা চৌধুরী	প্রধান সড়ক	আওলাদ হোসেন	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী	কান্না বিদীর্ণ দর্পণে মুখ	আহসান হাবীব/ বইঘর চট্টগ্রাম	আবদুল মা.সৈ.	সুখি কোয়াসিমোদো/ লায়লা রহমান কবির, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি উৎসব/ মূল পিংসিন/হেলাল উ. আহমেদ, বাংলাদেশের ক্ষুদে পাখি মৌচুং/এল এল দেওয়ান	
২২/৮/৮৫ ৫/৫/৯২	গ্রুপ থিয়েটার প্রেক্ষিত ও প্রত্যয়, হবে একদিন হবে	আবদুর রাজ্জাক, সরদার ফজলুল করিম	পর্কাবাজ, ভিটে মাটি	সুচরিত চৌধুরী, হামীম ফারুক	আমার পিতার মুখ, চর দখলের গল্প, কবিতা	সিদ্দিকুর রহমান, সাই হুমায়ূন মাহমুদ দুলাল, আবিদ আহাদ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী	কাব্য, আকুলতা শুভ্রতার জন্য	নাসির আহমেদ/ অনিন্দ্য প্রকাশনী	মাসুদুজ্জামান	নাগরিকত্ব মানবাধিকার লঙ্ঘন/এম এ মোতালেব, সর্প দংশন/ শুভাগত চৌধুরী	২৯ তারিখের পত্রিকা ঈদু র আজহার কারনে প্রকাশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/৯/৮৫ ১৯/৫/৯২	গ্রুপ থিয়েটার, প্রেক্ষিত ও প্রত্যয়, আকাশ-পাতাল সাহিত্য নিয়ে, কি করে উপন্যাস লিখতেন	আবদুর রাজ্জাক, সনৎকুমার সাহা, মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু: হাসান ফেরদৌস			ক্রিমিনাল নাইয়র	সানাউল হক খান	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু: বেলাল চৌধুরী	প্রবন্ধ ভাষাতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ	মুহাম্মদ দানিউল হক/ ইতি কথা বুক ডিপো	রাজীব হুমায়ুন	পরিবেশ দূষণ সমস্যা ও সমাধান/শহিদুল ইসলাম, হিরোশিমা, এ নিষ্ঠুরতার কি প্রয়োজন ছিল/শাহীন হক, স্তন-দুগ্ধ তুলনা হীন /শুভাগত চৌধুরী	
১২/৯/৮৫ ২৩/৫/৯২	ভিন্ন ভুবনে শামসুর রাহমান স্মৃতির কথকতা	শাহাবুদ্দিন নাগরী, কলিম শরাফী	মরা, ইম্যানুয়েল	সুশান্ত মজুমদার, রেজাউর রহমান	ঘোড়াগুলি/রিকশা/ গ্রীন রোড/আষাঢ় সাপ্রথম দিবস, কিছুই পারিনা	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, হায়াৎ সাইফ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	কাব্য: মৃগয়ায় যুদ্ধের ঘোড়া	নাসিমা সুলতানা/ মুক্তধারা	কাজল বান্দ্যোপাধ্যায়	বর্ণবাদ একটি অভিশাপ/শাহীন হক, নেসা সর্বনাশা/ শুভাগত চৌধুরী	
১৯/৯/৮৫ ২/৬/৯২	সুন্দর ঘর, স্মৃতির কথকতা, পরিসংখানের ভিত্তি, কিন্তু প্রাসঙ্গিক চিন্তা একটি স্বপ্নের সন্ধানে নিঃসঙ্গ বৃক্ষের এক যাত্রা (সলিম আলী)	সুচরিত চৌধুরী, কলিম শরাফী, মোহাম্মদ নাসের, মোজাম্মেল হোসেন			ভ্রমণ/বার্লিনে বজ্রপাত, ভূমিকা, কেউ চলে গেলে, বাস কোথা যে পথিক বাঘ(নে. ন্যান্ড লাকে)	হাইনজ ঢেকোওয়াস্কি/ সানাউল হক (জার্মান) তোকার ব্রাওন/ সানাউল হক, সৈয়দ হায়দার খোন্দকার আশরাফ হোসেন হাবীবুল্লাহ সিরাজী	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু: বেলাল চৌধুরী				চিত্র কর্ম প্রকৃতি ও মুক্তি তেল রং/বীরেনসোম সন্ন্যাস রোগ দক্ষিণ আফ্রিকাশিত, বর্ণবাদী নীতি ও মানুষের ধিক্কার/ শেখ গোলাম হাসান, নেলসন ম্যান্ডেলার চিঠি অনুলিখন, রফিকুল ইসলাম।	
২৬/৯/৮৫ ৯/৬/৯২	হাইনরিখ বোয়েল, স্মৃতির কথকতা	সৈয়দ আবুল মাকসুদ কলিম শরাফী	সমাজ চিত্র	পীর হাবীবুর রহমান	সব পলাতক, যুদ্ধ ক্ষেত্র/ ইত বনভয়, আত্মার সমুদ্রে জন্য, মোহময়ী আঁধার, সর্বগ্রাসী বৃষ্টি পাতের জন্য প্রতীক্ষা	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (ফরাসী থেকে অনু.) মুস্তফা আনোয়ার, জহীর হায়দার খালেদা এদিন চৌধুরী, অসীম সাহা,	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু: বেলাল চৌধুরী	চরিতাভিধান	সম্পাদনা শামসুজ্জামান ও সেলিনা হোসেন	সন্তোষ গুপ্ত	পরিবেশের ভারসাম্য/নিশীথ কুমার পাল, পাকিস্তান, গণতন্ত্র কতদূর/ শেখ গোলাম হাসান, আমাশয় রোগের কারণ ও প্রতিকার/ ড. আশেকুর রহমান খান	

অক্টোবর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/১০//৮৫ ১৬/৬/৯২	মনে পড়ে বিরল ব্যক্তিত্ব, কাজী মোতাহার হোসেন, স্মৃতির কথকতা, সঙ্গীত শিল্পী আব্বাস উদ্দিন	সরদার জয়েনউদ্দিন, কলিমুল্লা শরাফী নুরুল ইসলাম	বৃষ্টি হইলে	মাহমুদ কুদ্দুস	প্রকাশ্য দিবালোকে, পুতুল মুখের আড়ালে মুখ, নির্বতন	আহমেদ হুমায়ুন, শামসুল ইসলাম, ওয়াহিদ রেজা	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	রোবাইয়াৎ এ-ওমর খৈয়ম	নুরুন নাহার বেগম/লেখা প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	ভাস্কর্য, শায়িতা, সিমেন্ট, হেনরী মুর নিসর্গ পরিক্রমা/দ্বি শর্মা, প্যালেস্টাইন ভবিষ্যৎ কি./শেখ গোলাম হাসান, শিশুটির কতটুকুই জানি/শুভাগত চৌধুরী	
১০/১০/৮৫ ২৩/৬/৯২	বাংলাদেশের লোকজ স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ, শেষ পারানির কড়ি, নীলস বোর, স্মৃতির কথকতা	রবিউল হুসাইন, নাজিম মাহমুদ, এস এম মুজিবুর রহমান, কলিম শরাফী	আংটি ও মাসের ত্রিশ দিন	আলমগীর সাত্তার	তোমাকে পাঠাতে চাই প্রতিশ্রুতি	শামসুর রাহমান সানাউল হক	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী				চিত্র কর্ম উজ্জ্বল আচরণ/এক্রেলিক কেংলইত মাল, জীন ছন্দে দুলি আনন্দে/শুভাগত চৌধুরী	
১৭/১০/৮৫ ৩০/৬/৯২	আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, জীবন মরনের সীমানা ছাড়িয়ে, একজন ভিন্নধরনের ঔপন্যাসিক, স্মৃতির কথকতা	আহমদ শরীফ, মারুফ খান, আবিদ রহমান কলিমুল্লা শরাফী	অলংকরণ	সুচরিত চৌ.	আমার সহোদর সড়ক	মাকিদ হায়দার, শোয়েব আহমেদ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	উপন্যাস: তোমার পতাকা	মির্জা আবদুল হাই/মুক্তধারা	সৈয়দ আবুল মকসুদ	দুধ সহ্য না হলে/শুভাগত চৌধুরী	
২৪/১০/৮৫ ৭/৭/৯২	চৈতন্যের গোপন সুড়ঙ্গ ক্লোদ সিম, মনে পড়ে প্রথম এশীয় লেখক সম্মেলন দিল্লী প্রসঙ্গে, স্মৃতির কথকতা	হায়াৎ মামুদ, সরদার জয়েন উদ্দিন কলিমুল্লা শরাফী	ব্যাধি	ভাস্কর চৌধুরী	স্বরণলি জগন্নাথ হল ট্রাজেডির শিকার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে, পত্রোচিকা	আবুল হাসান, সিদ্দিকুর রহমান, মূল: ভিক্টর কাসাউস অনু: হাসান ফেরদৌস	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	দস্তয়েভস্কি	সুব্রত বড়ুয়া/ বাংলা একাডেমী	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম		
৩১/১০/৮৫ ১৪/৭/৯২	অস্তাচলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে, জীবনানন্দ দাশের গল্প, ভবঘুরে এক লেখক স্মৃতির কথকতা,ধ্রুপদী, একটি অনন্য সংকলন	আকবর উদ্দিন, আহসানুল কবির, আজফার সাহিদ, কলিমুল্লা শরাফী সন্তোষ গুপ্ত			যারা বর্ণনাকে ফাঁসী দেয়-(দ. আ.বর্ণ-বৈষম্যবিরোধী বেঞ্জামিন মলিয়েস স্মরণে), স্থগিতো মানুষকে শাকুন্তা দাও, হৃদয়ের নাম সমাধি ভূমি	শিহাব সরকার, জাহিদ হায়দার, রবিউল চৌধুরী	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	উপন্যাস: বড়ই নিঃসঙ্গ	রশীদ করিম/মুক্তধারা	আবুল হাসনাত	মানসিক রোগ/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/১১/৮৫ ২১/৭/৯২	আমার ভাই বলরাজ	মূল: ভিশাম সাহনী অনু: আতাউর রহমান	যুবতী ভিকারী ও গোলাপ বিক্রেতা, হালকা খাবার	মাহমুল কুদ্দুস, মূল: সামার সেট মম, অনু: ফিরদৌস মাহবুব-উল হক	ফাঁসির মঞ্চ থেকেঃ বেঞ্জামিন মলয়সঁ স্মরণে, নকোসি সিকেলি আফ্রিকা, মা ও ছেলে, জাতির সন্ধ্যয়ে বাড়ে শোক	রেজাউল চৌধুরী, মোঃ সাদিক, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুল্লাল, কামাল চৌধুরী	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী	কাব্য, প্রেম আমার প্রেম	রিজিয়া রহমান/ মুক্তধারা	আবুল হাসনাত	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র তম পাখি বুলছুরি/ এম এল দেওয়ান, নিজের ডাক্তার নিজে হওয়ার বিপদ/ শুভাগত চৌধুরী, লেবানন সমঝোর মুখোমুখি/শেখ গোলাম হাসান	
১৪/১১/৮৫ ২৮/৭/৯২	আকাশ-পাতাল ডি এইচ লরেন্স ও প্রগতি ভাবনা, স্মৃতির কথকতা, মনোজগতে উপনিবেশ	সনৎকুমার সাহা, কলিম শরাফী	ভয়	সামি সালেহ	আমার ছিল না প্রত্যয়, মিথ্যা সাক্ষী, মিছিল	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী				চিত্র কর্ম উডকাট, কামরুল হাসান, নিরস্ত্রী করণ ও বিশ্বজনমত/এন এন রাশেদা, নিকার গুয়া একজন বাংলাদেশীর চোখে/ শেখ গোলাম হাসান, শীতের সঙ্গে ঘরবাস/ শুভাগত চৌধুরী	
২১/১১/৮৫ ৫/৭/৯২	দুর্ভিক্ষের আবেদীন, প্রভাত কুমার মুখপ্রাধ্যায়, স্মৃতির কথকতা, স্মৃতির ঢাকায় অধ্যাপক দানী	সুচরিত চৌধুরী, রণজিত বিশ্বাস, কলিম শরাফী হাসান ফেরাদৌস	অসুখ	মাফরুহা চৌধুরী	রঙগুলি/জন্মদিন/ খুন/ দাড়িয়ে রয়েছি যাবো-অর্থ	মূল: ইয়েভাগানি ইয়েভতুশেঙকুর, অনু: গুলক হাসান, নাসির আহমদ সৈয়দ হায়দার	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী	লিটারারী গায়সনালিটি অব বাংলাদেশ	সম্পাদনা, মনজুরুল ইসলাম	সরদার আবদুস সাত্তার	পৃথিবীর জন্মকথা/ শিশির কুমার ভট্টাচার্য মরণরে তুঁহু মম/ শুভাগত চৌধুরী	
২৮/১১/৮৫ ১২/৭/৯২	কালো মেয়ের জন্য পংক্তি মালা, সারল্য বাস্তবতা বনাম চমক নিরীক্ষা, স্মৃতির কথকতা	শারসুর রাহমান, মতলুব আলী, কলিম শরাফী			শ্যামলালের সঙ্গে দেখা	আবুল হাসান	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী				রংপুরের পাবলিক লাইব্রেরী/কাজী মাহমুদ ইলিয়াস, ছোনেতা বৈঠক বরফ গলার পালা/ শেখ গোলাম চৌধুরী, ইইডস এর জীবানু ও বাংলাদেশ/ আবদুল খালেক	

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/১২/৮৫ ১৯/৭/৯২	কবিদের লেখা উপন্যাস, স্মৃতির কথকতা, সারল্য বাস্তবতা বনাম চমক নীরিক্ষা সামারসেট মম	শান্তনু কায়সার, কলিল্ল শরাফী মতলুব আলী, আজফার মজিদ	নৈবদ্য	মূল: টিনুয়া আশেবে, অনু: আলম খোরশেদ	আমার বন্ধু জোন কুজোনর জন্য কবিতা	সৈয়দ শামসুল হক	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু: বেলাল চৌধুরী	গল্প: জীবনের রূপকথা	বেগম মুশতারী শফি / প্রিয়ম প্রকাশনী	আবু জাফর শামসুদ্দিন	লেহের ভেতর এক ডাক্তার বাস করে/ শুভাগত চৌধুরী, সন্ত্রাসবাদ বনাম গল্টা সন্ত্রাসবাদ, চিত্র কর্ম শোক অক্টোবর ৮৫) তুলি কালি ও কলম, গোলাম সরোয়ার নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণা ৮৫, ঘোষণা পত্র	
১৯/১২/৮৫ ৩/৮/৯২	কাছে ও দূরে শিক্ষক রবীন্দ্র, জীবনীকার প্রভাত কুমার, নারী জাগরণের অগ্রদূত- বে.রোকেয়া, ১৯৭১-এর বিজয় দিবস ও আমাদের জাতীর মুক্তি, স্বাধীনতা উত্তর আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি	রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, সুফি মোতাহর হোসেন, মুশাররফ হোসেন, মারুফী খান	ফানুন	ভাস্কর চৌধুরী	ভোর পথের বলিকা, ওরা এসেছিল	হাবীবুল্লাহ সিরাজী মাহবুব হাসান মুযাযযম হুসায়ন খান	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী	উপন্যাস: যুবরাজ	হাসনাত আব্দুল হাই	আবুল হাসনাত	আলোকচিত্র প্রদর্শনি/ আবুল মনসুর, মার্ক নতুন আলোক/ শেখ গোলাম হাসান, সমুদ্রের বিচিত্র তলদেশে/আব্দুল্লাহ হারুন পাশা	
২৬/১২/৮৫ ১০/৮/৯২	বিবেকের ঘন্টা, মুজিব নগর সরকার কিছু স্মৃতি, স্বাধীনতার আবেশে বিমুগ্ধ মুহূর্তে	মূল: ইভগেনি ইভ তুশেঙ্কো, অনু: এ এম সাত্তার, সিদ্দিকুর রহমান			তিনি আমার ছবি তোলেন, ফুটেছিল কোন সে কাননে	জাহিদ হায়দার, হাসান হাফিজ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু:বেলাল চৌধুরী	কাব্য: শোণিত শিরায় যুদ্ধ	মফিজুর রহমান/ নুরুন্নাহার	লুৎফর রহমান	শতাব্দীর রোষ/ শুভাগত চৌধুরী, বান্দুং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও শান্তি/ সাইদুর রহমান	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/১/৮৬ ১৭/৯/৯২	আমাদের সমকালীন শিল্পকলার সংকট ও ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, স্বাধীনতার আবেশ বিমুগ্ধ মুহূর্ত	আবুল মনসুর, সিদ্দিকুর রহমান	ঝর্ণা জ্বলে দাউ দাউ, বাশোমান	ওয়াহিদ রেজা, মূল: আকুতা গাওয়া রিয়ুনোসুকে, অনু- হিরোকা কাসাইয়ু	স্বপ্নময় সুন্দরের দিকে, আতঙ্কের বর্ণবিধান	রেজাউদ্দিন স্টালিন, ত্রিদিব দস্তিদার	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	গল্প: গ্রন্থ লোক সকলের গল্প	মুস্তফা পান্না/ সাহিত্য সমবায়	আহমদ বশীর	চিত্র কম বিভ্রম, তিন বন্দী তেলবা/জয়নুল আবেদীন, অতিথি পাখি কর্মকর্তা/এম এম দেওয়ান, পাকিস্তান-টুর্নি সব নট টুবি/ শেখ গোলাম হাসান, রোগ চিকিৎসায় শব্দ তরঙ্গ/ শুভাগত চৌধুরী	
৯/১/৮৬ ২৪/৯/৯২	উইলিয়াম ব্যাদিচে ও রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে, ভুর্লিনি, মাষ্টারদাকে অভিবাদন	জাকারিয়া সিরাজী, সরদার জয়েন উদ্দিন, আব্দুল মাসুদ খান	কিংকশুক না হয় পলাশ	মেজাউর রহমান	মস্কো-১৯৮৫, নীল জল জীবনের, বক্তিম এক গোলাপের ভালবাসা, রাশি রাশি গৃহ এস ডাক দেয় মারণাস্ত্র	সানাউল হক, দুলাল সরকার, জাহীদ হায়দার, ইকবাল আজিজ, ফরিদ কবীর	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু.বেলাল চৌধুরী	কাব্য: ভুল গুলো নাড়া দেয়	সৈয়দ হায়দার/ নাজীম উদ্দিন মোস্তান	মকবুলা মঞ্জুর	হ্যালির ধুমকেতু/ আব্দুল্লা আল মুতি, পরিবর্তিত গণচীন/ শেখ গোলাম হাসান	
১৬/১/৮৬ ২/১০/৯২	সত্যেন সেনের ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস,স্মরণ, মাতৃ স্বরূপা নেলী সেনগুপ্তা, একজন লেখকের কথা, পুরাতত্ত্বের বিস্ময়কর জগতে	নজরুল আলম, গৌরী কানুন গো, আজফার সাজিদ, আতাউর রহমান	কবি	মূল: সামার সেট মম, অনু: ফিরদৌস মাহবুব উল হক	কয়েকজনার নাম/ হাসি মুখে প্রতিদিন/ ভুলে ও কখোনো খুলিনি মুখ, তাকিয়ে রয়েছি, গোলাপের পাশে মুখ	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মোস্তফা মীর			গল্প: কালের দর্পনে স্বদেশ	আহমদ শরীফ/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	বিগান বনাম গান্দাকী/ শেখ গোলাম হাসান, শিশুখাদ্য, মেটো হওয়ার উপায় প্রসঙ্গে এবং টাক/ শুভাগত চৌধুরী	
২৩/১/৮৬ ৯/১০/৯২	স্মরণ শ্রদ্ধেয় সৈয়দ নুরুদ্দিন, পক্ষি বিশেষজ্ঞ সলিম আলীর আত্মজীবনী থেকে	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ	কফি	মূল: অ্যালেক্সন্দ্রা গুমা, অনু: সুব্রত বড়ুয়া	শকুন্তলা, একাংকিক, শুধু একবার/ কবি হওয়া	মনজুরে মওলা আবিদ আজাদ, মূল: ইয়রোস্লাভ সাইফর্ট, অনু: অসিত বরণ দে			উপন্যাস: অপেক্ষা	শওকত ওসমান/ কালান্তর	সন্তোষ গুপ্ত	রোবটের ভাগ্য/ জহুরুল হক, গোপার্কী গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন/ শেখ গোলাম হাসান, হার্পিস ভাইরাস এবং রোগ ভোগ/ শুভাগত চৌধুরী	
৩০/১/৮৬ ১৬/১০/৯২	হৃৎকলমের টানে, বাংলাদেশের হস্ত ও কুটির শিল্প ইতিহাসের কথা	সৈয়দ শামসুল হক, আব্দুল হাফিজ	কফি, রাঙাবালি	মূল: অ্যালেক্সান্দ্রা গুমা, অনু: সুব্রত বড়ুয়া, সুচরিত চৌধুরী	মানুষের আছে এক/ চাকা বিষয়ক/ অনুজের প্রতি/ এখনো জায়গা আছে/আবর্জনা, আমি কি তোমাকে নেবো?	জাহিদ হায়দার, তুষার দাশ			একটির আত্মার মৃত্যু	আব্দুল মোহাইমেন/ আহমদ পাবলিসিং	সৈয়দ আব্দুল সুলতান	দেহের অনুজীব শত্রু না মিত্র/ আব্দুল্লা আল মুতি, অস্থিরতার কারণ ও প্রতিকার/ ডা আশেকুর রহমান, একটি বাস্তু বসম্মত জিরো অপশন/ শেখ গোলাম হাসান	

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/২/৮৬ ২৩/১০/৯২	মানুষের অস্তিত্বেরই প্রতিকৃতি গেরিলা কমি সমবসেন, শান্তির জন্য ভ্রাতৃত্ব	অশোক মিত্র, এভিল আরতিক/ মোজাম্মেল হোসেন মঞ্জু	তারা এল আমরা দেখলাম তারা জয় করল	মূল: নেইল পোস্টম্যান, অনু: রিজওয়ান উল হক	এবং এ জন্যই, কালো মানুষের প্রতি	শামসুর রাহমান, সোহরাব হাসান			নির্বাচিত গল্প	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	আবুল হাসনাত	খতিব ভাই আমাদের মাঝেই আছেন/ জগলুল আহমদ চৌধুরী, মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি/ ড. আলী আসগর, ফিলিপাইনের নির্বাচন প্রসঙ্গ কথা/ শেখ গোলাম হোসেন	
১৩/২/৮৬ ১/১১/৯২	হৃৎকলমের টানে, ফেদরিখ শোপেন ও তার সঙ্গীতের ভুবন, গ্রীসের পৌরানিক কাহিনী, শ্রী পঞ্চমী	সৈয়দ শামসুল হক, মনজুরুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, সুচরিত চৌধুরী	একুশে ও আমি	মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	দেখতেই হবে/ মশাল	মনজুরে মওলা						একুশের হৃদয়ে শান্তির অন্বেষা, জলবং/বীরেন সোম, হাইতি, এক নয়কের প্রস্থান/ শেখ গোলাম হাসান	
২৭/২/৮৬ ১৬/১১৯২	বাংলার সমাজ চিন্তা, ঐতিহ্য বিবর্তন, হৃৎকলমের টানে, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গ, মেকলের প্রতি, স্বাধীনতা মুক্তি সংগ্রাম ও বাংলা ভাষা	সালাহ উদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক, ডা. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, আলী নওয়াজ	খোঁজা	সেলিনা হোসেন	অন্য কিছু হোক, নিষ্ফলা দিন, এই হোক শেষ রক্ত বিন্দু, নদী শিকস্তির লোক	মাসুদ বিয়াগী, রফিক নওশাদ, সালেম সুলেরী, শাহনুর খান			প্রবন্ধ: মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য	রফিকুল্লাহ খান/ বাংলা একাডেমী	বিশ্বজিৎ ঘোষ		

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৩/৮৬ ২৭/১১/৯২	জনগণের জাগরণে সংস্কৃতি কর্মীর ভূমিকা আকাশ-পাতাল আবুল হাসান, গ্রন্থিত অবশেষ, মৃত্যুঞ্জয়ী সত্যেন সেন	মফিদুল হক, সনৎ কুমার সাহা, নজরুল আলম	মাজিক লণ্ঠন	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	আজ সেই মানুষ নেই, পাখি শিকার, সংক্রমণ, গানের মেলায় ভেসে ভেসে, ভিনদেশী নও	হোসেন সোহরাব, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, বেলাল চৌধুরী, ইকবাল আজিজ, ত্রিদিব দস্তিদার						বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু আইন সংস্কার কিছু ভাবনা/ বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	
১৩/৩/৮৬ ২৯/১১/৯২	ভাষার লড়াই ও ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, হৃৎকলমের টানে, জীবনানন্দ দাশের পত্রকথা, কবিতার সীমানা	তকীযুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, আহসানুল কবির, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস	শাড়ি, দ্বন্দ্ব যুক্ত	হোসনে আরা শাহেদ, হামীম ফারুক	বরফের ঘর, সংহারে উপসংহার, এই দুঃসময়ে, শতাব্দীর রক্ত, বিড়াল তুই, শেকড়ের গভীরে, ছড়ানো রক্তবীজ	মোহাম্মদ সাদিক, নুরুল খান, ইকবাল হাসান, জহীর হায়দার, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আবসার হাবীব			শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ কাব্য, খোলা জানালার দিন	সম্পাদনা/ রশীদ হায়দার বাংলা একাডেমী, জাহিদ হায়দার/ শব্দশিল্প	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, হাসান ফেরদৌস		
২০/৩/৮৬ ৬/১২/৯২	ব্যক্তি ও কবি যতীন্দ্র প্রসাদ, কোষতত্ত্বে জন্ম কথা, ভিন্ন ভুবনের মানুষ নিখিল বন্দোপধ্যায় ভাষার লড়াই ও ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, এ এন রাশেদা মোয়াজ্জেম হোসেন তকীযুল্লাহ			ছায়া বিষয়ক মানুষ নিজেই	মাকিদ হায়দার, হাসান হাফিজ			গল্প বাকল এবং	সরদার নুরুল আনোয়ার/ ব্র্যাক প্রকাশন	কবীর চৌধুরী	সমাজতন্ত্রে উত্তরণ থেকে দরিদ্য বিমোচন, পাঁচসালা পরিকল্পনার সংলাপ/ জাহাঙ্গীর আলম	

401596

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/৪/৮৬ ২০/১২/৯২	আধুনিক জাপানী গদ্য সাহিত্য-স্বরূপের অন্বেষা, বাঙালীর সমন্বিত লোক সংস্কৃতি, ব্যক্তি ও কবি যতীন্দ্র প্রসাদ	মনজুরুল হক, আবু জাফর শামসুদ্দিন, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী	ভালবাসা	আশীষ সেন	ইশ্বরের ছায়া মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথোপকথন নির্দিষ্ট গন্ডিতে স্বপ্ন ও স্মৃতি	মাহবুব বারী হাসান হাফিজ, জিনাত আরা রফিক, শান্তিময় বিশ্বাস			হুড়া, হুড়ায় হুড়ায় হুড়াহুড়ি	মোহাম্মদ নুরুলহক/ ফিরোজা হক	সন্তোষ গুপ্ত	সমাজতন্ত্রে উত্তরণ থেকে দরিদ্য বিমোচন/ জাহাঙ্গীর আলম আবহাওয়া এবং মন দেহ/ শুভাগত চৌধুরী আমি বিজয় দেখেছি প্রসঙ্গে/ আইনুল জামিল	
১১/৪/৮৬ ২৮/১২/৯২	হৃৎকলমের টানে বাঙালীর সমন্বিত থেকে সংস্কৃতি, প্রফেসর মতিনের নিঃশব্দে প্রয়াণ	সৈয়দ শামসুল হক, আবু জাফর শামসুদ্দিন, সেলিনা বাহার জামান	প্রতিকৃতি আত্ম প্রতিকৃতি	কায়েস আহমোদ	এপিগ্রাম কবিতা দুই	এনস্তো কার্ডেনাল (নিকারাওয়ার মার্ক্সবাদী কবি ও বিপ্লবী-বর্তমানে সংস্কৃতি মন্ত্রী) / সানাউল হক খান ফারুক মেহিদী						হ্যালী একজন জ্যোতির্বিদ ও একটি ধূমকেতু/ আবদুল্লাহ আল মুতি, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ থেকে দরিদ্য বিমোচন, সো.হউনের কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেস সমীক্ষা.নতুন প্রত্যয় উতত্তরণ/আবুল হাসনাত	
২৪/৪/৮৬ ১০/১/৯৩	আসীম রায়ের মৃত্যু এবং অসীম রায়, হৃৎ.কলমের টানে, এক বীর সৈনিকের মৃত্যুতে, বাঙালীর সমন্বিত লোক সংস্কৃতি, নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায় এবং সুফি মোতাহার হোসেন	দাউদ হায়দার, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ আলী কবির, আবু জাফর শামসুদ্দিন সিদ্দিকুর রহমান	এক ভোড়া মোজা	সুশান্ত মজুমদার								লিবিয়া, নগ্ন মার্কিন অগ্রাসন/শেখ গোলাম হাসান, স্মরণশক্তি/ শুভাগত চৌধুরী, বাঙালী বলিয়া/ দ্বিজেন শর্মা	

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৫/৮৬ ১৭/১/৯৩	সূর্যসেন ও তৎকালীন রজনীতি, বাঙালীর সমন্বিত লোক সংস্কৃতি, মে দিবসঃ দিন বদলের বার্তাবহ	আবদুল মাবুদ খান, আবু জাফর শামসুদ্দিন, বিশ্বরঞ্জন সরকার	কল্যাণপুর	বশীদ হায়দার								বন, জলাশয়, নিধর্ন যজ্ঞের কবলে/ জন ম্যাক করমিক, সে দিবসের তাৎপর্য ও শ্রমিক শ্রেনীর ঐক্য/ সৈয়দ আজিজুল হক	
২২/৫/৮৬ ৭/১/৯৩	রঙ ও রেখার স্বরূপ সন্ধান, ভিক্তর হুগো, বাঙালির সমন্বিত লোক সংস্কৃতি	রবিউল হুসাইন, মনজুরুল হক, আবু জাফর শামসুদ্দিন			আমার বামন দশা/পুরস্কার	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ						চিত্র কর্ম তেল রং/প্রথম পদক্ষেপ/শাহবুদ্দিন আহ জোনে জরিস, শিরোনাম বিহীন মিশ্র মাধ্যম/ ফিলিপাইন, বেনজীবের প্রত্যাবর্তন ও প্রসঙ্গ কথা/ শেখ গোলাম হাসান ধুমমবাতু/ মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার	
২৯/৫/৮৬ ১৪/১/৯৩	বাংলা গানের ধারায় নজরুল, নজরুল:বুদ্ধদেব বসুর চোখে, নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, বাঙালির সমন্বিত লোক সংস্কৃতি	করুণাময় গোস্বামী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, শান্তনু কায়সার, আবু জাফর শামসুদ্দিন	ফিরে এসো প্রিয়তম	হাইনরিখ বোল/ ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়	ওরা দুজন এ্যালেন্স গীন্সবার্গের সাম্প্রতিক কবিতা	মাহবুবুল আলম চৌধুরী মাকফ রায়হান			উপন্যাস: সমুদ্র বাসর	শামসুদ্দিন আবুল কালাম/ মুক্তধারা	আবুল হাসনাত	শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি/ শেখ গোলাম হাসান, রুশ রক্তশৈলী/সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাশেম	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
১৯/৬/৮৬ ৪/২/৯৩	অকৃত্রিম তোমার মিত্রতা, জঙ্গিন বিশ্ব জীবন. অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা, অমিয় চক্রবর্তীঃ আবিশ্ব আবিষ্ট সত্তা বাঙালির সমন্বিত লোক সংস্কৃতি, দীর্ঘ সত দশকের ঐতিহ্য	আবু সাঈদ চৌধুরী, মাহবুব সাদিক, সন্তোষ গুপ্ত, আবু জাফর শামসুদ্দিন, আজয় রায়	বুড়ো বট ও শকুন	খায়রুল আলম সবুজ	বৃষ্টি	অমিয় চক্রবর্তী						কোরি অ্যাকিনো: একশদিন পর/ শেখ গোলাম হাসান	৫ই জুন-সাময়িকী ঈদুল ফিতর সংখ্যার জন্য বের হয়নি
২৬/৬/৮৬ ১১/২/৯৩	হয়ত্রে লুইস বোরহেস, গন্ধাদ্যানের গান ও সাবিত্রী রায়, বাঙালীর সমন্বিত সংস্কৃতি	সংকলনে হাসান ফেরদৌস, আবু জাফর শামসুদ্দিন, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী	পাড়াগাঁর গল্প	ভাস্কর চৌধুরী	অবশেষে সবই মানায় জীবন, মধ্যরাত্রির জগতে জেগে উঠেছি আমি, এইসব সুখ এইসব গান কেশো বপমাত্রা রক্ত ধমন্তরী	মোস্তফা মীর, হাসান হাফিজ, মোয়াজ্জেম হোসেন, ইকবাল আজিজ, সানাউল হক			গল্প: গাঙচিল	সুব্রত বড়ুয়া/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার/জামিল চৌধুরী দক্ষিণ আফ্রিকা অব রোদে-বাধা কোথায়/ শেখ গোলাম হাসান আমার শিশুর নাম/ শুভাগত চৌধুরী	

আগস্ট-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৮/৮৬ ২১/৮/৮৬	আমার চৈতন্যে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ: প্রসঙ্গ রাজনীতি, রবীন্দ্রিক আধুনিকতা, আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব বাংলাদেশে	শামসুর রাহমান, হায়াৎ মামুদ, নিতাই দাস, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, রফিকুল ইসলাম							প্রবন্ধ: সীমার মাঝে অসীম রবীন্দ্র রচনার রবীন্দ্র ব্যাখ্যা	সংকলক বাংলা একাডেমী, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান/ বাংলা একাডেমী	কবীর চৌধুরী	ঝন শেখ, সুচরিত চৌধুরী	
১৪/৮/৮৬ ২৪/৮/৮৬	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও চাঁদের অমাবস্যা, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ হৃৎকল মেটানো, বাংলাদেশে মার্ক্সবাদ চর্চা, আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব বাংলাদেশে	মুহম্মদ নুরুল্লাহ সালাহউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক আবদুল হালিম রফিকুল ইসলাম	দর্পণে প্রতিবিম্ব	ফজলুর রহমান	মৃত কন্যা, হিরোশিমা, চিরসবুজ, হিরোশিমার মুখ, কেয়ার অব-গুলো নির্বাসন দিয়ে	নাজিম হিকমাত (তুরস্ক) মেলিহ জেভদেত আনদাই-(তুরস্ক) হারা তামিকিতা(জাপান) মেরিমোতে হিরোশি-(জাপান)/মানজুরুল হক, জাহিদ হায়দার			প্রবন্ধ: নারী মুক্তি আন্দোলন	মালেকা বেগম/ বাংলা একাডেমী	আহমেদ এ জামাল	চেরনোবিল, তথ্য মাধ্যমের ভূমিকা/ শেখ গোলাম হাসান, ভঙ্গীতে সংকেত মিথ্যা ভাষণ/ শুভাগত চৌধুরী	
২৫/৮/৮৬ ১১/৯/৮৬	নজরুল ইসলাম কাজী আব্দুল ওদুদের চোখে, হৃৎ কলামের টানে, আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব বাংলাদেশে, ভিন্ন আমেজ	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ শামসুল হক, রফিকুল ইসলাম, শালেহ মোহাম্মদ নজীর	তৃতীয় দিন	হামীম ফারুক	আদিঅন্তহীন, আমাদের অপরাধের কোন শেষ নেই, আমাদের প্রিয় নাম মুজিব, শেখ মুজিব আবুবিয়াম নেতি ও পাথর নোনা	সাইয়িদ আ. রবি, হুসা, মোযাম্মেল হোসেন, মারুফ রায়হান, হাসান হাফিজ, দুলাল সরকার						শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব জনমত/ আলী আসগর	

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			মন্তব্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৯/৮৬ ১৮/৫/৯৩	হেনরী মুর (ভাস্কর্যসহ), আমার ছেলেবেলা, আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব বাংলাদেশে	রফিকুন নবী, সানাউল হক, রফিকুল ইসলাম	মৎস্য শিকারী	মূল: ফ্রাঁসোয়া সাগা, অনু: মুহাম্মদ রমজুল হক	দশ বছর আগে/ আমি কথা বললেই তো বেলাভূমিকে শেষ বেলায়	আসাদ চৌধুরী, খোন্দকার আশরাফ হোসেন			ভ্রমণ:ঢাকা থেকে সিডনী	মফিজুর রহমান	লুৎফর রহমান	খাদ্য এবং মন ও মেজাজ/ শুভাগত চৌধুরী		
১১/৯/৮৬ ২৫/৫/৯৩	লেখার ভাষা মুখের ভাষা, হৃৎ কলমের টানে, হেনরী নূর, আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব বাংলাদেশে	হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, রফিকুন নবী, রফিকুল ইসলাম	সৌভাগ্যের শেষে	মূল: ডি এইচ লরেন্স, অনু: নেলোয়ার হাসান	দুহিতার সপ্তম বাগান	তুষার দাস						জোট নিরপেক্ষতা কথার ও কাজের ফারাক/ শেখ গোলাম হাসান, বিতর্ক বাংলাদেশে মার্ক্সবাদের চর্চা প্রসঙ্গে/ মুশাররফ হোসেন, আলিঙ্গনে কি সুখ যদি জানতেন/ শুভাগত চৌধুরী		
১৮/৯/৮৬ ১/৬/৯৩	সহজে পৌঁছাবার শিশু-তীর্থ , গার্সিয়া লোরকার দ্বিতীয় জীবন	ওয়াহিদুল হক, মনজুরুল হক	ভূতুরে ট্রেন	রেজাউর রহমান	আকণ্ঠ স্নানের মহিমায়, দেখবো না	শামসুল ইসলাম, সানাউল হক খান			গল্প: স্বরূপ প্রবন্ধ: তৃতীয় বিশ্ব	ফারিদা রহমান/ ফিরোজা এমদাদ, মফিজুল হক/ বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত, আহমেদ এ হামাল	বিতর্ক/বাংলাদেশে মার্কস বা চর্চা / মুশাররফ হোসেন,		

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২১ শে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের ৪ তারিখ পর্যন্ত-সকল পত্রিকা ধর্মঘটে ছিল। সংবাদ ধর্মঘটে ছিল- ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত । উল্লেখিত সময়ের সাময়িকী নেই।													
৩০/১০/৮৬ ১২/৭/৯৩	এবারের নোবেল বিজয়ী ওয়ল সোয়িঙকা, কালো হীরের দ্যুতি, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রবোধ চন্দ্র সেন	বেলাল চৌধুরী, রথীন্দ্র কান্ত ঘটক চৌধুরী			স্বপ্ন আমার কি দুঃস্বপ্ন, দুই শিবির তোমার মৌচাক থেকে	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ গোলাম ইউনুস, শিহাব সরকার			উপন্যাস: ওর বয়স যখন এগারো	মনির উদ্দিন ইউসুফ/ কালান্তর প্রকাশনা	সন্তোষ গুপ্ত	চিত্র কর্ম জননী/কামরুল হাসান, পর্দার ভায়োলেন্স/ শুভাশীষ চৌধুরী নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ/ শেখ গোলাম হসান	২৩ তারিখ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১৩/১১/৮৬ ২৬/৭/৯৩	গল্পকার এরস্কিন কল্ডওয়েল, হৃৎ কলমের টানে	আনোয়ার রহমান, সৈয়দ শামসুল হক	অসুখ	ভাস্কর চৌধুরী	আমাদের ব্যক্তিগত পাপ, প্রেত, নিষিদ্ধ নক্ষত্র ওঠা, গিটারে বিলা পের সুর	জিনাত আরা মাহবুব সাদিক সৈয়দ হায়দার, মূল: নিকোলাস গিয়েন অনু: মতিউর রহমান			আমৃত্যু তার জীবনানন্দ	শামসুর রাহমান/ বই ঘর চট্টগ্রাম	মাহমুদ জামান	তেনং. মেয়েরা/আবদুল বাসেত, শোনালী শরৎ/দ্বিজেন শর্মা	৬ তারিখে সাময়িকী প্র.৩.
২০/১১/৮৬ ৩/৮/৯৩	ইহলৌকিকতা, পুজোর সাহিত্য সহিত্যের পুজো	আনোয়ারুল হক খান দাউদ হায়দার	শূন্য গেলাস	হামীম ফারুক	আমার ফসল, অধিষ্ঠান, কে যেন দিয়েছে রুয়ে কোথায় দাঁড়াবে	শামসুর রাহমান			একাত্তরের দিন গুলি	জাহানারা ইমাম/ সন্ধানী প্রকাশনী	দ্বিজেন শর্মা	সমীক্ষা, চিত্র প্রদর্শনী, সময়ের বলিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি/ সৈয়দ জাহাঙ্গীর	
২৭/১১/৮৬ ১০/৮/৯৩	গুন্টরগ্রাস, পশ্চিম জার্মান সংস্কৃতিক অঙ্গনের এক নি.সঙ্গ পথিক ভারত শিল্প ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হৃৎ কলমের টানে, দূরদেশ-স্বদেশ	সামসুল ইসলাম খান, শওকাতুজ্জামান সৈয়দ শামসুল হক, জ্যোতি প্রকাশদত্ত			মুখ খুলতেই হবে, ডিমের ভেতরে, আমার বেদনা ভাষা পায় যে মুহূর্তে, শুকিয়ে গিয়েছে ফুলগুলো করেছি কিছু প্রেম করেছি কিছু-কান্না, হে হৃদয় হে যাত্রী, আজ আবার একটি বানীকে খুজে ফিরছে কল্পনা	মূল: গুন্টার গ্রাস, অনু: হায়াৎ মামুদ মূল: গুন্টার গ্রাস, অনু: হাসান ফেরদৌস, মূল: ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, অনু: রণেশ দাশ গুপ্ত						তেল রং বাগান কাইয়ুম চৌধুরী, বহুমূত্র নিয়ন্ত্রণে ব্যায়াম/ শুভাগত চৌধুরী,	

ডিসেম্বর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/১২/৮৬ ১৭/৮/৯৩	সারেং বৌ: জীবন ও শিল্পের নিরিখে	মুরতজা আলী	জোয়ও উরসো	ব্রেনো একিওাল/ মাসুমা খানম	ধরে রাখি প্রতিদিন, দুধর্ষ হীরের টুকরো উরুতে উর্মি মালা	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, হাবীবুল্লাহ সিরাজী			প্রবন্ধ: কালারাত্রি খন্ড চিত্র, দুই দশকের স্মৃতি	শওকত ওসমান, জ্যোচিত্র প্রকাশনী, মোঃ মোহাইমেন	সন্তোষ গুপ্ত, সৈয়দ, আবদুস সুলতান	গরবাচেভের ভারত সফর/ শেখ গোলাম হাসান, খাদ্য মহাত্ম/ জহুরুল হক	
১১/১২/৮৬ ২৪/৮/৯৩	স্মৃতিময়, জহুর হোসেন চৌধুরী অন্য নরবার প্রীতিলতা ও তৎকালীন রাজনীতি, জীবন শিল্পী চিঙ্গিজ আইৎ মাতভ, সংগীত চিন্তা	জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, সন্তোষ গুপ্ত, আবদুল মাবুদ খান, দ্বিজেন শর্মা, করুণাময় গোস্বামী,	স্পন্দন	মাফরুহা চৌধুরী					সংখ্যা	সেলিনা বাহর জামান/ বাংলা একাডেমী	সৈয়দ মাসুদ	রিগানের ইরান গেট/ শেখ গোলাম হাসান সর্দি কাশি ও তার প্রতিকার/ ডা. আশেকুর রহমান	
১৮/১২/৮৬ ২/৯/৯৩	রশিদ চৌধুরী: শ্রদ্ধাস্পদেষু ঝড়ের পাখি হে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলী, দুই বিজয়ী	আবুল মনসুর, আসাদ চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক	সান ইসিদ্রোর শীর্ষে	এনামুল হক								চিত্র কর্ম পাখি যখন নাচবে- গোয়াশ/পোড়ামাটি- অলক রায়	সার্মা র্কি দুই পৃষ্ঠায়
২৫/১২/৮৬ ৯/৯/৯৩	সরাদর জয়েনউদ্দিন, ওরে তীক্ত তোমার হাতে, হৃৎ কলমের টানে, উত্তর কেরিয়ার সাহিত্য, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলী, জনতার জন্য সংস্কৃতি	রশীদ হায়দার, হায়াৎ মামুদ, সৈয়দ শামসুল হক, কবীর চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, মতিউর রহমান			নিভার হয়ে গেছে, অন্ধলোচন	আবুল খায়ের মোসলেহ উদ্দিন, সানাউল হক খান			গল্প: মনি ও তাহার কুকুর	শওকত ওসমান/ প্যাপীরাস	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	তিয়েতনামে নেতৃত্বের পালাবদল/ শেখ গোলাম হাসান,	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/১/৮৭ -১৬/৯/৯৩	জয়নুল আবেদীন, শতাব্দির রক্তাক্ত স্বীকারোক্তি-একজন আধুনিক কবির কবিতা, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	মাকসুদ রায়হান, তুষার দাশ আসাদ চৌদুরী							প্রবন্ধ, Flamın Howems	মুহাম্মদ নুরুলহুদা (ই.রেজী গল্প) নিয়ে বাংলা দুই দশকরে কাব্য ৬০ ৭০	খোন্দকার আশরাফ হোসেন	চান, ছাত্র বিচ্ছেদেন্তোর টেউ/শেখ গোলাম হাসান.	
-৮/১/৮৭ ২৩/৯/৯৩	ঘূর্ণিরটান ও নিরাবেগ বোঝাপড়া, হৃৎ কলমের টানে, ছোট খাট বিষয় আশয়, জিজ্ঞাসা ও অঙ্গিকারের মানুষ, যুদ্ধ এখন বাস্তবতায় প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো, প্রসঙ্গ বই পড়া	কায়েস আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক, রশীদ হায়দার, আবদুল আজিজ ,মূল:সিপহো সেপামালা ,অনু হাসান ফেরদৌস, আসাদ চৌদুরী তানভীর মোকাম্মেল			বেন মলয়েস, আপেক্সলা ওমা ও অন্য সহযোদ্ধাদের প্রতি	মূল: আমা-আম আইদুর, অনু হাসান ফেরদৌস			প্রবন্ধ: বাংলার কথা	সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন	সন্তোষ গুপ্ত	কৃষ্ণ আফ্রিকার নতুন শক্তি/ সাইদুর রহমান.	
১৫/১//৮৭ ১/১০/৯৩	জ্যাঁ যের্নেঃ এক আশ্চর্য বিবিক্ত মানুষ, সরে গেছি, দূরে চলে যাইনি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজিজ্ঞাসা প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	সৈয়দ আবুল মকসুদ, মতিউর রহমান, আসাদ চৌদুরী	অনেক খানি জমি	জুয়ান বালফো/মজহার ল করিম।	কাজেই বলতে পারি, আবে ছো	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়			Minori ty poli tics in Baraglades h	মোহাম্মদ গোলাম কবীর/ নওরোজ কিতাবিস্তান	সৈয়দ আজিজুল হক		
২২/১/৮৭ ৮/১০/৯৩	শেষ অভিজাত, সৈয়দ নুরুদ্দিন স্মরণে, সরেগেছি-যাইনি, হৃৎ কলমের টানে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো মাইল পোস্ট একটি স্মারক গ্রন্থ	বেলাল চৌধুরী, মতিউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌদুরী ,কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ			কথা বলা কথা লেখা, সংবাদিক নুরুদ্দিনের প্রতি হে শব্দ কার	সানাউল হক, প্রিন্স রফিক খান, সৈয়দ হায়দার, সৈয়দ শামসুল হক,						খাদ্যের সন্ধানে মানুষ/ জহুরু হক, ঐতিহ্যের ঋণ/ বিপ্রদাস বড়ুয়া, পরিবর্তনের হাওয়া/ ফজিল ইসকান্দার জল বং পূর্ণিমা/ অভিজিৎ শরাদী	
২৯/১/৮৭ ১৫/১০/৯৩	ইমদাদুল হক মিলনের কুশীলব, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো ছোট খাট বিষয় আশার	দ্বিজেন শর্মা, আসাদ চৌদুরী, রশীদ হায়দার	শেষ অনুরোধ	আলেক জান্ডার ভ্রেলপিলভ/ সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল	আমার শহর	সৈয়দ শামসুল হক			উপন্যাস: মনের মত চাই	শামসুদ্দিন আবুল কালাম/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত		

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
-৫/২/৮৭, ২২/১০/৯৩	বাংলা ভাষার প্রচলন সমস্যা প্রসঙ্গ. মুদ্রাক্ষর যন্ত্র হৃৎ কলমের টানে. কোষে কোষে কথা হয়, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	মুহাম্মদ দানিউল হক, সৈয়দ শামসুল হক ,হারুন কে এস ইউসুফ, আসাদ চৌধুরী.			আনন্তের ছক্কা/ দুজনে ছিলাম শুয়ে এই খানে/ সমুদ্রের বোঝাভার থেকে, ছিন তলিয়া, এই শীতে	সৈয়দ বাইয়েহো/ শিহাব সরকার সোহরাব হাসান, শাহনুর খান			প্রশাসনের অন্তরমহল, বাংলাদেশ	জয়ন্ত কুমার রায় ও মুনতাসির মামুন/ প্যাপিরাস	জামান মহমুদ		
১২/২/৮৭ ২৯/১০/৯৩	শেকড়ের সন্ধানে সাম্প্রতিক লাতিন কবিতা আহমদ হোসেন স্মরণে এক মহান শিল্পী.রে নেতা গুরুজে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	মূল:রবার্ট মার্কেজ,অনু: হাসান ফেরদৌস,. আসহাব উদ্দিন আহমদ, মতিউর রহমান আসাদ চৌধুরী	দুই বন্ধুর গল্প	ভাস্কর চৌ ধুরী	যখন মেঘে গোধুলি/ কবেকার হাহাকার/ আমি ছাড়া কে জানে/ কোহিনু বেস্তে বায়	শামসুর রাহমান			খাদ্য ভুবন	সানাউল হক/ বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত		
২৬/২/৮৭ ১৬/১১/৯৩	একুশের উপন্যাস গ্যাসনস্ত সম্পর্কে এক জন কবির দৃষ্টি ভঙ্গি তিনটি জীবনী গ্রন্থ প্রসঙ্গে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি এ দেশের সপত্য কলা-সমস্যা ও সমাধান	রফিক উল্লাহ খান, মূল:ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেস্কো,অনু: মনজুরুল হক, মুনতাসীর মামুন., আসাদ চৌধুরী রবিউল হুসাইন.			চ্যালেঞ্জারের জন্য প্রার্থনা সঙ্গীত	ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেস্কো/ম নজুরুল হক			Politi cal elities lin Banglade sh	ডক্টর রঙ্গলান সেন/ UPL	আবু জাফর শামসুদ্দিন		

১৯ শে ফেব্রুয়ারির সংখ্যার জন্য সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/৮৭ ২০/৯৩	উপকথা নয়, পুরানই মাটির কথা বলে, (সাক্ষাৎকার) ভ্রমণ/ বিলেতে কিছুদিন	মূল: উইলিয়াম গোল্ডিং, অনু: দাউদ হায়দার, তানভীর মোকাম্মেল	কোথাও উন্মুল	কাজী ফজলুর রহমান	নৈঃশব্দ, ট্রাফিক বাতিগুলি	শুভ রহমান, মূল: গীন বিশে দ্যু-(প্যালে) অনু: নরুল করিম নাসিম			প্রবন্ধ: বাংলাদেশে নাট্যচর্চা গল্প: চলচ্চিত্রের খুটিনাটি কাব্য: জয়হবে দীর্ঘশ্বাসে	বামেন্দ্র মজুমদার মুক্তধারা, হাসান আ.হক/ মুক্তধারা, শিহাব সরকার/ মুক্তধারা	জামান মাহমুদ, সন্তোষ গুপ্ত	উৎসর্গ/ সুচরিত চৌধুরী পেইন্টিং দেবদাস চক্রবর্তী ছাপচিত্রে কর্মশালা আঁত লিয়ে-৭১/ নাঈম মাহমুদ, ওরতেগার সঙ্গে এক দিন সালমান রুশদী অনু/ হাসান ফেরদৌস	পত্রিকার মূল্য ১.৫ টাকা হয়েছে। সময়িকীসহ মূল্য ২.৫০
১২/৮৭ ২৭/৯৩	মহাত্মা গান্ধী, আমাদের চিত্র কলার ক্ষেত্রে সমালোচনার অভাব প্রসঙ্গে, ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্য কর্ম, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	আবু মহাদেব হবিবুল্লাহ মতলুব আলী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আসাদ চৌধুরী			তেমন বরফ গলা, বিনয়ী বসন্ত/ কবি বিদায়/ এপিটাফ, এই বসন্তেও	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মূল: ইয়ক্তি তেলিকার আনু: অমিত বরণ দে, শামসুল ইসলাম			প্রবন্ধ: বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি	আহমদ রফিক/ মুক্তধারা	মফিদুল হক	ড্রইং-নিতুন কুন্ড মধুমাস ফেব্রুয়ারি/ সাইয়িদ হাসান চিত্র কর্ম গোড়ামাটি/ অলক রায়	
১৯/৮৭ ৪/৯৩	অলস দিনের হাওয়া, শ্রেণী সময় ও সহিত্য, আলেক্সান্দার পুশকিন, আধুনিক রুশ সাহিত্যের স্রষ্টা, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি ভ্রমণ, চীনের মসজিদ মন্দির, ছাপচিত্রের দক্ষ রূপকার মনিরুল ইসলাম সঙ্গে আলাপ	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শামসুদ্দোহা, কবীর চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, মুনতাসির মামুন মাহমুদ আলী জামান			এসব কি হচ্ছে, আমি বাড়িযাব	আমজাদ হোসেন			সংগ্রামের তিন দশক, দেশ বিদেশের পথে	খোকা রায়/ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, সেলোয়মান আলী/ ঐ	সন্তোষ গুপ্ত, মনজুরুল আহসান বুলবুল	বেনজীরের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার/ শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/৪/৮৭ ১৮/১২/৯৩	মুক্তিযুদ্ধের গল্প রূপ, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	রফিক উল্লাহ খান, আসাদ চৌধুরী	তালুক	বিপ্রদা বন্দ্যোপাধ্যায়	নানা দিনে নানা ছবি	মোয়াজ্জেম হোসেন			প্রবন্ধ: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	আব্দুল মান্নান সৈয়দ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	পিএল ও ঐক্য কি সম্ভব/ শেখ গোলাম হাসান, মানুষ প্রতি পক্ষ ভাইরাস/ শুভাগত চৌধুরী	
৯/৪/৮৭ ২৫/১২/৯৩	হাসান হাফিজুর রহমান, জীবন ও সাহিত্যকর্ম, দিনগুলি মোর সোনার খাচায়, বঙ্গসংস্কৃতির এক ভিনদেশী প্রবাদ পুরুষ লিয়েবেদেফ, মানুষ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	মিনার মনসুর, রশীদ হায়দার, মহবুবুল হক, কবির আহমদ, আসাদ চৌধুরী			এই বদল আমরা ও নিচ্ছি দুহাতে, মানুষের এপিটাফ/ শত শত অথবায়, ওদের জীবন মৃত্যু যেস একাকার হয়	সিকদার আমিনুল হক, জাহিদ হায়দার, সিদ্দিকুর রহমান			কাব্য, ভূমধ্য সাগরে অস্ক ঘূর্নি যা বলুক	আলতাফ হোসেন/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	চিলি: অমৃত-গরল সংবাদ/ শুভাগত চৌধুরী	
২৩/৪/৮৭ ৯/১/৯৪	ভাবা নিয়ে, আলস দিনের হাওয়া, সবার উপরে মানুষ সত্য, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	সরৎ কুমার সাহা, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আবু জাফর শামসুদ্দিন, আসাদ চৌধুরী	নিয়ম	আনিস রহমান	দেখি নাই তোমাকে দেখে নাই, তোর জন্য নাম, আমি তার শুধু তার	জহিদুল হক, কামাল চৌধুরী, নাসির আহমেদ			ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী	আবদুল হক খন্দকার/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	দক্ষিণ কোরিয়া সামরিক শাসনের দিন ফুরাচ্ছে/ শেখ গোলাম হাসান, মানসিক চাপ সব সময় মন্দ নয়/ শুভাগত চৌধুরী	
৩০/৪/৮৭ ১৬/১/৯৪	কাজী আব্দুল ওদুদের ছোট গল্প, প্রযুক্তিতে জাপান এগিয়ে কেন, মে দিবস, সবার উপরে মানুষ সত্য, চীন রক্ষণশীলতার প্রত্যাবর্তন, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	রশীদ আল ফারুকী, মফিদুল হক, আবু জাফর শামসুদ্দিন, শেখ গোলাম হাসান, আসাদ চৌধুরী			এ পদ্য শোনাব কাকে, স্রোতের গল্প, বৃক্ষ বাবুর গল্প	সাইফিদ আতিকুল্লাহ, শাহনুর খান, মোহম্মদ নুরুল হুদা						টাক দাড়ি প্রসঙ্গে/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৫/৮৭ ২৩/১/৯৩	উচুঁ রবি নিচু রবি সার্বভৌম কবি. নবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র কাব্যে. আর্ট সঙ্গীত ও সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের চীনা ছাত্র, আলৌকিক আনন্দের ভার, সুফী জুলফিকার হায়দার ও কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, অলস দিনের হাওয়া	ওয়াহিদুল হক, মাহবুবুল হক, অনুপম সেন দিলওয়ার হাসান, কাজী আমেনা বেগম, সিদ্দিকুর রহমান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	শখ	হামীম ফারুক	স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, হ্যায়িকেন	সাঈয়িদ আতিকুল্লাহ, মাকিদ হায়দার						চিনির বিকল্প কতটুকু/ শুভাগত চৌধুরী	সাময়িকী সহ পত্রিকার মূল্য ২.০০
১৪/৫/৮৭ ৩০/১/৯৪	কবি কবিয়াল, দিনেমারের দেশে, আত্মপরিচয়ের সীমানা আছন, মহিলাদের শরীর প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	সুচরিত চৌধুরী তানভীর মোকাম্মেল চিনুয়া আকিবির সাক্ষাৎকার/ শহীদুল জহির, আনোয়ারা সৈয়দ হক, আসাদ চৌধুরী			পিপদ ঘন্টা বাজাও কাব্যিকা	হাইয়িশ ব্যোল (জার্মান কবির শেষ কবিতা)/ সামসুল ইসলাম খান, সৈয়দ হায়দার			মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ	মুহম্মদ আব্দুল জলিল/ বাংলা একাডেমী	মুহম্মদ ইদরিস আলী	ইন্দোনেশিয়া কবে সরে যাবে আন্ধকার/শেখ গোলাম হাসান	২১ তারিখে সাময়িকী প্রকাশিত হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৬/৮৭ ২০/২/৯৪	নজরুল গীতি, স্বরলিপি, নজরুলের জীবনের শেষ অধ্যায় ও সুফি জুলফিকার হায়দার, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, আলস দিনের হাওয়া	করুণাময় গোস্বামী, আব্দুল মজিদ খান, আসাদ চৌধুরী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	শৃঙ্খালয় ক্ষত	বিপ্রদাশ বড়ুয়া					প্রবন্ধ: নান্দনিক নৈতিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	হাসান ফেরদৌস/ সাহিত্য সমবায়ে	ওয়াসি আহমেদ	তেজস্ক্রিয়া নিয়ে জটিলতা/ আব্দুল্লাহ আল মুতী	
১১/৬/৮৭ ২৭/২/৯৪	এক মানব প্রেমিক ও গবেষকের মৃত্যু, কিছু কথা, ভালোন্তিন রাসপুতিন, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	দাউদ হায়দার, দ্বিজেন শর্মা, আসাদ চৌধুরী	পাথরের ফুল	ফজলুল কাশেম	এখনি হঠাও, আমার ভয় করছে	সাইফিদ আতিকুল্লাহ, জাহিদ হায়দার			গল্প: নদীর নাম গনতন্ত্র	বিপ্রদাশ বড়ুয়া/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	ফিজি ভেতরে শত্রু বাহিরে শত্রু/শেখ গোলাম হাসান, বার্ধ্যকের রূপ ও রহস্য/ শুভাগত চৌধুরী	
১৮/৬/৮৭ ৩/৩/৯৪	লাল দীঘি, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, খাজা আহমদ আব্বাস: এক জীবন বাদী লেখক, অলস দিনের হাওয়া	সুচরিত চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, রশীদ আল ফারুকী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	আউগস বুর্গের চক্রবৃত্ত, মানুষ	বার্টল্ট ব্রেখট/ মফিজ দীন শেখ, মতিয়া চৌ.	তোমর বাঁশরির, রূপহারা সন্ধীতে, সূর্যোদয়ে সংসারের সজল সিড়িতে	মোয়াজ্জেম হোসেন, শাহজাহান হাফিজ			প্রবন্ধ: বিচিত্র চয়ন	রমজান আলতা খান মজলিশ/ মনোলোভা প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
২৫/৬/৮৭	ইতিহাস রচনার সমস্যা ও প্রসঙ্গ কথা, মাদক দ্রব্য নানারূপে, প্রবাসে মুক্তযুদ্ধের দিনগুলি, নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়ন, হাসান আজিজুল হকের গল্প, শিশুর কাছে ক্ষমা চাওয়ায় দোষ নেই	মুনতাসীর মামুন, আব্দুল্লাহ আল মুতী, আসাদ চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান, ওয়াসি আহমদ, শুভাগত চৌধুরী	আউগস বুর্গের চক্রবৃত্ত	মূল: বার্টল্ট ব্রেখট, অনু: মফিজ দিন শেষ	বলির পাঠা, ধর্ষিতা	মূল: আর্নেস্টো কার্ডেনাল, অনু: হুসান ফেরদৌস, আফলাতুন							

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১০/৭/৮৭ ২৫/৩/৯৪	নজরুল কে নিয়ে আলাপ, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিন গুলি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উজানের মৃত্যু, ঢাকার পরিতোষ সেন অর্ধ শতব্দী কলকাতায় একজন শেকড়হীন মানুষ	জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আসাদ চৌধুরী, মোঃ জয়নুদ্দিন, মতিউর রহমান	জীবিকা	মূল: হাইনরিখ বোলা, অনু: ভার্গব বন্দ্যো পাধ্যায়	না হয় আমি ঘুমের ঝুঁকে	শামসুর রাহমান			প্রবন্ধ: শরৎচর্চা	নারায়ণ চৌধুরী, মুক্তধারা	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	এইডস. রোগী শিকারীদের কাহিনী/ শুভাগত চৌধুরী	এস এর্সসির বেজাল প্রকাশিত হওয়ায় ২ জুলাই সাপ্তাহিকী হয়নি।
১৬/৭/৮৭ ৩১/৩/৯৪	আহসান হাবীব হা বৃক্ষ অলস দিনের হাওয়া, প্রবাসে মুক্তি দিন গুলো তিমির বণ	আবু মোঃ মোজ্জাম্মেল হক, দ্বিজেন শর্মা, সৈয়দ মুনজুরুল ইসলাম, আসাদ চৌধুরী, করুণাময় গোস্বামী	যমী	কাজী ফজলুর রহমান	স্বভাবটা এই যেমন বাতাসে	সাইয়িদ আতীকুল্লা হ			প্রবন্ধ: মুসলিম মানসের রূপান্তর	শওকত ওসমান/ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	তানভীর মোজাম্মে ল	সাম্প্রতিক সিঙ্গাপুর/ শাহীন হক প্রযুক্তির চরিত্র/ জহুরুল হক	
২৩/৭/৮৭	প্রথম পুরুষ, মনির উদ্দিন ইউসুফ, পেজলা চিঠির দেশে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিন গুলি	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আবু জাফর শামসুদ্দিন, সুচরিতা চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী			কোথায় লুকিয়ে থাকো/সে রাতে বলেছি/ ল্যাম্পপোস্ট	শামসুর রাহমান						বিজ্ঞান ও প্রত্যাশা/ আলী আসগর	

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১৩/৮/৮৭ ২৭/৪/৯৪	হৃৎ কলমের টানে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিন গুলি, মার্ক শাগাল. স্মৃতির রূপকথা	সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী, রফিকুন নবী	হৃদয়ে রক্তপাত	দিলওয়ার হাসান	স্বগোক্তি প্রথম আলোক বর্ষের জীবন	সাইয়িদ [illegible], খালেদা এদিব চৌধুরী			দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষে	সাইয়েদ আহমদ হাই/ বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত		৭ তারিখ [illegible] আছড়া উ.বন্ধ
২০/৭/৮৭ ৩/৫/৯৪	হৃৎ কলমের টানে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিন গুলি, চিত্রিত এক নিঃসঙ্গ সাম্পান. পটুয়া কামরুল হাসান সতোন রচনা সমগ্র এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ, নাটক পশ্চাদভূমি ও উত্তরণ	সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী, রবিউল হুসাইন, তানভীর মোকাম্মেল, মোঃ জয়েনুদ্দিন			কালো রুমাল/ ঘন্টা ধ্বনি, মফস্বলে আবার আয়াদা হোব	মাকিদ হায়দার, জিনাত আরা রফিক, তুষার দাশ						প্রযুক্তির পথে/ জহুরুল হক, আগামী দিনের চিকিৎসা/ শুভাগত চৌধুরী	
২৭/৭/৮৭ ১০/৫/৯৪	হৃৎ কলমের টানে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিন গুলি, নজরুলের বাজেয়াপ্ত রচনা, আবেগ উচ্চকিত নজরুল মহাশূণ্যে রাশিয়ার বিরাট অগ্রযাত্রা, অলস দিনের হাওয়া	সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক, মনিজা খাতুন, সুব্রত বড়ুয়া সৈয়দ মুনজুরুল ইসলাম	বান ভাসি	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	জল হাওয়া ও বাংলাদেশ	শামসের আনোয়ার			প্রেম ও বিপ্লবের কাব্য	ফারুক মেহেদী (অনমুদিত)	মোহাম্মদ রফিক		

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		কবিতা		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/৯/৮৭ ১৭/৫/৯৪	সমরসেন সাহস ও সততার প্রতিকৃতি, মানুষের অস্তিত্বের প্রতিকৃতি গেরিলা কবি, চীনে আধুনিকতার নতুন হাওয়া, হৃৎ কলমের টানে, প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	শামসুর রহমান অশোক মিত্র মুনতাসীর মামুন সৈয়দ শামসুল হক আসাদ চৌধুরী			স্মৃতি/মেঘ দূত/ উদাসী এটা এমন একটা সময়, একটি অপ্রাপ্তি বোধ্য কবিতার জন্য প্রার্থনা, আশল্লের কারুকাজ	সমরসেন, শাহজাহান হাফিজ, আবসার হাবীব, তুষার দাশ						ফিলিপাইন/ শেখ গোলাম হাসান	
১০/৯/৮৭ ২৪/৫/৯৪	নাজিম হিকমতের আত্ম জীবনী হৃৎ কলমের টানে, চেতনা বিদ্ধস্বর উৎসর্গের কবি সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, আলস দিনের হাওয়া- সমর সেন তার কবিতা তার অঙ্গীকার	বিনায়ক সেন সৈয়দ শামসুল হক সন্তোষ গুপ্ত সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম	দেওয়ান হাট	সুচরিত চৌধুরী	আত্মজীবনী, কোন এক বংশী বাদক, জন্মান্ধের সৌন্দর্য বর্ননা	মূল: নাজীম হিকমত, অনু: বিনায়ক সেন, সিদ্দিকুর রহমান জাহিদ হায়দার						দূরদেশ স্বদেশ/ জ্যোতি প্রকাশ দত্ত মধ্য আমেরিকা শান্তির সম্ভাবনা/ শুভাগত চৌধুরী	
১৭/৯/৮৭ ৩১/৫/৯৪	হৃৎ কলমের টানে, চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে, ওয়ল সোয়িঙ্কা, কালো আফ্রিকার হীরক দ্যুতি, শ্যাবি ও লভ	সৈয়দ শামসুল হক, আনমগীর সাত্তার মূল: হেনরিকসন, অনু: সাজেদুল আউয়াল	প্রেম কুণ্ডু, সংক্রামক	মূল: শি নি ইচি হোশি, অনু: বেলাল চৌধুরী আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন					বিজ্ঞান প্রাণলোক, নতুন দিগন্ত	আব্দুল্লাহ আল মুতী/ আহমদ পাবলিশিং	এ এন রাশেদ	ফ্রডলফহেস এর নৃত্য ও প্রসঙ্গিক বিতর্ক/ শাহীন হক বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি/ হালী মোস্তফা	
২৪/৯/৮৭ ৭/৬/৯৪	মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, ভূমিকা ও সাক্ষাৎকার অলিখিত জীবনের ভাষ্যকার দুয়ার থেকে সুদূরের বিভূতী, হৃৎ কলমের টানে	আসাদ চৌধুরী সেলিনা হোসেন রণীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী সৈয়দ শামসুল হক			সবাই তটস্থ হয়ে আছে কবি/ উর্বশী তুমি ও/ বিপজ্জনক নয়/ প্রতিযোগিতা	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল			কাব্য, আমার সময়	আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ/ অনিন্দ্য প্রকাশক	মোয়াজ্জেম হোসেন	কোরজোম কি বিপদ মুক্ত হতে পারবেন/ শাহীন হক	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/১০/৮৭ ১৪/৬/৯৪	রাজনীতি ও ছাত্র সমাজ, অলস দিনের হাওয়া, নাম তার ক্যামিলিয়া, হৃৎ কলমের টানে	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম নওয়াজেশ,আহমেদ সৈয়দ শামসুল হক	পাথর কাঁচ	ফজলুল কাশেম	বিড মাস্টার	খোন্দকার আশরাফ হোসেন			কাব্য: প্রতীকের হাত ধরে অনেক প্রতীক	ইকবাল আজিজ	হাসান ফেরদৌস	পারমাণবিক অস্ত্রহ্রাসে বৃহৎ শক্তির মতৈক্য/ শাহীন হক	
৮/১০/৮৭ ২১/৬/৯৪	সমালোচক, হৃৎ কলমের টানে, মুহম্মদ নূরুল হক এক অনন্য সমাজ সেবক	আব্দুল মন্নান সৈয়দ, সৈয়দ শামসুল হক, আবুল মাল আবদুল মুহিত			শুচি হয় ঝড়ে ও ঝঞ্ঝায় আছি তোমার নৌকায়	শামসুর রহমান, রেজাউল স্টালিন			দেওয়ানদের মালিকানা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু	জুবায়দা গুলশানআরা/ সরদার প্রকাশনী সম্পাদক তপন চক্রবর্তী/বাংলা একাডেমী	কবীর চৌধুরী সন্তোষ গুপ্ত	ও মাধবী ও মালতী/ দ্বিজেন শর্মা	
১৫/১০/৮৭ ২৮/৬/৯৪	রক্তচূর্ণির সংসারে লাল সেগুনের মহোৎসব, জীবনানন্দ দাশের কারু বাসনা, হৃৎ কলমের টানে, জীবন প্রেমীদের জন্য তারকা লোক থাক অবারিত অলস দিনের হাওয়া	দাউদ হায়দার আহসানুল কবির সৈয়দ শামসুল হক এডলেফো প্যারেজ এসকুই ভেল/ মুস্তাফিজুর রহমান খান সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম	ঝড়	মাফরুহা চৌধুরী	নিগৃহীত পংক্তিমালা	এনামুল হক						যোগাযোগের দিগন্ত/ জহুরুল হক প্রথম হার্ট এটাকের পর/ গুভাগত চৌধুরী	
২২/১০/৮৭ ৪/৭/৯৪	হৃৎ কলমের টানে, ভাস্কর রোঁদ্যাদার জীবন ইতিহাস ও সমকাল স্মৃতির ফুল কনকচাঁপা	সৈয়দ শামসুল হক, দিলওয়ার হাসান, মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী, শিপ্রা রক্ষিত			ছলাকলা/ পাগলামী নেপোর মারবে দুই তুষারে প্যারিস বৃক্ষগুলো দাঁড়িয়ে আছে	সানাউল হক খান, আবুল মোমেন লিওপল্ড সেডার/ হাসান ফেরদৌস শামসুল ইসলাম						ওয়ালী খানের বই/ ভারত ভাগ প্রসঙ্গে কিছু কথা/ তানভীর মোকাম্মেল, সমর নায়ক বাবু কা ও তার দ্বিতীয় অভ্যুত্থান/ শাহীন হক	
২৯/১০/৮৭ ১১/৭/৯৪	সংবাদ এর কাগজ বোঝাই ট্রাক ফেরীতে আটকে পড়ায় ২৯ তারিখের সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।												

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/১১/৮৭ ১৮/৭/৯৪	হৃৎ কলমের টানে, জোসেফ ব্রডস্কী ও এবারের নোবেল পুরস্কার, কবি মঈনুদ্দিন, ভ্রমণ সাম্পারটান নগরী গ্রীস, শিল্পী-নিজামীর চিত্রকর্ম	সৈয়দ শামসুল হক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান আব্দুস সাত্তার মতলুব আলী			আমি আমার হৃদয় পতিত পুষ্প সৌরভ রেলগাড়ি কেস্নো সবাই বিদায় নেয় সেই মেয়েটি	মূল: ঝাও নান সুলি ফিডস্যফেড পিয়ান জিলিন, অনু: খালেদা এদিব চৌধুরী, ইকরাম আজিজ, আসীম সাহা	চীনা কবিতা অনুবাদক ফয়েজ আহমদ		গল্প: মৃত্যুবাণ	মঞ্জুসরকার/ UPL	আতোয়ার রহমান	যাদুবিদ্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ/ মুনতাসীর মামুন পঙ্গুদের জন্য আশার সংবাদ	
১২/১১/৮৭ ২৫/৭/৯৪	সফিউদ্দিন নিভৃত ও নেপথ্য চারী এক বড় মাপের শিল্প, হৃৎ কলমের টানে, অস্কার আরিয়াসের নোবেল পুরস্কার ও মধ্য আমেরিকায় শান্তির অন্ধতা	রফিকুল নবী সৈয়দ শামসুল হক, শাহীন হক	বিদায়	মূল: হাইনরিখ বোল অনু: মোবারক হোসেন খান	এতো দ্রুত চসার/ তার কোথাও যাবার ছিল/ ওইতো আমার তরবারি/ শালিখের কিচিরমিচির	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ						সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর তরঙ্গ ভঙ্গ, সামাজিক সমস্যা মোহাম্মদ জয়েনুদ্দিন	
২৬//১১/৮৭ ৯/৮/৯৪	হৃৎ কলমের টানে, শিশিরের শব্দের মতন মোঃ নাসির উদ্দিন শতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি সফিউদ্দিন আহমেদ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, জীবন ও সৃষ্টি	সৈয়দ শামসুল হক, নওয়াজেশ আহমদ সৈয়দ আবুল মকসুদ রফিকুন নবী, নুরুল ইসলাম	ছুটি	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	ভস্মের বিজয়ে আস্ত হিত হয়, অকারণে	মুহম্মদ নুরুল হুদা, শিহাব সরকার			কোথা থেকে কোমন করে এলাম (বিজ্ঞানাব)	তপন চক্রবর্তী/ মুক্তধারা	রেজাউল রহমান	কান্দিরে কিছু মৌলিক প্রশ্ন/ শুভাগত চৌধুরী	হরতালের কারণে নিউজপ্রিন্ট সরবরাহে আরিচা ঘাটে যান জটের কারণে সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি ১৯ শে নভেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৩/১২/৮৭ ১৬.৮/৯৪	হৃৎ কলমের টানে, যাতায়াতের সীমানা আন্দ্রে মালরো জীবন ও শিল্প চেতনা, প্রসঙ্গে স্মৃতির ফুল কনক চাঁপা, লোক সাহিত্যের ভুবন ও কিছু স্মৃতি	সৈয়দ শামসুল হক, জহুরুল হক, আবেদীন কাদের, একে এম নুরুল ইসলাম, রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী	সিটি যে গন্ধ	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	পাগল বালক, আশ্বাস	শামসুল ইসলাম, জিনাত আরা রফিক			খনার বচন	সম্পাদনা পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র আনন্দপুর, সাভার ঢাকা	সিদ্দিকার রহমান		
১০/১২/৮৭ ২৩/৮/৯৪	রশীদ চৌধুরীর শিল্প স্বরূপ, জহুর হোসেন চৌধুরী সময়ের সারথী, মৃত্যুর সাইত্রিশ বছর পরে আমাদের কাছে বিভূতি ভূষণ, আন্দ্রে মলিরো জীবন ও সমীক্ষা দর্পণে নিজের মুখ	মতলুব আলী, সন্তোষ গুপ্ত, আহমেদ আশরাফ আবেদীন কাদের, হায়াৎ মামুদ			মুখরিত জীবনের কথা, সাম্প্রতিক ভাবনা	খালেদা এদিব চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন খান						মানসিক চাপ ও শিশু/ শুভাগত চৌধুরী, বাংলাদেশে বিজ্ঞান লেখার বর্তমান অবস্থা/ শহীদুল ইসলাম	
২৪/১২/৮৭ ৮/৯/৯৪	অতুল প্রসাদের গান, সমকালীন কবিতায় শরীর ও মেজাজ, আন্দ্রে মালরো, হেমান্ত বিশ্বাস তার শিল্প ক্ষুধা, উড্ডীন কড়চা আকাশ ভরা সূর্য তারা	দীপা বন্দোপাধ্যায়, মোহম্মদ জয়েনুদ্দিন, হাসান ফেরদৌস, শান্তনু কায়সার, আলমগীর সাত্তার	পণ	মূল: আন্তন চেখভ, অনু: আমিনুল হক মিঠু	গালিব অজ্ঞাত, বনে, দ্রাক্ষাবনে দ্রৌপদী, কালের পাথর, অবিরল বর্ষণ	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, রবীন্দ্র গোপ, মূল: গ্যাব্রিয়েলা মিসত্রাল, অনু: তসলিমা নাসরিন			ধর্ম ও রাষ্ট্র	রশীদ আল ফারুখ/ অক্ষর চট্ট	আবু জাফর শামসুদ্দিন	বলার চেয়ে শোনা ভাল/শুভাগত চৌধুরী	
৩১/১২/৮৭ ১৫/৯/৯৪	দুই দ্রষ্টা পুরুষ, রবীন্দ্রনাথ ও নেহেরুর মধ্যে পত্র বিনিময়, রশীদ আল ফারুকী নব প্রজন্মের এক মুক্তিযোদ্ধা, উড্ডীন কড়চা ইতিহাস ও ঐতিহাসিক চেতনা	চিত্তরঞ্জন সাহা, মিনার মনসুর, হাসান ফেরদৌস, মমতাজ উদ্দিন পাটয়ারী	ক্ষয়	রশিদ খান	সরল গন্তব্যে ব্যারোক্র্যাসী স্টেইন	মাকিদ হায়দার,			চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস	আশরা সিদ্দিকী/ আনরাফ ফাউন্ডেশন	জাহানারা বেগম	রঙ কানাদের কথা ও জীবন তত্ত্ব/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৭/১/৮৮ ২২/৯/৯৪	বিপ্লবী ও প্রেমিকও, আদ্রে মালরো জীবন ও শিল্প চেতনা	কবীর চৌধুরী, আবেদীন কাদের,	অধ্যবসায়, ঝগড়া পর্ব	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, অমল সাহা	এখন আমি কি করি, প্রিয় সেই স্মৃতিগুলো, দুলে ওঠে ঝুটি, মধ্যবিত্তের মেরুদন্ড বিষয়ক	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, নাসির আহমেদ, আবু তাহের, জাহিদ হায়দার			গল্প: ফেরারী উত্তরাংগ, নাটক নাট্যকার, পত্র সাহিত্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, মুক্তধারা, গজনফর আলী/ হাফিজ বুক সেন্টার, আমস নূরুল ইসলাম, সম্পাদিত/ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত	খোন্দকার রিয়াজুল হক, সন্তোষ গুপ্ত	ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে/ শুভাগত চৌধুরী, পুষ্প তরু পরিচিতি প্রয়াস/ শ্যামল রায়	
১৪/১/৮৮ ২৯/৯/৯৪	বিজ্ঞান সাহিত্যের অনুবাদ	আলী আসগর	শরীর টুথপেস্ট	জগলুল আলম, সুশান্ত মজুমদার	তীওতে চিং গ্রন্থের কিংবদন্তী, বস্ত্রহরণের মালা/ নরপশু/ পুচ্ছপরা লোকেরা	মূল: বার্টল্ট ব্রেখট, অনু: মাফীজ দীন শেখ, বেলাল চৌধুরী, গোলাম কিবরিয়া পিনু						বিজ্ঞানে নোবেল ১৯৮৭/ শামজুলাপ শাইন/ কে এম আবেদীন,	
২১/১/৮৮ ৬/১০/৯৪	জেমসবন্ড -১৯২৪-৮৭, রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্ত সেন	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ফজলুল হক	বাঘ-বর্কার	বশীর আল হেলাল	মরুভূমি হাওয়াকাঙ্ক্ষি ঘুড়ি	মূল: ময়িনবসিস্যো, অনু: কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার দাশ, হাসান হাফিজ			উপন্যাস: নবান্ন	শামসুদ্দিন আবুল কালাম/ মুক্তধারা	রুমি করিম	হরিপুর তৈলচুক্তি/ ড. কলিমুর রহমান বাংলাদেশে হেরোইন সমস্যা/ ডা.দেওয়ান ওয়াহিদুন নবী	
২৮/১/৮৮ ১৩/১০/৯৪	ইক্যোনিয়া, সেই প্রিয়জন	মোজাফফর হোসেন, মুস্তাফা নুরুল হক	বুড়ো বিজ্ঞা ওয়ালা ও আমি, পবিত্রাণ	শহজাহান কিবরিয়া, মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অনু: মাসুমা খানম	একজন জন্ম নিয়ন্ত্রণ কারীর প্রতি, একজন কবিকে দ্রৌপ্য/ পৌরুষ অবশেষে থেকে যায়	রবিউল হুসাইন, মাহবুব আজাদ, সৈয়দ নূরুদ্দিন, ইকবাল আজিজ			কাব্য: বমনায় বৈশাখের বাঁশী	এনামুল হক/ প্রগতি প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	চি.ক. গুণটানা জয়নুল আবেদীন, লোক চিকিৎসা/ তপন চক্রবর্তী, স্মরণ: বীরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়/ প্রকৃতিচক্রবর্তী	

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৪/২/৮৮ ২০/১০/৯৪	শিল্পী কামরুল হাসান, কামরুল হাসান তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য, আমার মাস্টার সাহেব কামরুল নি.সঙ্গ নাবিক কামরুল ভাই, কখন ও ছাড়েননি তিনি দেশের আত্মাকে, কামরুল হাসান	মুনীর চৌধুরী, শান্তনু কায়সার, কামরুল হাসান, মুনতাসীর মামুন আবদুল্লাহ আল মুতী, ওয়াহিদুল হক, বোরহান উদ্দিন খানজাহাঙ্গীর,											
১১/৪/৮৮ ২৭/১০/৯৪	নীরদ চৌধুরীর প্রবাস জীবন, মনির উদ্দিন ইউসুফ, এক অতৃপ্ত শিল্পী গনেশ পাইন, সত্যেন বসুর উত্তরাধিকার	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান, মতিউর রহমান এম এম হারুন অর রশীদ			পরিবর্তন, বিবাগী উচ্চারণ, বামন নাচছে	শান্তনু কায়সার, সানাউল হক খান, শিহাব সরকার			প্রবন্ধ: বাংলাদেশের সন্ধানে	মোবাশ্বের আলী/ মুক্তধারা	গোলাম কিবরিয়া টিপু	দুরদেশ স্বদেশ/ জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, সম্প্রতি নিকারগুয়া/ শেখ গোলাম হাসান	
২৫/২/৮৮	দুটি দুষ্প্রাপ্য ও ব্যতিক্রমী ছোট গল্প বিস্তৃত ভাস্কর কামিল ক্লোদেল, আবার আলোচিত হোক সেই ইতিহাস	শান্তনু কায়সার, অমলেশ সরকার, আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	দুপুর বেলা	মঈনুল আহসান সাবের	গুনি বিচরণ ধ্বনি, সার্থকতা	আবু তাহের, জিনাত আরা রফিক			পঞ্চ মন্ত্র	হোসনে আরা শাহেদ/ পালক পাব.	সন্তোষ গুপ্ত	রাজীবের ভারত/ শেখ গোলাম হাসান, নতুন স্বাস্থ্য সমস্যা ক্যান্সার/ শুভাগত চৌধুরী	

মার্চ-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/৩/৮৮ ১৯/১১/৯৪	কবি তীর্থে জন কীটস-এর হ্যাম্প স্টীডে, কবি সমরেন্দ্র দত্ত	সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সুচরিত চৌধুরী	জীবন জাগানো জ্যোৎস্না	জুবাইদা গুলশানা আরা	সারদায় সন্ধ্যায়, অবিনশ্বর মানুষ, নষ্ট	রফিক নওশাদ, মিনার মনসুর, শহীদুল ইসলাম			মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, বিষয়: নাটক, উপন্যাস: নীলা মিতা পুতুল এবং রাজনীতি	সম্পাদক, সেলিম রেজা/ অনুপম রামেন্দ্র মজুমদার/ মুক্তধারা, আমিনুল ইসলাম তোড়া/ স্নেহনীড় ২০১ ফকিরাপুল	সনজীদা খাতুন, মোহাম্মদ জয়নুদ্দিন, এম এফ আর এস রহমান	রোহ এর যাত্রা শুরু/ শেখ গোলাম হাসান	
১০/৩/৮৮ ২৬/১১/৯৪	দারুণ মাস্তুলের কর্ণধার: জগদীশ গুপ্তের প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী, উতঙ্গীন কড়চা, আমস্টারডাম ভ্যানগ্যা মিউজিয়াম	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আলমগীর ভাণ্ডার	মেয়েটি	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	নবান্ন, গোলাপের গল্প, আয়োজন, কামরুল হাসানের ছবি'৮৮	আতাউর রহমান, হায়াৎ মামুদ মুজিবুল হক কবীর, হোসেন সোহরাব			বিজ্ঞানের বিস্ময়, প্রতিরোধের ছড়া, উপন্যাস: টাট্টু ঘোড়া-টাট্টু ঘোড়া	আব্দুল্লাহ আল মুতী/ বর্ণ বিচিত্রা এখলাস উদ্দিন আহম্মদ/ বইঘর	সন্তোষ গুপ্ত, আতোয়ার রহমান	আফগানিস্তান নতুন উদ্যোগের আলোকে/ শেখ গোলাম হাসান, হাটুন স্বাস্থ্যের জন্য/ শুভাগত চৌধুরী	
১৭/৩/৮৮	ভলটেয়ার ও ইতিহাস, বিদায় সম্ভাবন নয়, বড়ো অসময়ে এই চলে যাওয়া	মমতাজ উদ্দিন পাটুয়ারী, বেলাল চৌধুরী, শান্তনু কায়সার	ভূত	মূল: মারী লুইজ কাশনিৎস, অনু: মাফীজ দীন শেখ	একটি বৃক্ষের কথা/ আমি ভ্রাম্যমান/ তুমি আমি ও আমরা, শিশু, তরুনদের উদ্দেশ্যে মুর্মুষূ কবির ভাষা, অবিনশ্বর মানুষ	সৈয়দ শামসুল হক, খুরশিদ জাহান হক, মূল:বার্টোল্ট ব্রেখট, অনু: মোজাম্মেল হোসেন, মিনার মনসুর						অর্ধেক তার করিয়াছ নারী অর্ধেক তার নর/ শুভাগত চৌধুরী	
৩১/৩/৮৮ ১৭/১২/৯৪	সমাজ বাস্তবতার কবি হাসান হাফিজুর রহমান, দারুন মাস্তুলের কর্ণধার, সৈয়দ ওয়ালী উল্যাহর 'নাকান্দে বুবু' একটি সাক্ষাৎকার (রবীন্দ্র চিত্রকলার সমালোচনা ও শোভন সোম)	মিনার মনসুর, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম			বিপ্রলব্ধ শেষ বিবাদী/ আক্রান্ত গজল/ এক জীবনে ও নয়, লিফট ম্যানের উক্তি	আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মাকিদ হায়দার						আরেক কন্ট্রা কেলেঙ্কারী/ শেখ গোলাম হাসান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি/ বরিউল হুসাইন	২৪ তারিখ প্রকাশিত হয়নি স্বাধীনতা সংখ্যার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৪/৮৮ ৪/১২/৯৪	গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তার নতুন উপন্যাস ও একটি সম্পাদকীয় সাক্ষাৎকার, ১৯৭১ ও ঢাকা নগর যাদুঘর	মফিদল হক, মসিহ উদ্দিন শাকের			জ্বলন্ত গাছ/ বেশ্যা এডেলিন ব্রোর গাঁথা	মূল: বের্টল্ট ব্রেখট, অনু: আবদুস সেলিম			সক্রেটিস, প্রবন্ধ আফ্রোদিতির দেশে, মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি যেনজীর আহমদ	হাসন আজিজুল হক/ ভাষা শহীদ গ্রন্থ মালা/ বাংলা একাডেমী আলমগীর হাওলাদার/ সাহিত্য সমবায় আবু জাফর শামসুদ্দিন/মুক্ত ধারা	মুকুল মজুমদার সন্তোষ গুপ্ত ঐ	মহাশূন্য যোগের দেহ/ তহুরুল হক জ্যাকসনের নাটকীয় উত্থান/ শেখ গোলাম হাসান, ভ্রমন পশ্চিম জার্মানী, ভিন্ন চোখে/ তানভীর মোকম্মেল, সোনামণিদের নামধারা/ শুভাগত চৌধুরী	
১৪/৪/৮৮	রাজনীতি: কবিতা শামসুর রাহমান, আরো কতদূরে আছে সে আনন্দ ধাম, পীড়িত কবি এক বসন্তের পাখি	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ওয়াহিদুল হক, সিকদার আমিনুল হক	পূণ্যভূমি	মঞ্জু সরকার									
২১/৪/৮৮ ৮/১/৯৫	আকাশ পাতাল সেই কালের নিরীক্ষণ ও প্রসঙ্গ কথা, আত্মোপলব্ধি এবং মূল্যায়নের আলোকে স্থাপত্য শিক্ষা ও চর্চ্চার পঁচিশ বছর, ফাঁসোয়া সাগাঁর জন্য একটি চমকপ্রদ আবেদন	সনৎ কুমার সাহা, রবিউল হুসাইন	ভিনার	আব্দুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	ওপড়ানো স্বপ্নের সংলাপ, সময়	জাহিদ হায়দার, সিদ্দিকুর রহমান			চিরঞ্জীব নজরুল	মাহমুদ নুরুল হুদা/ আবু রসীদ মাহমুদ	সন্তোষ গুপ্ত	মূত্র ও পথুরী/ শুভাগত চৌধুরী, উপসাগর শান্তি উদ্যোগের প্রয়োজন/ শেখ গোলাম হাসান	
২৮/৪/৮৮ ১৫/১/৯৫	সমবেশ বসু, কোথায় পাব তারে, স্বপ্নবন্দীর কবি, কাজী হাসান হাবীবের নয়াচিত্র, একজন গল্পকার, ভিন্ন আদলে	রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, মাহমুদ আল জামান, মুরতজা আলী	মাছ ও মানুষ	রেজাউর রহমান	বুড়ো নাবিক, অনন্যশীতের সংজ্ঞা, দুখী বাঙলার বেহুলে হেমে তুমি তো নিশ্চিত	সানাউল হক খান, মুশাররফ করিম	একটি কালোবিড়াল	ফিরদৌস মাহবুব উল হক				সারাক্ষণ চেয়ারে বসে থাকাত নেই/ শুভাগত চৌধুরী আফগানিস্তান: শান্তি কি আসবে? / শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৮/৫/৮৮ ২৫/১/৯৫	রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও কাব্যে এক প্রান্তবাসিনী রবীন্দ্রনাথের ছবি, রবীন্দ্র সংগীত কলা, সে, দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘ ছায়া	হায়াৎ মামুদ, যামিনী রায়, কল্যাণময় গোস্বামী, শান্তনু কায়সার, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম											৫ তারিখের পরিবর্তে ২৫ বৈশাখ উপলক্ষে ৮ তারিখ প্রকাশিত হল
১২/৫/৮৮ ২৯/১/৯৫	১৯ তারিখ ঈদুল ফিতরের জন্য ২৬/৫/৮৮ তারিখে বিশেষ কারণে সাময়িকী প্রকাশিত হয় নি												ঈদ সংখ্যার জন্য বের হয়নি ১২/৫

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/৬/৮৮ ১৯/২/৯৫	নজরুলের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা নজরুলের একটি দুর্লভ কবিতা ট্রেড শো, শ্রোতারা যদি সহায় হন রবীন্দ্র সংগীত কথা, গ্যালিলিও, আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সুরে নজরুলের গান,	হায়াৎ মামুদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, করুণাময় গোস্বামী তানভীর মোকাম্মেল, করুনা রায়							রমপ্রসাদ চন্দ	সাইফুদ্দিন চৌধুরী/ বাংলা একাডেমী	ফজলুল হক	নাসির উদ্দিন আহমদ স্মরনে/ একজন শ্রদ্ধেয় মানুষকে হারিয়ে/ যয়েজ্ঞ আহম্মদ	
৯/৬/৮৮ ২৬/২/৯৫	রাষ্ট্র সংবিধান ও ধর্ম, চিনুয়া আচিবি স্বদেশ ও ঐতিহ্য নাইজেরিয়া এক ঔপন্যাসিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র	আমীর উল ইসলাম, মাহমুদুল হোসেন, হোসেন উদ্দিন হোসেন	একটি মেয়ে ও একটি পানপাত্র	মূল: অমৃতা প্রীতম, অনু: শামসুজ্জামান খান	ফাল্গু পিলে চমকালে	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ						মানব শরীর কিছু তথ্য/ শুভাগত চৌধুরী, পরমানুর বর্ণাঢ্য জগৎ/ আলী আসগর	
১৬/৬/৮৮ ১/৩/৯৫	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর লালসালু ও প্রাসঙ্গিক, দক্ষিণ আফ্রিকার উপন্যাস এবং জে. এম. কোয়েৎজি, অতিপরিবাহিকতা. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বর্তমান, সশস্ত্র সুন্দর বাবা কথা	শামসুল আলম সাঈদ, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, এম এম. মর্তুজুর রহমান, মতিউর রহমান	শরীফন	ফজলুর রহমান	রজনীকান্তের গান শুনে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতির বেসাতি করো যারা, আমার বন্ধু আতিক	সানাউল হক খান, মূল: মাহমুদ দারাবীশ, অনু: আলম খোরশেদ, মোফাজ্জল করিম			ক্রান্তি কালের ছায়া	মাফরুহা চৌধুরী/ কালান্তর	হালিমা খাতুন	রুচির নতুন উত্তাপ/ কায়েস হাসান, প্যালেস্টাইনে এক এক ঐতিহাসিক গণজাগরণ/ শেখ গোলাম হাসান	
২৩/৬/৮৮ ৮/৩/৯৫	রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, জীবনানন্দ. তার গদ্যের জগৎ, হামীদুজ্জামান খান তাঁর শিল্প অন্বেষা ও সফলতা	কায়েস আহমেদ, আলম হায়দার, নাসিম আহমেদ নাদভী,	কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ	মুস্তফা পান্না	বেহুলার সাম্পান	রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ			শিল্পী শ্রমিক রশীদ চৌধুরী	জান্নাত চৌধুরী/ মহিসংযুতা	মুনতাসির মামুন		
৩০/৬/৮৮ ১৫/৩/৯৫	বঙ্কিমের পাশ্চাত্য প্রভাব. ভাষা পরিচর্যার প্রেক্ষিত, নির্বাসনের সহিত্য ও অপাস্তো য়োয়াবাস্তোস সালভাদর দালি, শাহ তার স্মরণে	মনসুর মুসা, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, দিল ওয়ার হাসান, হারুণ হাবীব			ছোবল, রক্তিম মাচ ১৯৮৮	অসীম সাহা, জাহীদ হায়দার			ভরতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম অবদান, গদ্য জৈব চেতনা	শান্তিময় রায়/ মুক্তধারা, অনামিকা হক লিলি/ শাক্তানী	সন্তোষ গুপ্ত, মোশারক হোসেন খান	হাইতি আবারো জেনারেল নামফি/ শেখ গোলাম হাসান	

জুলাই-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৭/৮৮ ২২/৩৯৫	আধুনিকতা ও আহসান হাবীব, বিদ্রোহী কবি নাজিম হিকমত, প্রদর্শনী সমীক্ষা: মাহমুদুল হকের চিত্রকলা, রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যের ধারায় প্রসঙ্গিক কথা	মাসুদুজ্জামান, নজরুল আলম, নজরুল ইসলাম, শিশির কুমার ভট্টাচার্য	কলেজ লেটেল	মঈনুল আহসান সাবের	আমাদের সেই স্বাধীনতা, নবান্ন, ফিরিয়ে নিয়োনা পেয়ালা	তমিজ উদ্দিন লোদী, আতাউর রহমান, সমরেশ দেবনাথ			এ্যান অ্যানথোপল জী অব মডার্ন লিটারেচার ফ্রম বাংলাদেশ	সম্পাদক/ আবেদীন কাদের/সন্ত পদী পাপলি	সালেহ মাহমুদ রিয়াদ		
১৪/৭/৮৮ ২৯/৩/৯৫	আকাশ পাতাল বাঙালী যদি, রুম প্রাওয়ার জাহবালার উপন্যাস, উডডীন কড়চা, ভ্রমণ, প্রদর্শণী সমীক্ষা, শওকাতুজ্জামানের চিত্রকলা, স্বপ্ন ও ভালবাসা	সমর কুমার সাহা, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, আলমগীর জান্তার, ফারুক নওয়াজ			কুমবুর্গের জীবন, মন্তাজ	মূল: শাঁতেব্রিয়ে, অনু: বেলাল চৌধুরী, মুস্তফা আনোয়ার			ভাষাতত্ত্ব কথা, ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিদন	মুহাম্মদ দানীউল হক/ পাক পাবলিশার্স, সম্পাদক আনিসুজ্জামান, ওয়াহিদুল হক, জামিল চৌধুরী ও নরেন বিশ্বাস	শামসুন নাহার গফুর, বদি উর রহমান	উপসাগর কেবল দুর্ঘটনা নয়/ শেখ গোলাম হাসান	
২১/৭/৮৮ ৫/৪/৯৫	ঐতিহ্যবোধ ও বশীদ চৌধুরী শিল্প, প্রমিত বাংলার রীতিগত সমস্যা, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্য অবলোকন	শফিকুল ইসলাম, মনসুর মুসা, আবু মোহম্মদ মোজাম্মেল হক, কায়েস আহমেদ	সোনার শরীর	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	কুমীর, কবিতা, আফ্রিকা আমার আপনজন	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ওবায়দুল ইসলাম, আসাদ চৌধুরী			গল্প:শকুনেরা সবখানে	মকবুলা মনজুর	নয়ন রহমান	হেমাঙ্গ বিশ্বাস/ হেনা দাস, মঙ্গল গ্রহে মানুষের অভিযান/ টাইমস থেকে অনুদিত	

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৮/৮৮ ১৯/৪/৯৫	রবীন্দ্রনাথের চিত্র কলা, রবীন্দ্রনাথের গানে মৃত্যু ভাবনা, কোথায় পাব তারে ও সোনার বাংলার সন্ধানে, রবীন্দ্রনাথের জনগণ মন নিয়ে বির্তক, রবীন্দ্রনাথের গদ্য গান, ভ্রূনের রহস্য ও রবীন্দ্র কবিতা	কেজি সুব্রহ্মনিয়ম, সনজিদা খাতুন, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, আব্দুল হালিম, করুণাময় গোস্বামী, হায়াৎ মামুদ											
১১/৮/৮৮ ২৬/৪/৯৫	বন্দনাগীতি চেঙ্গিস আইত মাত্রভের একটি সাক্ষাৎকার, চিত্রকলায় অভিব্যাক্তিবাদ, গ্যাব্রিয়েল ওয়কারার কবিতা	সুচরিত চৌধুরী, শাহাদুজ্জামান, নাঈদ আখতার, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম	শেকড়	ভাস্কর চৌধুরী	চাকা, নিজ উঠোনের কিংবদন্তী, রজনীগন্ধা	শিহাব সরকার, ত্রিদির দস্তি দার, বিনু আহমেদ			গল্প: পুই-ডালিমের কাব্য	শামসুদ্দিন আবুল কালাম/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	উপসাগরের শান্তি সম্ভাবনা/ শেখ গোলাম হাসান	
১৮ তারিখ এর পত্রিকা বাংলা একাডেমীতে পাওয়া যায়নি। ২৫ তারিখ পবিত্র আত্তরা উপলক্ষে বন্ধ থাকায় পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি													
২৬/৮/৮৮ ৯/৫/৯৫	নজরুল সংগীত কলা, ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের শতবর্ষ, বঙ্কিম চন্দ্র ও আজকের বাংলা উপন্যাস ভ্রমণ/ বার্লিন দেওয়ালে এপার ওপার	করুণাময় গোস্বামী, সিলভিয়া বাপ্পি, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল	বরফ	কনস্তান্তিন পাউস্তোভস্কি/ আতোয়ার রহমান								পাকিস্তান তারপর কি?/ শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৯/৮৮ ৫/৫/৯৫	প্রতিবেশী সহচর ও সতীর্থ, সময়ের সাহসী সন্তান, সুরের যাত্রী এক অদম্য পথিক, নিউইয়র্কের চিঠি, এ ক্যারের পুলজিৎ পুরস্কার, অন্য অবলোকন, লোকায়ত সংস্কৃতি ও বাঙালী সমাজ	শওকত ওসমান, সেলিনা হোসেন, মহাদেব সাহা, আলম খোরশেদ, কায়েস আহমেদ, আবু জাফর শামসুদ্দিন	আমেরিকা থেকে বেড়াতে এল বার্লের ছেলে	মূল: আইজ্যাক বি সিঙ্গার, অনু: বাবুল আলম					উপন্যাস: ভয়ভাল বাসা নির্বাসন	বিপ্রদাস বড়ুয়া/ মুক্তধারা	মুরতাজা আলী	আমৃত্যু তার সাধনা/মফিদুল হক	সাময়িকীটি আবু জাফর শামসুদ্দিন স্মরণে
২২/৯/৮৮ ৫/৬/৯৫	বাংলাদেশের বন্যা কারণ ও এর সঙ্গে সহাবস্থানের উপায়, লালন চর্চার প্রথম নিদর্শন, জীবন শিল্প- এম ওয়াজেদ আলী ও বাঙালী মুসলিম জাগরণ, একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা	মোহম্মদ শামসুল আলম ও দারা শামসুদ্দিন, আবুল আহসান চৌধুরী, সুচরিত চৌধুরী রানা, রাজ্জাক আহসান	সব জান্তা	মূল: সামার সেট মম, অনু: ফিরদৌস মাহবুব-উল হক	বন্যা বিলাপ, ক্যামড্রিন ছুলে, সাহসী নাটক	শামসুর রহমান, রেজাউল স্টালিন, আতাউর রহমান			প্রবন্ধ: বাঙালী কাকে বলে	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমেদ পবলিশিং	মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা		বন্যাজনিত কারণে নিউজপ্রিন্ট সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়- সংবাদ সাময়িকী ৮ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়নি
২৯/৯/৮৮ ১২/৬/৯৫	প্রেরণার উৎস এলিয়ট, টি এস এলিয়ট এবং তিরিশের কবিরা, ওয়েস্ট ল্যান্ড পরিক্রমা, বাংলাদেশের বন্যা কারণ ও এর সঙ্গে সহাবস্থানের উপায়, টি.এস.এলিয়ট,	শামসুর রাহমান, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আহসানুল হক, মোহম্মদ শামসুল আলম ও দারা শামসুদ্দিন, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম	এলিয়ে সঙ্গে	মূল: মুলক রাজ আনন্দ, অনু: সৌম্য মামুন	খুকির কাঁকই ওঙকার, হাত লুটো আটাশ মিনিটে কার নিঃসঙ্গ হইল	আবু তাহের অঞ্জনা সাহা, সৈয়দ হায়দার						অন্য অবলোকন/ কায়েস আহমেদ, সম্প্রতি, বার্তা/ শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৬/১০/৮৮ ১৯/৬/৯৫	নষ্টনীড়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে শিল্পের আয়ত রূপ, নিউইয়র্কের চিঠি, চিনুয়ার মৌন ভঙ্গ	সুচরিত চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল মুতী, তানভীর মোকাম্মেল, আলম খোরশেদ	সব মিলে একটি নদী	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	কুসকুস কারওয়ে এবং মির্জা মুরাদ আলী বেগের উদ্দেশে পঙক্তিমালা, নিয়েছে দহন নিয়েছে দ্রোহ, নৌকা বিলাস	মূল: টি.এস. এলিয়ট, অনু: হায়াৎ মামুদ, সানাউল হক খান, শামসুল ইসলাম			ছড়া/স্বপ্ন লোক	আবু শাহরিয়ার	কুররাতুল আইন তাহমিনা	আসন গ্রহণ করুন ভেবে চিন্তে/ শুভাগত চৌধুরী, বুশ বনাম ডুর্সকিস/ শেখ গোলাম হাসান	
১৩/১০/৮ ৮ ২৬/৬/৯৫	পলগগাঁর বিচিত্র জীবন, জীবনানন্দ দাশের সঙ্গ নিসঙ্গ, কালো কবিতা, নিমগ্ন কবিতা	কবির আহমেদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, গাজী আজিজুর রহমান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	শায়তানী	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	ঘুমায় ঘুমকে/ সংযোগ দেয়া সম্ভব হল না, অভিজ্ঞতার গান/ তুমি কোথায়, চিলির সঙ্গে সাক্ষাৎকার, মোনো হাফিজ	সৈয়দ শামসুল হক, ইয়াসার সাইরাক সোহরাব হাসান, মোফাজ্জল করিম			At Bangabha ban last phase	মোহাম্মদ সায়েম হাক্কানী পাটলি	কাজী মদিনা	প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ/ শেখ গোলাম হাসান	
২০/১০/৮ ৮ ৩/৭/৯৫	বিজ্ঞানীর নিঃসঙ্গ, হৃৎ কলমের টানে, নিউইয়র্কের চিঠি, রাজা রাওয়ের পুরস্কার প্রাপ্তি, বন্যার বিরুদ্ধে একটি সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি	ওয়াহিদুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, আলম খোরশেদ, জহুরুল হক	অনুরাগ, দুর্যোগ থেকে দুর্যোগে রাখি পা, বিশুদ্ধ বৃষ্টি চাই, এই জীবন নীল সংসার,	মূল: টোমস ডগেস, অনু: মোবারক হোসেন খান, রেজাউদ্দিন, আবুল কালাম আজাদ, রবিউল হুসেন	আবু জাফর শামসুদ্দিন স্মরণে, ক্ষুব	সমরেশ দেবনাথ, সোহরাব পাশা			কাব্য: পুস্তক, দক্ষ ধুলিকণা, সংরক্ষা বাদ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক ব্যবস্থাপনা	কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়/ উন্নয়ন সংসদ, হায়াৎ সাইফ/ শিল্প তরু	যতীন সরকার, আব্দুল হাফিজ		
২৭/১০/৮ ৮ ১০/৭/৯৫	ইতিহাস ও আমাদের জীবন, হৃৎ কলমের টানে, নাহফুজ এবং মার্গারেট ড্রাবল এর কথা	মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	বিশ্বাস ঘাতক	কাজী ফজলুর রহমান	রঙিন মার্বেলের মতো/ শীতগ্রীষ্ম বারো মাস/ বারবার করতো বর্ষে/ তুমুল তর্ক	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ						আনোয়ারা হোসেনের ছবির বই- "এ জার্নি থ্রু বাংলাদেশ" আলোকচিত্রে চিত্রিত স্বদেশ/ তানভীর মোকাম্মেল, বন্যার পরবর্তী রোগ ও তার প্রতিকার/ ডা. আশেকোর রহমান	

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/১১/৮৮ ১৭/৭/৯৫	বন্যা প্রতিরোধ ও বাংলাদেশের বসতবাটি, অভিজ্ঞতার গান, নিউইয়র্কের চিঠি. নোবেল বিজয়ী প্রথম আরব নাগিব মাহফুজ, জীবনান্দ দাশের সুতীর্থ, হৃৎ কলমের টানে	রবিউল হুসাইন, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আলম খোরশেদ, আহসানুল কবির, সৈয়দ শামসুল হক			আরেক দুষ্মন্তের উক্তি রুমাল/ জমা/ দুপুর/ সার্ট, ক্যানভাসে কুমারী চাঁদ	মুহম্মদ নুরুল হুদা, জাহিদুল হক, রবীন্দ্র গোপ			গল্প: বিড়াল	শহিদুর রহমন	সন্তোষ গুপ্ত	উড্ডীন কবচা/ সূর্যাস্ত সূর্যোদয়/ আলমগীর সাত্তার	
১০/১১/৮৮ ২৪/৭/৯৫	ঘাটের কথা, মিলান কুন্ডেরা, হাসান আজিজুল হক: চিত্রিত আদল, হৃৎ কলমের টানে	সুচরিত চৌধুরী, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক	গাভী	মাহমুদ কুদ্দুস	লোকটি/ প্রলাপ/টেকঅফ	আবিদ হায়দার						মালদ্বীপ প্রসঙ্গ/ শেখ গোলাম হাসান, দেহছন্দ ও আপনার কুশল/ শুভাগত চৌধুরী	
১৭/১১/৮৮ ১/৮/৯৫	হৃৎ কলমের টানে, শ্রদ্ধাভিবাদন, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, সুহৃদের সঙ্গে দন্দ্ব ও সহবাস, আবুল হাসান, সমাজ সচেতন কবি	সৈয়দ শামসুল হক, তোফায়েল আহমেদ, শান্তনু কায়সার, সাইফুল্লাহ মাহমুদ(দুলাল)	গাভী	মাহমুদ কুদ্দুস	কোথাও তোমার কথা, দ্বৈরথ, নির্জন শিল্পের কাছে, প্রমত্ত প্রলয়	সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, মূল: মাহমুদ দারবীশ, অনু: শামসুর রাহমান, জাহানারা আখতার, হাবীবুল্লাহ সিরাজী			কাব্য: লাশ কাটা ঘর, আমার আছে জল	কায়েশ আহমেদ/ UPL, হুমায়ুন আহমেদ/ অনিন্দ্য	সন্তোষ গুপ্ত, আহমেদ আফনাফ	বুশ, প্রত্যাশিত বিজয়/ শেখ গোলাম হাসান	
২৪/১১/৮৮ ৮/৭/৯৫	যুক্তরাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ে হৃদয় নয়, হৃৎ কলমের টানে, বিশ্ব নাট্য মঞ্চের কিংবদন্তীর স্তানিস লাভস্কি	জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, সৈয়দ শামসুল হক, ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়			নিভে যায়/ একটি দিন/ ব্যাবিলনে চাঁদ/ ছবি, দুর্গত ভেলা, ওই যে মিছিল যায়	শিহাব সরকার, ত্রিদিব দস্তিদার, সোহরাব হাসান			গল্প: বিরঙ্গনার প্রেম, নজরুল জীবনের অপ্রকৃত কাহিনী	বিপ্রদাশ বড়ুয়া, মুক্তধারা, শেখ মুহম্মদ নুরুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম	সন্তোষ গুপ্ত, কবীর চৌধুরী	পাকিস্তান, গণতন্ত্রের বিজয়/ শেখ গোলাম হাসান, গুটো দা গ্লানেটেয়ড/ নাদিরা মজুমদার, দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/১২/৮৮ ১৫/৭/৯৫	সতীর্থ ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড, শতবর্ষ শ্রদ্ধা, নিউইয়র্কের চিঠি, কুর্ট ভনেগাট, একজন আধুনিক মার্কিন ঔপন্যাসিকের প্রতিকৃতি, হৃৎ কলমের টানে, রবীন্দ্রনাথ	কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, আলম খোরশেদ, সৈয়দ শামসুল হক, প্রকৃতি মিশ্র	উদ্যান	ওয়াসির আহমেদ	তিন শতাব্দীর শুদ্ধ গোলাভ	আসাদ চৌধুরী			বাংলাদেশে বিজ্ঞান চিন্তা	সম্পাদক, আব্দুলাহ আল মুতি/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	প্রদর্শনী সমীক্ষা, জুনুবুল ইসলাম তার বাটিক ও চিত্রকলা/ নজরুল ইসলাম	
৮/১২/৮৮ ২২/৭/৯৫	দারুণ মাস্তুলের কর্ণধার মানিক বন্দোপধ্যায়, "সরীসৃপ", কবি শাহনুর ও তার সম্রাজ্ঞী, হৃৎ কলমের টানে	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, হারুন হাবীব, সৈয়দ শামসুল হক	শিবমন্দির	নাসরিন জাহান	অধিকার/ শুনতে পাচ্ছি/ আমি আসব/ ক্রমাগত/ বিচূর্ণ পাহাড়/আমি ও প্রবাহ কাঠ গড়ায় দাড়াতে দাও, হে মানব নিরস্ত হও	মূল: তেলেগু কবি চেরবান্দা রাজু, অনু: ফয়েজ আহমেদ, সিদ্দিকুর রহমান						মাদকদ্রব্য/ ডা.আশেকুর রহমান খান, আগামী শতাব্দীর প্রযুক্তি/ নাদিরা মজুমদার	
২২/১২/৮৮ ৭/৯/৯৫	নারী মুক্তি সমকাল ও বেগম রোকেয়া, সামপ্রতিক ক্যারিয়ান কবিতা, নিউইয়র্কের চিঠি, গ্রীনিচ ভিলেজে ইয়েভতুশেঙ্কো, হৃৎ কলমের টানে	আনিসুজ্জামান, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, আলম খোরশেদ, সৈয়দ শামসুল হক	মৃত মানুষের গল্প	মূল: চিনুয়া আচিব, অনু: মোহাম্মদ সাদিক	যোগ-বিয়োগ/ রাত/নদী সমক্ষ, জীবনের উর্ণাজলে	সৈয়দ হায়দার, হাসান হাফিজ			কাব্য: অলৌকিক এক পাখি	আফলাতুন/ আহমেদ মাহফুজুল হক	সন্তোষ গুপ্ত	প্যালেস্টাইন, সম্ভাবনার আলোকে কিছু কথা/ শেখ গোলাম হাসান, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর/ নজরুল ইসলাম	
২৯/১২/৮৮ ১৪/৯/৯৫	কবি হাসান হাবীব, সময় ভাবনার আলোচিত চিত্রকর মুখ সন্ধানে, দামোদর, জ্যোতিন্দ্র নাথীর "গন্ধ", হৃৎ কলমের টানে	মাহমুদ আল হাসান, নুওয়াজেশ আহমেদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ শামসুল হক	মবাগাশোচ	রেজাউর রহমান	অষ্টাদশী, ভূতত্ত্ব ও তাসল ছবিপ	ত্রিদিব দস্তিদার, হাবীবুল্লাহ সিরাজী			হাসান আজিজুল হক/UPL	অপ্রকাশের ভার	মনোচিম সরকার	এ ভুলে যায়াকে/ রায়হান হক	

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/১/৮৯ ২১/৯/৯৫	আর্কিমিডিস, এ বিশ্বের নাগরিক, হৃৎ কলমের টানে, নিউইয়র্কের চিঠি বন্ড উইনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, সূর্যসেন, ভ্রমন উত্তীন কড়চা	আব্দুল হালীম, সৈয়দ শামসুল হক, আলম খোরশেদ, আব্দুস মাবুদ খান, আলমগীর সাত্তার	পাথরের চোখ	আনোয়ার মেহেদী	ফেরা, নীল নকশা, আশ্চর্য সুন্দর ভোর	জাহিদুল হক, মাফরুহা চৌধুরী, ফারুক আলমগীর			জন নায়ক ফজলুল হক	সিরাজ উদ্দিন আহম্মদ/ ভাস্কর প্রকাশনী	কে.এম. করিম	অবহেলিত শিশু/ শুভাগত চৌধুরী	
১২/১/৮৯ ২৮/৯/৯৫	পোস্ট মাস্টার ইউঙীন ও নীল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, হৃৎ কলমের টানে,	সুচরিত চৌধুরী, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক	পরিত্রাণ	মূল: পার লাগ্যেকভিস্ট, অনু: মোবারক হোসেন খান	লাওৎজুর নির্বাসন বিষয়ক, তাওতে চিং গ্রন্থের উৎপত্তি সংক্রান্ত কিংবদন্তী, যুদ্ধ, কৈশোর কাব্য	মূল: ব্যর্টোল্ট ব্রেশট, অনু: আব্দুর রাজ্জাক, অসীম সাহা, মাকিদ হায়দার			উপন্যাস: চৌরসন্ধি, প্রবন্ধ: স্যার উইলিয়াম জোন্স ও অন্যান্য প্রবন্ধ	শওকত ওসমান/ বিউটি বুক হাউস, আবু তাহের মজুমদার/ ধূনম প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	লিবিয়া বনাম যুক্তরাষ্ট্র/ শেখ গোলাম হাসান স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচিত্র উৎসব/আফসান চৌধুরী	
১৯/১/৮৯ ৫/১০৯৫	পিছিয়ে যায় শীতল জলভূমি, একটি রবীন্দ্র সন্ধ্যা, হৃৎ কলমের টানে, উপাখ্যান-আহত কোকিল	জাহানারা নওশিন, আসাদ চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, নওয়াজেশ আহমদ	শত্রু	ইসহাক খান	কফিন কাহিনী, অস্ত্রোপাচার	মাসুদুজ্জামান, রফিক নওশাদ			কাব্য: লোকেশ সাহিত্য	ফারুক আলমগীর	সালেহ মাহমুদ রিয়াদ	রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ হবে কি? শেখ গোলাম হাসান, মাস্তিষ্কের ঠোকারানি, নাদিরা মজুমদার	
২৬/১/৮৯ ১২/১০/৯৫	অবশেষে প্রিয়তমা নদীর আশ্রয়, হৃৎ কলমের টানে, হাস্যোজ্জ্বল নেই মানুষটি, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, এলান প্যাটানের মৃত্যু, একটি রবীন্দ্রসন্ধ্যা টি এস এলিয়টের ইহুদী বিদ্বেষ	আবু কায়সার (আলমগীর কবীর স্মরনে) সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন, মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, আলম খোরশেদ, আসাদ চৌধুরী সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম,			নির্জনতার চক্রান্ত/ গত রাতে, ভাই-শব্দটির অভাবে- "এভাবে কেউ বাঁচবে না " ঠিক সেরকম পাখির উদ্দেশ্যে	মূল: অমৃতাপ্রীতম, অনু: কাজী রাশিদা আনওয়ার, সানাউল হক গান			গল্প: অলকা পুরী রচনা দুই বাংলার ছোটদের শ্রেষ্ট গল্প	ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ /পালক পাবলিসার্স, সম্পাদক লীলা মজুমদার ও এখলাস উদ্দিন আহম্মেদ/মডেল পাবলিসার্স	সন্তোষ গুপ্ত কবীর চৌ.	কবি মনিরুদ্দিন ইউ সুফের কাছে লেখা সৈয়দ নুরুদ্দিনের একটি চিঠি	

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
২/২/৮৯ ১৯/১০/৯৫	চিত্রশিল্পী সালভাদর দালি, দালি- আমার কথা, হৃৎ কলমের টানে,	নাহিদ আকাতার এ এইচ আর্নস্ত /সন্তোষ গুপ্ত, কামরুল হাসান সৈয়দ শামসুল হক	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা (বড় গল্প)	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	নির্ভয়ে এক ফুয়ে, খতিয়ান, কি এমন ক্ষতি হয়	শামসুর রাহমান রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, জাহানার আখতার			প্রবন্ধ: অনুত্তম বক্তব্য, কাব্য ভীষণ সুখের নির্যাতনে	সন্তোষ গুপ্ত/UPL, এনামুল হক/ নও রোজ কিতা বিস্তান	আব্দুল হালিম, সন্তোষ গুপ্ত	ইতিহাস ও ঐতিহাসিক /মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী	
৯/২/৮৯	নিহত কপোত, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, একজন স্নিগ্ধ সাহিত্য কর্মী, নিউইর্য়কের চিঠি, ফয়েজ একজন অনন্য মেক্সিকান, হৃৎ কলমের টানে, উইলিয়াম গোল্ডিং, পুনরাবৃত্তির বিপদ	নওয়াজেশ আহমেদ, রশীদ করীম, শামসুর রাহমান, আলম খোরশেদ, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম,	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা (বড় গল্প) আরোহী কসাই	বিপ্রদাশ বড়ুয়া সামসুল আলম সরকার, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	এলিজি	রেজাউদ্দিন স্টালিন			কাব্য: দীর্ঘশ্বাসের বাঁশী	হাফিজুর রহমান /সাহিত্য সংসদ	ইজাজ হোসেন		
১৬/২/৮৯ ৪/১১/৯৫	দেনা পাওনা, চন্দ্রশেখর দে'র প্রদর্শনঃ নতুন সম্ভাবনা, হৃৎ কলমের টানে, একুশের নাটক, আলোকের এই ঝর্ণাধারায়	সুচরিত চৌধুরী মাহমুদ আল জামান সৈয়দ শামসুল হক, মোহাম্মদ জয়নুদ্দিন, আবুল মনসুর	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা (বড় গল্প)	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	আমাদের নক্সিকাঁথা, ওরা দিক, একদিন নেকড়া, যেন কল্লোলিত হয় নদী, অন্তর্ঘাত	ওয়াহিদ রেজা, তমিজউদ্দিন লোদী বিলোরা চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন, খোন্দকার আশরাফ হোসেন			প্রবন্ধ: মধুসূদন ও নবজাগৃতি	মোবাশ্বের আলী/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	অগ্নিযুগের অগ্নি পুরুষ অনন্ত সিংহ। রিয়াজ হাসান, আফগানিস্তান সোভিয়েত প্রস্থানের পর/শেখ গোলাম হাসান, হার্ট এটাক/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/৩/৮৯ ১৮/১১/৯৫	জয়নুল আবেদীনের জিজ্ঞাসা, ঔপন্যাসিক ইয়েটস, বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চায় নতুন ধারা পলাতক পলাশের রুদ্র মিনার	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, শাহীদা আখতার, জাহানারা নওশীন	লুইস (বড় গল্প)	মূল: সামারসেট মম, অনু: ফিরদৌস মাহ বুব-উল-হক	৯ই ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯, পুষ্পের পাহাড় হাতে, ছায়াবী আশ্রয়, দুটি কবিতা বৃষ্টি ও স্বপ্নের ভিতর/ একদার যযত্ন অযশ্র তুমি	হালিম আজাদ সাইফুল বারী, জাহিদ হায়দার, ফেরদৌস নাহার						ধুমপানের অপকারিতা/ডা. আশেকুর রহমান খান	বই পরিচিতি বিভাগকে নতুন করে সাজানো হয়েছে-নতুন "বই" নিয়োজন
৯/৩/৮৯	একজন উপেক্ষিত মানুষ, হৃৎ কলমের টানে, বাংলাদেশে ফোকলোরধারা উড়ডীন কড়চা, অনন্ত গোধূলী লগ্ন, স্মৃতিভারে আমি পরে আছি, সে এখানে নেই	মযহারুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, শাহীদ আখতার, আলমগীর তাহমর, শামসুল হক	লুইস (বড় গল্প) ফাটা শহরের গল্প	মূল: সামারসেট মম, অনু. ফিরদৌস মাহ বুব-উল-হক আফসান চৌধুরী	কেন্নো হলে নাকি, একটি তাবু	রফিক নওশাদ, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল						সহজ অনেক নিত্য ঘটনা ব্যাখ্যার প্রয়োজন কোয়ান্টাম/ আলী আসগর	
১৬/৩/৮৯ ২/১২/৯৫	লালন চর্চার প্রথম নিদর্শন স্মৃতি-১৯৭১ মুক্তধারার রবীন্দ্রনাথ, নারীর অতীত এবং বর্তমান, হৃৎ কলমের টানে,	আবুল এহসান চৌধুরী, সৈয়দ আবুল মাকসুদ সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, ভিকটর ও কাম্পো/ আজম খোরশেদ, সৈয়দ শামসুল হক	লুইস (বড় গল্প)	মূল: সামারসেট মম, অনু: ফিরদৌস মাহ বুব-উল-হক	ঘুরপাক খাই, হাত	শামসুর রাহমান দুলাল সরকার			প্রবন্ধ বঙ্কিম চর্চা	নারায়ন চৌধুরী মুক্তধারা	আসিফ আহমেদ		
৩০/৩/৮৯ ২৬/১২/৯৫	ত্রস্ত কর্ণফুলি, একাত্তরের স্মৃতি, কয়েকটি দিনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হৃৎ কলমের টানে, জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা	নওয়াজেশ আহমেদ, বাসন্তীগুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ নাজমুদ্দিন হুসেইন	উজানেযেতে লুইস (বড় গল্প)	আবুল কালাম মনজুর মোর্শেদ, মূল: সামারসেট মম, অনু: ফিরদৌস মাহ বুব-উল-হক	একটি শব্দ/চক্র/ কী কী খারাপ, প্রাচীন মৃত্যু, হৃদয় খোড়া জমিন য কিছু যার কাছে হাসি	গর্ডাফক্সডবেন/ আসাদ চৌধুরী ওয়াহিদ রেজা, আবু তাহের, রবীন্দ্র গোপ সৈ.হায়দার							

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৪/৮৯ ২৩/১২/৯৫	জয়নুল আবেদীনের জিজ্ঞাসা একাত্তরের স্মৃতি, কয়েকটি দিনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, হৃৎ কলমের টানে, চিত্ত যেথা ভয়শূণ্য উচ্চ যেথা শির, রবীন র‍্যামজে, ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাসন্তী গুহ, ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক, আতাউর রহমান, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম,	(বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া					দ্য ফোর শ্যাডোয়িং অফ বাংলাদেশ, বেঙ্গল মুসলিম লীগ এন্ড মুসলিম পলিটিক্স	হারুন অর-রশীদ/এশিয়াটিক সোসাইটি	এম এম আকাশ		
২০/৪/৮৯ ৭/১/৯৬	বাংলার গণ-উৎ-সব গম্ভীরা, ফার্নান্দো পেসোয়া, চতুরানন কাবি, হৃৎ কলমের টানে, সমীক্ষা, দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী	রংগলাল সেন সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, অভ্র দাশ।	(বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া								কালাজ্বর/ শুভাগত চৌধুরী, আধুনিক বিজ্ঞানের চালচিত্র/ আনোয়ারুল হক খান	
২৭/৪/৮৯ ১৪/১/৯৬	জীবনানন্দ দাশের জীবন প্রনালী, হৃৎ কলমের টানে, এরিখ ফ্রিড এবং তার কবিতা	আহসানুল কবীর, সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী	তৃষ্ণা (বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	কাজী ফজলুর রহমান, বিপ্রদাশ বড়ুয়া					আত্মস্মৃতি, পাঁচশো বছরের কিশোর কবিতা	আবু জাফর শামসুদ্দিন/ আহমেদ পাবলিশিং হাউজ সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সরল দে/মডেল আবলিশিং কলকাতা	সন্তোষ গুপ্ত। আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ		

মে-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৫/৮৯ ২১/১/৯৬	ঈদ উপলক্ষে বন্ধ থাকায় ১১ মে সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।												
১৮/৫/৮৯ ৪/২/৯৬	জীবনমানন্দ, ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ, হৃৎ কলমের টানে, নাজমাকে আমার ও মনে পড়ে, আশীতপর সিঙ্গার এখনো সমান সক্রিয়	সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, যোবায়দা মির্যা আলম খোরশেদ	ভেড়া বডগ. (বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	ইকতিয়ার চৌধুরী বিপ্রদাশ বড়ুয়া	সেই মোয়টি, পাথরের গেরিলা, লিখতে লিখতে, কেউ বলতে না	হালিম আজাদ, রেজাউদ্দিন স্টালিন, আলতাফ হোসেন, সানাউল হক খান			স্মৃতি:সত্তায় আবু সাইদ চৌধুরী	সম্পাদক. মাহবুব উল আজাদ চৌ/ আবু সাইদ চৌ. স্মৃতি সংসদ	শুভা গত চৌধুরী		
২৫/৫/৮৯] ১১/২/৯৬	নজরুলের সমাজ ভাবনা, কুহেলিকা, জয়নুল আবেদীনের বিলাপ, হৃৎ কলমের টানে, ভ্রমণ-উডডীন কড়চা	করণাময় গোস্বামী, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক, আলমগীর ছাত্তার	(বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া								সমীক্ষা চীনঃ সোভিয়েত বিরোধের অবসান মানতার জয়যাত্রা/আব দুল হালিম	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৬/৮৯ ১৮/২/৯৬	জ্ঞান গহ: তার শিল্প সুকৃতি, তৃপ্তি মিত্রের চলে যাওয়া, ভ্রমণ: বিচ্ছিন্ন দৃশ্য: বিক্ষিপ্ত ভাবনা, হৃৎ কলমের টানে, ফিরোজা বেগমের সঙ্গে কিছুক্ষণ	আনা ইসলাম, আলী যাকের, মুনতাসীর মামুন, সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী	(বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	দুন্দুবেরী জর্জিয়ার মৃত্যু আঁধার গিলে থাকে মুখোশ	নজরুল আশরাফ হো. কাজল বন্দো রবীন্দ্র গোপ নাইমুল আল জামান			নিষ্ক্রান আন্দোলন	ডঃ সার্ল মাক্সার /মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	কম্বোডিয়া নতুন প্রত্যাশা	
৮/৬/৮৯ ২৫/২/৯৬	পুরন্দরের ইন্দ্রজাল, স্রষ্টা ব্রুস চ্যাটউইন, বাংলাদেশের হরপ্পা চর্চাঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, হৃৎ কলমের টানে, বুলবুল ওসমানের সৃজন অন্বেষা রং ও রূপের খেলা, জীবন ক্রমশ ও মায়ের কাছে যাচ্ছি, আত্মজীবনী ও আত্ম জৈবনিক উপন্যাস	নওয়াজেশ আহমদ, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, আবদুল হালিম, সৈয়দ শামসুল হক, মতলুব আলী, হুমায়ুন আজাদ	(বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	সত্য বসনের উন্মোচন	মাসুদ বিবাগী							
১৫/৬/৮৯ ১/৩/৯৬	জাঁ আনুইঃ শতাব্দীর একজন শীর্ষস্থানীয় নাট্যকার, হৃৎ কলমের টানে, বিদেশে একটি ভিন্নধর্মী প্রদর্শনী	সৈয়দ আবুল মাকসুদ, সৈয়দ শামসুল হক, মুনতাসির মামুন	(বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	অসাম্প্রদায়িক, আমায় আকাশ, ও	মাসুদুজ্জামান, মিনার মনসুর			কৃষি: প্রশ্ন	আতিউর রহমান UPL	সন্তোষ গুপ্ত	চীনের ছাত্রসমাজ ও গণতন্ত্রের লড়াই/শাহীন হক	
২২/৬/৮৯ ৮/৩/৯৬	চার্লি চ্যাপলিনঃ এক অসাধারণ স্রষ্টা দি জুডাস ট্রী, হৃৎ কলমের টানে, সমীক্ষা চিত্র প্রদর্শনী আলো আঁধারের মিলন	শাহাদুজ্জামান, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, ওস্মানেন গুপ্ত	(বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা গল্প	বিপ্রদাশ বড়ুয়া, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	রামছাগল ও খোদার খাসির লড়াই, চেতনা প্রবাহ	নজরুল ইসলাম (অপ্রকাশিত) কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার			স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙ্গালী	আবদুল মতিন/ক্যাডিক্যাল এশিয়া পাব লিকেশন, ইংল্যান্ড	সন্তোষ গুপ্ত	জাপানঃ হাল ধরলেন-মোসুক ডানা/শাহীন হক	
২৯/৬/৮৯ ১৫/৩/৯৬	নজরুল ইসলামের ছোট গল্প, দেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রদর্শনী সমীক্ষা শিল্পী মনসুর-উল-করিমের চিত্রকলা হৃৎ কলমের টানে,	সৈয়দ আবুল মকসুদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ সৈয়দ আবী দুল ওয়াজেদ, সৈয়দ শামসুল হক,	(বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	যারা দেখে সফলতা/ এ দৃশ্য কোথায় আমি/রেখোনা দাগের মনে/ঘাঁসের প্রতিভা, দুঃস্বপ্ন নষ্ট শিল্পি	সিকদার আমিনুল হক, মুস্তফা আনোয়ার						পশ্চিম জার্মানীতে গবেষণাচেষ্টঃ প্রাচীর ভেদী কূটনীতি/শেখ রফিক ইসলাম, মাদক দ্রব্য যুব সমাজের জন্য ক্ষতিকর/ডাঃ আশেকুর রহমান খান	

জুলাই-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৭/৮৯ ২২/৩/৯৬	রবীন্দ্রনাথের গিন্নী দুটি নাটক, হারায়ে সেই মানুষে, হৃৎ কলমের টানে,	সুচরিত চৌধুরী, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, পারভেজ আহমেদ খান, সৈয়দ শামসুল হক,	স্বপ্ন	মূল: সামার সেট মম, অনু: ফেরদৌস মাহবুব-উল-হক	বৃষ্টি হতে পারে/বাড়িয়ে বলছিনে, জ্বললেই কষ্ট	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সৈয়দ হায়দার						হাঙ্গেরী পরিবর্তনের হাওয়া/শাহীন হক	
১৩/৭/৮৯ ২৯/৩/৯৬	ফরাসী বিপ্লবে প্যারীর জনতা, ফরাসী বিপ্লব ঐতিহাসিক তাৎপর্য, নীরদ চৌধুরী, মুসলিম গৌরবনামা, সন্ধি ও সংঘাত, তৃপ্তি মিত্র, অভিনয় ও অভিনয় ভাবনা	সৈয়দ বদরুল হোসাইন, নূরুন নাহার বেগম, আলম খোরশেদ, শেখ ইসতিয়াক, সৈয়দ শামসুল হক, শান্তনু কায়সার			ভালবাসা ছাড়া/তোমার কবিতা	শামসুর রাহমান						এঙ্গোলা, মম ঝোতার পথে বিজয়/শেখ রফিক ইসলাম, ভাইবাস ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিধর/প্রফেসর এস এ খালেক	
২০/৭/৮৯ ৫/৪/৯৬	বাঙালীর আত্মপরিচয় সংগীতে, সমীক্ষা, রনজিৎদাস, জীবনের শিল্পীত রূপকার উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস ভ্রমন, এলোমেলো দৃশ্য বিচ্ছিন্ন ভাবনা, হৃৎ কলমের টানে,	[illegible] মাহমুদ, আলজামান, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, মুনতাসির মামুন, সৈয়দ শামসুল হক,	হৃদয় ফেরা	আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ	জোনাস, আঁচ, আঁধারে অন্ধ	মাহবুব সফিক, ত্রিদিব দস্তীদার, সফিকুর রহমান			রবীন্দ্রনাথ: অন্তরঙ্গ আলোকে	মোবাশ্বের আলী মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	গ্রীসঃ নির্বাচন ও নতুন রাজনীতির ধারা/শাহিন হক	
২৭/৭/৮৯ ১২/৪/৯৬	বনর্মমরঃ বাঘেরা খেলা করে হীরের আলোকে, ভ্রমন, ওয়াটার লু রণক্ষেত্র, হৃৎ কলমের টানে,	নওয়াজেশ আহমেদ, আলমগীর ছাত্তার, সৈয়দ শামসুল হক,			চিলির প্রতি, বনের কাছে মনের কাছে, কালো ছায়া আনন্দ বাড়ী নেই	নিকোলাস গিয়েন/ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইকবাল আজিজ, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, সোহরাব পাশা			ভ্রমন দূর-দূরান্তে	খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন	রাহাত খান	অভিন্ন সম্পদ সংরক্ষনে অভিন্ন ব্যবস্থা/ অন্ধকার অ্যারিয়াস প্রেসিডেন্ট কোস্টারিকা পেণটিক আলসার নতুন ও পুরাতম কথা/শুভাগত চৌধুরী, সুদান,পুরনো ব্যধি সামরিক বিপ্লব/ শেখ রফিকুল ইসলাম	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৩/৮/৮৯ ১৯/৪/৯৬	চিত্রশিল্পী ও শহীদ মিনারের স্থপতি, নিকোলাস গিয়ায়েন, কড়চা-মোহামেডান-আবাহনী কষ্ট মিলনী, শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, হৃৎ কলমের টানে,	নূরুল ইসলাম, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, নিসারুল ইসলাম, হুমায়ুন আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক,	নেকড়ে নারী	মূল: জিও ভান্নি ভেরগা, অনু: শামীম আখতার	ফেউ, আগুন বৃষ্টি	রফিক নওশাদ, শামসুল আরেফিন						পোলান্ড নির্বাচন ও সম্প্রতিক পরিবর্তন/ শাহীন হক	
১০/৮/৮৯ ২৬/৪/৯৬	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও রবীন্দ্র সংস্কৃতি, ভাব্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি চিন্তা, রবীন্দ্র সংগীতে পাশ্চাত্য প্রভাব, হৃৎ কলমের টানে	সালাহ উদ্দিন আহমেদ, সনজীদা খাতুন আমিনুর রহমান মামুন, সেলিম জাহান করুনাময়, সৈয়দ শামসুল হক,											
১৭/৮/৮৯ ২/৫/৯৬	রুশ কাব্যের রৌপ্য যুগের আকাশে এক নক্ষত্র আন্না আখবাতোভা সমীক্ষা, শাহাবুদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধায়, ঐ.টি.এম এলিটের চিঠিপত্র বিছিন্ন দৃশ্য, বিক্ষিপ্ত ভাবনা একাত্তরের স্মৃতি, হৃৎ কলমের টানে	আকার্দি তুলাচনেস্কি নজরুল ইসলাম সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, মুনতাসির মামুন বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সৈয়দ শামসুল হক,			সন্ধানী তোমাকে, নিবেদন এই	বাসীরা ইসলাম, সাঈয়িদ আতীকুল্লাহ			দ্য লাইট অফ আদার ডেইজ	অধ্যাপক শামসুল হক/পাবনা	আমিনুর রহমান মামুন	লেবানন জীবন নিয়ে খেলা/ শাহীন হক	
২৪/৮/৮৯ ৯/৫/৯৬	নন্দিত ভাস্কর রঁদ্যা, আত্মস্মৃতি, সংগ্রাম ও জয়, একাত্তরের স্মৃতি, হৃৎ কলমের টানে, চন্দ্রাবতরন: একটি ব্যক্তিগত উপলব্ধি	আনা ইসলাম, আবু জাফর শামসুদ্দিন, বাসন্তীগুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক, কার্লোস আরানাগা			শিকার বিষয়ক ফেলু বেপারীর পরাবাস্তব	জাহিদ হায়দার, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়			রাজরাজ ড়ার গল্পো	এখলাস উদ্দিন আ./শিশু সাহিত্য বিতান	কবীর চৌধুরী	নিকারগুয়া আসন্ন নির্বাচন ও মার্কিন নীতি, শেখ রফিক ইসলাম	
৩১/৮/৮৯ ১৬/৫/৯৬	নজরুল, বাঙালীর কবি, নজরুলের সমাজ ভাবনা: মৃত্যুক্ষুধা, একাত্তরের স্মৃতি ছুটির বাঁশি, হৃৎ কলমের টানে,	শামসুজ্জামান খান, করুনাময় গোস্বামী বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক,	কার্প	মূল: মার্সেল ইবুসি, অনু: জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া	বিকেল তোমার ভাললাগে আর্সর অশ্রুশালা শেষ অদ্ধে ফালানি	শামসুর রহমান, শামসুল ইসলাম, মোফাজ্জল করিম			গল্প মেহাসিকের পার্শ্বচিন্তা	আবু জাফর শামসুদ্দিন/ লালন প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	দক্ষিন আফ্রিকা, নতুন নেতৃত্বের কাছে প্রত্যাশা/শাহীন হক	

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৭/৯/৮৯ ২৩/৫/৯৬	নাগিব মাহফুজ, তার সাহিত্য ও একটি সাক্ষাৎকার, বিভূতিভূষণের চোখে বাংলাদেশ একাত্তরের স্মৃতি, ভ্রমন, রোজথিয়েটার ও অন্যান্য, হৃৎ কলমের টানে,	অনু.আতাউর রহমান মৃদুলা ভট্টাচার্য, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, মুনতাসির মামুন, সৈয়দ শামসুল হক,			কোমলতা ব্যাধি, মন থাক সুদর্শন ঝর্নাতলার পথে, আকাশ তোমার নাম শিশু প্রিয় বারেষু	সানাউল হক খান, ফেরদৌস নাহার, জাহীদ হায়দার আবু হাসান সাহরিয়ার						কম্বোডিয়া, শান্তির জন্য কাটা/শেখ রফিক ইসলাম	
১৪/৯/৮৯ ৩০/৫/৯৬	বিমুখ প্রান্তরের চির আশাবাদী কবি দূরদেশ-স্বদেশ, একাত্তার স্মৃতি হৃৎ কলমের টানে,	মিনার মনসুর জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক,	মাকড়শা	ওয়াসি আহমেদ	অন্যদের সময়ে বেঁচে থাকা	হুমায়ুন আজাদ						মেদেলিনের মাদক চক্র ও কলম্বিয়ার কোকেন যুদ্ধ/শাহিন হক, তরুসংহার ও পরিবেশের বিপন্নতা/শ্যামল কুমার রায়	
২১/৯/৮৯ ৬/৬/৯৬	জওহরলাল নেহেরু স্মরণে, কায়কোবাদ, একাত্তরে আধুনিক নেপালের কবিতা, হৃৎ কলমের টানে,	সালাহউদ্দিন আহমেদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, ফয়েজ আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক,	ঘরের বাহিরে	মূল: ডব্লিও বি.ইয়েটস, অনু: মোবারক হোসেন খান	দুঃখের মহান সম্রাট/ পাখি ডাকা ভোর/ দ্যাখা যাক কী হয়	রবিউল হুসাইন			দিরুল অফ স্মল টাউনস ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট	ডঃ তৌফিক ম সিরাজ/এন.আই.এলজি	অজয় রায়	ফুলের নামে নাম/মোহাম্মদ আবু জাফর	
২৮/৯/৮৯ ১০/৬/৯৬	আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সঙ্গীত ভাবনা, একাত্তরে স্মৃতি গনতন্ত্রের আকাশে স্বৈরতন্ত্রের কালোমেঘ	আহমদ কবির, সুচরিত চৌধুরী, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, মির্জা নুরুল হুদা	ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে আজও সিন্নরী কান্দে	ইসহাক খান	এই সুখ একদিন, মৃতের কণ্ঠস্বর, ঘোড়া	ইকবাল আজিজ, ইভান ভি লেলিক/ তমিজউদ্দিন লোদী						চীনকে নিয়ে নতুন ভাবনা/শেখ গোলাম হোসেন, ভাব-অনুভাবের সমাপন/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/১০/৮৯ ২০/৬/৯৬	শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, শিশিরের শতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি একাত্তরের স্মৃতি--, জার্মানে কবি এনজোনস বাগার: ছন্দিত প্রতিবাদে কী উজ্জ্বল চলে যাওয়া, ইতালো কালো ভিনো	নাইদ আখতার কামালউদ্দিন নীলু, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, আলম খোরশেদ, করুণাময় গোস্বামী সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম	দুপুর রাতে	নাসিমা সুলতান					গল্প: নিরন্তর ঘারে খোঁজে	শামসুল আলম/রুমা প্রকাশনী	আহমেদ আশরাফ		
১২/১০/৮৯	ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান: এক অসাধারণ গুণী শিল্পি, কামরুল হাসানের শিয়ালেরা, একাত্তরের স্মৃতি, বিশ্ব মানবের মহোৎসব	মোবারক হোসেন খান, রোকনউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, আমলেশ সিরকার	তার প্রিয় স্ত্রী	সৈয়দ হামিদুল হোসেন	স্বপ্নের কাছে অর্ধেক	নাসির আহমেদ			গল্প: বৃষ্টির কারুকাজ	মোহাম্মদ আবু তাহের/হাফিজুর রহমান সরকার	সেলিনা হোসেন	নামিবিয়া স্বাধীনতা ও স্বপ্ন/শেখ রফিক ইসলাম	
১৯/১০৮৯	নান্দনিক বৈভব ও নন্দলাল বসুর মন্ডপসজ্জা উড্ডিন করচা একাত্তরের স্মৃতি উমবার্তো ইকো ও গোলাপের নাম, কাজী মেতাহার হোসেন	আবুল মনসুর আলমগীর জাহান বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, জামিল চৌধুরী	অযোগ্য বন্ধু	মূল: জর্জ লুই বোর্হেস, অনু: শহীদুল জহির	ক্রমেই কবির দাম/তোমাকে দেখার ইচ্ছা/ আমাকে দেখে না আর/ এখন পালিশদিই/ মৃত্যুর পরে, চাঁদের বাসর শয্যায় লোকটা/বলটা স্বপ্ন	সিকদার আমিনুল হক, রবীন্দ্র গোপ			কাব্য: হে যুবক তোমার ভবিষ্যৎ	শামীম আহাদ/শিল্প তরু	রেজা উদ্দিন স্টালিন	রসায়নিক অস্ত্র বিষয়ক মার্কিন প্রস্তাব গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে/ শেখ গোলাম হাসান	
২৬/১০/৮৯ ১১/৭/৯৬	নিস্পৃহ নিরাসক্ত এক কথাকার, শুধু একগুচ্ছ রজনীগন্ধা নয়, একাত্তরের স্মৃতি, গ্রন্থাগারের সেবা সম্প্রসার শুৎ কলমের টানে,	বেলাল চৌধুরী, নওয়াজেশ আহমেদ, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, করুণাময় গোস্বামী, সৈয়দ শামসুল হক	বিষবৃক্ষ	ফজলুর রহমান	শামসুর রহমান-৬০ কথা ছিলো না	পূর্ণেন্দু পাত্রী শামসুর রাহমান						ফর্ডিনান্ড মার্কোজ ও অস্থায়ী শয্যাব চির নিদ্রা/শেখ গোলাম হাসান, ঠান্ডা লাগা উপশমের ইতিহাস/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
২/১১/৮৯ ১৮/৭/৯৬	প্রাবৃট, টমাস কিন সেলার ঐতিহ্য সন্ধান, নির্মূর্ত পৃথিবী দূরদেশ স্বদেশ, হৃৎ কলমের টানে, একাত্তর স্মৃতি	আবুল হোসেন সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, আলম খোরশেদ, জ্যোতি প্রকাশ সৈয়দ শামসুল হক, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	অসমতল	সিরাজুল ইসলাম	মাঝে মধ্যেই তাকাই পেছনে/ আমি বেড়িয়ে পড়ি	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ			উপন্যাস: পাথর সময়	মঈনুল আহসান সাবের /পল্লব পাবলিশিং	সুশান্ত মজুমদার		
৯/১১/৮৯ ২৫/৭/৯৬	হতাশার সমালোচক, কামরুল হাসান গনসাঙ্গীত প্রসঙ্গ মার্কেটের নতুন উপন্যাস আবার সারা বিশ্বে তোলপাড় একাত্তরের স্মৃতি হৃৎ কলমের টানে,	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মাহমুদ সেলিম, মাসুদুইমান বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক,	একজন শহীদের কাহিনী		বহুনিদ্র শান্তিতে রেখেছে তিনি জ্বরাক্রান্ত একজন	সৈয়দ হায়দার সিলভী মমতাজ খোন্দাকার আশরাফ হোসেন						নিকারাগুয়ার শান্তিপ্রক্রিয়া হুমকীর সম্মুখীন/ শাহীন হক	
১৬/১১/৮ ৯ ২/৮/৯৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেকাল একাল জীবনানন্দ দাশের পূর্ণিমা, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সমকালীন ভাবনা, চিন্তাবিদ মোতাহার হোসেন চৌধুরী একাত্তরের স্মৃতি	সরদার ফজলুল করিম আহসানুল কবীর, বিনায়ক সেন, খালেদা ইয়াসমিন বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	পংক্তি মালা ও রুপচাঁদ						কাব্য: উন্মানের মন্ত্র নেই	কমল বন্দ্যোপাধ্যায়/ নিখিল প্রকাশনী	হোসাইন কবীর		
২৩/১১/৮ ৯ ৯/৮/৯৬	জার্নাল/৮৯ শ্যামল রমনার স্থপতি রবার্ট প্রাউডলক ছিন্নপত্রের ভুবন, একাত্তরের স্মৃতি হৃৎ কলমের টানে,	হাসনাত আব্দুল হাই দ্বিজেন শর্মা সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক,	যুবেন্দ্র বাগানে হলুদ দোয়েল	রফিকুর রশীদ	অনন্ত গভীরে মমতাজ সবুজ	খালেদা এদিব চৌধুরী, মুস্তফা আনোয়ার শামসুল ইসলাম			গল্প: স্বপ্ন মিছিল	বিপ্রদাশ বড়ুয়া/ মুক্তধারা	মুরতজা আলী	নামিবিয়ার নির্বাচন, স্বাধীনতা ও প্রসঙ্গকথা/শেখ রফিক ইসলাম	
৩০/১০/৮ ৯ ১৬/৮/৯৬	হাসান আজিজুল হক, তার গল্পের ভূ-গোল জার্নাল-৮৯ নি-রুচি, আয়োয় গোয়েন্দা উপন্যাস একাত্তরের স্মৃতি হৃৎ কলমের টানে,	ফারুক মঈনউদ্দিন হাসনাত আব্দুল হাই আলম খোরশেদ, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক,	একটি দীর্ঘ শ্বাসের ডাল পালা	নাসরিন জহান	সিংহ দরোজা, শ্যামাঙ্গী মা, নর্তনতা	হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মূল: ইভান ডাবোভের, অনু: শামসুল ফয়েজ, অসীম সাহা			উপন্যাস: তুমি আছো বলে	ফরিদা রহমান/মুক্তধারা	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন		

ডিসেম্বর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/১২/৮৯ ২৩/৮/৯৬	তাঁর পূজার গান, জার্নাল-৮৯, ময়মনসিংহ গীতিকা, জীবন ধর্ম ও কাব্যমূল্য, রাজ কবিগণ, হৃৎ কলমের টানে, একাত্তরের স্মৃতি	ওয়াহিদুল হক, হাসনাত আব্দুল হাই, সৈয়দ আজিজুল হক, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক,	বড় দিনের উপহার	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন জাহাঙ্গীর								চিলির নির্বাচন সামরিক শাসনের ছায়া ও গনতন্ত্রের সংগ্রাম/শেখ রফিক ইসলাম	
২১/১২/৮৯ ৭/৯/৯৬	হেনরীমুর ভাস্কর্যের প্রবাদ পুরুষ, জার্নাল-৮৯, একাত্তরের স্মৃতি রনাঙ্গনে আমাদের বিজয়, হৃৎ কলমের টানে,	উইলিয়াম পেকার, হাসনাত বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক	প্রতিমা পুরান	পূরবী বসু	কবিতা কাজ, বাস্তব যোগা যোগ, গোলক ধাধার গল্প	মূল: ব্রের্টাল্ট ব্রেখট, অনু: মোজাম্মেল হোসেন, সানাউল হক, আনন্দ রহমান, রেজাউদ্দিন স্টালিন			ইন্দোনেশিয়ার গল্প	জাফর তালুকদার/ মুক্তধারা	কবীর চৌধুরী	ডায়েটিং করলেও কেন মেদ কমে না/ শুভাগত চৌধুরী	১৪ ডিসেম্বর বাংলার বাণী ছাড়া সকল পত্রিকা ধর্মঘট পালন করে।
২৮/১২/৮৯ ১৪/৯/৯৬	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের শিল্পকর্মে বাস্তবতা ও রূপান্তর, জার্নাল-৮৯ রণাঙ্গনে আ. বিজয়, হৃৎ কলমের টানে,	তন্দ্রা দাশ বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক	ঔপনিবেশিক কমিশনার	মূল: চিনুয়া আচিবি, অনু: শহীদুল আলম	ভোর বেলাকার বারান্দায় দাড়িয়ে, তিনি/চোখ	আবসার হাবীব, মাকিদ হারদার						পানামা, মার্কিন বাহিনীর আগ্রাসন/শাহিন হক	

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/১/৯০ ২১/৯/৯৬	স্যামুয়েল বেকেট তাঁর এ্যাপয়েন্ট রেখেছেন, জার্নাল/৮৯, একাত্তরের স্মৃতি, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, হৃৎ কলামের টানে, রণাঙ্গনে আমাদের বিজয়	আতাউর রহমান, হাসনাত আব্দুল হাই, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, মোবাশ্বের আলী, সৈয়দ শামসুল হক, রফিকুল ইসলাম,	বকশিস,	রেজানুর রহমান	সোনার তরী, পাট, ২৩,১০,২৯, শামসুর রাহমান (জন্মদিন উপলক্ষে)	পূর্ণেন্দু পাত্রী, সৈয়দ আবুল মকসুদ, মাকফ রায়হান							
১১/১/৯০ ২৮/৯/৯৬	উজ্জ্বল প্রহরের চিত্রকলা, জার্নাল/ ৮৯, আত্মজীবনী মার্ক শাগাল, সোমেন চন্দ, হৃৎ কলামের টানে,একাত্তরের স্মৃতি	রবিউল হুসেইন, হাসনাত আব্দুল হাই, মুনতাসির মামুন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	যাত্রী	ঝর্ণা রহমান	থিয়েটারের নব্য নটনটী	শামসুল ইসলাম			১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা	সম্পাদক: রশীদ হায়দার/ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী		ফিলিপাইন: জনগণের স্বপ্ন/ শেখ রফিকুল ইসলাম	
১৮/১/৯০ ৫/১০/৯৬	সৈয়দ নুরুদ্দিনের কথা, কেউ ভুলেনি, হৃৎ কলামের টানে, জার্নাল/৮৯, শিল্পী সমরজিৎ চৌধুরির আপন ভুবন	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, হাসনাত আবদুল হাই, সৈয়দ শামসুল হক, শামসুল ওয়ারেস	রাধিকা, বিষ্ণপুরের কেষ্ট নিহত	সুচরিত চৌধুরী, সারোয়ার কবীর	সে আসুক, অলৌকিক চাবি, কবিতা: মোজাম্মেল হোসেন মঞ্জু	শামসুর রাহমান, তপংকর চক্রবর্তী, দিলওয়ার						মুঠোমুঠো সৌন্দর্য/ দ্বিজেন শর্মা, রোমানিয়ায় চও সেস্কুর পতন ও চীন, সোভিয়েত সম্পর্ক শীতল হাওয়া/ শাহীন হক শীতের অসুখ/ শুভাগত চৌধুরী	
২৫/১/৯০ ১২/১০/৯৬	দেশকাল আহসান হাবীব, জার্নাল/৮৯, রাজা রামমোহন ও ব্রহ্মসমাজ, একজন গুণী মানুষের কথা, সংস্কৃতি: দুটি বই ও একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একাত্তরে স্মৃতি, হৃৎ কলামের টানে	মোহাম্মদ সাদিক, সুব্রত চক্রবর্তী, মতলুব আলী, তানভীর মোকাম্মেল, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক	শাহানা সংবাদ	দানীউল হক	মৃত্যু পতঙ্গ	ইকবাল আজিজ							

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/২/৯০ ১৯/১০/৯৬	ঘৃণা ও ক্রোধের কবিতা, জার্নাল/৮৯, উত্তীর্ন কড়চা, উৎসর্গ বীরশ্রেষ্ট মতিয়ুর রহমান, আত্মজীবনী: জেনারেলের সঙ্গে গ্রহাম গ্রীন, উইলসন হ্যারিস, একাত্তরের দিনগুলি, হৃৎ কলমের টানে	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, হাসনাত আব্দুল হাই, আলমগীর সাত্তার, মুনতাসীর মামুন, সৈয়দ মুনজুরুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	আগুন	কেয়া চৌধুরী	অলৌকিক জলপানি	সাইয়িদ আতিকউল্লা						কম্বোডিয়া: বধ্যভূমিতে শান্তির প্রত্যাশা/ শাহীন হক	
৮/২/৯০ ২৬/১০/৯৬	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: তার চিলেকোঠায় চালচিত্র, জার্নাল/৮৯, একাত্তরের দিনগুলি, নীরব সংঘ ও রবীন্দ্র শত বার্ষিকী, হৃৎ কলমের টানে	মুরতজা আলী সৈয়দ শামসুল হক, হাসনাত আব্দুল হাই, আ:আবু: সাঈদ বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	তিনি এসেছেন	সুশান্ত মজুমদার	কোথা সেই প্রেম, কোথা সেই বিদ্রোহ, দয়াল	মহাদেব সাহা, ত্রিদিব দস্তি দার						নেলসন মেন্ডেলার আসন্ন মুক্তি/শেখ রফিক হাসান	
১৫/২/৯০ ৩/১১/৯৬	জীবনানন্দ দাশের জলপাই হাটি, জার্নাল /৮৯, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: তার চিলেকোঠায় চালচিত্র, একাত্তরের দিনগুলি, অপরাজিত পাক্ষও মেঘলা আকাশ	আহসানুল কবীর সৈয়দ শামসুল হক, হাসনাত আব্দুল হাই, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	অতিথি	মারিয়া ভার্গাস যাসা/ আলম খোরশেদ	রাঁধার জন্য, তবু যেন নির্জন মনে হয়, মুখোশ ও প্রতিকৃতি	হাসীন আজাদ, জহীর হায়দার, মাহমুদ আল জামান						নেলসন মেন্ডলার মুক্তি: প্রতীক্ষায় অবসান/শাহীন হক	

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৩/৯০ ১৭/১১/৯৬	শিল্পী আমিনুল ইসলাম, উৎসে ফেরার রূপরেখা, জার্নাল/৮৯, একাত্তরের স্মৃতি হৃৎ কলমের টানে	নাইদ আখতার, শামসুজ্জামান খান, হাসনাত আব্দুল হাই, সৈয়দ শামসুল হক, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	স্থপতি	রফিকুর রশিদ	শিরোনাম হীন, দর্শন, এ ড্রিম ইন চেইন	নাসির আহমেদ, ওয়াহিদ রেজা						কোস্টারিকায় শান্তির অর্থনীতি সম্মেলন/ আবুল মাল আ: মুহিত	
৮/৩/৯০ ২৪/১১/৯৬	রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব, জার্নাল/৮৯, একাত্তরের স্মৃতি, আত্মজীবনী: প্রাচ্যের কন্যা, বেনজীর, হৃৎ কলামের টানে, পল সংকট ও রাজ কোয়ার্টেট	সরদার ফজলুল করিম, হাসনাত আব্দুল হাই, সৈয়দ শামসুল হক, মুনতাসীর মামুন, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম			ত্রিপদী গুচ্ছ, একুশ শতক, নিজেকে নিয়ে	সানাউল হক খান, মাকিদ হায়দার			বাংলাদেশ: বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে	সম্পাদক ড: মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	আশফ উদ্দৌলা	নিকারাগুয়া: বিপ্লব ও গণতন্ত্রের সংশ্লেষ/শেখ রফিক ইসলাম নাজির আহমেদ স্মরণে/ আবদুল মতিন	
১৫/৩/৯০ ১/১২/৯৬	কবিতার ভবিষ্যৎ, জার্নাল/৮৯, থিয়েটারের প্রাণপুরুষ: ব্রে শট, হৃৎ কলামের টানে, একাত্তরের স্মৃতি সময়ের সময়	সেলিম জাহান, হাসনাত আব্দুল হাই, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ জাহাঙ্গীর	কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল	মাহমুদ কুদ্দুস	কিছু দরকারী কথা, হৃদয় ফাঁস	সোহরাব হাসান, জাহিদ মুস্ত ফা			দি সার্ক দি রিভার এন্ড দি গ্রেনেডস (হাঙর নদী গ্রেনেড)	মূল : সেলিনা হোসেন অনু: আবেদীন কাদের, বাংলা একাডেমী	সালেহ মাহমুদ রিয়াজ	সোভিয়েত ইউনিয়ন: সংস্কার কর্ম সূচির ভবিষ্যৎ/ শাহীন হক	
২২/৩/৯০ ৮/১২/৯৬	ঋত্বিকের কাজ, জার্নাল/৮৯, হ্যাভেলের উদ্ভট পৃথিবী, একাত্তরের স্মৃতি, আবু সাইয়িদ তালুকদার: সৃজনশীল মৃৎশিল্পী	হারুণ অর রশীদ, হাসনাত আব্দুল হাই, কাজী তামান্না, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সরদার ফজলুল করিম	চোর	শাহীন খান	কোথাও যেন সরের যাচ্ছি, (বেগম মুশতারি শফিকে) রক্তক্ষরণের ঝড়োসঙ্গি	সিদ্দিকুর রহমান, দুলাল সরকার, ইশতিয়াক মুজিব						সুখে হারান না যিনি-দু:খেও হারান না তিনি, মিনার মনসুর, স্থবির অনুশাসন কমিউনিজমের ব্যর্থতার জন্য দায়ী/ জনকেনেথ গল ব্রেইথ	

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/৪/৯০ ২২/১২/৯৬	জার্নাল/৮৯, মধুসূদনের ইংরেজী লেখা, একাত্তরের স্মৃতি, হৃৎ কলামের টানে	হাসনাত আব্দুল হাই, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক,	ছেঁড়া রিবন	নাফিজ আশরাফ	আমি কি পাতক	আসাদ চৌ:						হাঙ্গেরী ও পূর্ব জার্মানী নির্বাচন: সমাজতন্ত্রের বিদায়/ শাহীন হক মুখে হারন না যিনে/ মিনার মনসুর	
১২/৪/৯০ ২৯/১২/৯৬	নগুগির নবজন্ম , জার্নাল/৮৯, রণেশদাশ গুপ্ত: এখন উর্ফিজি আর্ট গ্যালারী, হৃৎ কলামের টানে, বাংলাদেশের প্রকশনায় আধুনিক প্রযুক্তি: সমস্যা ও সম্ভাবনা	আলম খোরশেদ, হাসনাত আব্দুল হাই, সমরেশ দেব নাথ, আলমগীর সাত্তার, সৈয়দ শামসুল হক, জামিল চৌধুরী			মানুষ পাথর নয়, স্বপ্নবন্দী, অবচেতন বহ্নিনয়	মুহম্মদ নূরুলহুদা, কাজল বন্দ্যোপ্রাধ্যায়, আল আমিন						নেপাল:রাজতন্ত্র, পঞ্চয়েত তন্ত্র ও গণতন্ত্র/ মোজাম্মেল হোসেন	
১৯/৪/৯০ ৫/১/৯৬	বাংলাদেশে সেক্সপীয়র চর্চার সমীক্ষা-(১৮৫৮-১৯৮৯), জার্নাল/৮৯, স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, একাত্তরের স্মৃতি, বোহেসের আধুনিকতা, ভ্যানগহের চিঠি, আত্ন জীবনের বর্ণচ্ছটা	নজমুল হাসান, শহীদুল ইসলাম, হাসনাত আব্দুল হাই, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মুনতাসীর মামুন	বিশ্বাসের প্রাচীর	ইসহাক খান	সাজাগ অন্তরে বাঁচতে হবে অনেকদিন	শামসুল ইসলাম, মোয়জ্জেম হোসেন						লিথুনিয়া: গ্রাসনস্তের অগ্নিপরীক্ষা-শাহীন হক	

মে-১৯৯০

<table>
<tr><th rowspan="2">তারিখ</th><th colspan="2">প্রবন্ধ</th><th colspan="2">গল্প</th><th colspan="2">কবিতা</th><th colspan="2">উপন্যাস</th><th colspan="3">বই আলোচনা</th><th rowspan="2">অন্যান্য</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>শিরোনাম</th><th>লেখক</th><th>শিরোনাম</th><th>লেখক</th><th>শিরোনাম</th><th>কবি</th><th>শিরোনাম</th><th>লেখক</th><th>গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন</th><th>গ্রন্থকার ও প্রকাশক</th><th>আলোচক</th></tr>
<tr><td>৩/৫/৯০
১৯/১/৯৭</td><td>জয়নুলের পট্টয়া ও সমকালীন প্রসঙ্গ,
শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর স্থান,
জার্নাল/৮৯,
হৃৎ কলমের টানে</td><td>আনোয়ার হক,
আবুল মোমেন,
সৈয়দ শামসুল হক,
হাসনাত আব্দুল হাই,
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম,</td><td>অপরাজিতা</td><td>মঈনুল আহসান,</td><td>একটি সিংহের গল্প,
বসবাস কুশীরর ভুল মানুষের আরব,
খুবরেশী প্রেমদ্রোহী হয়ে যাচ্ছি, না পারা,
বসবাস কুশীলব</td><td>মজিবুল হক কবীর
শামসুল আবেদিন
খালেদা এদিব চৌধুরী
হালিম আজাদ
কাজী রোজি</td><td></td><td></td><td>কাব্য : আশাবোরী</td><td>মহফিল হক/ মুক্তধারা</td><td>মোহাম্মদ জয়নুদ্দিন</td><td>পেরু: নির্বাচন ও ভার্গাস ইয়োসার স্বপ্ন ভঙ্গ/শাহীন হক
ভ্রমণ
নার্মিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব</td><td></td></tr>
<tr><td>৯/৫/৯০
২৫/১/৯৭</td><td>হৃদয় সমুদ্র ,
অন্যান্তর রবীন্দ্রনাথ ,
রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পীর সামাজিক অধিকার,
প্রসঙ্গ: রবীন্দ্র কাব্য পাঠ ,
সেখেনি সে গান কণ্ঠা,
বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চা,
রেনেসাঁ ও রবীন্দ্রনাথ</td><td>জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী,
মুস্তাফা নুরুল ইসলাম,
কবীর চৌধুরী,
হায়াৎ মামুদ ,
ওয়াহিদুল হক, .
করুণাময় গোস্বামী,
অনুপম সেন</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>রাশিয়া: পেরেস্ত্রোইকা ও রবীন্দ্রনাথ/আহমদ রফিক,
রবীন্দ্রনাথকৃত স্কেচ</td><td>*২৫ শে বৈশাখ উ:প: সাময়িকী ১০/৯/ প্রকাশিত হল</td></tr>
<tr><td>১৭/৫/৯০
২/২/৯৭</td><td>সংবাদ এর স্মৃতি,
সংবাদ: ১৯৯০, ডানা ভাঙা সাংবাদিক, সংবাদ ও গণতান্ত্রিক সাংবাদিকতা,
কালের যাত্রায় সংবাদ,
সংবাদের শত্রুমিত্র,
সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি</td><td>আনিসুজ্জামান,
মুস্তাফা নুরুল ইসলাম,:
শামসুর রাহমান,
সন্তোষ গুপ্ত:
আনে হোসেন চৌধুরী,
কবীর চৌধুরী
সাদেক খান</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>চল্লিশ বছরের সংবাদ</td></tr>
<tr><td>২৫/৫/৯০
৯/২/৯৭</td><td>ব্যতিক্রমী নজরুল,
একটি গান ভুলি কেমনে, কাজী নজরুলের: লেখা দুটি চিঠি,
যদি আর বাঁশী না বাজে,
কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবন পঞ্জি</td><td>মযহারুল ইসলাম,
আবদুল মান্নান সৈয়দ,
কাজী নজরুল ইসলাম</td><td colspan="10">কবির চোখে কবি
নজরুল কেমনে করে- আহসান হাবীব
নজরুল ইসলামের ছবি দেখে-আবুল হোসেন
স্বাগতম: এ-ঢাকা-সানাউল হক
কাজী নজরুল ইসলামরে প্রতি-শামসুর রাহমান
অজেয় পাহারা-হাসান হাফিজুর রহমান
বর্ষায় বাংলা কবিকে-হায়াৎ মামুদ
আড়ুর বাল্য: নজরুল-হাবীবুল্লাহ সিরাজী</td><td>১১ ই জ্যৈষ্ঠ উপলক্ষে আজকের সাময়িকী</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="10"></td><td colspan="2">অনিবার্য কারণবশত ৩১ শে মে সাময়িকী প্রকাশিত হয় নি</td></tr>
</table>

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৭/৬/৯০ ২৩/২/৯৭	জয়নুল আবেদীনের জিজ্ঞাসা, জার্নাল/৮৯, প্রাণেশমন্ডল ও তার শিল্প সম্ভার, হো-চি-মিন, ধূসর পত্রাবলী: আরেক সত্যেন সেন	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, হাসনাত আব্দুল হাই, মতলুব আলী, আনিসুজ্জামান, মফিদুল হক			মাধবী' মানে না, জেলখানা থেকে পত্রাবলী	সাইয়াদ আতীকুল্লাহ মূল: হো: চি মিন,অনু বিষ্ণু দে						বর্মা: ঝর্ণার মুক্তধারা/ মোজাম্মেল হোসেন ভ্রমণ নার্মিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম-হারুন হাবীব	
১৪/৬/৯০ ৩০/২/৯৭	বৃষ্ণাঙ্গ নাট্যকার আগস্ট উইলসন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তুলসী গাছের কাহিনী: প্রথম লেখন, জীবনের উত্তাপ, (প্র: রবিউলাত্ত: খান-), নয়ন তারা সাহগল	মূল:হিলারী ডেভরিস,অনু: মাসুমা খানম, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রবিউল হুসাইন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম			খাশতীর আঁচল/ দুদোয়ারে/ স্বপ্নজীবী/ বড়দিনের গাছ সিতমের ঘরে নাম দিয়েছি মস্তন নবান্নের আহবান বেদনা বিধোত দায় ভার	শামসুর রাহমান, আবু তাহের, আসলাম সানী, জাহিদ মোস্তফা						হাইতি: রমনীয় গণতন্ত্র/ মোজাম্মেল হোসেন ভ্রমণ নার্মিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব	
২১/৬/৯০ ৬/৩/৯৭	রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার আলোকে শেক্সপীয়র ও ইবসেন, কবি ইমাউল হক, হৃৎ কলমের টানে, জার্নাল/৮৯, দেশের মাটিতে যোগেন চৌধুরী, দু:সহ জীবনের রূপকার	নাজমুল আহসান আসাদ চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, হাসনাত আব্দুল হাই, বেলাল চৌধুরী	হিমায়িত ও মেয়েদের গল্প	বের্টোল্ট ব্রেখট/ নদীজলান শেখ	অনুমতিপত্র, জায় নামাজের তোড়া/ স্বপ্নেরা দুলে গাছে	হাবীবুল্লাহ সিরাজী, জাহিদ হায়দার			জয়নুল আবেদীনের জীজ্ঞাসা প্রবন্ধ: প্রবাস পথের দিনগুলি	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর/ মুক্তধারা তোফাজ্জল হোসেন	সন্তোষ গুপ্ত, কবীর চৌধুরী	ভ্রমণ নার্মিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব ভ্রমণ নার্মিবিয়া	
২৮/৬/৯০ ১৩/৩/৯৭	ভিক্টোসেন্টকে আমাদের ভালবাসা, ভ্যান গগের ছবি দূর থেকে কাছে, ভ্যান গগ মৃত্যু শতবার্ষিকীতে সুর্টোদিন, বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব প্রসঙ্গে, জার্নাল/৮৯	কাইয়ুম চৌধুরী রফিকুন নবী, আলমগীর সত্তার, রমজান আলী, খান মজলিস, হাসনাত আব্দুল হাই,	হিমায়িত ও মেয়েদের গল্প	বের্টোল্ট ব্রেখট/ নদীজলান শেখ								মরমচোতের রোহ: গ্লাসনস্ত এর দূরপ্রাচ্য অভিযান-শহীন হক, ভ্রমণ নার্মিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব	

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১২/৭/৯০ ২৭/৩/৯৭	আন্দ্রে ভজনিভের একটি সাক্ষাৎকার, জার্নাল/৮৯, হৃৎ কলামের টানে, ভ্যানগগের মৃত্যু শত বার্ষিকিতে দুটো দিন, নিউইয়র্কের ডায়রী :, আমানদা মান্দেলা, বিপন্ন দর্পনে মুখ: আহসান হাবীবের মৃত্যু চিন্তা, ক্যালিবানের উত্তরাধিকার	ফাহমিদা আকতার, হাসনাত আব্দুল হাই, সৈয়দ শামসুল হক, আলমগীর সাত্তার, হাসান ফেরদৌস, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	কালো নিসর্গ	নাফিজ আশরাফ	খেলাধুলার সরল অংক, আমি সেই কবি, বিশ্বামিত্রের আবমান যজ্ঞ	রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, সিকদার আমিনুল হক, ফেরদৌস নাহার			History of chittagong 18-88-1900	Misbah Uddin Khan/D anaa pabli	কবীর চৌধুরী	ভ্রমণ নামিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব	ঈদুল আজহার জন্য প্রথম সপ্তাহের সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।
১৯/৭/৯০ ৩/৪/৯৭	কমারুল হাসানের কাছে জাতিক সত্তার ব্যবহার, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বিজয় ও প্রসঙ্গ কথা, গান যখন স্বাধীকারের পক্ষে, জার্নাল/৮৯, হৃৎ কলামের টানে, বাংলাদেশের টেলিভিশন সমকালীন প্রেক্ষাপট	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সালাহ উদ্দিন আহমদ, মুনতাসীর মামুন, হাসনাত আব্দুল হাই, মুস্তাফিজুর রহমান			আদাব আরজ/ গতকাল এবং আগামী কার/ কয়েনি কসুর/ মারমেয় সমাচার/ চুল টুল ঠিকই থাকে	দানীউল হক, শামসুর রাহমান						ন্যাটোর লন্ডন ঘোষনা: পশ্চিমা নেতৃত্বের শান্তির ফর্মূলা/ শাহীন হক ভ্রমণ নামিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব	
২৬/৭/৯০ ১০/৪/৯৭	ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আমি, জার্নাল/৮৯, অন্তর্ভাসী অভাজন	মুর্তজা বশীর, হাসনাত আব্দুল হাই, সনৎকুমার সাহা	কল্যানী	কমল দাস/ মোবারক হো:খান	*খেলা নয়, মরা ইনিংস, প্লেটনিক প্রেমিকের ডায়রী থেকে	আবুল হোসেন, মারুফ রায়হান			দি পলিটিক্যাল ইকোনমি অব স্যাংসনশ অ্যাগেইনস্ট অ্যাপারথেইড, কাব্য পরিমার্থ অন্ধকার	ড: হারদার আলীখান/ লাইন বাইনার পার/ দুক্তবন্ধ সৈয়দ হায়দার	হাসান ফেরদৌস, নাচু নালাই উদ্দিন	ভ্রমণ নামিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব, যুক্তরাষ্ট্রের নয়া কর্মোডিয়া নীতি/ শাহীন ইসলাম	

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
২/৮/৯০ ১৭/৪/৯৭	কবিতার আধুনিকতা, জার্নাল/৮৯, হৃৎ কলমের টানে	মোল্লা মো: রিয়াজত উল্লাহ, হাসনাত আব্দুল হাই সৈয়দ শামসুল হক	জীবন ও একটি কেয়ারা নৌকা	রেজা ফারুক	সাদা মাটা মেয়ে, ভেতরে কি থাকে, ফুল পাখিদের গল্প, জন্মের আগুন	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, বিজোয়ান মহমুদ, আফসার খান, তেফায়েল তফজ্জল			কাব্য: হৃদয় চিলেকোঠায়	শাহেদ লতিফ/স্বর্ণ লিপি	সন্তোষ গুপ্ত	প্রসঙ্গ এইডস/ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ/ শিশির কুমার ভট্টাচার্য ভ্রমণ নামিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব , জার্মানীর ঐক্য/ মোজ্জামেল হোসেন	
৯/৮/৯০ ২৪/৪/৯৭	জীবনবাদী রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ভাবনা, রবীন্দ্র বিরোধীতার শর্ত, বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা , জার্নাল/৮৯	মযহারুল ইসলাম, আহসানুল কবীর , আবুল কাসেম , ফজলুল হক , হাসনাত আব্দুল হাই	শেষ জামানা	আবু জাফর সন্দীপ	কি কাজ সাহস করি	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ						ইরাকে কুয়েত অভিযান ও মধ্যপ্রাচ্যে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ/ শ: হক	২২শে শ্রাবণ স্মরণে
১৬/৮/৯০ ৩১/৪/৯৭	সমাজ চৈতন্যের ধারা ও আবুল ফজল, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দেশের রাজনীতিকদের শিক্ষা, জার্নাল/৮৯, হৃৎ কলমের টানে	শিপ্রা দস্তিদার, ইকরামুল হক টপী, হাসনাত আব্দুল হাই, সৈয়দ শামসুল হক	নাবদুল	আফসানা ইয়াকুত	এই গ্রাম তবে উঠে যাবে? বরখাস্ত	রফিক আজাদ, নয়ীম গহর			উপন্যাস বাবুলের বেড়ে উঠা	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী /মুক্তধারা	শান্তনু কায়সার	ভ্রমণ নামিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব	
২৩/৮/৯০ ৭/৫/৯৭	এই শূণ্যস্থান সহজে পুরণ হবে কি?, বিস্মৃত জীবনী শিল্পী নরেশ চন্দ্রের ইতিহ বোধ ও আধুনিকতা, জার্নাল/৮৯, হৃৎ কলমের টানে আ·মা·সৈয়দ তার পরাবাস্তব কবিতা	অজয় রায় , শমসুল আল সাঈদ, হাসনাত, শাহবুদ্দিন নাগরী	পার্কে মর্নিং ওয়াক	সবিহ উল আলম এভাবে মানুষেরা	শেষ শিখাটি নিভল যখন (রেবা আফরোজা)	নাসির আহমেদ			উপন্যাস অপু বিজয়হ দেখেনি গল্প: একটি গভীর আত্মহত্যা এবং গানের প্রথম পাঠ	শিরীন মজিদ/ নওরোজ কিতাবিস্তান, নিসারুল/এপেক্স পাব বদিউজ্জামান/ অধ্যাপক ডা: রফিক	সন্তোষ গুপ্ত তপন মাহমুদ	লাইব্রেরিয়ান ট্রাজেডী/ মোজাম্মেল হোসেন ভ্রমণ নামিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব	
৩০/৮/৯০	নজরুল স্মৃতি চারণ নজরুল কি কল্লোল যুগের লেখক? আমাদের অচেনা নজরুল, জার্নাল/৮৯	কাজী আবদুল কাসেম, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রায়হান মাসুদ, হাসনাত আব্দুল হাই	লক্ষ্যত	নাফিজ আশরাফ লোক গুলোর কী হয়েছে? কুটি দোলানো নাচ	কখন যে ভেঙে যাবে শামসুর রহমান	মাহমুদ আল জামান				বর্নেল ডেভিড সান যখন ঢাকায়, গল্প: খেয়াঁলীপুরুষ, উপন্যাস এই নববর্ষ	মুনতাসির মামুন/ পল্লব,পোকা গজ না ফড়ালী/চলন্তিকা শফিকুল আলম/সানিয়া আলম	আবু জেলাল হোসেন মোবারক হোসেন খান আমিনুল ইসলাম	নজরুল স্মরণে

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৬/৯/৯০ ২০/৫/৯৭	ভারতীয় নতুন উপন্যাস উন্মুল মন ও প্রসঙ্গ কথা, মৃত্যু বা শ্রদ্ধা, উপকথার উপাদান: ডা: ইব্রাহিম, বই আমদানী নিয়ন্ত্রণের দাবী বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনা শিল্প, অ.দি.হা. ইংরেজী উপন্যাস ও ব্রিটিশ রাজ, জার্নাল/৮৯	হাসান ফেরদৌস, শওকত ওসমান, মহিউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, হাসনাত আব্দুল হাই	মৃতদেহ প্রাকৃতিক ইতিহাস	মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে অনু: শহিদুল জহির	ফারাক, এক গ্লাস অন্ধকার, কাব্যের উপসংহার/ দীর্ঘশ্বাস/ গ্রীষ্মের বিষন্নতা	আসাদ চৌধুরী, রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মূল: স্তেফান মালার্ম অনু: সাঈদা মামুন						ভ্রমণ নামিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব, স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের জাতিসংঘ/ শাহীন হক	
১৩/৯/৯০ ২৮/৫/৯৭	ধর্ম ও ইহকাল, টেড হিউজের ধুপছায়া রঙের কাক, হে প্রগাঢ় কাঞ্চনজঙ্ঘা, সৌখিন শিল্পীর নন্দন ভাবনা, জার্নাল/৮৯, হৃৎ কলমের টানে, আত্মজীবনী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সনৎ কুমার সাহা, আবেদীন কাদের, নওয়াজেশ আহমেদ, হাবী মোস্তফা, হাসনাত আব্দুল হাই, মুনতাসির মামুন,	ক্ষুধা	ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ	ফেলিং স্টেশনের ক্লার্ক	মোফাজ্জল করিম			প্রবন্ধ অস্তিত্ব চেতনা ও আমাদের কবিতা	আজীজুল হক/ বাংলা একাডেমী	মাহবুব সাদিক	ভ্রমণ নামিবিয়া: সূর্যোদয় দেখে এলাম/ হারুন হাবীব, সাদ্দাম বনাম যুক্তরাষ্ট্র/ হাসান ফেরদৌস	
২০/৯/৯০ ৪/৬/৯৭	বাংলা গানের স্বাগত নীরিক্ষা, বাইশে শ্রাবন, সংস্কৃতি নীতি: লক্ষ্য ও উপায়, হৃৎ কলমের টানে	ওয়াহিদুল হক, সুচরিত চৌধুরী, আজয় রায়, সৈয়দ শামসুল হক	দর্শক	ঝর্না রহমান	চোখের সামনে যে ছবি	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ			গান রইল তাহার বাশী রইল সুরে	সম্পাদক/ আ: আহাদ সনজীদা খাতুন	সন্তোষ গুপ্ত	আগামী দিনের তৃতীয় বিশ্ব/ আবদুল্লাহ আলমুতি, মরু বিজয়ের কেতন কার হাতে/ মোজাম্মেল হোসেন ভ্রমন-বার্লিণ সমন্বয়ে নানা দিক/ মাহমুদ আহসান	
২৭/৯/৯০ ১১/৬/৯৭	ডক্টর ডিভাগো, শতবর্ষে বরিস পাস্তের নাক, চিত্র সমা, যদি তার মূলে থাকে প্রেম, কমল মজুমদারের কয়েকটি চিঠি, হৃৎ কলামের টানে	আনিসুজ্জামান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, গৌতম আশীষ, লতিফ সিদ্দিকী, সৈয়দ শামসুল হক,	অরণ্যে এক রাত্রি	ওয়াহিদ রেজা	ভোরের ট্রেন ইত, এই জনপদে	মূল: বরিস পাস্তের নাক অনু: সানাউল হক, হায়াৎ মামুদ			স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন	বেগম মুশতারী শফি/ ইত্তামোশ প্রিয়তম প্রকাশনী চট্টগ্রাম	সন্তোষ গুপ্ত		

অক্টোবর-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১১/১০/৯০ ২০/৬/৯৭	আন্দোলনের ছবি প্রকাশিত হওয়ায় সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।												
১৮/১০/৯০ ২/৭/৯৭	বহুবচনিক পাঞ্জ, আকটাভি ও পাঞ্জ, হৃৎ কলামের টানে, আলবার্তো মোরাবিয়া, পেট্রিক, হোয়াইটের বিদায়	বেলাল চৌধুরী, অরুণাময় গোস্বামী, সৈয়দ শামসুল হক, মারুফ রায়হান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম			সময়ের সবকটি কবিতাই একটি কবিতা	সানাউল হক খান			SATT AJIT RAY- THE INNER EYE	এ্যান্ড্রু রবিনসন	শামিমা আখতার	জিডি আর- এর বিদায় ও ঐক্য বদ্ধ জার্মানীর আবির্ভাব/ শাহিন হক, নিজস্ব: বিদ্ধ ও সহানুভূতি/ অকটাভিউ নাজ/ ফাহমিদা খাতুন	
২৫/১০/৯০ ৯/৭/৯৭	এই মানুষের কাছে সেই মানুষ, লালন শাহ: মৃত্যু শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি, রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রাম: কবির উপলব্ধি, কর্মীর ভূমিকা, প্রসঙ্গ: বিষ্ণুদের কবিতা সমগ্র	মোমেন চৌধুরী, আবুল আছমা চৌধুরী, আহমদ রফিক, আবদুল মান্নান সৈয়দ,	একগুচ্ছ অন্ধকার	নাসরিন জাহান	খন্ডিত গৌরব/ লালস্কাংর্ফ / জমিনের বুক চিরে, কবির কাজ, অকটাভিউ পাঞ্জ, মন্তাজ, আমার চোখ	শামসুর রহমান, মাসুদুজ্জামান, মুস্তফা আনোয়ার, ত্রিদিব দস্তীদার			নির্বাচিত গল্প	রাবেয়া খাতুন/ মুক্তধারা	মজিবর রহমান	উত্তর ও দক্ষিন একত্রীকরণের ভবিষ্যৎ/ শাহিন হক, কড়ি-কড়চা, বই আমদানীর অর্থনীতি/ সেলিম জাহান	

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/১১/৯০ ১৬/৭/৯৭	বুড়িগঙ্গায় কতজল, শিল্প সমাজ ও থিয়েটার, আত্মজীবনী: সিয়োভর এইচ হোয়াইট শেখরের খোঁজে, সমুখে শান্তি পারাবার একটি সমুন্নত সকাল, স্রুৎ কলামের টানে	শহীদুল আমিন, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনতাসীর মামুন, আশরাফুজ্জামান, জাহানারা নাওশান, সৈয়দ শামসুল হক			ভালবাসার ওপারে, সুফিয়া কামাল, এমন কিছু নই বলে	মূল: অকটাভিও পাজ, অনু: ফখরুজ্জামান চৌধুরী, সিদ্দিকুর রহমান, আবু তাহের			মনসা মঙ্গলের কাব্য, সামাজিক পটভূমি ও নারী	জয়া সেনগুপ্তা/ বড়াল প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	পাকিস্তান: বেনজীরের পরাজয় ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ/ শাহিন হক, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া নয়া সেতুবন্ধন/ স্টিফেন ফিটজেরাল্ড	
১৫/১১/৯০ ৩০/৭/৯৭	এ লজ্জার শেষ কোথায়, দু:স্বপ্নের মুখোমুখি, দর-দামের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ভিন্ন হাওয়া, নাট্যকার আনিস চৌধুরী, নায়কের চির প্রস্থান, স্রুৎ কলামের টানে	ওয়াহিদুল হক, শামসুজ্জামান খান, সেলিম জাহান, হাসান ফেরদৌস, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক	পাঞ্জন পিঠা	সবিহউল আলম	ছয় গাধা বার বার আকাশে তাকায়, হ্যাঁ সত্যি, সুধাংশু যাবেনা, পাখিদের অকাল মৃত্যু মানবো না অন্যের বল	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ইয়ানিসরিত সোম/ শহীদ কাদরী, শামসুর রাহমান, রবীন্দ্র গোপ			বাংলাদেশ- আত্ম নির্ভরতার পথে	রেহমান সোবহান/ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	ফাইসুল কবির	দক্ষিণ এশিয়ার আবৃত আকাশ/ মোজাম্মেল হোসেন, অতিথি পাখিদের আসা যাওয়া	
২২/১১/৯০ ৭/৮/৯৭	নায়কের সময় ব্রহ্মসঙ্গীত, আত্মজীবনী, তমিজ উদ্দিনের আপন ভুবন, স্রুৎ কলামের টানে	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনতাসীর মামুন, মোমেন চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক	একটি ইদুর ও কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা	ভুবাইদা গুলশান আরা	কালো বাংলাদেশ কাঁদো, পদতলে অবিমিশ্র বালি, এই দেশে যিশু চুপ, মৃত মাছির শরীরের খোঁজে, বোধ হয় মানে মানিনা আমি	মোহাম্মদ রফিক, আহসান হামিদ, নুরুন্নাহার শিরিন, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, জাহিদ হায়দার			স্বপ্নসমুদ্রে বনদেবীরা আছে	বিপ্রদাশ বড়ুয়া/ অনিন্দ্য প্রকাশনী	বেলাল বেগ	অবিনাশী বিদ্যুৎ অনিরুদ্ধ প্রবাহ/ আব্দুল্লাহ আল মুতি	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৯০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/১২/৯০ ২১/৮/৯৭	বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্প বিবর্তন ও বর্তমান অবস্থা, বাংলাদেশ অর্থনীতির সংকট, পিতার চিত্রের কোলাজ লুইস বুহার্সের অনুগম্প, উডটীন কড়চা, সৃজনশীল শিল্পকর্ম, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি প্রসঙ্গে	রবিউল হুসাইন, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, মূল: পল বেইলী অনু: নুরুন্নাহার মাসুদ, বাচ্চু আলাউদ্দিন, সৈয়দ শামসুল হক, রশীদ হুমায়ুন	জলরোদের ডাক	টিপু খন্দকার	আজো ঝরছে নষ্ট রক্ত, হলুদ পুজ, শক্তিহনি সুপুরুষ, মেয়েদের জীবনে শীত ও বসন্ত	আসাদ চৌধুরী, মাসুদ বিবাগী, কাজী সুফিয়া আখতার						প্রকাশনায় গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা/ মহিউদ্দিন আহমেদ, মার্গারেট সাফল্যের কাছে পরাজিত/ মোহম্মদ হোসেন	
২৩/১২/৯০ ৫/১১/৯৭	বাংলাদেশের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সংবিধান টেরেঙ্গের জন্য শোক, স্মৃতি অম্লান, হৃৎ.কলমের টানে, বাংলা নাটকে সাধারন মানুষ	আবু মাল আব্দুল মুহিত, সৈয়দ মনছুরুল ইসলাম, মেরীনা চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, রমজান আলী, খান মজলিস	শকুন্তলা উপাখ্যান	শাহীন আখতার	করস্পর্শে তোমাকে, জাগাবো অবরোধ, প্রিয় বাংলাদেশ	রফিক নওশাদ, জাহিদ মুস্তফা, মিনার মনসুর			মৌলিক সুযোগ	রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সংযোগ প্র.	খ.ম. আব্দুল আউয়াল	কিউবা বিবেক কার্পেনিয়ের/ আলম খোরশেদ	
২৭/১২/৯০ ১২/১১/৯৭	জয়নুল স্মৃতি তার শিল্প ভুবন, এখন যা করণীয়, গুন্টার গ্রাসের সাক্ষাৎকার	প্রশান্ত কুমার বসু, আবুল মনসুর, সেলিনা জাহান মাসুদুজ্জামান	অনিমেষ আঁখি	কাজী জাফির হাসান	নিচা শত্রু, অন্ধকার	আশরাফ আহমেদ, আফতাব আহমেদ			নির্বাচিত গল্প	রিজিয়া রহমান/ মুক্তধারা	আব্দুস সালাম	দ্বিতীয় যুদ্ধের অপেক্ষায় ও উদাসী পৃথিবী/ মো. হো., বাংলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাহিত্য অনুবাদ সমস্যা	

উপরিউক্ত ছকে সন্নিবেশিত রচনা শিরোনাম ও লেখকদের নাম পর্যবেক্ষণ করলে '৮০র দশকে 'সংবাদ সাময়িকী'তে সাহিত্যচর্চার একটি চিত্র পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, প্রথিতযশা লেখকদের পাশাপাশি অনেক নবীন লেখকের আগমন ঘটে এসময়। এঁদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, অনেকে হারিয়ে যান।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকাশিত প্রধান রচনাবলীর মূল্যায়ন

'৮০র দশকের সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত বিষয়াবলীর সাহিত্য মূল্য অপরিসীম। এ সময় সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতা নিছক সাহিত্য পাতার তাগিদেই লেখা হয় নি-লেখা হয়েছে রচয়িতার ব্যক্তি চেতনার স্বতঃস্ফূর্ততায়। তাই দেখা যায় পত্রিকায় প্রকাশের পর অত্যল্পকালেই এগুলো বই আকারে বাজারে বেরিয়ে লাভ করেছে ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা। এ পর্যায়ে উল্লেখ করা যায় 'জানা অজানা-ঢাকা' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের কথা। মুনতাসীর মামুন রচিত ইতিহাসাশ্রিত এ প্রবন্ধটি 'স্মৃতি-বিস্মৃতির ঢাকা' নামে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ' বই আকারে প্রকাশ করে আগামী প্রকাশনী, পান্না কায়সারের 'স্বাধীনতার শত্রু মিত্র' প্রবন্ধের বইও প্রকাশ করে আগামী প্রকাশনী। আলমগীর সাত্তারের 'উড্ডীন কড়চা', সৈয়দ শামসুল হকের 'হৃৎ কলমের টানে' আবু সাঈদ চৌধুরী 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি' বাসন্তী গুহঠাকুরতা'র 'একাত্তরের স্মৃতি' ইত্যাদি প্রবন্ধ বই আকারে প্রকাশ করে ইউপিএল। এছাড়া আবদুল্লাহ আল মুতীর 'পরিবেশ সংকট ঘনিয়ে আসছে' এবং দ্বিজেন শর্মার 'নিসর্গ নির্মাণ ও 'নান্দনিক ভাবনা' নামক যে বই প্রকাশ করেছে ইউপিএল তার বেশির ভাগ লেখা সংবাদ সাময়িকীতে প্রথম ছাপা হয়। বাংলাদেশে চিত্রশিল্পের রেনেসাঁর নায়ক জয়নুল আবেদীনকে নিয়ে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর রচিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'জয়নুল আবেদীনের জিজ্ঞাসা' বই আকারে প্রকাশ করে মুক্তধারা। ডাঃ শুভাগত চৌধুরীর স্বাস্থ্য বিষয়ক লেখাগুলো 'স্বাস্থ্য বিচিত্রা' ও 'বিচিত্র স্বাস্থ্য' নামকরণে বই প্রকাশ করে মুক্তধারা। এছাড়া আবদুল্লাহ আল মুতীর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোকে 'বাংলাদেশের বিজ্ঞান চিন্তা' নামে মুক্তধারা বই আকারে প্রকাশ করে।

প্রবন্ধের পাশপাশি গল্প, কবিতাও বই আকারে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে সাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলী থেকে প্রধান রচনাবলীর মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে।

১. প্রবন্ধ

সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ শাখা হল প্রবন্ধ। সাময়িকীর সিংহভাগ জুড়ে প্রকাশিত হতে দেখা যায় প্রবন্ধ। প্রতি সপ্তাহের প্রধান বিষয় থাকত প্রবন্ধ। চারপৃষ্ঠার সাময়িকীর প্রথম এবং শেষের পৃষ্ঠা ছাড়াও ভেতরের পৃষ্ঠাগুলোর অনেক স্থান দখলে ছিল প্রবন্ধের। কোন কোন প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে চারপাঁচ সপ্তাহ জুড়ে প্রকাশিত হত। আবার একই শিরোনামে দীর্ঘদিন নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়। বস্তুত প্রগতিশীল লেখক গোষ্ঠীর ভাবনার সাবলীল প্রকাশ থাকত সংবাদ সময়িকীতে। গোটা দশক ব্যাপী সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাকার সামাজিক রকমারি বিষয়াদির পাশাপাশি দেশী-বিদেশী প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর জীবনচরিত কথাসাহিত্য বা কাব্যসাহিত্যের মননশীল সমালোচনা প্রকাশ পেতে দেখা যায় এ সময়কার সংবাদ সাময়িকীতে। প্রথিতযশা প্রাবন্ধিকের পাশাপাশি বহু নবীন লেখকের প্রবন্ধ সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়।

বিষয়ের ভিন্নতার '৮০ র দশকের প্রবন্ধ সমূহকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

(ক) কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ

(খ) গদ্য বিষয়ক প্রবন্ধ

(গ) ব্যক্তি আলোচনামূলক প্রবন্ধ (বাংলা সাহিত্য)

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ব্যক্তি আলোচনামূলক প্রবন্ধ (বিশ্বসাহিত্য)

(ঙ) সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষপট নির্ভর প্রবন্ধ

১.ক) কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ

আশির দশকে সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ যথেষ্ট রচিত হয়েছে। কবির কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ, ছন্দ, বিষয়-বৈচিত্র্য, নির্মাণশৈলী, কাব্যে সমাজভাবনা ইত্যাকার নানা বিষয়াদি এসব প্রবন্ধের মূল বিষয়। এ দশকের একেবারে গোড়াতে সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত কাব্যবিষয়ক প্রবন্ধটি একটি কবিতার সমালোচনা। মোহাম্মদ রফিক রচিত 'কীর্তিনাশা' কবিতার বিস্তারিত আলোচনা করেন (২৭.৬.১৯৮০) জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। 'কীর্তিনাশা' কাব্যগ্রন্থের নাম ভূমিকার এ কবিতায় কবির গভীর জীবনবোধ প্রবন্ধকার বিশ্লেষণ করেন স্বীয় বৈশিষ্ট্যে। 'বাংলা ছন্দ ও জীবনানন্দ দাশ' নামক প্রবন্ধ (১.৩.৮১) রচনা করেন শাহজাহান ঠাকুর ১৯৮০ সনের ১৬ই নভেম্বর সংবাদ সাময়িকীতে আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রবন্ধ 'স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথই' এর বিরুদ্ধাচারণ করে এ প্রবন্ধটি লেখা। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্বেই স্বরবৃত্ত ছন্দের আর্বিভাব ঘটে। তিনি মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের নানা কাব্যগ্রন্থের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। যেমন:

'শমন-দমন/রাবণ দমন রাম/শমন-ভবন/যে লয় রামের নাম'

অথবা রামপ্রসাদের 'মনরে কৃষি কাজ জানো না / এমন মানব জমিন রইল পতিত/আবাদ করলে ফলতে সোনা' অথবা লালনের 'খাচাঁর ভিতর অচিন পাখি/কেমনে আসে যায়।/ তারে ধরতে পারলে মনবেড়ী/দিতাম পাখীর পায়'- ইত্যাদির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বস্তুত স্বরবৃত্ত কোনো ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয় এই ছন্দ বাঙালির বহু পুরাতন ধন; রবীন্দ্রনাথের হাতে এ ছন্দ পরম উৎকর্ষ লাভ করে। প্রবন্ধে প্রসঙ্গান্তরে জীবনানন্দ দাশের স্বরবৃত্ত ছন্দোবদ্ধ কবিতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। শাহজাহান ঠাকুর এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ দু'জনেই-বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক। 'ছন্দ' নিয়ে রচিত তাঁদের দুটো প্রবন্ধই আগ্রহী পাঠকের পাশাপাশি বাংলাসাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

'সাহিত্যে নতুন বির্তক ও নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন (১৭.৩.৮৩) শান্তনু কায়সার। তাঁর মতে কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) দার্শনিক পরিচয়ের অন্তরালে শিল্প সাহিত্যের একজন খুব কাছের মানুষ। প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বই পড়া ছিল তাঁর প্রাত্যহিক কাজের অঙ্গ। সমাজবিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারা আত্তীকরণ সঙ্গে সঙ্গে মার্কস সাহিত্য পাঠ, চর্চা ও বিনোদনে প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন। লিরিক কাব্য চর্চার পেছনে মার্কস নিজেই তার বাগদত্তা 'জেনি ফন ফালেনের' প্রতি প্রেম এবং তার বিচ্ছেদজনিত মর্মচেতনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনটি খাতায় লেখা সনেটে তার এ সম্পর্কিত তীব্র মনোবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। চতুর্থ খাতাটি মার্কস উৎসর্গ করেছেন তার পিতাকে। এতে কবিতা ছাড়াও আছে মার্কসের লেখা ট্র্যাজেডিকাব্য 'উলানেস' এর দৃশ্য এবং ব্যাঙ্গাত্মক উপন্যাস 'উর্ননাভ' ও 'ফেলিক্স' এর কিছু পরিচ্ছেদ। মার্কস এর সহোদরা সোফিয়ার অ্যালবামে এবং নোট বইয়ে ও তার কিছু কবিতা আছে। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে এপ্রিগ্রামও আছে। এগুলোতে বহুল পরিমাণে দার্শনিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। মার্কসের মতই সাহিত্য রচনা করেছেন বা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করেছেন এঙ্গেলস্, লেনিন। এ ত্রয়ী লেখক সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব নিয়ে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক স্বতন্ত্র ইতিহাস বা গ্রন্থ রচনা করে না গেলেও বাংলা সাহিত্যে তাদের প্রভাব অপরিসীম। দেশবিভাগ এবং বিভাগপূর্ব বাঙালি লেখক কবি বুদ্ধিজীবীদের উপর তাঁদের প্রভাব নিয়েই মূলত প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘকারের এ প্রবন্ধে নন্দনতাত্ত্বিক বিতর্কের অবতরণা অমূলক নয়। নন্দনতত্ত্ব বিষয়ানুগ। স্থানকাল পাত্র ভেদে এর স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কার্ল মার্কস যে দর্শন দিয়ে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য।

'তবক দেওয়া গান', 'বিত্ত নেই বেসাত নেই', এবং 'প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড়', এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের কাব্যসুষমা নিয়ে 'আসাদ চৌধুরীর কবিতা, নামক প্রবন্ধ (২৪.৪.৮৪) রচনা করেছেন কবীর চৌধুরী। আসাদ চৌধুরী ও তাঁর কবিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধকারের মন্তব্য, 'আমাদের সমকালীন কবিদের মধ্যে আসাদ চৌধুরী ইতোমধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। জনপ্রিয় কিন্তু উচ্চকণ্ঠ নন, প্রচলিত অর্থে জনতার কবি, বিদ্রোহী কবি, কিংবা প্রতিবাদী কবি না হয়েও যাঁর কবিতায় দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ নির্ভুলভাবে উপস্থিত।' প্রবন্ধকার আসাদ চৌধুরীর কাব্যভাবনায় বিশেষ যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন সেগুলো হল কবিতার আকার ছোট, লোককাব্যের অবহ ও চারণ কবির রচনারীতির ব্যবহার, সর্বোপরি চিত্রময়তা। কবির চিত্রময়তার উদাহরণ আলোকচিত্র কাব্যগ্রন্থ থেকে উপস্থাপন করেন-

'মাছরাঙ্গা স্থির হয়ে বসে আছে/ পুকুরের কোনায় কোনায় ধোয়া/ বাঁশের জাংলায় মাছরাঙ্গা পাখিটি/ সুপারীর বাগান থেকে আসছে অসহিষ্ণু পালাপালি/ আর একটা গভীর ঘ্রাণ/ জলে নামার আগে ঘাটে যেন কাঁপছে।' প্রবন্ধকার আসাদ চৌধুরীর অনেক কবিতাকে আত্মজৈবনিক বলে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ দিয়েছেন 'প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড়' কাব্যগ্রন্থের 'স্বীকারোক্তি' কবিতার উল্লেখ করে।

সমকালীন কবির কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের আলোচনা বাংলা সাহিত্যের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করবে নিঃসন্দেহে আসাদ চৌধুরী '৭০ এবং '৮০ দশকে যে কাব্যভাবনা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আসীন হন-তাঁর অবলম্বন তাকে সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করবে।

কবি সুকান্তের কবিতা ও কবির সমাজ ভাবনা নিয়ে শান্তনু কায়সার "সমাজ সচেতন একজন কবি" নামক প্রবন্ধ লেখেন (১০.৫.৮৪)। মনে প্রাণে যিনি দেশকে দেশের মানুষকে ভালবাসতেন তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধাচারণ সর্বজনবিধিত। শান্তনু কায়সার প্রবন্ধটিতে কবির আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা প্রসারক কবিতাগুলো আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'ঘুম নেই' কাব্য গ্রন্থের 'ছুরি' কবিতার। যে কবিতাটি প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সোমেন চন্দ নিহত হবার পর লিখেছিলেন। 'জনযুদ্ধের গান' কবিতাটিকে যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ তাদের উদ্বোধনী গান হিসেবে ব্যবহার করতেন তা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। 'বোধন' কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন সুকান্তের ফ্যাসী বিরোধী চেতনার সাক্ষ্যরূপে। এছাড়া 'মণিপুর', 'বীর চট্টগ্রামের' 'ইউরোপের উদ্দেশ্যে', 'চট্টগ্রাম ১৯৪৩', 'লেনিন', 'রোম' ১৯৪৩ প্রভৃতি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে সুকান্তের আন্তর্জাতিকতাবাদের স্বরূপ নির্ণয় করেন। সুকান্ত বাংলা কবিতার ধ্রুবতারার মত, তাঁকে নিয়ে বা তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা তাঁর রাজনৈতিক সত্তা উঠে আসবে অবলীলায়। কিন্তু তা আসে নি প্রবন্ধকার এ বিষয়টি আলোকপাত করলে প্রবন্ধটি আরো মূল্যবান ও সম্পূর্ণ হত।

৩০.৮.৮৫ তারিখের সাময়িকীতে করুণাময় গোস্বামী লেখেন 'নজরুলের সাঙ্গীতিক অবস্থান' বিষয়ক প্রবন্ধ নজরুলের অন্যান্য শিল্পকর্ম নিয়ে যতটা লেখালেখি হয়েছে গান নিয়ে ততটা হয় নি। করুণাময় গোস্বামীর প্রবন্ধটি নজরুলের সঙ্গীতকে পাঠককুলের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস।

২.১১.৮৪ তারিখের সাময়িকীতে রশীদ আল ফারুকী 'সত্যেন সেনের পুরুষমেধ' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন 'পুরুষমেধ' সত্যেন সেনের বৈদিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদের জীবনচর্চা ও ধর্মবিশ্বাসের অনুচিত্র। এতে যেমনি রয়েছে বর্ণশ্রম প্রথার অমানবিক রূপ, তেমনি রয়েছে সংগ্রামশীল মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জলছাপ। এ উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা কালে প্রবন্ধকার কল্পিক ও স্থানিক কালচার বিশ্লেষণ করে পাঠকবৃন্দকে উপকৃত করেছেন।

দৈনিক সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত মোহাম্মদ জয়নুদ্দিনের 'সমকালীন কবিতার শরীর ও মেজাজ' (২৪.১২.৮৭) একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ। প্রবন্ধে সমকালীন কবিদের কবিতার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অনেকটা রেখাচিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

মতে প্রবন্ধকার শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, অরু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ওমর আলী, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি একটানে তুলে এনেছেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবু বকর সিদ্দিকী, আসাদ চৌধুরী, আল মুজাহিদী, আবিদ আজাদ, নাসিমা সুলতানা, শিহাব সরকার, নাসির আহমেদ, ইকবাল আজিজ প্রমুখের কবিতা স্বল্পপরিসরে এক লেখায় এতো অধিক সংখ্যক কবির কবিতার মূল্য নির্ণয় একটা দুরূহ ব্যাপার বটে।

আবুল কালাম আজাদের 'কিছু নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা 'বিপ্লবীও প্রেমিকও' কবীর চৌধুরী রচিত একটি অনন্য প্রবন্ধ (৭.১,৮৮)। প্রবন্ধে কবি এবং কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে নির্মোহ আলোচনা করেছেন সুতীক্ষ্ণভাবে 'অঙ্গীকার', 'জাতশত্রু', 'আসবেই', 'মানতে হবে', 'আস্থা প্রাচীর', 'জীবন', 'স্মৃতির যন্ত্রণা', 'এ কেমন তুমি' এবং 'কিছু নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে' কবিতার আলোচনা করে প্রবন্ধকার কাব্যগ্রন্থটির সম্যক উপলব্ধি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন কাব্যগ্রন্থে যেমন শান্তি, প্রগতি, সাম্য ও সুন্দরের প্রতি, স্বৈরাচারের পতন অপেক্ষরত শ্রেণী সংগ্রামের সৈনিকদের প্রতি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে তেমনি পাশাপাশি এসেছে প্রেমের অমোঘ বাণী। "প্রবন্ধকারের ভাষায়- প্রেম আর বিপ্লব এক হয়ে গেছে সাড়া নেই' কবিতায়। কবির উদ্দিষ্ট এখানে বিপ্লবও হতে পারে কবি প্রিয়াও হতে পারে।' তিনি উদাহরণ দিয়েছেন 'ক্ষুধার মতো সারাক্ষণ/আমার সর্বাঙ্গে মিশে থাকো/ কিন্তু মুর্খ পণ্ডিতের মতো কখনো বা সর্বনাশা অতি বিপ্লবী করে তোল./এখনই, এই মুহূর্তে, এখানেই/ মিলনাভিষেকের স্বপ্ন দেখাও/স্থান কাল পাত্র ভুলে।' প্রবন্ধকার কবির ভাবনার ব্যঞ্জনা যুগপদভাবে রাজনীতি ও প্রিয়তমার প্রতি এ সত্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

এতে সর্বোতভাবে সফল হয়েছেন বলা দুষ্কর। একটি প্রবন্ধে একজন কবির সামগ্রিক রূপ তুলে ধরা সম্ভব নয় কিছুতেই আবুল কালাম আজাদ নবীন কবি। প্রবন্ধকারের এ আলোচনায় তিনি উৎসর্হিত হয়ে থাকবেন নিঃসন্দেহে।

'বন্দনগীতি' নামক প্রবন্ধের রচয়িতা (১১.৮.৮৮) সুচরিত চৌধুরী। আদি এবং মধ্যযুগে বিশেষত মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বন্দনা করা। ঈশ্বর/ আল্লাহর প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম এবং নবী রসুল পয়গাম্বরদের কদমবুসি করা, সর্বোপরি উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের সালাম এবং দোয়া কামনা করে গায়েনগণ কাব্য আরম্ভ করতেন। সুচরিত চৌধুরী প্রবন্ধে তাঁর পিতা আশুতোষ চৌধুরীর বন্দনা প্রীতির কথা বলেছেন। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আশুতোষ চৌধুরীর অভিমত-

> 'আমাদের নবীন কবিরাও দার্শনিক সূত্রধরে অগ্রসর হচ্ছেন। ঠিক এতে তাদের কাব্য বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এরূপ সৃষ্টিতে সমাজের সব শরীরে যে প্রাণ স্পন্দন জেগে উঠবে এমন ভরসা হয় না। আজকাল বাংলা কাব্য সাহিত্যকে অনির্বচনীয় করতে গিয়ে দেশের সব লেখকরাই একে অভাবনীয় করে তুলছে। কাব্য রচনা যেন এক বিস্ময়ের ব্যাপার। একে সস্তা করে হালকা চালে দেশের ছোট বড় সকলের প্রাণ আবার সঞ্চারিত করে দিতে হবে। চির প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা রাখতে হবে। আকাশের দৈববাণী আমাদের কাব্যের উপাদান হবে না। আমাদের কবিকে আমাদের মাটিতে দাড়িয়েই কথা বলতে হবে।'

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে দেশের কবিদের মধ্যে যে চেতনাত পরিবর্তন সে প্রসঙ্গে প্রবন্ধারের মন্তব্য-

> 'কেননা ইতিমধ্যে বাংলার কথা কাব্যের শরীরে পাশ্চাত্যের রোমান্স লেগে গিয়েছিল। সেই রোমান্স কখনো ভোগের কখনো শক্তির কখনো মৃত্যুর।'

বাবার স্মৃতি এবং বিশ্বাস সুচরিত চৌধুরী তুলে ধরেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। কবির গোপন ব্যথা একান্তই তাঁর। এ গোপন ব্যথাকে কাব্যে রূপ দিতে পারাই আধুনিক কবিতার লক্ষণ। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বন্দনার মতো প্রাচীন রীতিকে সমর্থন করা প্রাবন্ধিকের প্রাগ্রসর চিন্তার ফসল নয় একথা অনন্ত বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মাহবুব-উল আলমের 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা 'পলাতক পলাশের রুদ্র নিনাদ' প্রবন্ধটি। রচয়িতা (২.৩.৮৯) জাহানারা নওশিন। প্রবন্ধকার গ্রন্থের 'আমি এক দুরন্ত সৈনিক' হে পৃথিবী, উড়ে চলে গেছ পাখি, তোমার চুল সর্বোপরি কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি। কবিতাবলীর বিশ্লেষণ করেছেন স্বকীয় বিচার ভঙ্গিমায়। শুধু কবিতার জন্য কবিতা নয়। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার আবর্তে রচিত। ভাষা আন্দোলন নিয়ে ঢাকার বাইরে সুদুর চট্টগ্রামে বসে মাহবুব-উল-আলম এ কবিতাটি রচনা করেন। এটি একুশে নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা কবিতা। এর জন্য তিনি সরকারের নির্যাতনের শিকার হন। অত্যাচারিত হন একটি কবিতা কখনো কখনো হাজারো কবিতার জন্ম দেয়। উপর্যুক্ত কবিতাটি এমনি একটি। প্রবন্ধকার এ বিষয়ে আলোকপাত করলে এর কলেবর আরো সমৃদ্ধ হত।

'বাংলার গণ-উৎসব গম্ভীরা' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন (২০.৪.৮৯) রংগলাল সেন। বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত এ প্রাবন্ধিক গম্ভীরার আদি ইতিহাস, এর উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাংলার গণউৎসবের মধ্যে এর স্থান সর্বজনগ্রাহ্য। গম্ভীরার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রবন্ধে বলা হয়েছে আধুনিককালে বাঙালি সামাজিক ধর্মীয় উৎসব হিসাবে শিবদেবতার যে পূর্জাচনা করা হয় তার তিনটি প্রধানরূপ রয়েছে ; যেমন, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় 'গম্ভীরা', পশ্চিমবঙ্গে 'গাজন' ও পূর্ববঙ্গে 'নীলপূজা'। কালক্রমে বিকশিত এ গম্ভীরাকে সামাজিক সংহতি, সামজ পরিচালনের উৎস এবং ধর্মীয় ভাবাবেগের উৎসরূপে তিনি প্রতিভাত করেছেন। "আসলে গম্ভীরা একটি সুস্থ সামাজিক সংগঠন। এটিই বাংলার গ্রামাঞ্চলে "মন্ডল' কিংবা 'প্রধান ব্যক্তির প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে গ্রাম্য প্রঞ্চায়েত তথা পাচঁজনের সরকার অর্থাৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের শাসন ব্যবস্থার বিকাশে ত' সহায়ক ভূমিকা পালন করে।' রংগলালসেন গম্ভীরার গতি প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে একে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করেছেন। "গম্ভীরা গণউৎসবটি যে ছিল এহেন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপলক্ষ একথা কেহ অস্বীকার করতে পারবেন না। আর এখানেই এর সামাজতান্ত্রিক তাৎপর্য নিহিত।'

'গণসঙ্গীত প্রসঙ্গে' (৯.১১.৮৯) মাহমুদ সেলিমের প্রবন্ধ। গণসঙ্গীত কী, কেন, উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়ে সানুপুঙ্খ আলোচনা আছে প্রবন্ধে। পূর্বাপর আলোচনার সারাংশে প্রবন্ধকার বলেন "সময়ের প্রয়োজনের সাথে গানের বাণীর, বাণীর সাথে সুরের, সুরের সাথে তাল লয়ের আর সব কিছুর সাথে গণমানুষের সহজবোধ্যতার একটা সুসংগত ও যৌক্তিক সম্পর্ক থাকলে তবেই তা হবে সার্থক ও সচ্ছন্দ গণসঙ্গীত।' উপরের দুটো প্রবন্ধে গণসংগীতের যে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে–এটি চিরন্তন কোন রূপ নয়। গণসঙ্গীত যুগ নির্ভর। সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর উপযুক্ততা বিচার করা হয়।

১.খ) গদ্য বিষয়ক প্রবন্ধ

'গদ্য বিষয়ক প্রবন্ধ' শিরোনাম করা হয়েছে মূলত আশির দশকে সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের বৈচিত্র্য নির্দেশ করতে। বাংলা কথাসাহিত্যের বিশ্লেষণ এ পর্যায়ের নিরীক্ষার বিষয়। কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধের মত এ পর্যায়েও মূলত বিগত তিন শতাব্দীর এবং সমসাময়িককালে প্রকাশিত সাহিত্যিকদের রচনা ভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নামকরণের সাথে একটু ভিন্নতা আছে। বাংলা নাটক একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য ধার। এর আলোচনা সমালোচনাও ভিন্নমাত্রার কিন্তু আলোচ্য নিবন্ধে নাটক বিষয়ের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে মূলত দুটি কারণে। এক. বিষয়ের স্বল্পতা এবং দুই. শিরোনাম সীমিত রাখা। গদ্য বিষয়ক প্রবন্ধের প্রথমেই আসে আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচিত 'সাহিত্যের বিষয় আশয়' নামক প্রবন্ধের কথা। নামকরণের মধ্যেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নিহিত। নানা যুক্তিতর্কের উপস্থাপনায় প্রাবন্ধিক প্রবন্ধটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছেন তিনি। বাংলা গদ্যের স্বরূপ অন্বেষণে তিনি যে রীতির কথা উল্লেখ করেছেন তা নিঃসন্দেহে বাংলা সমালোচকদের পথনিদর্শনা দিতে পারবে। 'নাটক ও সমকালীন সমাজ' বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন (২১.৯.৮০) প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক কবীর চৌধুরী। নাটক সমাজের আয়না। সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চিত্র সম্যকরূপে রূপায়িত হয় নাটকে। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের সর্বজনীনতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন 'বিশ্ব নাট্য সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে সেখানে সমাজজীবন চিত্রিত হয়েছে বহু মাত্রিকতায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে, বিভিন্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে।' এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জনসন, মলিয়ের, হপ্টমান, ইবসেন, বার্নডশ'র নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলা নাটকেও যে সমকালীন সমাজ বিবৃত হয়েছে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম। সামাজিক বিষয়াবলীকে নাট্যিক রূপায়ণে অনেকে অতিমাত্রায় প্রচারক অথবা ক্লাসিক হয়ে পড়েন এ প্রসঙ্গে তার মতামত সমকালীন সমাজজীবনের কোন সমস্যাকে উপস্থিত করার প্রচারধর্মী আগ্রহ অনেক সময় নিছক বির্তক সভায়ও পরিণত হতে পারে। তাঁর মতে সরস নাটক সামাজিক সমস্যামূলক হয়েও শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারে। উদাহরণ 'নেমোসিস', 'মানুষ', 'এখনও দুঃসময়' প্রভৃতি। প্রচার সর্বস্ব নাটকের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে প্রবন্ধে। বস্তুত নাটক সমাজকে আলোড়িত করে অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের থেকে অধিক কার্যকরভাবে নাটকে একটি বক্তব্য থাকবে এটাই কাম্য। ঐ বক্তব্যটিকে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করা নাট্যকারের কুশলতার উপর নির্ভরশীল। এ বক্তব্য প্রকাশে যদি শিল্পসুষমার পূর্ণতা নাও পায়-বা সামান্য ঘাটতি থাকে অবা একটু প্রচার সর্বস্বতা বজায়ে থাকে তবু সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এগুলোকে মেনে নেয়া যায়। 'সধবার একাদশী' কিংবা 'একেই কি বলে সভ্যতা' অথবা বু ড় 'শালিকের ঘারে রোঁ' এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

'কথা সাহিত্য: আমাদের প্রত্যাশা' (৬.১২.৮১) নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন শাহিদা আখতার। প্রবন্ধে লেখিকা মূলত স্বাধীনতা উত্তর উপন্যাসের উপাদান,সার্থকতা-ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরের এ প্রবন্ধে তিনি লেখেন 'জীবনে জীবন যোগ-ই সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান শর্ত।' সেই যোগের জন্যই জীবনকে জানতে হবে ঘনিষ্ঠভাবে, একাত্মহয়ে মিশে যেতে হবে জীবনের অন্তগূঢ় সত্যের সঙ্গে।' এখানেই প্রবন্ধকার লক্ষ্য করেছেন আমাদের বর্তমান উপন্যাসে জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখা হচ্ছে না। দেখা হচ্ছে আংশিকভাবে। আর খণ্ডিত জীবনকে নিয়ে মহৎ উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে না বলে তিনি মত দিয়েছেন। স্বাধীনতার মত এতবড় একটা ঘটনাকে উপন্যাসে সামগ্রিক ভাবে উপস্থাপিত করতে না পারায় প্রবন্ধকার আশাহত হয়েছেন। তাঁর আশাহত হওয়ার কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা আমাদের চিরস্থায়ী সম্পদ। সাহিত্যের পাতায় এটি স্থান করে নিতে পারে যে কোন সময়। এছাড়া 'এক দশক বয়সী' স্বাধীনতার স্বরূপ অনুধাবনে আমাদের রচয়িতাদের আর একটু সময় দিতে ক্ষতি কী?

মোহাম্মদ রফিক 'শেকড়ের সন্ধানে' (১৮.৮.৮৩) প্রবন্ধ রচনা করেন ভিন্ন মাত্রিকতায়। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত জনগোষ্ঠী ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগোষ্ঠী দ্বারা কীভাবে নিপীড়িত তার শব্দচিত্র 'শেকড়ের সন্ধানে' প্রবন্ধটি। লেখক এশিয়া এবং আফ্রিকার দুই মহান সাহিত্যিকের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু করেছেন। একজন বাংলাদেশের 'রবীন্দ্রনাথ' অপরজন কেনিয়ার 'ডথিয়োঙ্গ নগুজি'। একজন সচেতন মানবতাবাদী অপরজন পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক। উভয়েরই উপলব্দি একটা জাতি একটা দেশকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন সে দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা। এই উপলব্দি থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উপনিবেশ টিকিয়ে রাখতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়। রবীন্দ্রনাথ এবং ডরোথী এর বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। ডরোথী আন্দোলন করেছেন লড়াই করেছেন। মোহাম্মদ রফিক শেকড়ের সন্ধানে বলেছেন 'শেকড়ের সন্ধান আসলে নিজস্ব, আত্মপরিচয়ের প্রসঙ্গে সন্ধান, সেই অর্থে, নিজস্ব উৎস খুঁজে ফেরা।' বস্তুত শেকড়ের সন্ধান হলো, নির্মল জলপাত্রে জল পান। এ সত্যটি তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'কথাসাহিত্যের গতিধারা ও একজন কথা শিল্পী' মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীর একটি অনন্য প্রবন্ধ (৮.১২.৮৩) প্রবন্ধকার বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রাতিক কথাসাহিত্যের গতিধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন 'এ দেশে এমন কিছুসংখ্যক সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা নিজেদের বাঙালী সংস্কৃতি, কৃষ্টি সভ্যতার অন্যতম নিয়ামক ভাবেন।' তারা ভাবছেন এ দেশে এমন কোন জনগোষ্ঠী নেই, যাদের জন্য তারা লিখতে পারেন। জীবন থেকে পাঠ নিতে পারেন। প্রবন্ধকার বলছেন তথাকথিত প্রগতিশীল লেখককূল 'মুষ্টিমেয় শহরবাসী মানুষের দুঃখ কষ্ট শোককে পয়ষট্টি হাজার গায়ের মানুষের শোক বলে চালিয়ে দিচ্ছেন আর নিঃসঙ্গতার আর্বতে ঘুরতে ঘুরতে অশিল্পী সেবন করে চলেছেন।' উপরোক্ত সমালোচনা করে প্রবন্ধকার মাটি ও মানুষের কাছের শিল্পী হিসেবে হাসান আজিজুল

Dhaka University Institutional Repository

হককে অভিহিত করেছেন। তিনি হাসান আজিজুল হকের 'নামহীন গোত্রহীন', 'সমুদ্রের স্বপ্ন', 'শীতের অরণ্য', 'জীবন ঘষে আগুন', 'পাতালে হাসপাতাল', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধকার লেখেন 'বাঙলা কথা সাহিত্যে হাসান আজিজুল হক যে গতিধারা সৃষ্টি করেছেন, তা বাঙালীর সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে নির্দেশিত।' বস্তুত দেশীয় সংস্কৃতিতে অবর্তীন প্রতিশ্রুতিশীল শিল্প সৃষ্টির প্রণোদনা তিনি দিয়েছেন আলোচ্য প্রবন্ধে।

সুলিখিত প্রবন্ধ 'মাতৃভাষার স্বরূপ ও শক্তি' (৪.৩.৮৪)। প্রবন্ধকার যতীন সরকার। প্রবন্ধে লেখক মাতৃভাষার প্রকৃত স্বরূপ ও এর শক্তি উন্মোচনে যথার্থ প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রবন্ধকার মানুষের মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য দুটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছেন। এক. মাতৃজঠর যেখানে সে জৈবিকত্ব লাভ করে দুই. ভাষা গোষ্ঠী যেখানে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নসৌধ নির্মিত ও বাস্তবায়িত হয়। মানুষের জৈবিকসত্তা মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা সম্বন্ধে লেখক লেখেন "মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব লাভ ঘটে মানবী মাতার জঠরে। সব পশুও পশুমাতার জঠরেই সে রকম অস্তিত্ব লাভ করে। এদিক দিয়ে পশু ও মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্যটি অন্যত্র। মানুষ তার মায়ের জঠর থেকে কেবল জান্তব অস্তিত্বটুকু নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর মানুষ রূপে তাকে আবার নতুন করে জন্মাতে হয়। তার এই নতুন জন্মটি ঘটে একটি বিশেষ দেশের জল মাটি হাওয়া ও সমাজের গর্ভে। সেই বিশেষ দেশটিই তার জন্মভূমি আর যে বিশেষ ভাষার আধারে মানুষের চিন্তার উত্তরাধিকারী হয়ে একটি মানব শিশু জীবত্ব মনুষ্যত্বে উন্নীত হয় ও সমগ্র অস্তিত্বে যে ভাষাটি জড়িত মিশ্রিত হয়ে মানুষ হিসেবে তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় এবং সারা জীবনের জন্য সে ভাষা তার চিন্তার বাহন ও চেতনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়ে থাকে, তাই মাতৃভাষা।' মায়ের মুখের ভাষাই মাতৃভাষা প্রচলিত এ ধারনা যুক্তিযুক্ত নয়। মায়ের জঠর থেকে জীবত্ব নিয়ে সে যে সমাজে লালিত পালিত হয় সেই সমাজের ভাষাই তার মাতৃভাষা। এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের 'গোরা' চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। যে কি-না আইরিস মহিলার জঠরে জন্ম নিয়েও সম্পূর্ণ বাংলা ভাষাভাষীরূপে পরিচিত হয়। ব্রিটিশ ভারতের বাঘিনীর কোলে লালিত পালিত অমলা কমলা এবং লিথুনিয়ার ভালুকের দ্বারা লালিত এক কিশোরের প্রসঙ্গও লেখক উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। লেখকের মতে মাতৃভাষাই একজন মানুষের জীবন সঞ্চারী প্রণোদনা 'মানবী জননীর ক্রোড়চুৎ হয়েও কিংবা বলা উচিৎ ক্রোড়চুৎ হয়েই একজন মানুষের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব অপর পক্ষে ভাষা জননীর ক্রোড়ে তার সারা জীবনই অবস্থান অবশম্ভ্যাবী, মাতৃভাষা তার আমরণ সঙ্গিনী, তার ক্রোড়াচুৎ হয়ে অস্তিত্ব ধারনের কল্পনাই অবাস্তব। এ প্রেক্ষিতে অধ্যাপক আহমদ শরীফের বিখ্যাত 'যে লোক যে ভাষাতে জন্ম থেকেই চুক্তিবদ্ধ হয় সে ভাষাই তার মাতৃভাষা। সে ভাষা তার দেহের, রক্তমাংসের মতই একান্ত নিজের।' উক্তিও সংযোজিত করেছেন লেখক। বস্তুত ব্যক্তির চেতনার মূল উৎস শক্তি সবই তার ভাষা এবং সেই ভাষায় অবস্থান প্রবন্ধকার এ কথাটিই উক্ত প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন।

'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তরঙ্গ ভঙ্গ' (১৭.১.৮৫) শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনা সম্ভার প্রচুর না হলেও তাঁর রচনার আলোচনা-সমালোচনার অধিক্য অন্যূন নয়। বাংলাদেশে যে কয়েকজন প্রথিতযশা সমালোচক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস নাটক নিয়ে জ্ঞান গম্ভীর সমালোচনা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ অন্যতম। বিষয়ের গভীরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে পাঠকের সামনে সহজ ও সাবলীল ভাবে প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা আব্দুল মান্নান সৈয়দের। মাত্র তিনটি দৃশ্যে দৃশ্যায়িত 'তরঙ্গ ভঙ্গ' নাটকের অনুভূমিক বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রবন্ধটি। প্রবন্ধকার 'চাঁদের অমাবশ্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো', 'বহিপীর' ও তরঙ্গভঙ্গ এ চারটি উপন্যাস ও নাটকের রচনা একই সূত্রে গাঁথা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিশেষত 'চাঁদের অমাবশ্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো' এবং 'তরঙ্গ ভঙ্গ' এগুলোর মধ্যে 'মৃত্যু' বা 'হত্যা'কে তিনি একটি মোটিফ হিসবে চিহ্নিত করেছেন। এবং বলতে চেয়েছেন এ সব হত্যাকাণ্ড যতটা না ব্যক্তির ইচ্ছায় সংঘটিত তার চেয়ে বেশী সামাজিকবৃত্তায়নের ফল। আলোচ্য নাটকে আমেনা তার সন্তানকে আহার প্রদানে ব্যর্থ হয়ে হত্যা করে। এ হত্যার দায় কী শুধু আমেনার? প্রবন্ধকার বলেছেন 'দেখা যায় সমাজ কেবল আবর্তিত হচ্ছে অপরিবর্তনীয় ছক বাঁধা নকশার চক্রে।' ওয়ালীউল্লাহর গল্প উপন্যাস নাটক সতত ও সর্বত্র তির্যকভাবে সমাজ সচেতন। কিন্তু কোন ভাবেই স্থূল অর্থে সামজপন্থী নয়। প্রবন্ধটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্বরূপ সন্ধানে নতুন পথের সন্ধান যুগিয়েছে নিঃসন্দেহে।

Dhaka University Institutional Repository

'আধুনিক জাপানী গদ্যসাহিত্য স্বরূপের অন্বেষ' মনজুরুল হকের একটি অনন্য প্রবন্ধ (১৯.৩.৮৫)। মনজুরুল হক এশীয় সাহিত্য বিশেষত জাপানী সাহিত্যের হালচাল প্রায়ই বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য লিখে থাকেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক জাপানের সাম্প্রতিক গদ্য সাহিত্যের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা রাষ্ট্রীয় পোষকতা সরাসরি না পেলেও রাষ্ট্রীয় চেতন প্রভাবজাত থাকে। জাপান প্রায় আড়াইশত বৎসর (১৬০৩-১৮৬৭) বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। পশ্চিমের দুনিয়ার সাথে জাপানের প্রথম যোগাযোগ হয় ১৮৬৭ সালে সম্রাট মেইজীর ক্ষমতা লাভের পর থেকে। ১৮৮০'র দশকে জাপানে প্রথম বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং এ অনুবাদে প্রণোদিত হয়ে ৎসুবোউচি শোইও (১৮৫৯-১৯৩৫) ১৮৮৫ সালে 'উপন্যাসের স্বাদ' নামক সমালোচনা গ্রন্থ লেখেন। তাকে অনুসরণ করে ফুতেবাতেই শিমেই (১৮৬৪-১৯০৯) লেখেন 'ভাসমান মেঘ' নামক একটি উপন্যাস। বলা হয় 'ভাসমান মেঘই' জাপানের প্রথম আধুনিক উপন্যাস। কারণ তিনি চিরায়ত সাহিত্যের ভাষার পরিবর্তে প্রচলিত কথ্য ভাষায় উপন্যাসটি লেখেন। ফলশ্রুতিতে ফুবাতেই শিমেইকেই জাপানের প্রকৃত গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়। ফুবাতেইকে অনুসরন করেন মোরি ওগাই (১৮৬৩-১৯২২) ও নাগাই কাফু (১৮৭৯-১৯৫৯) প্রমুখ। এ সময়কার গদ্য সাহিত্যে মূলত প্রকৃতিবাদকে ভিত্তি করেই রচিত হত। পরবর্তীতে প্রকৃতিবাদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে আত্মজীবনমূলক উপন্যাস যারা পুরোধা ছিলেন তায়মা কাতাই। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁথা' (১৯০৮) জাপানী গদ্য সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং অদ্যবধি তা অব্যাহত আছে। প্রবন্ধটি জাপানি কথাসাহিত্যের ইতিহাস তুলে ধরে বাংলাসাহিত্যের পাঠকদের উপকৃত করেছেন বলা যায়

২৯.৬.৮৫'র সংবাদ সাময়িকীতে সনৎকুমার সাহা 'সাহিত্য নিয়ে' শিরোনামায় লেখেন একটি প্রবন্ধ। সাহিত্যে ভাবনা অগুভনার সীমা নেই। প্রাচ্য পাশ্চাত্য পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন এই সৃজনশীল মাধ্যমটির শ্লেষ বিশ্লেষের অন্ত নেই। কারো মতে সাহিত্য যেহেতু জীবনের সঞ্চারপত্র সুতরাং জনজীবনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাহিত্যেরও প্রবৃদ্ধি ঘটায়। কেউ বলছেন টোটাল ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট সাহিত্যকে ইমপ্রুভ করবে এটি স্বাভাবিক কিন্তু সর্বোতভাবে ডিপেনডেন্ট নয়। এ বিষয়গুলো নিয়েই সনৎ কুমারের 'সাহিত্য নিয়ে' প্রবন্ধটি প্রবন্ধকার দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের চেয়ে বর্তমান আর্থোসামজিক অবস্থা অনেক উন্নত হলেও তাঁদের মতো উৎকৃষ্ট সাহিত্য আর রচিত হচ্ছে না। তিনি বলেছেন 'প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্র বাস্তব অবস্থার কারণে কখনও প্রসারিত হয়। কখনও বা সংকুচিত যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে, তখন অসামন্য প্রতিভর কেউ এলে হয়ত সাহিত্যে তার প্রবল স্বাক্ষরে। তাঁর কীর্তি তিনি চিরস্মরণীয় করে যান এবং সেই যুগের সাহিত্যিক সম্ভবনার প্রায় সবটুকুই শুষে নেবার সুযোগ নেন।' বস্তুত সুযোগ বা সময়ই সাহিত্যিককে সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা যোগায়। অর্থ বা অর্থনৈতিক অবস্থা এর অনুঘটক মাত্র।

'জীবনানন্দ দাশের গল্প' প্রবন্ধের লেখক আহসানুল কবীর। প্রবন্ধটি ছাপা হয় ৩১.১০.৮৫'র সাময়িকীতে প্রবন্ধকার জীবনানন্দ দাশের গল্পের বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও কখনও ব্যক্তি জীবন, সমিষ্টির জীবন সর্বোপরি সমাজ জীবনকে পাশ্চাত্য গল্পকারদের জটিল জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রেই বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে জীবনানন্দদাশ ভিন্ন মাত্রার। তাঁর 'ছায়ানট', 'গ্রাম ও শহরের গল্প', বিলাস, আকাঙ্ক্ষা কামনার বিলাস প্রভৃতি আলোচনা করে নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য করেছেন প্রবন্ধকার। '(ক) ত্রিভুজ আকারের কাহিনী, (খ) স্বল্প সংখ্যক চরিত্রের সমাগম গল্প, (গ) জটিল জীবনে নায়ক নায়িকার অবস্থান, (ঘ) নায়ক-নায়িকা ভাবাবেগে আপ্লুত এবং শরীরী (ঙ) বৈষয়িকতার সাথে নায়কে দ্বন্দ্ব (চ) নায়কের কবিত্বপূর্ণ স্বভাব (ছ) নাটকীয়তা (জ) সঞ্চায়তা।' ইত্যাদি। প্রবন্ধটি পাঠে পাঠক জীবনানন্দ দাশের কথা সাহিত্যের স্বরূপ অনুধাবনে সম্যক ধারনা লাভ করবে।

'সারেং বৌ জীবন ও শিল্পের নিরখে' (৪.১২.৮৬) নামক প্রবন্ধ রচনা করেন মুরতজা আলী। সারেং বউ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আলোচনা সমালোচনা অব্যাহত আছে। এটি শহীদুল্লা কায়সারের এক অমর সৃষ্টি। প্রবন্ধকার সারেং বউ সম্পর্কে লিখেন 'সারেং বৌ', শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ শিল্প কর্ম। সারেং জীবনের একনিষ্ঠ আলেখ্য সারেং বৌ বাংলাদেশের কথা সাহিত্যে এক অনুপম সংযোজন। লেখকের গভীর জীবন বোধ, আন্তরিক অনুভব, অখণ্ড বাস্তবদৃষ্টি, সাবলীল ভাষা ও অভিনব উপসংহার দ্যুতিতে উপন্যাসটি যর্থাথই সমৃদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

সমুজ্জ্বল ' লেখকের দৃষ্টিতে উপন্যাসটি সমাজ জীবনের এক অমোঘ জলচিত্র। শহীদুল্লা কায়সার বাঙালির জনজীবনের আলেখ্য রূপায়নের দক্ষকারিগর। 'সারেং বউ' এ রূপায়িত জীবনযাত্রা 'সংশপ্তক' এ উপস্থাপিত প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্নতর। 'সংশপ্তক' দেশ বিভাগোত্তর বাঙালির সামগ্রিক সংগ্রামের ইতিহাস। 'সারেং বউ' নদীবিধৌত গ্রাম বাংলার ব্রাত্যজীবনের চিত্ররেখা। প্রবন্ধকার অধিক উপকৃত হত।

২৬.২.৮৭ তারিখের সাময়িকীতে 'একুশের উপন্যাস' নামক প্রবন্ধ লেখেন রফিকউল্লাহ খান। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক এমন কি অর্থনৈতিক জীবন ধারার চালিকা শক্তি। প্রবন্ধকার ভাষা আন্দোলন নিয়ে কবিতা এবং নাটকের ঔজ্জ্বল্যের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় যে রূপ কালজয়ী কবিতা এবং নাটক রচিত হয়েছে অন্যান্য সাহিত্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল তা অনুপস্থিত ছিলো তাই ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস পাই ১৯৬৯ সালে জহির রায়হানের আরেক ফাল্গুনের মাধ্যমে।' প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী কর্তৃক 'একুশের উপন্যাস' এ প্রকাশিত শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ' জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' এবং সেলিনা হোসেনের 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাসত্রয়ের সরলরৈখিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি-ই ছিল বাঙালি জাতিসত্তার একমাত্র উৎস। কি গল্প কি কবিতা সবকিছুতেই একুশের প্রভাব ছিল সূর্যের মত। '৫২ থেকে '৭১ এ সময় বাঙালি জাতিকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে–পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এ আন্দোলনে কবিতা বা নাটকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়েছে উপন্যাসের ততটা নয়। সম্ভবত এ কারণেই উল্লিখিত সময়ে একুশ নিয়ে উপন্যাসের সংখ্যা অধিক নয়

'দুটি দুষ্প্রাপ্য ও ব্যতিক্রমী ছোটগল্প' শান্তনু কায়সারের একটি অনুসন্ধানী প্রবন্ধ (২৫.১১.৮৮) অকাল প্রয়াত দুই সাহিত্যিক ফজলুল হক এবং হুমায়ুন কবীর। ফজলুল হক (১৯১৬-৪৯) কথা সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হলেও হুমায়ুন কবীর (১৯৪৮-৭২) মূলত কবি হিসেবেই খ্যাত। ফজলুল হকের বিরল গল্প হারানের দুঃখ এবং হুমায়ুন কবীরের 'প্রাণঘাতী ঘড়ি' নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধ। উল্লিখিত দু'জনের স্বরূপ অন্বেষণে আলোচ্য প্রবন্ধটি পাঠককে সহায়তা করবে নিঃসন্দেহে।

১০.৩.৮৮'র সাময়িকীতে আবদুল মান্নান সৈয়দ লেখেন 'দারুন মাস্তুলের কর্ণধার: জগদীশ গুপ্তের প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী' নামের প্রবন্ধটি জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) বাংলা কথা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী শক্তিশালী লেখক। তাঁকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনার অন্ত নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার তার 'প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী' গল্পের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। গল্পকার সম্বন্ধে আবদুল মান্নান সৈয়দের অভিমত 'জগদীশ গুপ্ত আধুনিক ছোটগল্পের জনক এই উক্তিতে অনেকেই হয়তো অবাক হবেন। অবাক হওয়ার কারণ বাংলা সমালোচনার প্রথানুগত্য। এখানে সাধারণত সাহস করে সত্য উচ্চারণ করা হয় না। আর বাঙালী সমালোচকদের প্রিয় প্রসঙ্গ কবিতা ' কথাসাহিত্য নিয়ে সমালোচনা কল্লোল যুগের পূর্বে খুব কমই হয়েছে। তাই জগদীশ গুপ্ত ছিলেন প্রদীপের নীচে। প্রবন্ধিকের অভিমত 'কল্লোল', 'কালি কলমে' যে উত্তররাবীন্দ্রিক সাহিত্য ধারা সূচিত হয়েছিল জগদীশ গুপ্ত ছিলেন তারই ধারক। গোষ্ঠীচিহ্ন তাঁর রচনাবলীতে অমোঘভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। জগদীশ গুপ্তের 'প্রলয়করী ষষ্ঠী' গল্পটি তার প্রথম গল্পগ্রন্থ বিনোদিনীর অন্তর্ভূক্ত। 'বিনোদিনীই প্রথম আধুনিক গল্পগ্রন্থ–' প্রবন্ধকার এর স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। বাংলা ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে উৎকর্ষ লাভ করে এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু গভীর জীবনবোধ ছোটগল্পে উপস্থাপনে জগদীশ গুপ্তের অবস্থান উত্তর-রবীন্দ্র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানতম। আবদুল মান্নান সৈয়দ জগদীশ গুপ্তের স্বরূপ প্রতিস্থাপন করে পাঠকের মননচর্চায় সহায়তা করেছেন নিঃসন্দেহে

সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত 'নজরুল ইসলামের ছোটগল্প' একটি ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ (১৯.৬.৮৯)। প্রবন্ধে নজরুলের গদ্যসাহিত্যের গতিধারা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারনা পাঠককে দেয়ার প্রচেষ্টা আছে। কবির প্রথম রচনা বউঠাকুরানীর আত্মকাহিনী প্রকাশিত হয় সওগাত পত্রিকায়। প্রবন্ধকারের মতে ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত নজরুল গদ্য রচনায় অধিক আগ্রহী ছিলেন। যদিও তাঁর গদ্য পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুরূপ বা অনুকৃতি ছিল না। আবার সমসাময়িক আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, এস ওয়াজেদ আলী, শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখের ধারায়ও ছিল না। তাঁর গল্প ছিল প্রথা বিরোধী সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গীকের। প্রবন্ধকার নজরুলের ছোটগল্প সম্পর্কে অবুল ফজলের মন্তব্য তুলে ধরেছেন 'ছোটগল্প' উপন্যাসের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে নজরুল হয়তো অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার রচনার স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিমা এই রচনা গুলিকেও দিয়াছে এক অনন্য সাধারণ অভিনবত্বের আকর্ষণ ' 'ব্যাথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' সম্পর্কে আবুল মকসুদের মন্তব্য 'তরুণ কবির প্রথম যৌবনের নানা আবেগ, ব্যথা বিরহ, মান অভিমান ও চঞ্চল মনের নানা আকুলি ব্যকুলি এক অভিনব কবিত্ব মণ্ডিত ভাষায় এই দুই গ্রন্থের গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে ' শিউলিমালা নজরুলের তৃতীয় ও শেষ গল্পগ্রন্থ। এ সম্পর্কে প্রবন্ধকারের মন্তব্য "গল্পগুলো তার পরিণত বয়সের রচনা বলে ভাষা অপেক্ষাকৃত সংযত ও ভাবালুতা বর্জিত, তা সত্তেও নজরুলীয় উচ্ছ্বাস যে একেবারে অনুপস্থিত তা নয়।' নজরুলের ছোটগল্প রচনাকে প্রবন্ধকার যুগের দাবী বলে উল্লেখ করেছেন। কবি এবং গীতিকার নজরুল ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়েও বলা যায় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের রচনার পাশে তাঁর গল্পগুলোর সামান্যতা ধরা পড়বে। কিন্তু এটাও ঠিক এ ভাষায় উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প লেখকদের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের দাবি কবি হিসেবে ষোলআনা পূরণ করে চিরকালের মানুষের দাবি যেটুকু মিটিয়েছেন নজরুল ইসলাম, তাঁর পরিমাণও অল্প নয়। কাজী নজরুল ইসলামের গল্প শুধু শিল্প সুষমার আদলে বিচার করলে চলবে না। ইতিহাসের নিরখেও বিচার করতে হবে ব্রিটিশ উপনিবেশে বাঙালি মুসলমানরা নানা কারণে ছিল পশ্চাদপদ। নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমান গল্প লেখিয়ের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। রসবিচারে যা নজরুলের থেকে উন্নত নয়। নজরুল ছোটগল্পের আঙ্গিকগত যে পরিবর্তন সাধন করেন তা একান্তই তাঁর নিজের। প্রবন্ধে এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করলে পাঠক আরো তৃপ্তি বোধ করত।

ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শিল্প, সমাজ ও থিয়েটার' (১.১০.৯০) একটি নিরীক্ষাধর্মী প্রবন্ধ। থিয়েটার এর উৎস প্রসঙ্গে প্রবন্ধকারের মতামত শিল্পের জন্ম মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই। নাচ, গান, তাল, বাদ্য, চিত্রকর্ম তখন থেকেই শুরু যখন আদিম মানুষ তাদের জীবন সংগ্রাম শুরু করেছিল। ফ্রান্সের গৃহগাত্রে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগের গৃহচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে প্রাচীন মানুষ পুরুষ হরিণের মুখোশ পরে নৃত্যরত অবস্থায়। 'বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই দলবদ্ধ (ফ্ল্যান) আদিম মানুষ' এই থিম থেকে উৎসারিত শিল্পকর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। মানুষ জড় নয় এর আছে আবেগ, হর্ষবিষাদ আছে অনুভূতির নানা মাত্রিক প্রকাশ। স্থান কাল পাত্র ভেদে এ প্রকাশনা ভিন্ন হতে পারে রুদ্ধ নয়। সামাজিক অবস্থা বা পরিবেশ শিল্পের গতি, প্রকৃতি, রূপ ও ভাব নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের জন্যই শিল্প কাজ করে, দুটোই সাথে সাথে চলে এবং একই সাথে তাদের অবস্থান। অর্থাৎ শিল্প যেমন সমাজকে ডমিনেট করে সমাজও তেমনি শিল্প উপাদান যোগায়। 'জীবন এক মহামূল্যবান সম্পদ। জীবন নিয়েই শিল্পের কাজ জীবন ও শিল্পের নৈকট্য অনস্বীকার্য। জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য এবং সামীপ্যটুকু হারিয়ে ফেললে আমরা মানুষের ব্যবহারে নাটকেপন লক্ষ্য করি। কল্পনার রঙ্গে, রসে জীবনকে বাস্তব থেকে একটু অন্যভাবে তুলে ধরলে মঞ্চে তাই নাটক বলে আখ্যায়িত হয়।' তাই বলে নাটক অপার্থিব কোন বিষয় নয়। বরং জীবন সত্যের অনুচিত্র এক্ষেত্রে প্রয়োজন নগ্ন সত্যকে বোঝার বোধকে আত্মস্ত করার-'এ জীবনবোধ থিয়েটারের উদ্দেশ্য নয়।' প্রাবন্ধিক এ প্রসঙ্গে বলেন 'মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হতে হয় যে, নাটক শুধুমাত্র আনন্দ দানের এবং সময় কাটানোর মাধ্যম হিসেবে কেউ কেউ গণ্য করে থাকেন। নাটকে আনন্দ দানের ব্যপার অবশ্যই আছে তবে তার অসম্ভব ক্ষমতার কথা ও আমাদের জানতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের অসামান্য শক্তি নিহিত থাকে থিয়েটারে। এ শক্তিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। থিয়েটারের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত এ ধরনের প্রবন্ধ পাঠককে সচেতন করতে সহায়তা করবে নিঃসন্দেহে।

Dhaka University Institutional Repository

১.গ) ব্যক্তি আলোচনামূলক প্রবন্ধ (বাংলা সাহিত্য)

'সংবাদ সাময়িকী' বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী প্রমুখের জীবন চরিত পাঠকের সামনে তুলে ধরে নিষ্ঠার সাথে। জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকীতে নিবন্ধ রচনা করে তাঁদের প্রতি জানায় শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'ব্যক্তি আলোচনামূলক প্রবন্ধ' (বাংলা সাহিত্য) শিরোনামায় বাংলা সাহিত্যের কীর্তিমান পুরুষ, সমাজ সেবক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রমুখের কর্মময় জীবন নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়। আলোচ্য নিবন্ধে উল্লিখিতদের মধ্যে কয়েকজনের উপর লিখিত প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করা হল। এ পর্যায়ে সৈয়দ রেদোয়ানুর হাসান রচিত 'রমেশ চন্দ্র মজুমদার' (৭.২.৮০) নামক প্রবন্ধটি লক্ষনীয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ তাঁর জন্ম ১৮১৮ সালের ৪ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলায় এবং মৃত্যু ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০। প্রথম জীবনে ম্যাজিস্ট্রেসি চাকরী করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (এনসেন্ট ইন্ডিয়া) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইতিহাসকে শিল্পি সুষমায় উপস্থাপন করে শুধু পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। ইতিহাস একটা জাতির পর্থানিদের্শক। অতীতের আলোকে বর্তমানকে বোঝা এবং ভবিষ্যতের পথ বেছে নেয়া সম্ভব হয় ইতিহাস পাঠে। রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাসকে সন তারিখের বৃত্তে সীমায়িত না রেখে সুখপাঠ্য করে রচনা করেন এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। প্রাবন্ধিক তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়টি তুলে ধরলে এটি আরো সমৃদ্ধ হত।

সদ্য প্রয়াত সাংবাদিক সৈয়দ নুরুদ্দিন এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সরদার ফজলুল করিম লেখেন 'বন্ধুর স্মৃতি: সৈয়দ নুরুদ্দিন' (১.২.৮১) নামক প্রবন্ধ। সৈয়দ নুরুদ্দিন এর জন্ম ১৯২০ সালে তিনি ২৩-১-৮০ তে মৃত্যু বরণ করেন সৈয়দ নুরুদ্দিন এবং প্রাবন্ধিক সরদার ফজলুল করিম উভয়েই ফজলুল হক হলের বাসিন্দা ছিলেন ১৯৪২/৪৩ সালে। প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালের তরুণ ছাত্র যুবাদের কথা, জানা যায় মেডিক্যাল বিভাগের ছাত্র সোমেন চন্দ যে কি-না রেল শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিত, তার নিহত হওয়ার কথা। নাজমুল হক, আবদুল মতিন, মুনীর চৌধুরী, প্রমুখের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ঢাকার প্রগতিশীল লেখকসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা। এই সংঘে পরবর্তীতে যোগদাতা (সংগঠক) রণেশ দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অচ্যুৎ গোস্বামী, সবলানন্দ সেন, অমৃত দত্ত এবং সত্যেন সেন প্রমুখের কথা। সত্যেন সেন ছিলেন তৎকালীন কৃষক আন্দোলনের নেতা। এঁরা ছিলেন সবাই বামধারায় আর্ভিষিক্ত। ১৯৪৪ সালে কাজী মোতাহার হোসেনের 'সঞ্চরণ' গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছিলেন সৈয়দ নুরুদ্দিন। তার কর্মময় জীবনের রেখাচিত্র প্রতিস্থাপন করেছেন প্রাবন্ধিক। প্রবন্ধে উল্লিখিত সংযোজিত জন্ম সনটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমী চারিতাভিধানে' সংযোজিত সৈয়দ নুরুদ্দিনের জন্মসনের সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ নয়। প্রবন্ধে তাঁর জন্মসন উল্লেখ আছে ১৯২০ অথচ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান'-এ উল্লেখ আছে ১৯২৩। বস্তুত বন্ধু বিয়োগে ভারাক্রান্ত সরদার ফজলুল করিম নস্টালজিয়ায় আবিষ্ট হয়ে রচনা করেন প্রবন্ধটি। তাই এতে তথ্যের চেয়ে বাষ্পাকুল হৃদয়ের স্মৃতি বেশি প্রকাশিত হয়

মহাদেব সাহা 'কবি আহসান হাবীব' শিরোনামে (২২.৩.৮১) একটি প্রবন্ধ রচনা করে আহসান হাবীবের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। প্রবন্ধে 'সাক্ষী এই জারুল জামরুল সাক্ষী পূবের পুকুর/ তার সাকরা ডুমুরের ডালে স্থিত দৃষ্টি মাছ রাঙা আমাকে চেনে/ আমি কোন অভ্যাগত নই। আমাকে বিশ্বাস করো আমি কোন আগন্তুক নই'। আহসান হাবীবের নিজের লেখা কবিতা দিয়েই মহাদেব সাহা আহসান হাবীবের কর্মময় জীবন ব্যাখ্যা করেন। চট্টগ্রাম কবিতা সমিতি, কবি আহসান হাবীবকে সংবর্ধনা প্রদান করে সেখানে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন এ প্রবন্ধটি তা-ই। আহসান হাবীব বাংলাসাহিত্যের একজন বিদগ্ধ পুরুষ। তার কর্মময় জীবন এতো বিস্তৃত, তাঁর সৃষ্টি জগত এতো বিশাল যে সপরিসারের একটি প্রবন্ধে তা তুলে ধরা সম্ভব নয়। যদি চেষ্টা করা হয় তবে তা জীবনলেখ্য না হয়ে হবে লেখচিত্র।

প্রখ্যাত প্রবন্ধকার আবুল ফজল 'মাহবুব-উল আলম: ব্যক্তি ও সাহিত্য কর্ম' (৬.৯.৮১) বিষয়ক প্রবন্ধটি রচনা করেন প্রবন্ধে উল্লেখ আছে মাহবুব-উল আলম এর জন্ম ১৮৯৭ সালে এবং মৃত্যু ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর পিতা-মৌলভী নছিহ উদ্দিন, জন্মস্থান: চট্টগ্রামের ফতেহপুর গ্রাম। স্কুলেভর্তি-ফতেয়াবাদ হাই স্কুল। চট্টগ্রাম-শহরের কর্লোজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদেন ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে,

Dhaka University Institutional Repository

নববিবাহিত বধূর আকর্ষণ উপেক্ষা করে যুদ্ধে যোগদেন তিনি। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রথম লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ-'মোমেনের জবানবন্দী' হাবীবুল্লাহ বাহারের বুলবুল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সৈনিক জীবন থেকে ঘরে ফিরে এসে মায়ের ইচ্ছায় রেজিস্ট্রারির চাকরী গ্রহণ করেন প্রবন্ধে তাঁর কর্মময় জীবনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন আবুল ফজল। তবে প্রবন্ধের তথ্যের সঙ্গে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান' এ সম্বলিত তথ্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবুল ফজল প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন মাহবুব-উল-আলমের জন্ম ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কিন্তু চরিতাভিধানে আছে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ সালের ১লা মে। প্রবন্ধে উল্লেখ আছে কলেজিয়েট হাইস্কুল থেকে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন। কিন্তু চরিতাভিধানে আছে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন ফতেয়াবাদ এম.ই.স্কুল থেকে। প্রথম রচনা নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। প্রবন্ধে উল্লেখ আছে তাঁর প্রথম রচনা 'মোমেনের জবানবন্দী'। কিন্তু চরিতাভিধান মোতাবেক তাঁর প্রথম রচনা 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' তথ্যগত অসঙ্গতি থাকলেও প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য এবং সুলিখিত।

প্রখ্যাত সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীন 'তোফাজ্জল হোসেন ও সাংবাদিকের ভূমিকা' বিষয়ক (২৩.৬.৮৩) প্রবন্ধ লেখেন তথ্য ও তত্ত্বের চমৎকার সম্মিলনে। সাংবাদিক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার চতুর্দশ মৃত্যু বার্ষিকীতে পি.আই.বি তে লেখক যে ভাষণ প্রদান করেন প্রবন্ধটি তা-ই। প্রাতিষ্ঠানিক প্রবন্ধ অনেক সময় রস-উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়। তথ্য আর উপাত্তের সংযোজনই প্রবন্ধ নয়–প্রবন্ধ শিল্প সুষমায়ও মণ্ডিত

'আবুল ফজল: মানস ও মুক্তি' (১২.১.৮৪) বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন সন্তোষ গুপ্ত। একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও অধ্যবসায় আর সাধনার মাধ্যমে আবুল ফজল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরসহ রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং মন্ত্রীর পদমর্যাদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। প্রবন্ধে আবুল ফজলের কর্ম জীবনের নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হয়।

২৬.৪.৮৪ তারিখে সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় 'শামসুর রাহমান নিসঙ্গ শেরপা' বিষয়ের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচন করেন। প্রবন্ধে শামসুর রাহমানের কাব্য ও কাব্য ভাবনার সুচিন্তিত মতামত প্রতিফলিত হয়।

'আবু মাহামেদ হাবিবুল্লাহ' শীর্ষক প্রবন্ধ (৭.৬.৮৪) রচন করে সালাহউদ্দিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। প্রবন্ধ থেকে জনা যায় আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ পশ্চিবঙ্গের এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা এবং পিতামহ উভয়ই ছিলেন প্রখ্যাত আলেম। তিনিও প্রথমে মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগে এম. এ ও লন্ডন থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম (অভিসম্পর্ভ) গ্রন্থ 'দি ফাউন্ডেশন অব মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া' এলাহবাদ থেকে ১৯৫০ সালে দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিলে তাকে মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।এ বছরই বাংলা একাডেমী 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' নামে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিতে তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। '৮৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মুসলমানদের প্রাগ্রসর করতে তাঁর কর্ম প্রচেষ্টা প্রবন্ধকার বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেন সাবলীল ভাষায়।

সদ্যপ্রয়াত সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণে একটি স্মৃতিচারণ মূলক প্রবন্ধ 'সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়' (৭.৬.৮৪) রচনা করেন সৈয়দ আবুল মকসুদ। সুনীল কুমার (২৩.৫.৮৪) এর মৃত্যুতে এ প্রবন্ধ লিখিত। প্রবন্ধকার মোটা দাগে তাঁর বিভিন্ন রচনাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর রচিত অন্যতম প্রধান গ্রন্থ 'জসীমউদ্‌দীন'। 'কবি ফররুখ আহমদ', 'মোজাম্মেলহক' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। এ ছাড়া সাহিত্য সমীক্ষা নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ সংগ্রহও রয়েছে। সুনীলকুমার বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ গবেষক 'কবি জসীম উদ্দিনের জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বিষয়ে গবেষণা করে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৮ থেকে ৬৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজে বাংলা বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রবন্ধ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে হলেও পাঠক তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দিলওয়ার হোসেন ৪.৪.৮৫'র সংবাদ সাময়িকীতে রচনা করেন 'সামাজিক সত্তা: হাসান হাফিজুর রহমান' নামক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধে হাফিজুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। প্রবন্ধকারের লেখনী থেকে জানা যায় হাসান হাফিজুর রহমানের সংগঠনিক দক্ষতার কথা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তিনি ছিলেন মাসিক সওগাত ও দৈনিক উত্তেহাদের সহকারী সম্পাদক, পাকিস্তান (সাবেক) সাহিত্য সংসদ ও লেখকসংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক, 'দৈনিক পাকিস্তান' (সাবেক) এর সহকারী সম্পাদক, 'দৈনিক বাংলার' সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, 'সমকাল' (মাসিক) এর সম্পাদক এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন প্রকল্পের সম্পাদক। বিভাগোত্তর পূর্ববাংলায় যে আধুনিক কাব্যান্দোলনের উন্মেষ ঘটে হাসান হাফিজুর রহমান তার অন্যতম স্থপতি। তাঁর সাহিত্য কর্মে জনজীবনের প্রত্যাশা, যন্ত্রণা, প্রতিবাদ এবং গণমানুষের সংগ্রামী জীবন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। আমৃত্যু তিনি ছিলেন কর্মী। প্রবন্ধে এ বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা যেত।

শামসুর রাহমানকে নিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আলোচনা সমালোচনার অন্ত নেই। শাহাবুদ্দিন নাগরী তাঁকে নিয়ে ১২.৯.৮৫'র সাময়িকীতে 'ভিন্ন ভুবনে শামসুর রহমান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। শাহাবুদ্দিন নাগরী এ প্রবন্ধে শামসুর রহমানের কবিতা প্রসঙ্গে বলেন 'শামসুর রহমানের কবিতায় দেশ, জাতি, যুদ্ধ, স্বাধীনতা যেমন এসেছে একান্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, ঠিক তেমনই প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ- বেদনা, এসেছে মানসিক ক্ষুধা মোচনের জন্যে নির্ভুলতার সঙ্গে। কষ্টকালীন কবিতার আবহ সৃষ্টিতে তিনি যেমন দ্রুপদী, যুগকালীন কবিতা রচনায় ঠিক তেমনই কুশলী। এ যেন একই কলম দিয়ে যুদ্ধ ও শান্তির আদেশ নামা তৈরী করা।' প্রবন্ধে লেখক স্মৃতির শহর (১৯৭৯) এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৫) ধান ভানলে কুড়োদেবো (১৯৭৭), ও গোলাপ ফুটে খুকীর হাতে (১৯৭৮) শিশুতোষ গ্রন্থগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। প্রবন্ধটি শামসুর রাহমানকে অনুধাবনে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলা যায়

২৪.৪.৮৬'র সংবাদ সাময়িকীতে দাউদ হায়দার রচিত 'অসীম রায়ের মৃত্যু এবং অসীম রায়' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অসীম রায় এর জন্ম ১৯২৭ সালের ১৫ মার্চ। জন্মস্থান বরিশালের ভোলায়। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র অসীম রায় পড়াশোনা করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৮ সালে প্রথম সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন 'স্টেটম্যান' পত্রিকায়। এ পত্রিকায় ছিলেন '৫১ সাল পর্যন্ত। পরে অমৃত বাজার, 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' এবং মৃত্যুর পূর্বে আবার 'স্টেটম্যান' পত্রিকায় কাজ করেন তিনি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফুটপাতে ফুলের গল্প'। এছাড়া 'গোপালদের দ্বিতীয় জন্ম', 'রক্তের হাওয়া', 'শব্দের খাঁচায়', 'আমি হাটছি', 'আবহমান কাল' ইত্যাদি তাঁর রচনা। 'একালের কথা' তাঁর প্রথম উপন্যাস। প্রবন্ধ গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও তার উত্তরাধিকার।' প্রবন্ধে অসীম রায় সম্পর্কে একটি সাধারণ পরিচিতি আছে। যার ফলে পাঠক অসীম রায় কে তা জানতে পারেন। তবে রচনাটি আরও মূল্যায়নধর্মী হতে পারত। তাতে লেখক অসীম রায়ের স্থান কোথায় তা পাঠক বুঝতে পারতেন। এ প্রবন্ধে অসীম রায়ের কোন কোন পরিচয় সম্পর্কে তেমন গুরুত্বই দেয়া হয়নি। যেমন, তাঁর কবিসত্তা নিয়ে যত বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, তুলনায় সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্মের উল্লেখ অতি সামান্য

Dhaka University Institutional Repository

১.ঘ) ব্যক্তি আলোচনামূলক প্রবন্ধ (বিশ্বসাহিত্য)

'সংবাদ সাময়িকী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র ঈর্ষণীয়। সমাজ, সাহিত্য সমকালীন প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মজীবন ও তাদের রচিত সাহিত্য নিয়েও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে প্রচুর 'ব্যক্তি আলোচনা (বিশ্ব-সাহিত্য')' শিরোনামে ল্যাটিন আমেরিকা, ইউরোপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রতিতযশা কবি সাহিত্যিকদের সাথে উপমহাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনচরিত নিয়েও লেখা হয়েছে বিস্তর। এ সব নিবন্ধ থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা যাবে। এ পর্যায়ে ২০.১.৮০ এর সাময়িকীতে 'নিঃসঙ্গ জীবনের ছেড়া পাতা' নামে প্রবন্ধ লেখেন কৌশিক আহমেদ। বিখ্যাত ফরাসী কথা সাহিত্যিক সামারসেট মম সম্পর্কে জানা যাবে প্রবন্ধ পাঠকালে। ১৯৬৫ সালে একানব্বই বছর বয়সে বৃটেনের ব্রিটিশ আমেরিকা হাসপাতালে সামারসেট মম মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম ১৮৭৪ সালে প্যারিসে ব্রিটিশ দূতাবাসে। পিতৃহারা হন-খুব শীঘ্রই। ডাক্তার হন ১৮৯৭ সালে। প্রথম উপন্যাস 'লেইজা অব ল্যাম্বোথ'; এরপর লেখেন 'অব হিউম্যান ব্যান্ডেজ' 'দি মুন এ্যান্ড সিক্স পেনসি'-চিত্রশিল্পী পলগঁগ্যার বিচিত্র জীবন নিয়ে লেখা অন্যান্য উপন্যাস 'কেকস এন্ড এলস' উপন্যাসিক টমাস হেভি এবং হেগ ওয়াল পোলের জীবনী নিয়ে লেখা। ১৯১৩ সালে সাইরীর সাথে পরিচয় হয় তার। বিয়ে হয় ১৯২৭ সালে। ১১ বছরেই দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি। ভ্রাতুস্পুত্র রবিনমম সামারসেটমমকে নিয়ে লেখেন 'কনভারসেশন উইথ উইলি'। সামারসেট মমের নিঃসঙ্গতাই এ প্রবন্ধের মূল বিষয়। মমের অত্যন্ত নিকটজন জেরান্ত হেক্সটন ১৯৪৪ সালে মারা গেলে তিনি পুরোপুরি একা হয়ে যান সাহরীও মারা যান ১৯৫৫ সালে। এর প্রায় দশবছর পর নিঃসঙ্গ জীবনের ইতি ঘটে সামরসেট মমের সামারসেটমমের জীবন ও উপন্যাস সম্পর্কে একটা সাদামাটা ধারনা লাভ করা সম্ভব প্রবন্ধ থেকে।

ইতালীয় কবি 'গিয়ম অ্যাপোলিনীয়অর' সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ (১৯.১০.৮০) রচনা করেন বেলাল চৌধুরী। গিয়ম জন্মগ্রহণ করেন ফ্রান্সে ১৮৮০ সালে, তার পিতা ইতালীয় এবং মাতা পোলিশ। তারা প্রথাগত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না বিধায় গিয়ম নিজেকে পিতামাতার অবৈধ সন্তান হিসেবে বিবেচনা করত তাই তার জীবন ছিল অগোছালো ঝড়ো হাওয়ার মতো। যৌনতা কখনও তাকে আক্রান্ত করেছে কখনও করেছে পীড়িত। প্রচণ্ড অস্থিরতার মাঝেও কাব্য চর্চা থেকে বিচ্যুত হন নি। তার প্রথম দিগকার রচনায় পর্নোগ্রাফির ছাপ লক্ষ্য করা যায়- 'মেময়েৰ্স অফ ইয়ং র‍্যাশেন', 'ডেবিট হসনাডর' ইত্যাকার কাব্যগ্রন্থ এর উদাহরণ। 'এ্যালকুলস' ১৯১৩, 'ক্যালিগ্রাম'-১৯১৮ তার বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ। যাপিত জীবনে দীর্ঘ পথ প্রবিক্রমা শেষে ১৯৮১ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন তাঁর জন্ম শতকে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ বেলাল চৌধুরী আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেন। সাথে গিয়ম অ্যাপোলিনীয়অর একটি কবিতার অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

পোলিশ কবি 'মিয়োশ সম্পর্কে সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচনা করেন (১৩.০৯.৮১) ওয়াহিদ রেজা। মিয়োশ ১৯১১ সালে লিথুনিয়ার সাথেলাই নামক শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম আলেকজান্ডার এবং মাতা ভ্যারোনিকা লিথুনিয়াবাসি হলেও তিনি কাব্য চর্চা করেন পোলিশ ভাষায়। ১৯৩১ সালে তিনি বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'তসার্গরি' নামক সাময়িক পত্র। কবিতা ও গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই মিয়োশ ছিলেন সমান পারদর্শী যদিও তিনি নিজেকে মূলত কবি হিসেবেই অভিহিত করতেন। ১৯৮০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন মূলত কবি হিসেবেই তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হল- 'পোয়েমস অব দি ফ্রোজেন টাইম' ১৯৩২। ১৯৩৪ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য যান প্যারিসে। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'থ্রি উইটনার্স'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোতে তিনি ওয়ারশোতেই অবস্থান করেন। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি ক্যাপটিভ মাইন্ড' ১৯৬০ সালে তিনি আমেরিকায় চলে যান অতিথি অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৬৮ তে প্রকাশিত হয় তার আত্মজীবনী। কবি মিয়োশ বিশ্ব সাহিত্যের একজন অন্যতম পুরোধা কবি। আলোচ্য প্রবন্ধে ওয়াহিদ রেজা স্বল্প পরিসরে তা তুলে ধরে পাঠককে মিয়োশ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত কবি 'আলেকজান্ডার পুশকিন'কে নিয়ে 'পুশকিন ও আমরা' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ (২০.১২.৮১) লেখেন হায়াৎ মামুদ। প্রবন্ধ থেকে পুশকিন এর জীবন ও তার সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। পুশকিনের চেতনা বাঙালির চেতনায় কতটা প্রভাব বিস্তার করে আছে হায়াৎ মামুদ তা বিচার করার চেষ্টা করেছেন। পুশকিনের সমাজ বাঙালির সমাজ এক নয়। সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়নে যেমন দেশকাল, পাত্রের ভেদ মানতে হয় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও এ প্রসঙ্গটি স্মরণ রাখতে হয়। বিখ্যাত কোন কবি সাহিত্যেকের চেতনা অনুরূপভাবে আত্তীকরণ সবসময় সুসাহিত্য রচনায় সহায়ক হবে একথা সর্বৈবে সত্য নয়।

ফরাসী দার্শনীক নোবেল বিজয়ী আলবেয়ার কামু সম্পর্কে আহমেদ আশরাফ 'জীবন সন্ধানী আল বেয়ার কামু' (১৪.১০.৮২) নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইউরোপীয় দর্শনকে কালক্রমিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নেন কামু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল সর্বাধুনিক দার্শনীকতা। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মতাবলম্বির অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন কামু। কর্মময় জীবনে আগাগোড়া তিনি বিদ্রোহের প্রবক্তা। জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অস্তিত্ববাদী এ দার্শনিক শেষ পনের বছর ছিলেন অন্য ধ্যানে মগ্ন। তাঁর ইচ্ছা ছিল দর্শন হবে এমন যে বিপ্লব যেন সাধারণ খেলো না হয়। আল বেয়ার কামু ছিলেন একজন মানব প্রেমিক দার্শনিক। সমাজের হিতৈষণা ছিল তার মজ্জাগত। প্রবন্ধে কামু'র স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৮২ সালের ৯ই ডিসেম্বর সংবাদ সাহিত্য সাময়িকীতে 'মার্কেজের অবিস্মরনীয় উপন্যাস : শত বছরের নিঃসঙ্গতা' শিরোনামে আবু জাফর শামসুদ্দীন লেখেন একটি অনুসন্ধানী প্রবন্ধ। মার্কেজ 'সিয়েন অ্যানস দ্যা সলেডাড' বইটির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮১ সালে। প্রখ্যাত উপন্যাস 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিয়ড' যার বাংলা অর্থ 'শত বৎসরের নিঃসঙ্গতা' বইটি ১৯৬৭ সালে স্প্যানিশ ভাষায় রচিত হয়। এর ইংরেজী অনুবাদ করা হয় ১৯৭০ সালে ব্রিটেনে। উপন্যাসটিকে প্রবন্ধকার মহাভারতের সাথে তুলনা করছেন। তার মতে 'এ উপন্যাসে মানব জীবন তার আদিম স্মৃতি এবং ঘটনার বর্তমানের ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতাসহ হাজার ঘটনার উপস্থাপনা করা হয়েছে।' উপন্যাসটির শুরু নাটকীয় ভঙ্গিতে অসংখ্যা অভিনেতা ও অভিনেত্রী এবং আরব্য উপন্যাসের মতো নানা ছন্দ কাহিনীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে এর বিয়োগান্তক ঘটনা। উপন্যাসটির মূল চরিত্র কর্নেল অরলিয়ানো বুয়েন্ডিয়া এবং তার মা উরসুলা। এপিকধর্মী এ উপন্যাস থেকে জানা যায় ল্যাটিন আমেরিকান জীবন, জীবন যাত্রার মাত্রা, ধর্ম-অর্ধমবোধ ইত্যাদি। ল্যাটিন আমেরিকান-এ কবি সম্পর্কে পাঠকদের সম্যক ধারণা দিয়ে আবু জাফর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন একথা বলা যায় অবলীলায়।

উর্দুভাষী কবি 'আবু সায়ীদ আইয়ূব' সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন (৬.১.৮৩) সন্তোষ গুপ্ত 'আবু সায়ীদ আইয়ুব : চেতনার প্রহর শেষের রাঙা আলো' শিরোনামে। ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত আবু সায়ীদ আইয়ুব উর্দুভাষী আবু সয়ীদ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ইংরেজী ভাষায় প্রথম পাঠ করে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন উর্দুতে 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' নামে। 'পথের শেষ কোথায়' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলনও তিনি বাংলায় রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই তাঁর বাংলায় প্রবন্ধ রচনা। রবীন্দ্রনাথের প্রাগ্রসর অসম্প্রদায়িক চেতনার কথা আবু সায়ীদ আইয়ুব তুলে ধরেছেন তাঁর নানা প্রবন্ধে বৃটিশ সরকার কীভাবে এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে এ সম্পর্কেও আবু সায়ীদ আইয়ুব উভয় ভাষায় লিখেছেন শানিত প্রবন্ধ। সন্তোষ গুপ্ত শুধু একজন সাংবাদিক-ই নন তিনি একজন অনুসন্ধান প্রাবন্ধিকও বটে। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি পাঠককে উর্দুভাষী কবি আবু সাইয়িদ আইয়ুবের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়ার চেষ্টা করেন আন্তরিকভাবে।

'ব্রেশট: তার নাটক ও চলচ্চিত্র' বিষয়ে প্রবন্ধে লেখেন (৭.৫.৮৩) তানভীর মোকাম্মেল। বার্টোল্ট ব্রেখট শুধু একজন বিখ্যাত নাট্যকারই নন পাশাপাশি প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কারকে নাটকের নাট্যিক নন্দনতত্ত্বে ব্যবহার করে শিল্প মাধ্যমটিতে যে বিরাট পরিবর্তন সাধন সম্ভব এর প্রধন পুরোধাও তিনি। নিজের অনেক নাটকই ব্রেশট চলচ্চিত্র রীতির প্রক্ষেপনের ব্যবস্থা করেছিলেন,– 'দি রাইজ এন্ড ফল অবদি সিটি অব মেহগনি' এর উদাহরণ কখনো কখনো একটা গোটা চলচ্চিত্র দৃশ্য ব্যবহার করেছেন তার নাটকে। যেমন;'মাদর কারেজ'। প্রবন্ধটিতে তানভীর মোকাম্মেল শিল্পসম্মত সংস্কৃতি মাধ্যম হিসেবে সিনেমার কথা উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উইলিয়াম গোল্ডিং, এর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন হায়াৎ মামুদ (১৩.১০.৮৩) গোল্ডিং এর জন্ম-১৯১১, সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর। তার পিতা ছিলেন-গ্রাম্যস্কুল মাস্টার। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা শেষ করেন। এর আগে অবশ্য অভিনয়ও করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন রয়েল নেভীতে যোগ দিয়ে। তার দর্শন সমাজের বন্ধন, অপশাসন ও নষ্টামি ছুড়ে ফেলে দিলেই মানুষ তার দেবত্বে ফিরে যাবে না বরং তিনি জোর দিতে চান এই উপলব্ধির ওপর যে মানুষের ভিতরে আগাগোড়াই এক দানবের অধিষ্ঠান, সেই প্রচণ্ড দৈত্যের শক্তিকে সর্বদা চিনে নিতে হবে। নইলে তাকে বেধে রাখা যাবে না। গোল্ডিং সাহিত্যের পাশাপাশি প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন গ্রীক ভাষায়ও অনুরাগী ছিলেন। 'লর্ড অব দ্য ফ্লাইজ' তার বিখ্যাত উপন্যাস এছাড়া বেশ কিছু ছোটগল্প একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ ও একটি নাটক তিনি রচনা করেন।

'কবি ইমাউল হক এবং তার অনুরাগ' (২১.৬.৮৪) বিষয়ক প্রবন্ধটি রচনা করেন কে, এম আবদুল আউয়াল মূলত কবির 'অনুরাগ' কাব্য গ্রন্থের উপর আলোচনাসমৃদ্ধ এ প্রবন্ধ ইতিবাচক এ সমালোচনায় ইমাউল হক উৎসাহি হবেন–একথা বলা যায়। 'আমার জীবনে চেখভ' (৪.১০.৮৪) বিষয়ক মূল প্রবন্ধটি রচনা করেন লিদিয়া আবিলোভা, বাংলায় এর অনুবাদ করেন হাবীব আসাদ। প্রবন্ধটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক। প্রবন্ধে পূর্ব ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জীবনবোধ উপস্থাপিত হয়েছে যা পাঠককে পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সহায়তা করবে। 'ফয়েজ স্বরণে' কবীব চৌধুরীর (২৯.১১.৮৪) স্মৃতিচারণ মূলক প্রবন্ধ। তাকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন আসাদ চৌধুরী 'কবি অঙ্গিকারের নতুন যাত্রা', এবং রণেশ দাশ গুপ্ত 'ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ও তার কবিতা।' শিরোনামে উপরের ত্রয়ীর লেখাই মূলত ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জীবন ও কবিতা নিয়ে লেখা। আসাদ চৌধুরী ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন একই তারিখের সাহিত্য সাময়িকীতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। তার সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের উর্দু সাহিত্যের স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

'মাদাম বোভারী' নামাঙ্কিত গোস্তাভ ফ্লভেয়ারের প্রবন্ধ অনুবাদ করেন হোসেন উদ্দিন হোসেন (৫.১.৮৪)। ফরাসী ঔপন্যাসিক গোস্তাম ফ্লভেয়ারের বিখ্যাত উপন্যাস 'মাদাম বোভারী'। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে ফ্লবেয়ার একটি অমর নাম। ভিক্টরীয় যুগে জন্ম নিয়েও ভিক্টরীয় রোমান্টিসিজমে তিনি আত্মগত হন নি। ফরাসী বিপ্লব-উত্তর জীবন প্রণালী, প্রাপ্তির আশা আকাঙ্ক্ষার বিফলতায় ফরাসী মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনে যে ভয়ংকর বুর্জোয়াদের প্রভাব পড়েছিল ফ্লবেয়ার তা অবলোকন করেছেন। তার চেতনা বস্তুতান্ত্রিক। তিনি জীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন অর্থনৈতিক আঙ্গিকে। 'মাদাম বোভারী ফ্লবেয়ার' রচনা করেন ১৮৫৭ সালে। এতে তৎকালীন ফরাসী সমাজের চেহারার নির্মম নগ্ন রূপ ফুটে ওঠেছে। অবক্ষয়ীত সমস্ত জীবনের উপর পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে তীব্র আঘাত করেছিল, তা যেমন ছিল রূঢ় তেমনি হৃদয়স্পর্শী, উপন্যাসের নায়িকা এম্মা ও তার একাধিক প্রণয়, সমাজ জীবনের ভণ্ডামী, শালীনতার ছদ্মবেশে অশ্লীল জীবন যাপন ধর্মের নামে অধর্ম, উঠতি বুর্জোয়া সমাজের শোষণ প্রক্রিয়া এবং মধ্যবিত্ত চরিত্রের উচ্চাভিলাষ ও লোভ লালসা উপন্যাস চিত্রিত করেছেন ফ্লবেয়ার। এর প্রধান প্রধান চরিত্র এম্মা, স্বামী চার্লস বোভারীর, হোমা, যাজক, হোটেলওয়ালী, লেহুড়ে প্রমুখ। মধ্যবিত্তভূক্ত এম্মা স্বামী চার্লসের পরিবারে নিজেকে সুখী ভাবতে পারছে না। চার্লসের গ্রাম্য জীবনকে সে ভেবেছে অবাঞ্ছিত জীবন সে ভাবছে এই অবাঞ্ছিত জীবন বৃত্তের বাইরেই আছে অনন্ত প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দভরা এক বিশাল জগৎ। এম্মার কামনার প্রবলতায় ও আবেগের আতিশয্যে, বিলাসব্যসানে পার্থিব আনন্দ ও হৃদয়ের অপার্থিব আনন্দ মিলে মিশে এক হয়ে যেত। ফলশ্রুতিতে এম্মা একের পর এক পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পরে। বিলাসব্যাসনে জীবন যাবনে বিস্তর ঋনী হয়ে পড়তে হয় তাকে। সর্বস্ব বিক্রী করেও সে ঋণ সুদ করতে পারে না। আদালত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঋণ শোধ করতে না পারলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার রায় ঘোষনা করে। লেহুড়ী তাকে বিক্ষুব্দ করে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে। ব্যর্থতার এতো চাপ সইতে না পেরে অবশেষে আত্নহননের পথ বেছে নেয়। স্বামী চার্লস ও তারই অনুগামী হয়। পরিসমাপ্তি ঘটে একটি পরিবারের। মাদাম বোভারী উনিশ শতকের ফরাসী দেশের একটি পরিবারের কাহিনীই শুধু নয় সমগ্র ফরাসী সমাজেব উলঙ্গ ও কদর্য রূপের নির্মম কথাচিত্র।

'হাইনে, তার জীবন ও সময়' বেলাল চৌধুরী রচিত একটি চরিতালোচনা (২৪.১১.৮৩)। হাইনের জন্ম ১৭৯৭ সালে ১৮১৪ পর্যন্ত রাইন তীরবর্তী ড্যুসেল ডার্ফে কাজ করেন। পিতামাতা ইহুদী হলেও তিনি খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন ১৮২৫ সালে। ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়ায় তা ত্যাগ করে আইন শাস্ত্রে পড়াশোনা করেন এবং ১৮২৫ সালে তিনি এ শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮১৭ সাল থেকে গদ্য পদ্য বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হতে থাকে ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় কাব্য সংগ্রহের প্রথম খণ্ড। তার পরে পরেই প্রকাশিত হয় 'লিরিকাল ইন্টারমেজ্জো' গ্রন্থটি ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয় 'রেইজ বিল্ডারের' প্রথম খণ্ড, ১৮২৭ এ প্রকাশিত হয় 'বুক অব সঙস' ১৯২৭-৩১ এর মধ্যে 'রেইজ বিল্ডারের' তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৩৫ এর পর চার খণ্ডে সালোর ছোটগল্পও উপন্যাস প্রকাশিত হয়। চল্লিশের দশকে বিখ্যাত গদ্য রচনা 'হাইনরিখ হাইনে উবর লুডউইগ বোনে' প্রকাশিত হয়। ১৮৫২ তে 'লুটেজিয়া' গ্রন্থের পাশাপাশি তিন খণ্ডে তাঁর রচনাবলীও প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত এ জার্মান কবি নিয়ে আলোচনা সমালোচনার অন্ত নেই। স্বভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন কলহপ্রিয় এবং অন্য লেখকদের প্রতিছিল বর্বর আচরণ। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে পরিচয় ছিল তাঁর। নেপোলিয়নকে দেখেছেন স্বচক্ষে সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে পরিচিতি হন লেখক 'বালজাক' ডুমাপেরর, গতিয়ের, সুরকার মেয়ারবীয়ার, মোপাঁ, লিস্ৎ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মিয়ের গুইজোৎ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যাংকার রথসচাইল্ড এবং ফৌল্ডস এর সাথে ১৮৪৩ সালে পরিচিত হন কার্ল মার্কসের সাথে। ১৮৪১ এ বিয়ে করেন ম্যাথিল্ডে ক্রিস্টেনিয়া সিরাটকে । ১৮৪৮ এ শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮৫৬ সালে মৃত্যু বরণ করেন। সমাপ্তি ঘটে এক বর্ণাঢ্য জীবনের বিশাল ক্যানভাসের এ প্রবন্ধটি পাঠককে আকৃষ্ট করে হাইনের জীবন ও তাঁর কীর্তি সম্পর্কে।

আতোয়ার রহমান 'গল্পকার এরস্কিন কল্ডওয়েল' (১৩.১১.৮৬) শীর্ষক প্রবন্ধের রচয়িতা। আধুনিক মার্কিন গাল্পিকদের মধ্যে অন্যতম এরস্কিল কল্ডওয়েল জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। আরিজোনার স্থায়ী বাসিন্দা এ গাল্পিকের জীবন বিচিত্র। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে প্রাণান্ত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পিতা ছিলেন ধর্মজাযক ; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ। তার লেখায় বর্ণ বৈষম্যের কারণে শোষিত নিপীড়িত নিগ্রোদের কথা এসেছে বারবার 'সাউথ ওয়েল স্নীলিট' 'দ্য রাউজিং সান' ইত্যাদি তাঁর গল্প সংকলন। ট্রাবেল ইন জুলাই' প্লেস কলড এস্তরভিল', 'টুবাকো রোড', 'গডস লিটল একার', 'দা শিয়োর এন্ড অব গড' 'এ হাউস ইন দ্য পামেটো', ইত্যাদি তাঁর উপন্যাস। মূলত নিগ্রো শেতাঙ্গোদের সম্পর্ক এবং নিগ্রোদের নির্যাতনের কথা তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য প্রবন্ধটি আধুনিক মার্কিন কথাসাহিত্য সম্পর্কে জানতে পাঠককে সাহায্য করবে

'জাঁ যেঁনে এক আশ্চর্য বিবিক্ত মানুষ' সৈয়দ আবুল মকসুদ (১৫.১.৮৭) রচিত একটি নিবন্ধ। আশ্চর্য এক প্রতিভা জাঁ যেনে। ১৯১০ সালের ১১ ডিসেম্বর এক কুমারী মাতার গর্ভে তার জন্ম। এতিমখানা ও এক কৃষক পিতার আশ্রয়ে লালিত পালিত। স্কুল জীবনে মিথ্যা চোরের অভিযোগে সংশোধিত স্কুলে ভর্তি। সংশোধন স্কুলেই শুরু হয় তার ঘৃণ্য অপরাধী জীবন। চৌর্যবৃত্তি, কামবৃত্তি, ছিনতাই, পতিতাসংস্রব ইত্যাকার অসামাজিক কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়েন অবলীলায়। তিনি একাধারে একজন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার। লেখালেখি শুরু হয় ১৯৪২ সালে প্রথম উপন্যাস (ইংরেজী অনুবাদ) 'আওয়ার লেডি অব দ্য ফ্লাওয়ার্স' (১৯৪৪), অন্যান্য উপন্যাস 'মিরাকল ডিলারোজ', 'এ কনফেকশন অব বিট্রায়াল', 'ডিগ্রেডেশন ফিউনেরাল', 'রাইটাস কুইরেল দ্য ব্রেস্ট' ইত্যাদি। তাঁর প্রথম নাটক 'ডেথওয়াচ' (১৯৮৯)। এছাড়া অন্যান্য নাটকগুলো হল 'দ্য মেইডা', 'ব্যাকস', 'দ্য স্ক্রীনস', 'দ্য ব্যালকান' ইত্যাদি। তার উপন্যাস নাটকে যেমন প্রভাবিত হয়েছে মিথ্যুক, চোর বিকৃত যৌনচারী, সন্ন্যাসী, খুনী প্রভৃতি চরিত্র তেমনি প্রস্ফুটিত হয়েছে রাজনৈতিক সামাজিক আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রও। ১৯৭০ সালে ফরাসী সরকার গ্রান্ড গ্রাহক পুরস্কারে ভূষিত করেন তাকে। ১৯৮৬ সালের ১৫ই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। সৈয়দ আবুল মকসুদ পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বাংলাভাষার পাঠকের সামনে সহজ সরলভাবে তুলে ধরে প্রশংসার দাবী রাখেন নিঃসন্দেহে

'জোসেফ ব্রডস্কী ও এ বারের নোবেল পুরস্কার' (৫.১১.৮৭) শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ১৯৮৭ তে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন জোসেফ ব্রডস্কী। তাঁর সম্পর্কে প্রবন্ধকারের মন্তব্য 'এবং তার নির্বাচন করেছে জোসেফ ব্রডস্কি নামক তুলনামুলকভাবে অপরিচিত একজন রাশিয়ান আমেরিকারন ইহুদী দেশান্ত

Dhaka University Institutional Repository

রী কবিকে যার সাহিত্যের স্বচ্ছ চিন্তাধারা কবিতুমর ব্যঞ্জনা এবং অন্যান্য গুণাবলী বিবেচনা করে একাডেমী ৬ লাখ ৪০ হাজার ডলারের একটি চেক এবং বিজয়ীর বরমাল্য তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে।' মূলত নোবেল পুরস্কার প্রদানের ত্রুটির কথা প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে

'স্যামুয়েল বেকেট তাঁর এ্যাপয়েন্ট রেখেছেন' (৪.১.৯০) নামক প্রবন্ধটি লেখেন বিশিষ্ট নাট্যকার আতাউর রহমান বিশ্বখ্যাত আইরিশ নাট্যকার ঔপন্যাসিক (১৯০৬-১৯৮৯) স্যামুয়েল বেকেট এর জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে রচিত এ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি , নাট্যাভিনেতা ও নাট্যকার আতাউর রহমান সহজসরল ভাষায় স্যামুয়েলের শিল্পসুষম উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। স্যামুয়েল নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৯ সালে। নাটক রচনায় তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত উপন্যাস রচনায়ও সমান পারদর্শী। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক হল "ওয়েটিং ফর গডো' এবং 'এন্ড গেম' 'ওয়েটিং ফর গডো' নাটক সম্পর্কে প্রবন্ধকারের মন্তব্য 'ওয়েটিং ফর গডো' নাটকে মাঝে মধ্যে আশার আলো উকিঁ ঝুঁকি মেরে চলে যা নৈরাশ্যের মাঝে আশার ইঙ্গিতবহ। এ দুটো ছাড়াও 'অল দ্যাট ফল', 'ক্রাপস লাস্ট টেইপ' এবং 'এছরস' উল্লেখযোগ্য। 'হ্যাপি ডেজ', 'কাম কানভো', 'আহ হো,' 'ফুট ফলস' ইত্যাদি নাটক ও মঞ্চে বেতার টেলিভিশনে জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'মাফি', 'ওয়াট', 'মলয়', 'ম্যালেনি মারা যাচ্ছে' এবং 'নান করে খায় না' তার বিখ্যাত উপন্যাস। আইরিশ হলেও বেকেট ইংরেজির পাশাপাশি ফরাসী ভাষায় দক্ষ ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেকেট স্থায়ীভাবে প্যারিসেই থেকে যান। এবং জীবনের শেষ ভাগে ফরাসী ভাষায়-ই সাহিত্য চর্চা করেন বাংলা নাটকে স্যামুয়েল বেকেটের প্রভাব সর্বজন বিদিত তাঁর কর্মময় জীবন ও সাহিত্য প্রবন্ধকার সুন্দর পাঠকের তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

'আলবার্তো মোরাভিয়া' শীর্ষক (১৮.১০.৯০) প্রবন্ধটি রচনা করেন মারুফ রায়হান। আলবার্তো মোরাবিয়া ১৯০৭ সালের ২৮ শে নভেম্বর রোমে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'লা চিয়োচিয়ারা'। ১৯৪১-৬০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তার উপন্যাস সমূহ হল 'দি ঘোস্ট অ্যাট নুন', 'এম্পটি ক্যানভাস', 'দি টু অফসাস,' 'কনজুগাল,' 'লভেস,' 'দি কনফারমিস্ট', 'রোমান টেলস', 'নিউ রোমান টেলস' ইত্যাদি। ব্যক্তির পরিস্থিতি ও জগতের প্রতি দুঃখবাদী দৃষ্টি ভঙ্গিই মোরাবিয়ার রচনার বিশেষ মেজাজ তৈরী করেছিল–অনুবাদক এ সত্যটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন

১.ঙ) সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট মূলক প্রবন্ধ

'সংবাদ সাময়িকী'তে সাহিত্যের পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। সচেতন বুদ্ধিজীবি, কবি সাহিত্যিক সমাজে বিরাজিত নানা মাত্রিক সমস্যার উপর সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করে পাঠককূলকে জাগাতে চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবে। এসব প্রবন্ধ যেমন রচিত হয়েছে সাধারণ পাঠকের জন্যতেমনি বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যেও। শিল্পবোধ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কতটা প্রয়োজনীয় এ বিষয়টি লেখক মাত্রেরই যে উপলব্ধি থাকা প্রয়োজনএর আলোকপাত করা হয়েছে এ পর্যায়ের প্রবন্ধাবলীতে এ প্রসঙ্গে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর 'শিল্পে সমাজের বোধ' (৬.৭.৮০) নামক প্রবন্ধে মতামত তুলে ধরেন চমৎকারভাবে। সমকালীন সমাজের চলচ্চিত্র চিত্রায়িত হয় শিল্পে। শিল্পের কাচামাল সমাজ থেকেই সংগৃহীত। বলা যায় চলমান সমাজের নীরব পর্যবেক্ষক শিল্প। এ প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন 'যখন আমি বলি সমাজ, তখন যে সমাজে আমি যুক্ত তার কথা বুঝাতে চাই। যখন আমি বলি শিল্প তখন বিশেষ সমাজের ক্রিয়াশীলি শিল্পের কথা বোঝাতে চাই। এই যুক্ততার বোধ এবং এই বিশেষ উল্লেখ হচ্ছে পরিবর্তন নামক প্রত্যয়ের পটভূমি।' এই পরিবর্তনশীলতা সৃজনশীল ব্যক্তির মাঝে অধিকক্রিয়াশীল। সমাজকে মাইক্রোস্কোপিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে নিজের ভাবনাকে সমষ্টির ভাবনরূপে প্রকাশ করেন জনসমক্ষে। উল্লিখিত প্রবন্ধে বোরহান উদ্দিন খান বাংলাদেশের পশ্চাদপদতার কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন 'বাংলাদেশের সমাজ দুই বিপরীত ধারার মধ্যে দোলায়মান। একপক্ষে বাংলাদেশের অনেক কিছুই প্রায় ধনতান্ত্রিক, অন্যপক্ষে এখানে

Dhaka University Institutional Repository

ধনতন্ত্রিক ক্ষুদ্র পরিসরে তৎপরতার প্রভাব সর্বাধিক। প্রাগ ধনতন্ত্রিক পরিস্থিতি বিরাজমান গ্রাম্য সমাজে। এই পরিস্থিতি ১৯৪৭ সালের বাংলাবিভাগ, স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের ওপর ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব এবং বাঙালী পুঁজি গঠনের বিধি নিষেধের সঙ্গে সম্পর্কিত।' এর থেকে উত্তরণের প্রধান যে নিয়ামক রাজনীতির সু-চর্চা সে সম্পর্কে তিনি বলেন 'বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান প্রবণতা নৈরাজ্যিক। এ নৈরাজ্যের উত্তরণ লেখকের মতে কোন বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু সে বিপ্লব ত সুদূরপরাহত' এমন পরিস্থিতিতে প্রবন্ধকারকে আশাবাদী না হয়ে উপায় নেই। দেশের অধিকাংশ মানুষইতো শোষিত ও প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত। দারিদ্র্য আর অভাব মানুষকে তার মানবিকতা থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে সেজন্য এই সমাজে শিল্পীদের উত্তরাধিকার নষ্ট হচ্ছে, সেই সঙ্গে শিল্পীরাও সচেষ্ট তাদের উত্তরাধিকার ফিরে পেতে।' হয়ত এক সময় প্রবন্ধকারের এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশের সমাজ বিমুক্ত হবে দারিদ্র্যের নৈরাজ্যের দুষ্ট চক্র থেকে

'বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ও জাতীয় সংস্কৃতি' সন্তোষ গুপ্ত রচিত একটি অনন্য প্রবন্ধ (১৪.১২.৮০)। ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তানী আমলের মুক্তবুদ্ধির চর্চার স্বরূপ আলোচনা করে জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকী হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহ জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম হলেও ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল সেন প্রমুখ এর বিরোধীতা করেছিলেন সম্যক উপলব্ধির অভাবে। পাকিস্তানী আমলে পাকিস্তানী ভাবধারার কবি সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবীদের দ্বিধাবিভক্তির কথাও ক্ষোভের সাথে উল্লিখিত হয়েছে প্রবন্ধে-মূলত আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদ বার বার ধর্মাশ্রিত হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদের শক্তির ক্ষেত্রে হই জাগতিক উপাদান অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর জীবন ধারা, অনুভূতি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডে অংশগ্রহণ ও অবস্থান কখনো কখনো গৌণ ভূমিকা পালন করেছে।' '৭০র দশকের আলোচনা করে প্রবন্ধকার '৮০র দশকের প্রকৃতি নির্ধানের চেষ্টা করেছেন সন্তোষ গুপ্ত। তাঁর মতে বর্তমানে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর জাতীয় আর্দশ, শিল্প-সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের কথা যদি বিরোধীকণ্ঠে প্রচার করতে হয়, তা ভারতের পক্ষে দুর্দিন পাকিস্তানী আমলের যুক্তিতর্কের উপমা ও আশংকার কথা বলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রচার করা হচ্ছে। পাকিস্তানী আমলের মতই ওপার বাংলার সংস্কৃতির সংস্কৃতিক আগ্রাসন, জাতীয় চিন্তা ও চেতনার বৈশ্যতার স্বীকারের অভিযোগ এবং পৃথিবীর কতিপয় দেশের ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদের উদাহরণ এবং সর্বোপরি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কবলগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় দেশে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের তকমা এটে দেয়া হয়েছে। বুদ্ধিজীবী বলছে রাজনীতিকরা এর মোকাবেলা করুক, রাজনীতিকরা বলছে বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলন করুক। বস্তুত জাতীয়তাবাদের বিতর্কের ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব রয়েছে কারণ আত্মপরিচয়ের সংকট বহন করে আমরা জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারি না। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুনরায় আক্রমণের শিকার। প্রবন্ধকার এ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

'বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি' (১.৩.৮১) বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন রংগলাল সেন। বাঙালি জাতির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন–'সুদীর্ঘ পচিশ বছরের সংগ্রামের ফলে স্বধীন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই চতুষ্টয় গৃহীত হয়। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে ১৯৭৫ সালের অগস্ট মাসে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পট পরিবর্তন ঘটায় উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।' বস্তুত সামান্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ভাষা ভিত্তিক বাঙালি জাতিসত্তার সার্থক পরিণতি ঘটানো সম্ভব এই প্রতীতি প্রবন্ধকারের। এটি তাঁর ব্যক্তি মতামত হতে পারে। সামাজিক স্বরূপ কী তা নিয়ে পরীক্ষ নিরীক্ষার অবকাশ আজ নেই। দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি আজ সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট।

'সংস্কৃতির স্বাধীনতা' সম্পর্কে লেখেছেন (২৩.৬.৮৩) বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। প্রবন্ধের নামকরণেই এর উদ্দেশ্য ও বিষয় বস্তুর স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। সংস্কৃতির স্বাধীনতা বোঝাতে লেখক সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝার জন্য তাই দরকার সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক বিশ্লেষণ। সমাজ বিভিন্ন ব্যক্তির সমাবেশ শুধু নয়। সমাজ হচ্ছে বিভিন্ন আন্তসম্পর্কের সমাহারের প্রকাশ। এই সমাজ সম্পর্কে সম্যক সচেতন থাকাই স্বাধীনতা। 'স্বাধীনতা হচ্ছে সচেতনতা, বিদ্যমান সমাজ সম্বন্ধে সচেতনতা।' এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সম্পর্কে লেখক বলেন 'বাংলাদেশের বর্তমানতা হচ্ছে এক বহমান স্রোত। সমাজ কাঠামো স্তর বিন্যস্ত, আর অভ্যন্তরীন বাজার মেট্রোপলিটন অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য স্থিতিস্থাপকতা টিকিয়ে রাখা। শিক্ষাহীনতা, বেকারত্ব, দারিদ্র এবং রোগেরহার ক্রমবর্ধমান। এ সবই হচ্ছে অর-উন্নয়ন এবং নির্ভরশীলতার রোগ বাংলাদেশ বর্তমানে এই রোগে ভোগছে।' এর থেকে উত্তরনের পথ জনগণকেই খুজতে পরামর্শ দিয়েছেন লেখক

'আর্থসামাজিক বিকাশের পথে বাঁধা ও নিরসনের উপায়: একটি ঐতিহাসিক সীমক্ষা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন সালাহউদ্দিন আহমেদ (৭.২.৮৫)। প্রবন্ধটিতে প্রথমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উন্নয়নের বাধঁর স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশের অনুন্নয়নের কারণ অনুসন্ধানে। প্রচলিত সমস্যাদি যেমন-জনসংখ্যা সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সমস্যার বাইরেও তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়ের কথা বলেছেন। 'কিন্তু বাংলাদেশের অনগ্রসরতার জন্য যে কারণটি আমার কাছে মৌলিক বলে মনে হয় সেটি হলো আমাদের আধুনিক মন ও মানসিকতার অভাব।' এই অনাধুনিকতার কারণ অনুসন্ধানে প্রবন্ধকার বাঙালি মুসলমান সমাজের অতীত আলোচনা করেছেন। সংস্কারপন্থী সৎমুসলিম নেতৃত্বের অভাবের কথা বলেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সর্বদিশারীর অভাবের কথা বলেছেন। এমনকি নবাব আবদুল লতিফাকে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হতে দেখলেও সমাজসংস্কারে তাঁর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। প্রবন্ধকার সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) এবং দেলোয়ার হোসেন আহমেদ (১৮৪০-১৯১৩) এর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। মননশীলতার উন্নয়ন একদিনের বিষয় নয় দীর্ঘ চর্চার পর এর একটা কাঠামো দাঁড়াতে পারে। যুগ যুগ ধরে বিদেশী শাসন ও শোষণের স্বীকার এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ-ই বা পেয়েছে কোথায়। স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশে এর সুযোগ এসেছে হয়তো এই সুযোগেই বাঙালি মুসলমান সৌর্যে বীর্যে উন্নয়নের চরম শিখড়ে পৌঁছবে। প্রবন্ধকার নেতিবাচক নয় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হতো

'একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি বাংলাদেশ' সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেছেন এ, এম, হারুন অর রশীদ (৭.২.৮৫) একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় লেখক পাঠককে যুগোপোযুগি প্রস্তুতি নিতে তাগিদ দিয়েছেন এ প্রবন্ধে

'বাংলার সামজচিন্তা ঐতিহ্য বিবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক সালাহ উদ্দিন আহমদ (২৭.২.৮৬) বংলার ঐতিহাসিক বির্বতন তুলে ধরেছেন সযত্নে। প্রবন্ধটি ১৯৮৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি 'অমর একুশে বক্তৃতা মালায় পঠিত। এতে বাংলা ভাষা এবং বাঙালির প্রসঙ্গ তুলে ধরতে লেখক কতিপয় মনীষীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন দিল্লীর প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-৬২), রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) দুই সম্প্রদায়ের দুই প্রবাদ পুরুষ হলেও চিন্তা চেতনায় তাঁরা ছিলেন অভিন্ন মির নিসার আলী এবং হাজী শরীয়ত উল্লাহ বাঙালি মুসলমানদের মানসিক উন্নয়নে পথ নির্দেশকের ভূমিকা রাখেন। মির নিসার আলী যিনি সৈয়দ আহমদের এর অনুসারী ছিলেন। অল্প শিক্ষিত হলেও মুসমানদের প্রাগ্রসর করতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহর পাশাপাশি মুসলমানদেও প্রাগ্রসর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কাজী নজরুল, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রমুখ। তাঁদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হলে 'আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে সেই পাকিস্তানী আমলে ডঃ শহীদুল্লাহর মতো একজন অত্যন্ত ধর্মগ্রস্থ মুসলমান যদি নিজেকে বাঙালি বলে অভিহিত করে গর্ব অনুভব করে থাকেন, তা হলে আজ এতদিন পর স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ আমরা বিশ্বের দরবারে নিজেদের বাঙালি পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করব কেন?' আলোচ্য প্রবন্ধটি তার পূর্বোক্ত প্রবন্ধের সম্প্রসারিতরূপ বলা যায়।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যৌক্তিক সফলতার দিকে এগুলে সরকার পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করে। এর বিরুদ্ধে দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী লেখনী যুদ্ধ চালান অবিরামভাবে। এমনি একটি প্রবন্ধ 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে' (৯.২.৮৯) প্রবন্ধটি লেখেন রশীদ করিম। জাতীয় কবিতা উৎসব '৮৯ এ প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। সাম্প্রদায়িক শক্তি যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন প্রবন্ধকার। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষতা ও রবীন্দ্রসংস্কৃতি' সালাহউদ্দিন আহমেদ (১০.৮.৮৯) রচিত একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের ইতিহাস তুলে ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন প্রবন্ধকার।

Dhaka University Institutional Repository

'গণতন্ত্রের আকাশে স্বৈরতন্ত্রের কালো মেঘ' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন মির্জা নূরুল হুদা (২৮.৯.৮৯)। ভারতবর্ষের বিভাজন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্তরায় সমূহ প্রবন্ধকার এতে উপস্থাপন করেছেন লাহোর প্রস্তাব ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সাংসদদের অদূরদর্শীতা, ১৯৫৪ এর নির্বাচন, সংবিধান ও এর সংশোধন ইত্যাদি ঘটনা অনুঘটনা প্রবন্ধকার ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন প্রবন্ধে। দুর্ভাগ্যবশত আজও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে পূর্ণগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই তার আকাঙ্ক্ষা "গণতন্ত্র নিজ গুণে গুণান্বিত, উদ্ভাসিত এবং বিকশিত, তার নতুন সংজ্ঞারও প্রয়োজন নেই। উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কোন বিশেষণেরও প্রয়োজন নেই সেই গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হোক পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে।

'বাংলাদেশের প্রকাশনায় আধুনিক প্রযুক্তি সমস্যা ও সম্ভবনা' জামিল চৌধুরীর (১২.৪.৯০) ভিন্ন মাত্রার প্রবন্ধ। বাংলাদেশের মুদ্রণ শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। বাংলা বর্ণমালা এর সংস্করণ, মুদ্রণ যন্ত্রের আবিস্কার, উপমহাদেশে এর আগমন এবং বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রণযন্ত্র ইত্যাদি যেমন এতে স্থান পায় তেমনি স্থান পায় কম্পিউটারে বাংলা টাইপ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা। বর্ণ সংস্করণ সম্পর্কে তিনি বলেন 'তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) সর্ব প্রথম বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বাংলা ভাষায় দীর্ঘ ঋ এবং দীর্ঘ ঌ কারের প্রয়োগ না থাকায় তিনি এই দুটিকে বর্ণমালা থেকে বাদ দেন। পদমধ্যে এবং পদান্তে 'ড' 'ঢ' 'য' বর্ণের ধ্বনি নির্দেশ করার জন্য তিনি এই বর্ণের নিচে বিন্দু দিয়ে 'ড়', 'ঢ়','য়' বর্ণ এবং ত এর ব্যঞ্জনরূপ নির্দেশ করার জন্য খণ্ড ত (ৎ) বর্ণ প্রবর্তন করেন। ক এবং ষ এর যুক্ত 'ক্ষ' কে ব্যঞ্জন তালিকা থেকে বাদ দিয়ে যুক্ত বর্ণের তালিকার অন্তর্ভূক্ত করেন।' বিভিন্ন অন্বেষণ করে তিনি বলতে চেয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আস্থায় রেখে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে একটি জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে সঠিক কর্মপন্থা নিরুপণ এবং সে অনুযায়ী কার্যদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন মহলে যে অভূতপূর্ব গ্রন্থচেতনা সৃষ্টি হয়েছে। তাতে আশা করা যায়, এ ধরনের যে কোন কর্মোদ্যোগই সর্ব মহলের সাড়া পাওয়া যাবে। প্রকাশনায় যারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের সম্পর্কে প্রবন্ধে সবিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। প্রযুক্তিতে যারা অবদান রেখে প্রশংসিত হন লণ্ডন প্রবাসী প্রকৌশলী সাইফুর শহীদ, হেমায়ত হোসেন, জামিলুর রেজা চৌধুরী, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল প্রমুখ। পরবর্তীতে যারা এর কলেবর বৃদ্ধি করেছেন তাঁরা হলেন সৈয়দ মইনুল হোসেন ও মোস্তফা জব্বার। বাংলাদেশে কম্পিউটারের প্রথম শব্দ লিখা শুরু হয় ২৯শে জানুয়ারি ১৯৮৬ তে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে 'এ লজ্জার শেষ কোথায়' প্রবন্ধ রচনা করেন ওয়াহিদুল হক (১৫.১১.৯০) অক্টোবরের ৩০ তারিখ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টাকে 'ধিক্কার' জানানো হয়েছে এ নিবন্ধে 'ধিক্কারটা কাকে দেব যারা উপাশনালয় আক্রমণ করল অপরের বিশ্বাসের প্রতি কী তামসিক ঘৃণায় তাদেরকে না যারা তার সুযোগ নিয়ে লুটপাটে মাতল, ভয়ে আসাড় অসহায় হয়ে যাওয়া মানুষকে দু'ঘা লাগিয়ে দিতে, কিংবা তাদের গরীব ঘরে আগুন দিতে উল্লাস বোধ করল তাদেরকে, না কি এক প্রশাসনকে দেব ধিক্কার?' প্রবন্ধে সমকালীন প্রেক্ষাপট বিধৃত হওয়ায় অতিমাত্রায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংশ্লেষতা পরিলক্ষিত হয়।

'বইয়ের আমদানী নিয়ন্ত্রের দাবী ও বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনা শিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন মহিউদ্দিন আহমেদ (৬.৯.৯০)। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি বাংলাদেশে বিদেশী বইয়ের অবাধ আমাদানী নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এর প্রেক্ষিতে প্রবন্ধটি রচিত। প্রবন্ধকার সমিতির দাবীর যথার্থতা বিশ্লেষণে সাতটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

শামসুজ্জামান খান রচিত 'দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি' সম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কিত প্রবন্ধ। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হওয়ার কথাছিল না। কারণ এই দেশটির স্বাধীনতা অর্জন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ভারত বা পাকিস্তানের মত টেবিলে বসে ধর্মের ভিত্তিতে স্বাধীনতা আসেনি এদেশের। বাংলাদেশ এই উপমহাদেশে একটি রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্মত মৌলিক জাতীয় রাষ্ট্র। ধর্ম নয়, ভৌগোলিক সীমা রেখা, জনগণের দীর্ঘকালের জীবন সংগ্রাম ও সাধনায় গড়ে উঠা সংস্কৃতি, সাহিত্য, মানসিক ও মনস্তাত্তিক গঠন, জাতীয়তা এবং গণতান্ত্রিক জীবন ধারার জন্য এদেশের মানুষের অমূল পিপাসাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তাকে মূর্ত করেছে। বস্তুত উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলোতে সমকালীন সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন করে সমাধানে করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. গল্প

১৯৮০' র দশকে বাংলা ছোটগল্প কয়েটি নতুন বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়। এ গুলের মধ্যে অন্যতম হল মুক্তিযুদ্ধ। দ্বিতীয়ত গণতন্ত্রের বিপন্নতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এদুটি বিশেষভাবে বাংলা ছোটগল্পকে প্রভাবিত করে। এছাড় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অন্যান্য বিষয়তো আছেই। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ছোটগল্প নবীনতর। ইংরেজ রাজন্যবর্গের অনুশাসনে এদেশের মর্মমূলে যে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয় এর ফলস্বরূপ উদ্ভব ঘটে ছোটগল্পের।ঐতিহ্যবাহী মহাকাব্য বা কাহিনী কাব্যের বিংশ শতাব্দীতে প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। যন্ত্র সভ্যতার ক্রম বিকাশে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি দেশের মানুষকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। জীবিকার তাগিদে মানুষকে কলকারখানাসহ অন্যান্য যন্ত্রনির্ভর কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে হয়। ফলশ্রুতিতে বেড়ে যায় ব্যস্ততা। দীর্ঘপরিসরের মহাকাব্য বা উপন্যাস পাঠের পর্যাপ্ত সময় বের করা হয়ে পড়ে কঠিন। অথচ মানুষের মধ্যে রসতৃষ্ণা প্রবল। এ প্রেক্ষিতে নতুন আঙ্গিকের ছোটগল্প দ্রুত পাঠক প্রিয়তা লাভ করে। সমাজ জীবনের অঘটনা বাঙময় হয়ে উঠে ছোটগল্পে। ছোটগল্প মানব জীবনের বিচিত্র বিপুল ঘটনাপুঞ্জ থেকে একটি বিশেষ খণ্ড মুহূর্ত তুলে এনে তাকে শিল্প সুষমায় তাৎপর্যময় করে। খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের পরিচয়, সীমার মধ্যে অসীমের ইঙ্গিত, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর দর্শন সার্থক ছোটগল্পের বিশিষ্টতা। সংক্ষিপ্ত পরিসরের হলেও এর মধ্যে থাকে ভাবের গভীর ব্যঞ্জনা। পাঠক খুজে পায় দার্শনিকতা সামাজিকতা,লৌকিতার এক অনন্য সমন্বয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প রচয়িতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মধুমতী - ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প। ইতিহাস যা-ই হোক বাংলা ছোটগল্পের প্রকৃত উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে ছোটগল্প হয়ে উঠে চঞ্চল চিত্রিত আর বিলসিত। মননের ব্যাপ্তিতে বাকরীতির ঈর্ষক বৈদগ্ধে, সৌন্দর্যানুভূতির সুকোমল সুক্ষ্মতায়, মনস্তত্ত্বের জটিল বিশ্লেষণে আবেগের উষ্ণতায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সমৃদ্ধ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ছোটগল্পকে বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় অধ্যায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন রবীন্দ্রনাথঠাকুরের সমকালীন গল্প রচয়িতাদের মধ্যে প্রধানতম হলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তাদের পথ ধরে পরবর্তীতে ছোটগল্পের আসরে আগমন ঘটে কল্লোল যুগের লেখকবৃন্দের। বিংশ শতাব্দির প্রথম দুই দশকে বিশ্ব পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন, উপনিবেশিক শাসন অবসানে দেশব্যাপী আন্দোলন বিক্ষোভ ছোটগল্প রচনার নতুন উপাদান সংযোজিত করে। এ পর্যায়ে লেখকবৃন্ত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর আঙ্গিকের কালানুক্রমিক ধারা ব্যহত করে ছোটগল্পকে ভিন্ন মাত্রার শিল্প সুষমা প্রদান করে নিছক শৈল্পিক আবরণে আবৃত না থেকে তারা সামাজিক প্রতিশ্রুতির নানাদিক পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। ভাব ও ভবানার বৈচিত্র্য বিষয়ের লৌকিকতা মানবিক আচরণের বহুমাত্রিক চিত্র প্রস্ফুটন ঘটে এ সময়কার লেখকবৃন্দের লেখায় এ পর্যায়ের উল্লেযোগ্য কথাসাহিত্যিক হলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল, জগদীশ চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ তাদের লেখায় উঠে আসে সমাজব্রাত্য মানুষ। তাঁরা গভীরভাবে অবলোকন করলেন অর্থনৈতিক ভাঙনে সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রার নিদারুন কষ্টে যাপিত জীবন, প্রকৃতির নির্মমতা, যুগপ্রভায় অনাকাক্ষিত সমাজের নতুন মেরুকরন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে এ মেরুকরণ আরো স্পষ্ট হয়ে পড়ে। পশ্চিম বাংলার তুলানায় পূর্ববাংলার ছোটগল্প বিষয় বৈচিত্র্যে অধিক সমৃদ্ধি লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাকার মৌলমানবিক বিষয়াদির পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের বিষয়টি ও ছোটগল্পের উপাদানে পরিণত হয়। আবুল মনসুর আহম্মেদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মাহবুব উল আলম, আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দিন, শওকত ওসমান, আবু রুশদ প্রমুখ এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার। 'দৈনিক সংবাদে' ১৯৮০'র দশকে উল্লিখিত গল্পকারদের কয়েকজনের পাশাপাশি তাদের সার্থক উত্তরসূরীদের গল্প প্রকাশিত হয়।

'৮০র দশকে বাংলা কথা সাহিত্য পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ উত্তীর্ণ করে। এ সময়ের গল্পগুলোয় কাঠামোগত পরিবর্তনের চেয়ে ভাবের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। '৭০ র দশকের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট '৮০র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশের কথাসাহিত্যিকদের আছন্ন করে রাখে। প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিকগণ মুক্তচিন্তার প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বিক্ষুব্ধ, আশংকিত, আতংকিত ও হতাশ হয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধ ও এর চেতনা নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণে ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে তারা মর্মাহত হন। অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তনে দেশের সমাজ জীবনে বহুমাত্রিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সাংবিধানিকভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কবর রচিত হলে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক চক্র দেশে সক্রিয় হয়ে উঠে। মুক্তবাজার অর্থনীতির মোহময় রূপজালে প্রবেশ করে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড হাত বাড়ায় আবহমান গ্রাম বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র একটি বৃত্তায়নে আবর্তিত হয়ে পড়ে। অধিক জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ দেশের সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। বন্যা, নদী ভাঙন, সাইক্লোন, ইত্যাকার প্রকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি অশিক্ষা, বেকারত্ব দেশে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করে কালানুক্রমিক অপরাধের সাথে পাল্লা দিয়ে নতুন নতুন অপরাধ জন্ম লাভ করে। রাষ্ট্রের প্রধান সংগঠন সরকার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা , জবাদিহীতা, সর্বোপরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকায় সমাজ কাঠামোর চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়ে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, ভূমি দখল ইত্যাদি অপাধের পাশাপাশি ছিনতাই, টেন্ডার বাজি, বোমাবাজি, ধর্ষণ এসিড নিক্ষেপের মতো অপরাধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দীর্ঘচর্চিত সামাজিক বিচার কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে দুর্বল সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কারণে। সরকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সাথে সাথে রাষ্ট্রের বিচার ও আইনবিভাগ বিপন্ন হয়ে পড়ে অগণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার কারণে। সমাজের তৃণমূল থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়াঙ্গন সকল ক্ষেত্রে একটা অস্থিরতা, অচলাবস্থা বিরাজ করতে থাকে। এসবেরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় শামসুদ্দিন আবুল কালাম, ভাস্কর চৌধুরী, ইকতিয়ার চৌধুরী, সুশান্ত মজুমদার, মঈনুল আহসান সাবের, বিপ্রদাস বড়ুয়া, সুনীল শ্যামাচার্য, সেলিনা হোসেন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ভিস্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, মাফরুহা চৌধুরী, জুবাইদা গুলশান আরা, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, নাসরিন জাহান প্রমুখের গল্পে। গোটা দশকে প্রায় আড়াইশত গাল্পিকের গল্প' সংবাদ সাহিত্য সাময়িকীতে ছাপা হয়। এর মধ্যে পাঁচের অধিক গল্প রচিয়তার সংখ্যা অত্যল্প নয়। তিন বা তার অধিক গল্প লিখিয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের উপরে। কিছু কিছু লেখক আছেন যাদের লেখা একটির বেশী ছাপা হয়নি বা কথা সাহিত্যের চর্চা আর করেন নি। প্রতিশ্রুতিশলি কিছু গাল্পিক দু'একটা গল্প লিখলেও গোটা দশকে তাদের অস্তিত্ব মেলেনি। শেখর ইমতিয়াজ , আবুল মোমেন ,অশোক কর , মতিয়া চৌধুরী প্রমুখ এ পর্যায়ের লেখক। তাদের লেখায় চলমান সমাজ জীবনের সুক্ষ্মতম বিষয়টি প্রকটিত হয় শিল্প- সুষমার অনন্য সমন্বয়ে '৮০ র দশকে 'সংবাদ সাময়িকী'তে প্রকাশিত গল্পগুলো গভীরভাবে অবলোকন করলে লক্ষ্য করা যায়

ক. মুক্তিযুদ্ধ,
খ. নিম্নবর্গের মানুষ,
গ. সামাজিক প্রেক্ষাপট
ঘ. প্রেম
ঙ. সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি
চ. অন্যান্য বিষয়

ইত্যাদি বিষয় অধিক স্থান দখল করে আছে

২.ক) ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ

'৮০র দশকে প্রকাশিত গল্পগুলোর সরল শ্রেণীকরণ করলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বেশকিছু গল্প আলাদা করা যায় মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের শ্রেষ্ট সম্পদ। বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পরিচিতি লাভ করে গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক ঘটনা হল ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কাল। এ নয়মাসকালীন সময়ে বাংলাদেশের মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট যেমন ভোগ করেছে তেমনি দেখিয়েছে তেজোদীপ্ত সাহসিকতা, অসীম ধৈর্য আর ঐকতানের মহান বন্ধন। এসময়কার এক একজন মানুষ, এক একটি পরিবার বৃহত্তর পরিবারের মহান মুক্তিযোদ্ধা। ব্যক্তির বা পরিবারের ত্যাগ সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত গড়ে। খণ্ড খণ্ড অসংখ্য ঘটনা একটি বিশাল ঘটনার জন্ম দেয়। উল্লিখিত দশকে প্রকাশিত গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুটন না ঘটলেও খণ্ডিত কাহিনীর অন্তরালে খুঁজে পাওয়া যাবে সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধকে। শামসুল

Dhaka University Institutional Repository

আলম সরকার রচিত 'মুখোমুখি' (১৯.১০.৮০) একটি একটি গল্প। ঘটনার বিন্যাস সরল। চরিত্র ও অধিক নয় আবিদ, রাশেদা দুই ভাই বোন, আলম রাজাকার সর্দার। ঘটনায় দেখা যায় গ্রামের পাশে জঙ্গলে মুক্তিযুদ্ধে আবিদ অপেক্ষা করে কখন সন্ধ্যা হবে কখন সে তার মার কাছে আসবে। তার বাবাকে পাকিস্তানী সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে। বোন রাশেদাকে করেছে বীরঙ্গনা। এসবের হোতা রাজাকার সর্দার একসময়কার তার বন্ধু আলম। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আবিদ অবশেষ তার বাড়ি আসে। কিন্তু 'বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে হঠাৎ আবিদের বুকের ভেতর ধুক করে ওঠে। ওদিকটায় অত আলো কিসের? এ নিশ্চয় অগ্নিকুণ্ড হ্যাঁ, ঐতো আগুনটা তার বাড়ীতেই জ্বলছে মুহূর্তে সে 'থ হয়ে দাড়িয়ে যায়। কিন্তু আগুনটা লাগলো কি করে তার কোন সঠিক কারণ ঠিক এই মুহূর্তে সে বুঝে উঠতে পারে না' আবেগে বিহবল হয়ে পড়ে আবিদ।' এত কষ্ট করে এতটা কাছে এসেও সে তার মার সাথে দেখা করতে পারল না। পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচারে যুবকমাত্রের-ই তখন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া ছিল স্বাভাবিক ঘটনা, আবিদ তাদেরই একজন। রণক্ষেত্র হাজারো ঘটনার ফাকে ভুলতে পারেনি সে তার বাবা কে, মাকে, স্নেহের বোনকে। তাই সঙ্গোপনে বাড়ি আসা। কিন্তু বাড়ি ফিরে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় সে ব্যথিত তাই বলে হতোদ্যম নয়। সে ফিরে চলে রণক্ষেত্রে। যখন সে ফিরতে শুরু করলো সে বুঝতে পারলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে। এক ছায়া মূর্তিকে সে ধরে ফেলে। এ অনুসারী আর কেউ নয় তারই সহোদরা রাশেদা। পাশবিক অত্যাচারে সে বিধ্বস্ত, সন্ত্রস্ত অসহায় আবিদ এখন বসে আছে পা মেলে তার কোলের ওপর রাশেদার অর্ধোলঙ্গ অর্ধচৈতন্য দেহ। আর স্টেনগানটি তার ডানদিকের মাটিতে শুয়ে রাশেদার কানের কাছে নিয়ে অতি নিম্ন কণ্ঠে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টায় একান্ত তৎপরতা হয় আবিদ। হঠাৎ সার্চ লাইটের তীব্র আলো এসে পড়ে তাদের ওপর। সে আলোয় ক্ষণিকের জন্য উভয়ে উভয়কে স্পষ্ট করে দেখতে পায়, কিন্তু সহসা সচকিত হয়ে স্টেনগানটি হাতের নাগালে টেনে নেয় আবিদ। অন্যহাতে রাশেদাকে জড়িয়ে ধরে দু. জনেই উঠে দাড়ায়। মুক্তিযোদ্ধারা ভীতু নয়, কাপুরুষ নয়, তাদের রক্তে প্রতিশোধের আগুন প্রজ্বলিত। তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে স্টেনগানটি হাতে তুলে নিতে ভুলেনি আবিদ। মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকার এদের অবস্থান সবসময় সবক্ষেত্রে মুখোমুখি। নীতিতে, আদর্শে, কর্ম প্রচেষ্টায় এরা পরস্পর পরস্পরের বৈরী। মুক্তিযোদ্ধারা স্বদেশ রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। এদের রক্তের কণায় কণায় দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত। রাজাকার চিন্তায় চেতনে দেশ বিরোধী, সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। 'তখন পূবের আকাশে ভাঙ্গা থালার মতো চাঁদ সবে মাত্র মধ্য রাতে পৃথিবীটাকে দেখছে। তার ক্ষীণ আলোয় কৃষ্ণপক্ষীয় রাতের অন্ধকার ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। সেই বর্ণহীন কালচে আলোয় লোকগুলো চিনতে পারে আবিদ। চারজন সঙ্গীসহ তার মুখোমুখি রাজাকার সর্দার আলিম আলিম আর আবিদ একই দেশের একই জল বাতাসে বেড়ে ওঠলেও আদর্শগতভাবে নীতিগতভাবে আজ দু'জন বিপরীত অবস্থানে মুখোমুখি।' গল্পে আবিদের দেশপ্রেম, অসীম সাহসিকতা, আর চরম বিপদে ধৈর্যচ্যুতি না হওয়ার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত 'সেই সময়' (১২.১.৮৪) একটি ভিন্ন আমেজের গল্প। মুক্তিযুদ্ধ কালে আমাদে ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক জীবনে কী ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে উক্ত গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। একাত্তরের ২৫শে মার্চের কালো রাত্রির পর সারাদেশের মানুষের মধ্যে যে ভয়ভীতি অস্থিরতা অনিরাপত্তা পলায়নপরতা বিরাজ করছিল তার ছাপচিত্র আলোচ্য গল্পে পাওয়া যায়। কর্ণফুলি নদীর তীরবর্তী এক প্রত্যন্ত গ্রামের কাজ পাগল ছেলে পল্টন। যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার মত উক্ত গ্রামে ও থাবা হানে। শত্রুসৈন্যের হাত থেকে বাঁচতে মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে গ্রাম ছেড়ে ভারতে উদ্বাস্তু হয় পল্টনের মাও তাদের অনুগামী হয়। কিন্তু আধ পাগলা পল্টন বিহারী মেয়ে মুন্নীকে ছেড়ে যেতে পারে না। মুন্নীকে খোঁজে সে সারাগ্রাম তন্ন তন্ন করে। বৌদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষু আনন্দ ভান্তের কাছে মুন্নীর খোঁজ করে। ঝোপঝাড়ের পাশে কাশবনে মুন্নীর সাথে পল্টনের দেখা হয়। নরনারীর এক অমোঘ আকর্ষণ তাদের কাছে টানে। দেহ আর মনে তারা এক হতে চায়, যুদ্ধের গোলা বারুদের ধ্বংসস্তুপের ভিতরও মানব মানবীর প্রাগৈতিহাসিক চেতনা তাদের আচ্ছন্ন করে তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। পল্টন মুন্নীকে বিয়ে করতে চায়। আনন্দ ভান্তে তাদের বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে; কিন্তু মুন্নী আত্মহত্যা করে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে পল্টনকে বিয়ে করতে পারে না। মুন্নী জানে সে বিহারী। পল্টন বলে- 'এটাই তোমার দেশ। না এদেশ আমার নয়। যদি আমার হত তবে এ অবস্থা হত না। আমাদের সবাই বিহারী বলে ঘৃণা করে।' দীর্ঘ দিনের

Dhaka University Institutional Repository

সহাবস্থান গোলাবারুদের ঝাঁঝালো গন্ধে অশান্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধ মানবিক আবেদনকে উপেক্ষা করে ধ্বংসলীলার মেতে উঠে। যেখানে প্রেম ভালবাসার মূল্য হয় অর্থহীন, মানব মানবীর সকরুণ সংবেদনশীল হৃদয় হয় পীড়িত 'সিড যে গণ্ড' ব্যতিক্রম একটি গল্প (৩.১২.৮৭) শামসুদ্দিন আবুল কালাম রচিত গল্পটিতে যুদ্ধাহত এক মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি বিলাস প্রকটিত হয়েছে। গল্পে সুনির্দিষ্ট নাম নিয়ে কোন চরিত্র নেই। আছে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি। উত্তম পুরুষের জবানীতে গল্পটি বর্ণিত। গল্পকথক আহত অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যায় এ সময় কর্মরত নার্স গল্পকথকের গলায় তার পরিচয় পত্র সেঁটে দেয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠেন তিনি পরিণত হন এক নিভৃত পর্যটক। যার পেশায় সৃজনশীলতা সংবর্তমান। গ্রীস, জার্মান, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল যেখানেই তিনি গিয়েছেন যেখানকার গীর্জার ছবিই ক্যামেরাবন্দী করতে চেয়েছেন সেখানেই একটা স্মৃতিসৌধ তার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। 'ক্যামেরায় চোখ রেখেই চমকে উঠেছিলাম, সেই প্রতিকৃতি নয়, সেই স্তূপ বা বিহার ও নয়, আবার সেই করে দেখা না দেখা স্মৃতিস্তম্ভটি যেন আপনা থেকেই কখন স্পষ্ট ভাবে এসে ঠাঁই নিয়েছে।' কিন্তু এ স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে ও তার মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তি -

'বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। এত সমস্ত দৃশ্য দেখেছি, মনে রাখছি, কখনো ক্যামেরায় দলিল করেও রেখেছি, কিন্তু সেই স্মৃতিস্তম্ভটি কখন কোথায় দেখেছিলাম তার কোন কিছুতেই মনে করতে পারতিছে না।' বহু পথ ঘুরে অবশেষে 'কথক' তার পকেটের পরিচয় পত্রটির মধ্যে এক টুকরো কাগজ খুঁজে পায়। রহস্যের যে অতল গহবরে এতদিন তিনি হাবুডুবু খাচ্ছিলেন সেই রহস্যের ভেদ উন্মোচিত হয় কথকের ভাষায় 'সেই টুকরোটি বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় আমি কোনও ঠোঙা থেকে ছিড়ে সযত্নে আমার কাছে রেখেছিলাম। তাও পাই দেশ থেকে আসা এক ভদ্র লোকের চম্পল স্যান্ডেল বা ঐ ধরনের কিছুর মোড়ক থেকে যে কয়টি ছত্র এখনও পড়া যায় তা এই রকম চট্টগ্রাম প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে এটা জেলেদের গ্রাম। সেই চট্টগ্রামে দশম শতাব্দিতে আরাকানের বৌদ্ধ রাজা একটি ভবন নির্মান করেছিলেন যেখানে লেখা ছিল 'সিট যে গঙ'(যুদ্ধ করা উচিত নয়)। সেই থেকে চিটাগাং বা চট্টগ্রাম।' একটা ঐতিহাসিক নগরীর নামকরণ নিয়ে এমন চমৎকার গল্প বাংলা সাহিত্যে বিরল। ইতিহাসের অন্তরালে গাল্পিক যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবে।

মুক্তিযুদ্ধে যে কতশত বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে তা ছোটগল্পের পরিসরে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এ সময়কার কথাসাহিত্যিকগণ। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও এ দেশের লক্ষ জনতা ছিল নীরব মুক্তিযোদ্ধা। অস্ত্রহাতে তারা ময়দানে লড়াই না করলেও মানসিক আর্থিক সহায়তা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করেছে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু বিপুল জনস্রোতের বিপরীতে অবস্থানকারীর সংখ্যাও তৎকালে আমাদের সমাজে বিদ্যমান ছিল। বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত 'মেয়েটি' (১০.৩.৮৮) গল্পে সেই ধরনের চরিত্রের দেখা মেলে স্বাধীনতা অর্জনের পর বিজয়ী বেশে দেশে ফিরে মুক্তিযোদ্ধারা। শহরে গ্রামে নগরে গঞ্জে তাদের বরণ করে নেয় মুক্তিপাগল সাধারণ মানুষ। আবালবৃদ্ধবণিতা এ বরণোৎসবে যোগ দেয়। আলোচ্য গল্পে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাফদের ফুল দিয়ে বরণ করে একটি ছোট্ট মেয়ে শিশু। শিউলি ফুলের সুরভিত উষ্ণতায় বরণ করে নেয় মুক্তিযোদ্ধাদের । ছোট্ট শিশুর এ স্নোহার্দ্র ভালবাসায় সিক্ত হয় আলতাফ। শিশুটিকে বাড়ি পৌছে দিতে গিয়ে উভয় সংকটে পড়ে সে। মেয়েটির বাবা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী একজন রাজাকার । আলতাফের রক্তে প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠে। খতম করে দিতে চায় শত্রুকে। কিন্তু মেয়েটির অনুভূতিশীল আচরণে সে ব্যর্থ হয়। গল্পে মুক্তিযোদ্ধার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা প্রস্ফুটিত 'মুক্তিযোদ্ধারা এগুতে পারছিল না। সবাই একবার তাদের ভালবাসা জানাতে চায় একবার ছুয়ে পরখ করতে চায় কী শক্তি ওদের বাহু দুটি ও বুকের ভেতর জমা আছে'। সদ্য স্বাধীন দেশের মুক্তিযোদ্ধারা এভাবেই মানবিকতার উদারতায় ক্ষমা করতে থাকে যুদ্ধাপরাধী, রাজাকার, আলবদরদের। যে আলতাফ রক্তক্ষেত্রে অস্ত্রহাতে শত্রুর মোকাবেলা করেছে অকুতোভয়ে সেই আলতাফ একটি ছোট্ট শিশুর আকুতির কাছে পরাজিত হয়। যুদ্ধ যেমন ধ্বংসের প্রতীক তেমনি নতুন করে গড়ে তোলারও সূতিকাগার। আলতাফরা জানে ক্ষমায় ভালবাসায় এদেশকে গড়ে তুলতে হবে নতুন প্রজন্মের মুখে হাসি ফুটাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্নমাত্রার গল্প 'একজন শহীদের কাহিনী'(১০.১১.৮০)। ইকতিয়ার চৌধুরী অত্যন্ত কুশলতার সাথে শ্রেণীচক্রের মুর্খতা, ভণ্ডামী, ধূর্ততা গল্পে উপস্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ বছর পর সত্যি সত্যি শহীদ হয় গাজী শহীদ মুক্তিযুদ্ধে অকুতভয় শহীদ পাকহানাদারদের হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়ে খেতাব পায় গাজী কিন্তু শত্রুমুক্ত দেশে শ্রেণীশত্রুদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হতে হয় তাকে। ঘটনাটি আকস্মিক। নলিচার রেল স্টেশনে পতিতাদের আবাস। নানা বয়সী পতিতার সমাবেশে পূর্ণ ছোট্ট পতিতাপল্লী। শহীদ এসবকে ঘৃণা করে গঞ্জে যাবার পথে ট্রেনে এক কিশোরীর আর্তচিৎকার তাকে হতবাক করে। কিশোরীটাকে (যাকে দেখতে তার ছোট বোনের মত মনে হয়) দালালরা ধরে নিয়ে যেতে চায়। শহীদ বাধা দিলে পেছন থেকে চাকু মেরে তাকে মেরে হত্যা করা হয়। এতে বিক্ষুব্ধ জনতা পতিতাপল্লী পুড়িয়ে। কিন্তু রাজাকার ভেলু মিয়া শহীদের মৃত্যুকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চায়। বলে বেড়ায় বেশ্যাপল্লীতে বেলাল্লাপনা করতে গিয়ে শহীদ মারা যায় গল্পে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

ঠিক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক না হলেও 'একা' এবং 'আরো দুটি মৃত্যু' এ পর্যায়ে আলোচনা করা হল ভিন্ন কারণে। দুটো গল্পই ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ এবং বিভাগ উত্তর পরিস্থিতি নিয়ে। এ কথা অনিবার্য সত্য যে দেশ বিভাগের মধ্যদিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সুচনা। উক্ত দুটোগল্পে ঔপনিবেশিক শাসনাবসনে সামাজিক শৃঙ্খলার যে নানা মাত্রিক অচলাবস্থা দেখা দেয় তার ছাপচিত্র প্রকাশিত হয়। আবু জাফর সামসুদ্দিন রচিত 'একা' (১৪.১০.৮২) গল্পে দেশবিভাগে ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পর্কের কী মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে তার ছবি পাওয়া যায় ইউসুফ আর প্রীতিলতা এক সময় একই গ্রামের পড়শি ছিল উৎসব পারবনে আনন্দে বিষাদে তারা ছিল পরস্পর পরস্পরের সাথী । দেশ বিভাগ তাদের এ মধুর সম্পর্কের অবসান ঘটায় । প্রীতিলতা চলে যায় পশ্চিম বাংলায় তারপর কেটে যায় দীর্ঘপথ। ইউসুফ এখন ব্যবসায়ী ব্যবসার কাজে প্রায়-ই পাড়ি জমায় দেশবিদেশে। এ প্রেক্ষিতেই কলকাতার এক ঘিঞ্জি কলোনীতে দেখা মেলে দুজনের। প্রীতিলতা আর ইউসুফ দুজনে চলে যায় স্মৃতিময় অতীত জীবনে। জানা যায় বর্তমানে তারা দুজনেই একা। সংসারী হয়েও সংসার ত্যাগী গৃহী হয়েও একা। দেশ বিভাগ নিয়ে আরেকটি বিখ্যাত গল্প লেখেন হাসান হাফিজুর রহমান- 'আরো দুটি মৃত্যু' নামে (৭.৪.৮৩)। নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেন যাচ্ছে বাহাদুরাবাদ। ট্রেনে মানুষের প্রচণ্ড ভীড় অসুস্থ পরিবেশ সর্বত্রই একটা আতংক। উত্তম পুরুষের জবানীতে বর্ণিত গল্পে এক হিন্দু (প্রায় প্রৌঢ়) ভদ্রলোক একজন মধ্যবয়স্ক নারী আর দশবারো বছরের এক কিশোরী এই হল চরিত্র। '৪৬' র দাঙ্গায় মানুষ দিগ্বিদিক ছুটছে। এমন হিন্দুপরিবারের তিন সদস্য। একজন প্রৌঢ়, একজন বালিকা একজন আসন্ন প্রসবা। তাদের মধ্যে সম্পর্ক হল প্রৌঢ় কিশোরীর জ্যাঠামশাই। আসন্ন প্রসবা মহিলাটি কিশোরীর কাকীমা। ভীত আতংকিত তিন যাত্রী ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরাবাদ যাচ্ছে। কিশোরীর কাকীমা মহিলাটি ট্রেনেই প্রসব বেদনায় আহত হয়ে পড়ে একসময় অনেক কষ্টে সে বাথরুম ঢুকে। কিন্তু সেখান থেকে সে আর জীবিত বের হতে পারেনা। 'অন্ধকার যেখানে সম্পূর্ণ একটি নারী দেহ ভেসে উঠেছে। রক্তাক্ত দেহ, মুখ হাঁ হয়ে আছে। পেট অত্যন্ত উচুঁ। চোখ উল্টে গেছে বিকৃত হয়ে অসম্ভব বেদনাকে সহ্য করার অস্বাভাবিক চেষ্টায়। একটি মা মাতৃত্বের অকল্পনীয় নারী জীবনের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুঝেছে। তার ফুলে ওঠা পেটের ভেতরে আছে একটি শিশু একটু আগে ও জীবিত ছিল' গল্পে দাঙ্গার প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ প্রভাব উপস্থাপিত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

২.খ) ছোটগল্পে নিম্নবর্গ

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষের ইতিকথা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান। চর্যাগীতির ছত্রে ছত্রে মঙ্গল কাব্যের ছন্দে ছন্দে উপস্থাপন করা হয়েছে এ শ্রেণীর মানুষের জীবনাচরণ। বাংলা গদ্যের উদ্ভবের পর কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে উঠে নিম্নবর্গের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অল্পস্বল্প গল্পে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসে এদের উপস্থিতি থাকলেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে এতো সফল ভাবে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনাচরণ উঠে আসেনি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপনায় এ শ্রেনীর মানুষের অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি।এরা সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু সমাজ বিনির্মানে এরা উপেক্ষিত।চেতনে অবচেতনে সাহিত্যের পাতায় নিম্নবর্গের মানুষের সরব উপস্থিতি থাকলেও এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয় বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশক থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা বিশ্বে নানামাত্রিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় পুজিঁবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন হয়। ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে কাল মার্কসের দর্শন, চেতনা প্রতিফলনে রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের সরকার বিভাগ কায়েমীস্বার্থে এদের শক্ত হাতে দমন করে। পুজিঁবাদী সরকার ব্যাবস্থা টিকিয়ে রাখতে অত্যাচার নীপিড়নের স্টীমরোলার চালায় তাদের উপর। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দর্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) নীপিড়িতদের মধ্যে অন্যতম তিনিই প্রথম বাংলায় পারিভাষিক নিম্নবর্গের ইংরেজি শব্দ 'Subaltern' শব্দটি ব্যবহার করেন। শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া শেণী এ দুটোর পার্থক্য বুঝানের জন্য তিনি উক্ত শব্দটি ব্যবহার করেন। ইউরোপীর ধারনার 'Subaltern' শব্দের বাংলা নিম্নবর্গের স্বরূপের সঙ্গে উচ্চবর্গের ধারনাটিও চলে আসে। উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গ কী এ প্রসঙ্গে ভারতীয় উপনহাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেন রনজিৎ গুহ- 'উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ যারা প্রভুশক্তির ছিল। প্রভুস্থানীয়দের দুভাগে ভাগ করা যায় বিদেশি ও দেশি বিদেশি পুভুগোষ্ঠির মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত তারাও দুধরনের সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি বলতে গন্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভারতীয় কর্মচারী ও ভৃত্য সকলেই; আর বেসরকারি বলতে গণ্য বিদেশিদের মধ্যে যারা শিল্পপতি,বণিক,অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠি চা-বাগান কফিক্ষেত বা ওই জাতীয় যে সব সম্পত্তি প্লানটেশন প্রণালীতে চাষ করা হয় তার মালিক ও কর্মচারী, খ্রিস্টান মিশনারি,যাজক, পরিব্রাজক ইত্যাদি

দেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যেও একটা মোটা ভাগ ছিল সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের পার্থক্য অনুযায়ী সর্বভারতীয়দের গণ্য বৃহত্তম সামন্ত প্রভুরা, শিল্পে ও বাণিজ্যে লিপ্ত সবচেয়ে শক্তিমান বুর্জোয়ারা এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে বা শাসনযন্ত্রের অন্যত্র যারা ছিল সবচেয়ে উচ্চপদের অধিকারী।

দেশি প্রভুগোষ্ঠীর আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিনিধিরাও আবার দু-রকমের। এক রকম হচ্ছে তারাই যারা আসলে সর্বভারতীয় প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ক্ষমতাবিন্যাসের আঞ্চলিক বা স্থানীয় উপাদান হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর এক রকম হচ্ছে তারা যাদের প্রভুত্ব ষোলো আনাই আঞ্চলিক বা স্থানীয়, কিংবা যারা অন্য সব অর্থে প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য হলেও আঞ্চলিক বা স্থানীয় অবস্থায় প্রভুগোষ্ঠীর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করে, নিজেদের সামাজিক সত্তার ধর্ম অনুযায়ী কাজ করে না।

এই শেষোক্তদের, অর্থাৎ দেশীয় প্রভুগোষ্ঠীর স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সম্পর্কে একটা কথা কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। কথাটা এই যে সামগ্রিক ও শুদ্ধ অর্থে উচ্চবর্গের এই অংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অসমতা, এবং সেই অসমতার কারন দ্বিবিধ: এক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের আঞ্চলিক বৈষম্য: আর দুই-এই অংশটির সামাজিক গড়নের সাংকর্য, অর্থাৎ তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য এই দ্বিবিধ অসমতার ফলেই যে-শ্রেণী বা সমূহ এক অঞ্চলে প্রভুস্থানীয় বলে গণ্য তারাই আবার অন্যত্র আর এক প্রভুগোষ্ঠীর অধীন। একাধারে প্রভুত্ব ও অধীনতার প্রতীক বলেই তাদের মানসিকতা, রাজনৈতিক আদর্শ ও আচরণ, সখ্য শত্রুতার ঝোঁক বা তাৎপর্য সবক্ষেত্রেই এক নয়, বরং অর্থ ও উদ্দেশ্যের নানারকম স্ববিরোধিতায় তা প্রায়শই অস্পষ্ট ও জটিল হয়ে দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক যুগে ভুস্বামীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, গ্রামভদ্রদের মধ্যে যারা আর্থিক বা সামাজিক ক্ষমতায় একটু খাটো, মাঝারি কৃষকদের মধ্যে যারা অপেক্ষকৃত

Dhaka University Institutional Repository

ওপরের দিকে এবং ধনী কৃষকশ্রেণী- এরা সকলেই আমার সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে নিম্নবর্গের অন্তর্গত হলেও বহুক্ষেত্রেই অবস্থার চাপ ও চৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে উচ্চবর্গের সপক্ষে কাজ করে। আদর্শের বিশুদ্ধতা থেকে বাস্তবের এই ও বিচ্যুতি ও তারই পরিণামে যে ঐতিহাসিক জটিলতার সৃষ্টি হয় তার সন্ধান, বিশ্লেষণ ও বর্ণনাই গবেষণার দায়িত্ব

ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায়-গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য "[১]

বাংলাদেশ মূলত নিম্নবর্গের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ফসল। দুর্ভাগ্য নতুন দেশ প্রতিষ্ঠার পর নতুন করে 'সাবলটার্ন' ও 'হেগেমনিক' শ্রেণীর প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হল। দেশ স্বাধীনের পূর্বে যারা সাবলর্টান ছিল বিস্ময়করভাবে দেশ স্বাধীনের পর তারা হেগেমনিক শ্রেণীতে পরিণত হল। শাসক ও শোষিতের প্রেক্ষাপট সমাজশ্রেণীকরণে নতুন রূপ লাভ করল। '৮০র দশকের সংবাদ সাময়িকীতে এ জাতীয় নিম্নবর্গের মানুষের উতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে এ পর্যায়ে প্রথমেই আসে সুশান্ত মজুমদার রচিত 'ব্যাঙ' (৭.৯.৮০) গল্পটির কথা গল্পে গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া মানুষের এক অসাধারন ছবি ফুটে উঠেছে। শ্রমজীবী মানুষ নরেন আর নেত্য। যন্ত্রসভ্যতার করালগ্রাসে সংকোচিত কর্মক্ষেত্র। এ প্রেক্ষিতে '৮০র দশকে ব্যাঙ ধরা এক পরম অর্থোপার্জনের কাজ হয়ে দাঁড়ায় সারারাত হ্যাজাক জালিয়ে নিম্নআয়ের মানুষ ব্যাঙ ধরে আরতে দিতো আড়ৎদাররা উচ্চমূল্যে তা বিদেশে রপ্তানী করে। এমনি নিম্নবর্গের মানুষ নেত্য আর নরেন। নেত্য হত দরিদ্র, দারিদ্রের ভার সইতে না পেরে একবছর হয় তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে অসহায় সম্বলহীন নেত্য তাই যে করেই হোক অর্থোপার্জন করতে চায়। সে বুঝতে পেরেছে জীবনে টাকাই সব দুনিয়ায় শালা টাকা ছাড়া কিছু চলে না । ট্যাকা পয়সা থাকলে শালা বউয়ের সোহাগ মেলে। 'সে চায় যে করেই হোক টাকা অর্জন বৃষ্টি ভেজা অন্ধকার রাত উপেক্ষা করে সে অপেক্ষায় থাকে কখন ব্যাঙ ডাকবে কখন ধরা দিবে সেই সোনার হরিন

ইকতিয়ার চৌধুরীর 'অতিক্রম' (১৫.১.৮১) গল্পটি। গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের চমৎকার নকসা 'অতিক্রম' নিম্নবর্গের মানুষের জীবনাচার অত্যন্ত সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন ইকতিয়ার চৌধুরী গল্পটিতে। যমুনা নদীর কূল ঘেঁষে কোন এক গ্রামের বাসিন্দা আমীর মোল্লা, গাজী আর নেদু। আমীর মোল্লা গাড়োয়ান। গরুর গাড়িতে করে মালামাল গঞ্জে নিয়ে যায়। এটাই জীবীকার্জনের প্রধান উপায়। গাজী আর নেদু খড়ি বিক্রেতা। গ্রমের জঙ্গল থেকে সংগৃহীত কাঠ চেরাই করে গঞ্জে বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করে। গাজী আর নেদু মোল্লাকে (গাড়ী) ভাড়া করে গঞ্জে নিয়ে যাচ্ছে খড়ি বিক্রি করতে। তাদের যাত্রা পথের কাহিনীচিত্র অতিক্রম। গল্পটিতে পল্লীগায়ের রাস্তা গায়ের মানুষের অর্থনেতিক চিত্র ফুটে উঠেছে। আমীর মোল্লা গাড়োয়ান। তার গাড়ীতেই মাল চাপিয়ে যাচ্ছে সোহাগপুর হাটে। জায়গাটা কতকটা গঞ্জের মত । সুতো কাপড়ের জমাট কারবার সেখানে। ধান পাটেরও। সপ্তাহে হাট বসে মাত্র একদিন। এ হাটকে কেন্দ্রই অত্র এলাকার মানুষের কর্মচাঞ্চল্য। নদীর তীর হওয়ায় এখানে বড় বড় লঞ্চ আসে, আসে- কার্গো জাহাজ। যমুনা নদীর ভাঙ্গনের কথা এবং ভাঙ্গাকে পুঁজি করে যারা ফায়দা লুটে তাদের কথা অসংখ্য গল্পে 'যমুনার একদম থাবার ভেতরে সমগ্র এলাকাটা। থানা স্কুল গেলে আখাইয়া যমুনা এখন সরকারী ডাক্তারখানার দিক থেকে হাট খাচ্ছে। এই পেটের মধ্যে নেয় নেয়। বাধ দেবে, নৌবন্দর করবে- নাকের উপর এরকম মূলার আটিঝুলিয়ে ভোটও নিয়েছে কেউ কেউ। নদীতে বালির বস্তা, সিমেন্টের চাই, ইট ফেলে দেওয়ার ভুঁড়ি বানয়েছে অনেকে। এত করেও তাদের খাই মিটেনি'। সমাজের উচুতলা মানুষের সুবিধাবাদী চরিত্রের সরল চিত্রলেখা গল্পে এমনি ভাবে উপস্থপিত হয়েছে। গল্পে শ্রমজীবী তাঁতীদের কথাও আছে বিদ্যুতের আলো ঝলকের মত 'কারিগররা খুব নাহি ধাতানি দিতেছে মহাজনদের।' খড়ি শোলা থেকে অন্যদিকে আসে গাজী,নেদু। একটানে তাঁতীশ্রমিকদের মহাজনদের বিরুদ্ধ নিরন্তর আন্দোলন সংগ্রামের কথা এভাবেই তুলে ধরেছেন লেখক। গাড়েয়ান আমীরের চিন্ত অবশ্য তাঁতী বা মহাজনদের নিয়ে নয়। তার চিন্তা উচু নিচু রাস্তা নিয়ে 'গত্তন দেখে চিরদিনের মত বাজে কথা ছাড়ে মোল্লা। গাড়ী তার পড়ি দেয়ার দায় দায়িত্বও তার। কত শালার কতকিছু অইল আর এহেন শালার একটে বিরিজ আইল না' গ্রাম বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার করুণচিত্র ফুটে উঠেছে গল্পে এখানকার মানুষদের অমানুষিক পরিশ্রম করে বেচে থাকতে হয়। পশু আর মানুষের সম্মিলিত শক্তিই তাদের জীবন চক্র

Dhaka University Institutional Repository

গতি গল্পের শেষে তাই দেখা যায় প্রানান্ত চেষ্টা করেও যখন অমীর মোল্লার বলদ দুটো একটা গড়ান ভাঙ্গতে পারছিল না তখন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে গাজী আর নেদু। 'ঝপাঝপ লাফিয়ে নীচে নামে গাজী নেদু। থেমে যাওয়া চাকায় হাত লাগায় দু' দিক থেকে। তাদের আর বলদ দুটোর পেশী যখন ক্রমে একই রকম বন্য হয়ে ওঠে তখন চাকা ঘোরে। ধীরে ধীরে ক্যাচ শব্দের সাথে। গড়াতে থাকে উপর দিকে ' এভাবে পশু আর মানুষের সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমেই তাদের অতিক্রম করতে হয় শত প্রতিকুলতা, নির্বাহ করতে হয় জীবন যন্ত্রের কঠিন দুরূহ পথ।'জন্ম সহচর' (৪.৩.৮৪) সুশান্ত মজুমদারের একটি বিশিষ্ট গল্প। ছিন্নমূল মানুষের করুণ অসহায়তার কাহিনী জন্মসহচর গল্পটি। রেলস্টেশনের খণ্ডকালীন কুলি শুকর আলী। স্ত্রী হাজেরা পঙ্গু হাত দেখিয়ে ভিক্ষা করে ফুটপাতে। তাদের এগারো বছরের ছেলে হামেদ। রেলের পাশেই খুপড়ি তাদের অনিরাপদ আবাসস্থল ছিল। তীব্র অভাবের তাড়নায় শুকর ছমেদকে কালোবাজারী পাকেট মার রওশন মিয়ার কাছে ষাট টাকায় বিক্রি করে দেয়। কিন্তু সন্তানের প্রতি দরদ তার একটুকু কমেনি। 'বাইরে বেরিয়ে যেতে পেছনে ছামেদের রিন রিনে গলার ডাক শুনে আলী ঝাউ পাতার মতো দূলে উঠেলো অনেক দিন পর গোপনে কাঁদলো সে।' এ কান্না তার একার নয়। অসহায় পঙ্গু হাজেরারও। স্বামীর ক্রুঢ়তায় পরাজিত হাজেরা সন্তান বিক্রির বিরুদ্ধে আর কোন মন্তব্য করে না। নিঃস্ব বিমূঢ়ের মতো চেয়ে থাকে শুধু 'সবে মাত্র সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে এ সময় দু- চোখে লাল রুক্ষতা জমিয়ে খুপরিতে ফিরে এলো শুকুর আলী। কাতর চেহারা। আধবাসন পানি চো চো করে খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে টান টান উপুর হয়ে শুয়ে পড়লো। হাজেরা ও মুখ ফুটে জিজ্ঞেসা করলো না কিছু। ভেতরে ভেতরে গলে সে পুরো ময়দার লেই হয়েছিল।' হাজেরার এই নিরবতা সন্তান হারানোর বেদনাকে প্রকটিত করে পাঠকে সহমর্মি হয়ে ওঠে

'মাছ' (৪.৪৮৫) সুশান্ত মজুমদারে আরেকটি সু-সমন্বিত ছোটগল্প। নিম্নবর্গের মানুষের রাগ ক্ষোভ মান অভিমান দুঃখ বেদনা যে কতটা মূল্যহীন, শোষকশ্রেণী, পেটুয়া বাহিনীর কাছে তার চিত্র মাছ গল্পটি। ভূমিহীন খেটে খাওয়া মানুষ নুরুল। একদিন কাজ না করলে চুলায় হাড়ি ওঠে না। এমনি দিনমজুর নুরুলকে বেগার খাটায় চেয়ারম্যান মেম্বার। প্রতাপশালীদের অত্যাচরে জর্জরিত নুরুর যত ক্ষোভ ঝরে পড়ে দুর্বল অসহায় স্ত্রী পিয়ারা বিবি, দুবর্ই কন্যা হালিমার উপর। চেয়ারম্যানের মেয়ের বিয়েতে তিন মন মাছ ধরে দিতে হবে মেম্বারের এই প্রস্তাবে খসখস করে তার মন। অস্বস্তিতে ভোগে সারাক্ষণ । আগের টাকাই এখনও দেয়া হয় নি। আবার কাজে গেলে না খেয়ে থাকতে হবে তাকে। এ অস্বস্তি আরো উসকে দেয় সহকর্মী হাশেম। পুকুরে গোসলের সময় হাশেম নুরুলকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। চারিদিকের এহেন বৈরী পরিবেশ তার সংসারের শান্তি বিনষ্ট করে। তাই স্ত্রীর অতি যত্নে পাক করা ইলিশ মাছের হাঁড়ি লাথি মেরে উল্টে ফেলে দেয়। অথচ চেয়ারম্যান মেম্বারের আদেশ অমান্য করতে পারে না। গল্পটিতে আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহার চমৎকার ও চরিত্রানুযায়ী সার্থক। গল্পের বর্ণনায় ও লেখকের মুন্সিয়ানা চোখ পড়ার মত 'পেট এখন গাদন চায় তার ফাকা খোলে গাড়ল ক্ষিদে শুঁড় তুলছে। সেই সাত সকালে উঠে দেড় ক্রোড় ডাটি পথ মেরে রক্ত নুন হয়েছে ভূই কোদাল করে। জিরিয়ে নেয়ার ফুসরৎ জুটে নি টং মেজাজে এখন দৌড় চালে এগুতে দক্ষিণের এক চিলতে ঘাস- ভিটের রোগা ধার একটা ছাগল দেখে তিল হুড়ে ত ভুলো এই এক ঝামেলা। গ- মনুষ্যির পারখোকে জন্তুগুলোর যত আহার যেন এদিকটায়'। রাগে ক্ষোভে নিজের উপর নিজেই প্রাতিশোধ নেয় নুরু। কাক তাড়ুয়া (২৭.১২.৮৪) ফরিদুর রহমান রচিত একটি অন্যন্য গল্প। গল্পের প্রধান চরিত্র মিয়াজানের স্বকীয়তা বলতে কিছু নেই। মনিবের ইচ্ছা-ই তার জীবন। কাকতাড়ুয়া যেমন নির্জীব অসহায়, মিয়াজান ও তেমনি সমাজের স্তরবিন্যাসে অসহায় পরিবর্জিত এক সৈনিক। ফরিদুর রহমান ভূমিহীন কৃষেকের হত দরিদ্র রাখাল মিয়াজানের জীবন আর বেগুন ক্ষেতের কাকতাড়ুয়ার জীবন যেন একসূত্রে গাথা এ বিষয়টি ই গল্পে তুলে ধরতে চেয়েছেন। স্বধীনতা সংগ্রামে মা'কে হারানোর বছর দশেক পরে বাবাকে হারায় মিয়াজান পোরামানিকের বাড়িতে বছরবন্দী রাখালের কাজ পায় সে। মিয়াজানের এ বন্দী জীবনের আর সমাপ্তি ঘটে না শুধু স্বপ্ন দেখে একটা স্বপ্নীল সুখী জীবনের।

Dhaka University Institutional Repository

'কানন' ভাস্কর চৌধুরী রচিত একটি অনন্য সাধারণ গল্প (১৯.১২.৮৫)। চাল ব্যবসায়ীদের বিষয় আশয় নিয়ে গল্পটি রচিত। সাইফুলের বাবা বৃদ্ধ মহাজন। দীর্ঘদিন গাড়োয়ানদের থেকে চাল কিনে শহরে চিত্তবাবুর গদিতে সাপ্লাই দেয়। চিত্তবাবু মজুদদার। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা উপর সাইফুল মহাজনের ব্যবসা নির্ভর করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বেশী মুনাফা লাভের আশায় কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় চিত্তবাবু। বেশী বেশী ধান কিনে দেয়ার তাগিদ দেয় সাইফুলকে।সাইফুলও বেশী মূল্যে গাড়োয়ানদের থেকে ধান কিনে গঞ্জে পাঠায় কিন্তু চিত্তবাবু সাইফুলকে হতাশ করে চাল কেনা বন্ধ করে দেয়। পূর্নির ধর্ম নিচে গড়িয়ে যাওয়া। সাইফুলও এসে গাড়োনদের থেকে চাল কেনা বন্ধ করে দেয়।- গল্পটিতে সাধারন উৎপাদনকারীর করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। 'পারাপার' নামক গল্প ২৬.৬.৮৭ তারিখের সংবাদ সাময়িকীতে লেখেন ভাস্কর চৌধুরী। বন্যাকবলীত গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের ক্রোধ, ক্ষোভ, কাম,অসহায়তার কাহিনী গল্পে উপস্থাপিত। অসহায় পঙ্গু বজলু- নিজের স্ত্রীকে আবেদের কামাসক্তের হাত থেকে বাচাতে পারেনা- 'দুটো হাতে ভর দিয়ে সামনে আসতে গেলে জ্যোৎস্নায় দেখে নিতিয়ে পড়া দু' পায়ের ফাকে গন্ধ উঁকছে এক সাপ। ভয়ে আতঁকে উঠে,হাত পেছনে টানে সে। পিঠ ঠেকে ছুই এর দেয়ালে অতএব সর্বনাশ দেখা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকে না।' নিজের অসহায়ত্বের করণে স্ত্রীকে আবেদের বিরংসার হাত থেকে বাঁচতে অক্ষম পঙ্গু বজলু। নিপীড়িত মানুষ এভাবেই শ্রেণীশত্রুদের হাতে থাকে বন্দী অজীবন

নাসির আহমেদ 'শিবমন্দির' (৮.১২.৮৮) নামক গল্পটি রচনা করে চমকে দেন পাঠক সমাজকে।আশৈশব জেনে আসা শিবমন্দিরের স্বর্ণের প্রতি লোভ যায় কাদের আলীর। কৌতূহলে নয়-নিত্য অভাবের সংসারে সুখের স্বপ্নসৌধ নির্মানে এক জীবন্মৃত্যু খেলায় মেতে ওঠে কাদের আলী। শ্বাপদ সংকুল-শিবমন্দিরে প্রবেশ করে সোনার কলসির আশায় শিশুকালের একটা স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সে ব্যর্থ হয়। ফিরে আসে জন্মরোগ্যে গল্পের গাথুনি চমৎকার। শব্দচয়ন বিষয়ানুগ গতিময়তা ছন্দসিক। 'মহুয়া ফুলের গাছ। তার পাশেই শ্বেত করবী গাছের নিচে অজস্র ফুল গাছটি পেরুনোর সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে একটি ধর্মগর্হিত কাজ করে ফেলে। প্রণাম দেয়ার ভঙ্গিতে, মুখোমুখিই অনেকটা কাছের শিবমন্দিরের উদ্দেশ্যে উপুর হয়ে যায়। 'তখন চাঁদ উঠলো। সন্ধ্যায় ধূসর ছায়ায় ঘিয়ে রঙের চাঁদ।' অর্থাভাব তার ধর্মজ্ঞানকে বিদূরিত করে। ধর্ম নয়, সমাজ নয়, তার চাই টাকা। এই বোধকে-ই প্রকাশ করতে চেয়েছেন লেখক গল্পে।

'আরোহী' (৯.২.৮৯) শামসুল আলম সরকার রচিত হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছে'র অনুরূপ একটি গল্প। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছে'তে পিতা নিজে কন্যাদের দিয়ে অসামাজিক কাজের আয়োজক আর এ গল্পের আয়োজক মা। গৃহস্থের সন্তান রহমত আলী। এককালে সুখ স্বাচ্ছন্দ ছিল। হুরমুতিকে বিয়ে করে সর্বশান্ত হয় সে। হুরমুতির উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন তার চাহিদা পূরণ করতে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে হয় তার। ক্রমপ্রসারমান কসমেটিকস প্রীতি আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষকে অস্থির করে তোলে। নৈতিকতা বা সামর্থ নয় তাদের চাই আধুনিকতা। এ দাবী পূরণে জমিজিরাত বিক্রি করে রহমত আলী হয়ে পড়ে দিনমজুর। হুরমতি নিত্য নতুন বায়না করে স্বামীর কাছে। শুধু নিজের জন্য নয় কন্যা আয়না ও ময়নার জন্যও রহমত আলীর অসামর্থ তাদের কাছে বড় নয়, বড় হল চাহিদা। দিতে হবে যে করেই হোক তাদের চাহিদা পূরণ করতে হবে। এ জন্য যদি অবৈধ পথ অবলম্বন করতে হয় তাতে পিছুপা হয় না হুরমতি। আয়না ও ময়নাকে সাজি গুয়ে বাইরে নিয়ে যায়। রহমত দারিদ্রের কষাঘাতে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুকোলে ঢলে পরে হুরমতি। হরমুতির মৃত্যু রহমতকে নানা বিপত্তিতে ফেলে। সবচেয়ে বড় বিপত্তি আয়না আর ময়নাকে নিয়ে। দুজনই সোমত্ত মেয়ে। কিন্তু তাদের অক্রু সে রক্ষা করতে পারে না। গল্পে সমাজের নানাদিক ফুটে উঠেছে। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, বেকারত্ব বৃদ্ধি, যুবসমাজের অবক্ষয় সবই উঠে এসেছে গল্পে। কিন্তু কয়েকটা বছর যেতে না যেতেই দুনিয়ার ভাবগতিক কি ভাবে যে বদলে যেতে লাগলো তা ছোট মাথায় বুঝে উঠতে পারলো না রহমত আলী। শত শত হাজার হাজার অভাবী মানুষের দল পিপঁড়ের সারির মতো এসে ভিড় জমালো শহরে বাজারে। একটু কাজের আশায় লাইন দিতে শুরু করলো কয়লাঘাটে। অতশত লোকের ভিড়ে রহমত আলী তখন হারিয়ে যেতে লাগলো দিনকেদিন।' শ্রমিকের সাথে সাথে অবশ্য কাজে পরিমাণ ও বৃদ্ধি পায়

Dhaka University Institutional Repository

গঞ্জের ঘাটে কাজ বেড়েছে আগের তুলনায় অনেক। কিন্তু কাজের মানুষ বেড়েছে তার তুলনায় অনেকগুণ। জনসংখ্যার এ বৃদ্ধি সমাজে অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি করছে এ অপরাধ বাইরে নয় খোদ রহমত আলীর ঘরে ষোড়শী আয়না আর ময়না বাবার স্বল্প আয়ে আর জীবন যাপন করতে পারছেনা। তাদের মনের রং ধরে বাইরে বেরোয়। আরোহী হয় পিতা- রহমত আলীর রিক্সায়। নেশাখোর দুই যুবক অজ্ঞাত পরিচয় দুই নারীকে উঠিয়ে দ্যায় তার রিক্সায়। রহমত আলী আরোহীর গন্তব্য জানতে চায় 'কিন্তু হঠাৎ রহমত আলীর কি যে হয় সে নিজেও ভাল করে বুঝে উঠতে পারেনা। শুধু মোড়ের লাইট পোস্টের তীব্র আলোয় দেখতে পায় সিটের উপর পাথরের মূর্তির মতো দুটি নারী বসে আছে মাথা নীচু করে। যেনো তাদের শরীরে প্রাণের এতটুকু অস্তিত্ব নেই' পিতা-পুত্রীর এহেন সাক্ষাৎ আমাদের সমাজ কাঠামোর দীনতার-ই পরিচায়ক।

'জীবনও একটি কেয়ারা নৌকা' (২.৮.৯০) নামক গল্পটি রচনা করেন রেজা ফারুক। কেয়ারা নৌকায় প্রসাধনীর পসরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় হাফিজ উদ্দিন। এভাবেই একদিন পরিচয় ঘটে ময়নার সাথে। পরিণয় ঘটে তাদের দুজনের সংসারে আসে কন্যা সন্তান, নাম রাখে নয়ন। অকস্মাৎ তাদের জীবনে ছন্দপতন ঘটে কালের করাল গ্রাসে ভিটেমাটির সাথে হারায় স্ত্রী ময়নাকেও। এখন কেয়ারা নৌকাই তার ঘর বাড়ি। শিশু নয়ন এখন বিবাহ যোগ্যা বিয়ে দিতে হবে তাকে। এসব ভেবে ব্যাকুল হয় হাফিজ উদ্দিন। নিঃসঙ্গতার আবাহনে পীড়িত হয় সে কিন্তু এড়ানোর শক্তি নেই। নদী ভাঙ্গা এক অসহায় হাফিজ উদ্দনের ইতিকথা জীবন ও কেয়ারা নৌকা গল্পটি।

২.গ) ছোটগল্পে সামাজিক প্রেক্ষাপট

'সংবদ সাময়িকী'তে প্রকাশিত গল্পসমূহের সরল শ্রেণী করণে 'প্রসঙ্গ সমাজ' শিরোনামা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে সমাজ বৃহত্তর পরিসরের অভিধা। মনুষ মাত্রই সামজবদ্ধ জীব। তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সমাজকে কেন্দ্রকরেই আর্বিতিত। এ প্রেক্ষিতে প্রেম ভালবাসা পেশা জীবিকা সকল বিষয়ই সামাজিক পেক্ষাপটে অঙ্গীকৃত। ফলশ্রুতিতে সামাজিক বিষয়ের শ্রেণীকরণ প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। বস্তুত এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সমন্বয় বৃহত্তর সমাজ পরিক্রমার উপাদান। বিষয় হিসেবে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মূল্য কম নয়। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক বিষয় সমূহকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামায় অভিহিত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে 'প্রসঙ্গ সমাজ' শিরোনামাও একটি এ পর্যায়ের গল্পগুলোতে মধ্যবিত্ত পরিবার, পরিবারের আচরণ, ইত্যাদি প্রকটিত হয়েছে। ধরা যাক ইকতিয়ার চৌধুরী রচিত 'জন্ম দিন' (৩.৮.৮০) গল্পটির কথা। গল্পের ঘটনা সরল। কিন্তু আছে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকরণ। গ্রাম্য কৃষকের কনিষ্ঠ পড়ুয়া ছেলে আলফাজ। অনেক কষ্টে শিষ্টে পড়াশোনার গণ্ডিপেরিয়ে সিভিল সার্ভেন্ট। দারিদ্রের সুযোগে দূরাত্মীয় বানুর সাথে আলফাজের বিয়ে। সিভিল সার্জনের বোন বানু। বানুর তাই অহম অন্যরকম জীবনের মধ্যবয়সে এসে স্ত্রীর প্ররোচনায় আলফাজ জন্মদিন পালন করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু ঐতিহ্য পরিপন্থী এ অনুষ্ঠানে গোড়া থেকেই সে ছিল নারাজ। অবশেষে নির্ধারিত দিন সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হলেও আপামর মানুষের দারিদ্রতায় বোধোদয় ঘটে তার। সমস্ত আয়োজন সে তছনছ করে দেয় 'জ্বাল দিয়ে রাখা মাংস, ময়দার পোটলা, কলার ছড়ি, চানাচুরের প্যাকেট সব এলোপাথারী হোড়াহুড়িতে একাকার করে ফেলে সে'। কারণ 'সে তখন খানিক আগে দেখা সিড়ির গোড়ায় আবারও দেখছে দুর্ভিক্ষের মত চেহেরার দুতিনটে বাচ্চা ছেলে মাঘের শীতে মুঠি করে হাতগুলো থুতনীর সাথে লাগিয়ে জন্মদিনের পোশাকে ঠকঠক করে কাপছে।' গল্পটি ক্রমশ ঝেকে বসা আড়ম্বপূর্ণ মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে একটি দ্রোহ।

সুশান্ত মুজমদার রচিত ভিন্ন মেজাজের গল্প 'টাকা' (২১.৬.৮১)। চার বন্ধু শামিম, জাকির, হান্নান, মিজান। এদের মধ্যে অদ্ভুত এক নেশা জাগে হান্নানের। তার ময়লা দশটাকার নোট রাস্তায় ফেলে রেখে মানুষের নৈতিকতা পরীক্ষার নেশা জাগে। অন্যরা প্রথমে বিস্মিত হলেও এর মধ্যে একটা অন্য রকম আমেজ আছে ভেবে উৎফুল্ল হয়। পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এক যুবক যথারীতি টাকাটা দেখতে পায়। প্রথমে উপেক্ষা করলেও পরে সে টাকাটি তুলে পকেটে নেয়। হান্নানরা যুবকটি যথাসময়ে পাকড়াও করে টাকাটা ফিরিয়ে নেয়। তাদের এ অদ্ভুত খেয়ালের প্রশ্ন তোলে যুবকটি - 'হঠাৎ থমকে থমকে ফ্রিজ শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করে টাকাটা পথের পাশে ফেলে রেখেছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

কেন?' হান্নান উত্তর দেয় 'পরীক্ষা করতে?' কিসের? মানুষের সবল ও দূর্বল চরিত্রের।' ক্রম অবক্ষয়িত যুব সমাজের চিত্র গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে। অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য করা যায় মঈনুল আহসান সাহেবের 'অবদমনের পর' (১৪.৩.৮২) গল্পটিতে। গল্পের প্রধান চরিত্র জামল, মিলি, আজমত, অজ্ঞাত কিছু ব্যক্তি ঘটনায় দেখা যায় মিজান সাহেবের লাশ পাওয়া যায় সকাল বেলা। পুলিশ লাশ নিয়ে যাওয়ার পর প্রতিবেশীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠে এটা আত্মহত্যা না খুন। জামাল মিজানের প্রতিবেশী ছোট চাকুরে, মিলি তার স্ত্রী। জামাল আর মিলি ভাবতেই পারে না নিঃসন্তান বিপত্নীক মিজান আত্মহত্যা করতে পারে। তার অপেক্ষা করে পুলিশী তদন্তের গল্পে মূল ঘটনার পাশাপাশি মানুষের লোভ লালসার ছবি ও প্রস্ফুটিত হয়েছে। মৃত লোকের শোকের চেয়ে তাদের কাছে তার সম্পদের ভাগ ভাটয়ারা নিয়েই চিন্তা বেশী- 'আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম এই সমস্যার একটাই সমাধান মিজান সাহেবের জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে ভাগ ভাটোয়ারা করে দিতে হবে। যার ঘটি নেই সে পাবে ঘটি, যার চেয়ার কম সে পাবে চেয়ার , যার ঘরে পাখা নেই সে পাখা ..... আমার প্রস্তাবটা পছন্দ হচ্ছে।' কিন্তু সুযোগ সন্ধানী এগিয়ে এসে বলে 'আচ্ছা ও ফ্লাটটা কতদিনে খালি হতে পারে বলেন দেখি।' এমনি শঠতাপূর্ণ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে গল্পে ।এতে সমকালীন সামাজিক অস্থিরতার পরিচয় ফুটে উঠে।

মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলমগীর সাত্তার রচিত 'মানব সন্তান' (১৮.৮.৮৩) গল্প । বরিশালের টুবকী বন্দরের এক বোবা মেয়ের করুণ কাহিনী মানব সন্তান। গল্পকার সহজ সরল ভাষায় আমাদের গঞ্জের বা হাটের ছিন্নমূল মানুষের বিশেষত উঠতি বয়সী যুবতীদের অসহায়তার কথা উপস্থাপন করেছেন। এতিম বোবা একটি মেয়ে যার গায়ের রং কালো কিন্তু শরীরের গাথুনী চমৎকার তার বিয়োগাত্মক পরিণতি গল্পের বিষয় বস্তু। গঞ্জের শ্রেণী চরিত্রও জানা যায় গল্প থেকে 'খেয়াঘাটের ইজারাদার চিটাগুড়ের আড়তদার অথবা বড় কামারের দোকানের কর্মকার এরা কোন মানবীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করলে সেটা এমনি ভাবেই প্রকাশ করে থাকে।' গল্পকার বলেন 'বুবি বোবা হলেও তার মাঝে যে প্রাণ আছে, কমানা বাসনা আছে, তা বুঝা গেল বুবির পায়ের আলতার ছাপ দেখে, নতুন শাড়ী কাপড় দেখে।' তার এ কামনায় তৃপ্ত হয় গঞ্জের হাজী সাহেব মজুমদার সাহেবদের মত রাঘববোয়ালরা একদিন বুবী ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। সন্তানের অভিভাবক কে? এ নিয়ে গঞ্জে আলোড়ন উঠে হাজী সাহেব, মজুমদার সাহেব বা কর্মকার কেউই সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করতে চায় না। বুবি ভাষাহীন প্রতিবাদ করার অথবা সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করার ভাষা তার নেই। আছে শুধু নবজাতক সন্তানের প্রতি দরদ স্নেহ ভালবাসা। তাই নরওয়ের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি যখন তার সন্তানটিকে দত্তক নেয় তখন থেকে সে নিখোঁজ হয় গঞ্জের কেউ আর তার খোঁজ করে না বা খোঁজে পায়নি। তার এই নিখোঁজ হওয়া কী আমাদের সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রতি একটা চপোটাঘাত! জানা যায় না বুবি বেঁচে আছে কি নেই–কিন্তু মানব সন্তানের সমস্ত অধিকার নিয়ে তার শিশুটি বড় হতে থাকে সুদুর অসলো নগরীতে।

২৯.৯.৮৩'র সংবাদ সাময়িকীতে 'খাদক' গল্পটি লেখেন ফজলুল কাশেম। মিয়াসাহেবের রিরংসায় ফুলে পুড়ে ছারখার হয় সব কিছু। দোহারির তারতাজা লাউ গাছ, ঘাসে ভরা ধানী জমি সবই তার লোভী দৃষ্টিতে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। সমাজে পরশ্রীকাতর মানুষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে খাদক গল্পে। বাংলা কথাসাহিত্যে ভিন্ন স্বাদের গল্প 'ঘড়িয়াল' (৮.১২.৮০)। ভাস্কর চৌধুরী এ গল্পে সামন্ত জীবন ব্যবস্থা যে শিল্প বিকাশের সাথে সাথে ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ে তার চরিত্র তুলে ধরেছেন। জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি যৌথ পরিবারের প্রতিষ্ঠানকে দারুণভাবে বিপর্যস্থ করে। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে মানুষের মধ্যে ব্যক্তি চিন্তার প্রসার ঘটে দ্রুত। ভেঙে যায় যৌথ পরিবার। তিরোহিত হয় সংসারের প্রবীণের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা।'ঘড়িয়াল' গল্পে ভাস্কর চৌধুরী দার্শনিক চেতনায় মানুষের যাপিত জীবন ও এর করুণ ছবি এঁকেছেন। আশি বছরের বৃদ্ধ মোড়ল আজিজ। আজন্ম তিনি গ্রামীণ। গ্রামের মাটি ও মানুষের সাথে তার সহজাত সম্পর্ক। পৈত্রিক সূত্রে সে অনেক জমির মালিক। যৌবনে তিনটি নারীর সঙ্গ লাভ করে মোড়ল। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তিনজনই তাকে ছেড়ে চলে যায় পর পারে। এখন বড় ছেলে কাশেমের বয়স ষাট। ছোট ছেলে রাশেদ সেও পঞ্চাশোর্ধ। দু' মেয়ে আলেয়া আর মিনা স্বামীর ঘরের গৃহিণী কাশেদ রাশেদের সংসারও আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আজিজ মোড়লে বড় বাড়িটা আজ বাটির মত গোল। আজিজ মোড়ল বংশপরম্পরায় বিশ্বস্ত। সে ভাবে সে নিজে যেমন পিতার বর্তমানে জমির মালিক হয় নি

Dhaka University Institutional Repository

তার সন্তানরাও তেমনি হবে। কিন্তু তার এ প্রতীতি মিথ্যা প্রমাণিত হয় বড় ছেলের মেজো নাতীর রুক্ষ ব্যবহারে যে মোড়ল মহানন্দা তীরবর্তী গ্রাম বালিয়াডাঙার হর্তাকর্তা ছিল আজ তার বাড়ির ওঠানে তারই বিরুদ্ধে সালিশ বসে জমিজিরাত উত্তরাধিকারদের মধ্যে ভাগ করে দিতে। মোড়লের চিরন্তন বিশ্বাসে আঘাত হানে তারই উত্তর পুরুষ এবং এ উত্তর পুরুষের হাতেই করুণ মৃত্যু ঘটে তার। গল্পটি নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। একজন অশীতিপর বৃদ্ধের জীবন নিয়ে গল্প লেখা ব্যতিক্রম বটে। গল্পে দর্শন ও আছে থরে থরে 'গ্রামেই জন্ম। সে সুবাদে দুটো জিনিস প্রথমেই চিনতে হয় তাকে। একটি মাটি সহজ সরল ধূলোভরা রাস্তা, গলি, উঁচু টিবি এসব এবং অন্যটি হচ্ছে মানুষ।' এ চিরন্তন সত্যটি সম্যকভাবে জীবনের সাথে লেপ্টে আছে আজিজ মোড়লের — । প্রকৃতির রূপও বর্ণিত হয়েছে চমৎকার ভাবে 'গভীর থেকে আরো গভীরে ঢোকে রাত। পূর্ণ চোখে চাঁদ একাকী জাগে। তাতে দুধে ভাত মেশানো জ্যোৎস্না। দক্ষিণে বাঁশবনে বাতাশ ঝির ঝির। শীত জ্যোৎস্নার ধোয়ার মত।' প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় 'দূরে ওপারে সেই আদিকালের এক বট বৃক্ষ। বেশ কিছু দিন থেকে লোক তার ডাল কাটছে ওখান দিয়ে নাকি বড় রাস্তা হবে' বট বৃক্ষ-ই কী তাহলে মোড়ল। যার ক্রম বিলুপ্তি ঘটছে সমাজ- সংসারে।

সুশান্ত মজুমদার রচিত এক গরীব স্কুলে মাস্টার সত্যেন বাবুর সংসারের চিত্র 'ভুল ছায়া' (৫.১.৮৪) গল্পটি আমাদের দেশের শিক্ষা এবং শিক্ষক কীভাবে অবহেলিত অপমানিত তা এ গল্পে ফুটে ওঠেছে। মাসে চারশ টাকা মাইনে পান সত্যেন বাবু। তা দিয়েই কষ্টে শিষ্টে সংসার চালান তিনি। স্ত্রী রমা বংশ গৌরবে গৌরাবান্বিতা। তার পূর্ব পুরুষের প্রচুর জমি জিরাত ছিল। আজ সবাই ভারতবাসী। দুই পুত্র পরিমল ও সুনীল। পরিমল আই. এ পাশ করে রাজনীতির বেড়াজালে পড়ে জেলবন্দী। সুনীল নবম শ্রেণীর স্কুল পড়ুয়া ছেলে। রমা অত্যন্ত জাত্যাভিমানী। স্বামী কারো কাছ থেকে ধার করুক এটা তিনি সহ্য করতে পারে না। নিত্য অভাবের এ সংসারে হঠাৎ একদিন রমা'র দূর সম্পর্কের জেঠাতো ভাই আসে রংপুর থেকে বেড়াতে। জীবন বাবু ব্যবসায়ী। বৈবাহিকসূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিক। রমা'র ভাই আসায় আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে তার স্বভাবে। স্বামীকে ধারে চাল কিনতে বলে 'মামা আমার পাশে বসে কি যেন ভাবছিলেন নিঝুম হয়ে। মা এসে তাঁকে এক কাপ চা দিয়ে গেলেন। বাবা তাহলে চা-ও কিনেছেন? কিন্তু চায়ের কাপ মা পেলেন কোথায়? নিশ্চয় পাশের বাসার নান্টুদের কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন। কী কাণ্ড! মা কি আজ বাবার স্বভাব ধার করলেন। কিছুক্ষণ আগে দেখেছি চুপি চুপি ছায়ার মতো নিঃশব্দে পাশের বাসায় গেলেন। ক' মুহূর্ত পর ফিরে এলেন কাপড়ের আড়ালে বা হাত লুকিয়ে। কিন্তু ক' দিন আগে অংকের জন্য নান্টুর জ্যামিতি বক্সটা চেয়ে এনেছিলাম। মা দেখে প্রথমে ভ্রু কুঁচকে চাইলেন; তারপর প্রচণ্ড রাগে আমার দু' গালে এলোপাতাড়ি চড় কষালেন হিসহাস শব্দে। যা ফেরত দিয়ে আয়। পাজী ছেলে কোথাকার বাবার মতো হাত পাততে শিখেছ।' অথচ আজ এ কী পরিবর্তন রমার। আরো আশ্চর্য হল রমার স্বভাবের ব্যাপক পরিবর্তন আসে জীনবাবুর রেখে যাওয়া একশ টাকা পাওয়ার পর। সত্যেন বাবু টাকটা ফেরৎ দিতে চাইলে রমা বাঁধা দেয় 'রাখো তোমার ভালোমানুষী, পড়ে পাওয়া টাকা আবার ফিরিয়ে দেয় না কি কেউ। আর দাদার ও রকম ঢের টাকা আছে। উচ্চ গলায় বাবাকে ধমক দেয়ার পর, মার মুখে দেখি পরিতৃপ্তির হাসি, তা গরম ভাতের মতো ঝরঝরে।' সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি এমনকি মনও শাসিত হয় অর্থের মানদণ্ডে। অর্থ এমন শক্তিশালী একটা উপাদান যা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আচরণে গভীর প্রভাব ফেলে। যে রমা স্বামীর ধার করাটাকে পছন্দ করত না-সেই রমাই ভাইয়ের ফেলে যাওয়া টাকা তুলে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। রমার এ পরিবর্তন পুরোপুরিই অর্থনৈতিক কারণে। দিনের পর দিন অর্থাভাবে জর্জ্জরিত হয়ে তাকে সংসার চালাতে হয়। স্বামীর নির্ধারিত বেতন। বাড়তি আয়ের পথ রুদ্ধ। এমনি অবস্থায় যদি একশ টাকা পাওয়া যায়-যদি এতে সংসারে একটু স্বাচ্ছন্দ্য আসে তাতে মন্দ কী' ঘটনা মানুষের মনকে শাসন করে নিয়ন্ত্রণ করে। রমার এ পরিবর্তন হয়ত হতো না যদি না ব্যবসায়ী জীবন বাবুর আগমন না ঘটতো। জীবন বাবু অর্থের প্রতীক। রমা অর্থপ্রত্যাশী। এ দুইয়ের প্রতীকে কী লেখক সাম্রাজ্যবাদ আমাদের নৈতিকতা কীভাবে ধুলিস্মাৎ করে দিচ্ছে এ সত্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। 'একজোড়া মোজা' (২৪.৪.৮৬) সুশান্ত মজুমদারের এক অনন্য গল্প। খরস্রোতা নদীর মতো শব্দে শব্দে এঁকে বেঁকে ধারালোভাবে এগিয়ে চলে গল্পটি। সমাজের নানান অসঙ্গতি, দুরাচার, উঁচু-নিচুর বৈষম্য অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে ফুটে উঠে 'একজোড়া মোজা'নামক ব্যাঙ্গাত্মক গল্পে। অফিসের গো বেচারা কেরানী। বসের অভিযোগে শরীর, কাপড় চোপড় ভালকরে পরিস্কার করে সুগন্ধি সাবন দিয়ে। নিজেকে ফুর ফুরে রাখতে, অনভ্যস্ত মুখে সুগন্ধি পান গুজে

Dhaka University Institutional Repository

দেয় তবু বসের ভৎসনা বন্ধ হয় না। বেতন নিতে বড় সাহেবের রুমে ঢুকতে আবারো দুর্গন্ধের তীব্রতায় নাক জ্বলে যায় তার। কিন্তু কোথেকে এ দুর্গন্ধ। নিজের শার্টে নাক রাখে। সন্দেহ দূর করতে পরক্ষণেই চোখ পরে হাতে ভার রেখে ঘুরে দাড়াতে তড়িত নজর পড়ে জুতোর বাহিরে রাখা বড় সাহেবের বেটে পা জোড়ায় ঘেমে থাকা পা'র সংগে লেপ্টে আছে মোজা। এই গন্ধ, মাংসপচা ঘন একটা গন্ধ ফুটে উঠেছে।' আমাদের অফিস আদলতে বড় সাহেবদের শ্রেণী চরিত্র এতে পরিলক্ষিত। গল্পে অদ্ভুত একটা বিষয় লক্ষণীয়। চরিত্রের কোন নাম নেই আছে শুধু বড় সাহেব, টাইপিস্ট, কলিগ, গিন্নি,বড় মেয়ে ছোট মেয়ে ইত্যাদি। নির্দিষ্ট কোন নামে কাউকে সম্বোধন করা হয় নি গাল্পিকের এ এক অসামান্য ক্ষমতা। ফলত প্রতীকি হয়ে উঠে গল্পটি।

২.ঘ) ছোটগল্পে প্রেম

প্রেম মানবজীবনের শাশ্বত বিষয়। প্রীতির গভীর বন্ধনে আবর্তিত নর-নারীর ছন্দোময় জীবন। ভিন্ন মাত্রিকতায় এর স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সর্বোতভাবে প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করার দুঃসাহস কারোর নেই '৮০র দশকে 'সংবাদ সাময়িকী'তে প্রকাশিত গল্পগুলোরমধ্যে বিষয় বিচারে নিটোল প্রেমের গল্পও বিদ্যমান। এ পর্যায়ে যেমন আছে নর-নারীর হৃদয়ঘটিত প্রেমোপাখ্যান তেমনি আছে দেশমাতৃকার প্রতি গভীর প্রীতি। শামসুদ্দিন আবুল কালাম রচিত 'যে সঙ্গে নেই' (২.৩.৮০) এমনি একটি গল্প। গল্পটি চলমান সমাজ শৃঙ্খলার-অণুবৃত্ত। পক্ষ বিপক্ষের লড়াই। মানুষের প্রতি গল্প কথকের আছে সন্দেহ এবং ভালবাসা তাৎক্ষণিক ফল লাভ এবং দুরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবৃত্ত নিয়ে এক যুবক ও এক ভদ্র লোকের সংলাপ। নাটকীয় ভঙ্গিতে গল্পটি লিখিত গল্পের শেষে ভদ্রলোকের যুক্তি 'ভুলে যাবে না আমি ও এই দেশের ছেলে। দেহে মনে বয়ে চলেছি একটা বহুযুগের ঐতিহ্য আমার জীবন,আমার দেশ আমার ধর্ম আমাকে অধিকার দিয়েছে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে যাবার।' দেশের প্রতি এমন নির্মোহ ভালবাসা খাঁটি দেশ প্রেমিকের-ই শোভাপায়। অর্থনৈতিক মানদাণ্ডে পরাজিত এক যুবকের প্রেম কাহিনী অনু ইসলাম রচিত লাশ (৮.২.৮০) গল্পটি। প্রেমিক যুগল নজরুল আর আসমা। আসমার বাবা বাড়িওলে নজরুলকে মেনে নিতে অস্বীকার করলে-তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। নজরুল -লাশ ঘরে-লাশ গণনার চাকরী পায় দীর্ঘদিন পর আসামার সাথে- লাশ ঘরেই নজরুলের সাক্ষাৎ হয়। আসমার স্বামী-মটর দুর্ঘটনায় নিহত হয়। মন্টু আসমার একমাত্র পুত্র সন্তান। কাহিনী খুব সরল। ভাষা সাদামাটা। মানুষে মাত্রই মৃত্যুবরণকারী। এ চিরন্তন সত্যকে মেনে নেওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পরে। সৈয়দ কামরুল হাসনের 'আয়না মহল' (২৭.৭.৮০) এমনি একটি গল্প। আবহমান গ্রামবাংলার এক দরিদ্র স্কুল মাস্টারের জীবন নকশা আয়না মহল গল্পটি। নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত সাবু মাস্টারের ইতিবৃত্ত একেছেন গাল্পিক নিখুঁতভাবে। শিমুলতলী গায়ের এক স্কুল শিক্ষক সাবু মাস্টার অল্প বয়সে স্ত্রীকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান। বাইরের জগৎ বা মানুষের ক্রিয়া কর্ম তাকে আলোড়িত করে না হারানো স্ত্রীকে নিয়ে সে মনোজগতে তৈরী করে স্বপ্নের সংসার। এ সংসারে শুধু সাবু মাস্টার এবং তার স্ত্রী আমিনা স্কুলের সহকর্মীদের ঠাট্টাতামাসা উপেক্ষা করে প্রতিরাতে সে তার স্ত্রীর রেখে যাওয়া আয়না নিয়ে রাত কাটায়। লেখকের ভাষায় 'উবু হাটু মোড়ে থাকা ছায়াটা ক্যাচ ক্যাচ শব্দে তোরগটা' খোলে। ঘরে আর কিছু নড়াচড়া করে না, কিছুতেই কোন শব্দ হয় না। তোরগটার ভেতর থেকে একে একে বেরোয়া স্নো, মীনা কুমার পাউডার, আলতা, রূপবান কাজল, জলে ভাসা সাবান। আর বেরোয় বড় আকারের আয়না। আয়নাখান উল্টালে দেখা যেতো দুটো পাখী আকা আর তাদের ঠোঁটের মাঝেখানে সোনার জলে লেখা 'ভুলোনা আমায়'। সাবু স্ত্রীর এই আকুতি ভুলে না। আয়নাকে সঙ্গী করেই সে রাত্রিযাপন করে। স্ত্রীকে বুকের কাছে আগলে রাখে। লেখক অত্যন্ত দরদ দিয়ে এই বিপত্নীক সাবু মাস্টারের জীবনালেখ্য চিত্রায়ন করেন।

বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রেমের গভীরতা স্থিতি লাভ করে বিয়ের পর। স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে অনেক সময় হয়ে উঠে সন্ধিহান। সন্দেহের দোলাচলবৃত্তির নকশা আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন রচিত 'রং নাম্বার ' (১৯.১.৮৪) গল্পটি। মধ্যবিত্ত সমাজের এক নরদম্পত্তির কাহিনী এটি। অনেক বেছে শেষে বিয়ে করে গল্পের কথক। স্ত্রী আতিয়া রক্ষনপটিয়সী। স্বামীকে ভালবাসে স্বার্থপরের মতো। পরস্ত্রী বা নারী এমন

Dhaka University Institutional Repository

কি নিজের বোন অনিবার সাথেও কথা বলা নিষেধ স্বামীর স্ত্রীর অতিরিক্ত ভালবাসা আর খবর দারিতে ক্লান্ত কথক স্বামী। অফিসে রং নাম্বারের টেলিফোনে পরস্ত্রীর অভিযোগ স্বীয় স্ত্রীর কাছে বর্ণনা করলে স্ত্রী আতিয়া রাগান্বিত হয়। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা যা স্বামী মাত্রেরই প্রত্যাশা তা গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক সমস্ত সংসারে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া-ই যেখানে নিত্যদিনের চিত্র সেখানে আতিয়ার স্বামী প্রীতি সংসারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন

৩০.৮.৮৪'র সাময়িকীতে 'ক্যান্সার'নামক গল্প লেখেন মকরুহা চৌধুরী।শোভা আর অরুনা দুই বোন । মনমোহন আর সুরমা শোভার বাবা মা।স্বপন আর হালিম শোভার বন্ধু। শোভা সঙ্গীত কলেজে পড়ে। রেডিও, টিভিতে গান গেয়ে যা উপার্জিত হয় তা-ই বাবা মার সংসারে পাঠায়। শোভা আর হালিমের সুন্দর নিটুল বন্ধুত্বকে সমাজে আড় চোখে দেখে কিন্তু ওরা থাকে অটল। সাম্প্রদায়িক কুপমণ্ডুকতার উর্ধ্বে স্বচ্ছ কাচের মত সম্পর্ক তাদের, কিন্তু এ নিখাঁদ প্রেমে বাঁধ সাধে দুরারোগ্য ক্যান্সার। শোভা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে নিঃস্ব হয়ে পড়ে তার পরিবার বিপন্ন এ পরিবারে শুভাকাঙ্ক্ষী হালিম স্বপনকে অনুরোধ করে অরুনাকে সে যেন বিয়ে করে একটি দরিদ্র অসহায় পরিবারে ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত একমাত্র উপার্জনক্ষম কন্যার মৃত্যুর করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে গল্পে।

সেলিনা হোসেন রচিত 'খোঁজা' (২৭.২.৮৬) একটি চমৎকার গল্প। ছত্রিশ বছর বয়স্ক আশিক আলী। বিল ভাতিয়া পার হয়ে যাচ্ছে সোনামসজিদের রুস্তম মৃধার বাড়ি। রুস্তম মৃধার কন্যা রেহানার সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব চলছে তাকে দেখতেই আশিকের যাত্রা। নিখাঁদ ভালবাসার অন্বেষণে উন্মুখ তার বুক। তার এ নাতিদীর্ঘ জীবনে তিন জন নারী আসে। প্রথম স্ত্রী জরিমন সন্তান প্রসবকালে মারা যায় দ্বিতীয় স্ত্রী আছিয়া পাঁচবছর ঘর করার পর নিঃসন্তান থাকায় (অথবা ভালবাসার টানে) পাশের গায়ের রিকশা চালক তোরাব মিয়ার সাথে পালিয়ে যায় তৃতীয় স্ত্রী রাবেয়া তাকে ছেড়ে চলে যায় প্রেমিক কামেলের কাছে। তার কাছে আসা প্রত্যেক নারীকে সে ভালবাসতে চেয়েছে কিন্তু কাউকে সে পায়নি। কেন পায়নি তা সে বুঝে না

'ভালবাসা ওর জীবনে ধূপের কসের মত জমাট, কঠিন হয়ে যায়। পোড়ালে চমৎকার গন্ধ বেরোয়। সুগন্ধিতে ভরে থাকে ওর বুক। সে গন্ধে বুক ভরে শ্বাস টেনে কেউ নেয় না। নিতে পারে না।' তাই নিজেকে সে অসহায় বোধ করে। তাকে সাহস দেয় শক্তি দেয় স্বামী পরিত্যাক্তা বোন রহিমুন। রহিমুন যেন আশিকের 'ভাতের সানকির মতো একদম অপরিহার্য।' বোনের আগ্রহেই সে যাচ্ছে সোনামসজিদে। ভয়ে শংকায়, আকাঙ্ক্ষায় তার কম্পন ওঠে প্রত্যাশানুযায়ি প্রাপ্তির আকুলী বেরিয়ে আসে মুখে 'তেমন একজন নারী চাই যে বলবে আশিক আলী ছাড়া আমি বাচাবো না, আশিক আলি ছাড়া আমার জীবন মিথ্যা।' সত্যিকার প্রেমিকার অন্বেষায় সম্মোহিত আশিক আলী

প্রেমে একনিষ্ঠতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'অধ্যবসায়'(৭.২.৮৮) গল্পটি। আবুল খায়েরে মুসলেহ উদ্দিন সরস দৃষ্টি ভঙ্গিতে গল্পটি রচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র নাসির উদ্দিন। ধনীর দুলালী সুন্দরী তন্বী সহপাঠী ফাওজিয়ার প্রেমে বিভোর। অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে অবশেষ তাদের পরিণতি। নাসির ছিল গো-বেচারা ধরনে ছেলে। ফাওজিয়াকে ভালবাসায় অনেক অপমান তাকে সহ্য করতে হয়েছে তবু অটুট রয়েছে প্রেমে। 'বড্ড নাছোরবান্দা। কতো কাল আর না করা যায়? শেষটায় ওরই জিত হলো। স্বামীর দিকে শান্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকায় ফাওজিয়া। গভীর প্রেম সে দৃষ্টিতে।'

মঈনুল আহসান সাবের রচিত 'দুপুর বেলা' ভিন্ন ধর্মী প্রেমের (২৫.২.৮৮) গল্প। মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। জামিল এবং সাহানা স্বামী স্ত্রী। সাহানা জামিলের যৌথ পরিবারে (মা বাবার সাথে) সাথে থাকে চায় না। নির্জনে তারা একটি ফ্ল্যাট নেয়। জামিলের নয়টা পাঁচটা অফিস। সকাল এবং রাত সাহানার ভালই কাটে। কিন্তু সমস্যা দুপুর বেলা। এ সময়ের অনিঃশেষ নিস্তব্ধতা সাহানাকে উদাসী করে অস্বস্তি দেয়। ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে থাকতে থাকতেই পার্শ্ববর্তী মেসের এক ছেলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হয় তার। সাহানা দুপুর বেলাটা দুরবর্তী ছেলেটার সাথে মনোসংলাপে সময় কাটায়। আকস্মাৎ ছেলেটি তার বাসায় চলে আসে। এবং এর শাস্তি স্বরূপ তাকে অপমানিত হয়ে মেস ছাড়তে হয়। গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙন পরিলক্ষিত হয়। স্বামী স্ত্রী মধ্যে সংলাপে ও আসে তুই

Dhaka University Institutional Repository

তুকারীব প্রসঙ্গ যা আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী 'উঠলি?' 'উঠলাম'........... 'ভালিক বললো' তার তো ঘুম পাচ্ছে, তোকে আমি একটা ঘুম ভাঙ্গানি গান শোনাই বরং' জবাবে সাহানা বলে 'প্লিজ ভাই, মাফ করে দে' স্বামী স্ত্রীর এ ধরনের সংলাপ প্রচলিত সমাজ কাঠামোয় প্রায় অসম্ভব। মেসের ছেলেটি ভুলবশত ভালবেসে ফেলে শাহানাকে, এর দণ্ডও পেতে হয় তাকে।

২.৬) ছোটগল্পে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি

কথা সাহিত্য সামাজিক বিষয়াবলম্বী এ ক্ষেত্রে যেমন দীর্ঘচর্চিত সামাজিক বিষয় গল্প উপন্যাসে উঠে আসে তেমনি নিকট অতীতের ঘটনা ও প্রস্ফুটিত হয়। 'সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি' শিরোনামে এ জাতীয় কতিপয় গল্পের উপর নজর দেয়া হবে আলোচ্য অংশে। সংবাদ সাময়িকী প্রগতিশীল চিন্তা চেতনা লালনকারী-ই শুধু নয় প্রাগ্রসরও বটে। '৮০ র দশকে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনবহুলে রচিত গল্প আগ্রহ সহকারে ছাপে সংবাদের সাহিত্য পাতা এমনি একটি গল্প জুবাইদা গুলমান আরা রচিত 'কাউনের ক্ষ্যাতে কাউয়া' (২৬.৪.৮৪) শিরোনামাঙ্কিত গল্পটি কতিপয় কিশোর তরুণের কাউয়ানের ক্ষেত পাহারা দেয়ার প্রতীকীতে সমকালীন সমাজের বিরুদ্ধপরিবেশের প্রহরার দায়িত্ব তরুণ সমাজের হাতে ন্যস্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পে। শহরতলী গ্রামের কিছু তরুণ ব্রিজের গোড়ায় এক খণ্ড যুদ্ধে আহত অবস্থায় বন্দি করে এক পুলিশ সদস্যকে। কয়েকদিন তাদের গোপন আস্তানায় বন্দী করে রাখে উক্ত পুলিশকে। কোরান ছুঁয়ে শপথ করে আহত পুলিশ রজব আলী আর কোন দিন মানুষ পেটাবে না, অযথা মানুষকে বন্দী করবে না। কিশোররা কাউয়ন ক্ষেতে পুলিশের ছেড়া পোশাক টাঙিয়ে দেয় কাক তাড়াবার লক্ষ্যে গল্পে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনে যুবসমাজের সাহসী ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ্য করেছেন লেখিকা। 'ক্যা চাচা? আমরা এইয়ে দিন রাইত পউরী দিতাছি! কাউয়ার বাপের সাধ্য নাই আইব, দৃঢ় গলায় বলে মাসুদ ' সামাজিক বিপন্নতা রোধে অতন্দ্র প্রহরী আজকের তরুন সমাজ। নতুন সভ্যতা নতুন যুগ বিনির্মানে এরাই এগিয়ে আসবে বীরদর্পে। লেখিকা আশাব্যক্ত করেছেন তরুণ সমাজের সার্মগ্রিক উন্নতি।

'ভালুক' (২.৪.৮৭) বিপ্রদাশ বড়ুয়ার ব্যঙ্গাত্মক একটি গল্প। বন্যপ্রাণী ভালুকের জীবনালেখ্যর অন্তরালে বর্তমান সমাজের রাঘববোয়ালদের চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পে। শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে গুহায় ঢুকে এক ভলুক শীত চলে গেলে বাইরে বেরুতে গিয়ে আবিস্কার করে সে বন্দী। গুহার মুখ পাথরে চাপা। অতএব বের হওয়ার আর কোন পথ নেই। ভালুকের অসহায় করুণ অবস্থা দেখতে গুহার পাথরের ভাঁজে বাসা বাঁধে এক ইঁদুর ভালুক ইঁদুরকে ভয় দেখায়, শাসায়, বন্ধু হতে আহবান করে তাকে বাইরে বেরুতে সাহায্য করতে বলে। ইদুঁর অসহযোগিতা করে। তিরস্কার করে। মুক্ত ভল্লুক শত অত্যাচারে জর্জরিত করেছে বনের পশুকে। এমনি হিংস্র প্রাণীকে সহযোগিতা করা ইঁদুর তথ ব্রাত্য মানুষদের উচিত নয়। ভালুক বন্দী অবস্থায় আজ অসহায়, অথচ মুক্তবস্থায় প্রতাপশালী এই পশুটির দিন ছিল অন্যরকম 'বসন্তের চমৎকার রাতে সে শিকার করে বেড়াত, শাসিয়ে বেড়াত পশু সমাজকে। তার ভয়ে ছোট ছোট প্রাণীরা পালিয়ে যেত, সমীহ ভরে নতজানু হতো দুর্বল জাত ভায়েরা। এখন আর সেই দাপট নেই, কারণ সে নিজেই এখন বন্দী।' ক্ষমতা কারো চিরকালীন নয়। ফলত দাম্ভিকতায় ধরাকে সরা জ্ঞান করা উচিত নয় কারোর-ই। বন্দী ভালুকের বর্তমান অবস্থায় লেখকের অভিমত 'মানুষ জেলে গেলে মুক্তির একটা আশা থাকে, অত্যাচারী শাসকের যেমন ফেরবার পথ থাকে না, শোষকের যেমন নির্মম পরিণতি, তেমনি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।' গল্পে সমকালীন স্বৈরাচারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সতর্ক করে সুশীল সমাজে প্রত্যাবর্তনের আহবান প্রতীকী ভাবে জানানো হয়েছে।

'সব মিলে একটি নদী' (৬.১০.৮৮) বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত একটি গল্প। এতে '৮৮ র ভয়াবহ বন্যায় ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশ তলিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের দুর্ভোগের বিবৃতি এবং একটি অসহায় বার/তেরো বছরের মেয়ে ও দূর্বল বুড়ির কাহিনী বিবৃত হয়েছে। বন্যার ব্যাপকতা বোঝাতে লেখক বলেছেন 'ইছাপুরায় একফালি শুকনো জায়গা নেই যে, ইসহাককে কবর দেবে। ইছাপুরার পাশেই বতভ। বারিধারা বিদেশী দূতাবাসে হাটু পানি। বাসাবো, কদমতলী, নন্দীপাড়, ডুবে গেছে। মতিঝিল আরামবাগ হয়ে পানি চলে গেছ পুরানা পল্টন ও

Dhaka University Institutional Repository

সেগুন বাগিচা পর্যন্ত, সেখান থেকে রমনা পার্ক পেরিয়ে শেরাটন হোটেলের কাছে পৌঁছে গেছে কাকরাইল, শান্তি নগর ও রাজারবাগের রাস্তায় পানি। পানিতো নয়, ও যেন লাহনতের অশ্রু।' প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের দুর্ভোগ কতটুকু বৃদ্ধিকরে গল্পে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পে আন্তাজার্তিক সাহায্য সহযোগিতার প্রসঙ্গটি ও এসেছে' সেনানিবাসে পানি। কুয়েলার সমবেদনা জানিয়েছেন। জয়বর্ধনে সহানুভূতি জানিয়ে চিঠি লিখেছেন তাকাশিতা সাহায্যের বার্তা পাঠিয়েছেন। রাজা জিগমে সিংগে গম দিচ্ছেন, শ্রী মতী সুসান দুর্গত এলাকা দেখতে বেরিয়েছেন।' বন্যায় ঘটনার পাশাপাশি কচুরী পানার ভেলায় উদ্ভ্রান্ত বুড়ির এবং সুযোগ সন্ধানি মতিমিয়া মাতব্বর পুত্র হুসেন মিয়া প্রমুখের ক্রুরতা শঠতার কথা বলা হয়েছে গল্পে।

'তিনি এসেছেন' শিরোনামে গল্প লেখেন সুশান্ত মজুমদার (৮.২.৯০)। অত্যন্ত সাহসীকতা ও দৃঢ়তার সাথে স্বৈরশাসকের প্রতিচিত্র তুলে ধরেছেন এ গল্পে। ঘটনার প্রেক্ষাপট স্বৈরশাসককে ঘিরে চাটুকারদের সমাবেশ। এখন তাকে ঘিরে এরা- তিনিই মধ্যমনি'- তিনি চাটুকাদের উদ্দেশ্যে 'ক্ষমতা কী চীজ এর ব্যাখ্যা দেন? তিনি নাকি করেন, 'ক্ষমতাকে মানুষ কদর করে প্রত্যাশাও করে। এ ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি জনসভা করবেন' আপনারা জানেন আমি যখন এসেছি তখন থাকব। আমি সাধারণের সামনে দাঁড়াতে চাই।' করমর্দনের পর 'তার কি বমি আসছে? নাকি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন? প্রায় দৌড় চালে তিনি ফেরেন। - সাবান কুইক সাবান গোটা পরিপ্রেক্ষিত কাঁপিয়ে চূড়ান্ত সুরে আদেশ জারী হয়। এখন তিনি হাত ধুতে মরিয়া।' গল্পে কোন পাত্র পাত্রীর নাম নেই। আছে ক্ষমতারোহণের জন্য লোভী মেকীনেতাদের কুটকুশলতার কথা, সাধারণ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা

২.ঙ) ছোটগল্পে অন্যান্য বিষয়

বিষয় বৈচিত্র্যে যে সকল গল্প একই শিরোনামায় অন্তর্ভক্ত হতে পারেনি সে সকল গল্পকে 'অন্যান্য-বিষয়' শিরোনামায় অন্তর্ভক্ত করা হয়েছে। মানব জীবনে কতশত ঘটনা ঘটে। এ পর্যায়ে যেমন আছে জীবন দর্শন তেমনি আছে ঐতিহ্যের প্রতি প্রতীতি। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায় রিশিত খান রচিত 'ক্ষয়' (৩১.১২.৮৭) গল্পটির কথা। জীবনের ক্রমহ্রাসমানতার কথা একটি দার্শনিক চেতনায় উপস্থান করেছেন- রিশিত খান 'ক্ষয়' গল্পে মানুষের ক্ষমতা অসীম নয়। একটা সময়ে এসে সে ক্ষয়ে যায়, ধুকে ধুকে ধ্বংসের দিকে এগুয়। মেহের এর মুজা দুজনই খেটে খাওয়া হত দারিদ্র মানুষ। বিপত্নীতক মেহের দু'সন্তানের জনক। শীতের মৌসুমে খেজুর গাছে রস আহোরণ করে। মুজা তাঁতী। কিন্তু কর্মক্ষমতায় দুজনেই আজ ক্লান্ত- 'হ, তা চলতিছে। কিন্তু শরীল যে আর পারে নারে মিহার। আগের মত কাম করিতে পারে না। দু খানের উপর কাপড় বুনাইলিই শরীল টাস লাগি আসে সারাদিন কাঠের উপর বইসি মারকু গুতায়ি কোমরে রস বাত ধইরি গেল মিহার তার কি করমু? জোয়ার বইলি গাইটি গাইটি টিস করে, টাটায়। আর কিছুদিন বুনাইলি বাপজানের ন্যাহাল পইরি যাইতে অইবি।

বিড়ি লম্বা টান টান মেরে মুজা ফের বলে 'তর খবর কি? রস কেমুন পড়ে? রস? গাছ পুরান অয়ি গিছে মুজা আগের আর তেমন পড়ে নারে।' কথাকটি বলে মেহের আলি নিঃশব্দে হাসে। মুজা সে হাসির কোন অর্থ খুঁজে পায় না। সেও তার সাথে তাল মিলিয়ে হাসে। দুটো হাসিই নিঃশব্দ'। এ নিঃশব্দই 'জীবনের স্বরূপ। গতির সরলরেখায় চলিষ্ণু সবাই। এ চলমানতায় স্থির নয় কেউই। সে হোক মুজা অথবা মেহের এক সময়কার সুঠাম দেহের অধিকারী মুজা আর মেহের কালের আবর্তে আজ প্রায় বৃদ্ধ। কাজ হয়ত তারা করে কিন্তু পূর্বের সে উদ্যম আর থাকে না। জীবনের এক অমোঘ সত্য এটি। মানুষের কর্মদক্ষতা-সময়ের সাথে সাথে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এটিই জীবনের দর্শন। গল্পের সংলাপে আঞ্চলিকতার সংযোজন চমৎকার।

ভাস্কর চৌধুরী 'শেকড়' গল্পটি লেখেন ১২.৮.৮৮র সংবাদ সাময়িকীতে। নিজের ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস বিভুর। জলোডোবায় দুর্গন্ধময় পরিবেশে তার পুরনো বাড়ি। স্ত্রী মিলির শত রাগ অভিমানও টলাতে পারছে না বিভুকে শহরে চলে যেতে। বিভুর উপলব্ধি পূর্বপুরুষের এ ভিটাই তার শেকড়। এখানেই তার শুরু এখানেই তার সমাপ্তি। হিন্দুদের দেশ ত্যাগের বিরুদ্ধে এ গল্পটি একটি দ্রোহ গল্পটি অনেকটা কাব্যিক। বাক্য সংক্ষিপ্ত গতিময়। 'বিভু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাতার রং দেখছে। সবুজ পাতার উপর হলুদ আলো। সবুজ পাতা সুবজও রইলো না। হলুদ ও হলো না। এবং এক্ষণে একটা বাদুড় উড়ে এসে ঝুপ করে কোন গাছে ঝুলে পড়লো। এই ঝুপ

Dhaka University Institutional Repository

একটি শব্দ। তারপর ফের শব্দহীন। 'গল্পের মূল সুর খুঁজে পাওয়া যায়- 'যাওয়া যাবে। যেতে চাইলেই যাওয়া যাবে। যেখানে খুশী। কিন্তু কার কাছে? অন্য কোথাও আমাদের কী আছে? নিজেদের?' শৈল্পিক সুষমায় গল্পটি পাঠককে সিক্ত করে দেশপ্রেমিকের উক্ত জবানীতে

আলম খোরশেদ রচিত গল্প 'উৎসমুখে' (১৯.১১.৮৪)। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক তাগড় যুবকের নিজ গাঁ ফুলতলীতে দীর্ঘ পাঁচবছর পর দাদীর কাছে বেড়াতে আসায় যে অবর্ণনীয় ভালোলাগায় তার দেহ মন সিক্ত হয়ে পড়ে তার কাহিনী 'উৎসমুখে' গল্পটি। যুবকের বাবা চাচারা শহরের বাসিন্দা। এক মাত্র পিতামহী এখনো গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামে এসে গ্রামের সহজ সরল মানুষ পরিবেশ যুবককে বার বার শহরের কর্কশ পরিবেশের কথা মনে করিয়ে দেয় - কী অশ্লীল কোলাহল আর দাঙ্গা আর কৃত্রিমতায় ভরা আমাদের নাগরিক পরিবেশ পাশাপাশি কী নধর সবুজ লাউ, ফুল কপি আর সীম। আর মাটিতে ডাঁই করে রাখা কত রকমের শাঁক- হেলেঞ্চা পালং ডাটা ইত্যাদির আকর্ষণে যুবকটি অভিভূত। কিন্তু শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাকে শহরে ফিরে আসতে হয় - আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক' সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুবকটিকে শহরের নিষ্ঠুরতার মধ্যেই থাকতে হবে মানিয়ে নিতে হবে। এ কথাও স্বীকার করতে হবে গ্রামই তার সত্তা, গ্রামেই তার শেকড়।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কবিতা

'৮০র দশকে বাংলা কবিতা একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন লাভ করে । দেশ বিভাগ, বিভাগোত্তর অস্থিরতা, '৭১ এর মুক্তি সংগ্রাম, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় -ইত্যাদি এ দেশের কাব্যগতিকে আন্দোলিত আলোড়িত করে ঔপনিবেশিক শাসনামলের পর দেশের মনস্তাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা লাভে আরো একটি দশক কেটে যায় '৭০র দশকের রাজনৈতিক দোলায়চলবৃত্তি, অর্থনৈতিক মুক্তির অকুণ্ঠ সামাজিক সংগঠনে অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। যে বিপুল আশা আকাঙ্ক্ষার অন্বেষায় দেশের আপামর মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তা দূরদর্শী রাজনৈতিক পরিকল্পনার অভাবে ক্রমশ ম্রিয়মান হতে থাকে। এর প্রভাব কবিতায় পরিলক্ষিত হয় কবিতার-ছত্রে ছত্রে। '৮০র দশকের কবিদের মধ্যে অনেকের জন্ম ব্রিটিশ ভারতে হলেও এদের বোধের বিকাশ লাভ করে পাকিস্তানি শাসনামলে। ঔপনিবেশিক শোষণ, বঞ্চনার ভীবৎস ছবি এদের মানসিকতাকে দ্রোহ করে তুলেছিল। '৫২র ভাষা আন্দোলন '৫৮র সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ছয় দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, '৭০এর নির্বাচন, '৭১র মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি তাদের কাব্যভাষায় মহিমান্বিত হয়ে উঠে '৮০র দশকে এসে স্বদেশিকতার সংশ্লেষে তারা নতুন করে সংকটে পড়ে। ঔপনিবেশিক শোষণ নয়- নিজ দেশের রাজন্যবর্গের শাসন পদ্ধতিতে তাদের ক্ষোভ, সংশয়, দ্রোহ দেখা দেয় যার প্রতিফলন '৮০র দশকের কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। এ সময়কার কবিতায় বিষয়ের বৈচিত্র্যতা এসেছে। কবিতার অঙ্গীকগত পরীক্ষ নিরীক্ষা এসেছে কমে । কিন্তু কবিতার এ উত্তরণ দীর্ঘকালের দীর্ঘ পরীক্ষণের ।

অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে বাংলা কবিতা ভাবে ভাষায়, গঠনে প্রকৃতিতে আজকের স্তরে উন্নীত হয় যদি মোটা দাগে রবীন্দ্রপূর্ব যুগ,রবীন্দ্রযুগ এবং রবীন্দ্র উত্তর যুগে আধুনিক বাংলাপ কবিতাকে ভাগ করা হয় তা হলে দেখা যাবে প্রকৃত অর্থে কবিতা গণমানুষের স্তরে উপনীত হয় রবীন্দ্র-উত্তর কালে। আধুনিক অর্থে কবিতা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অনুভূতির রকমারি প্রকাশ। এ প্রকাশ ছন্দোময়, গতিশীল এবং দায়বোধ সম্পন্ন। শব্দের পর শব্দ বসিয়ে কোন ভাবকে উপস্থাপনই কবিতা নয়। কবিতা 'বিন্দুর-সিন্ধুকে' ধারন করার মত। কবিতায় প্রস্ফুটিত হয় সমাজ, দেশ, কাল বৈশ্বিক চেতনা। একটি সার্থক কবিতা মহাকাব্যিক দ্যোতনা লাভ করতে পারে কবিতার ইত্যাকার বৈশিষ্ট্য আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র পূর্বকালে যে কয়েকজন বাংলা কবিতাকে আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হলেন বিহারী লাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭-১৯০৫), গোবিন্দ চন্দ্র দাস (১৮৫৬-১৯১৮), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩০), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) প্রমুখ। বিহারী লাল চক্রবর্তীর কবিতায় ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্য লক্ষ্যনীয়। বাষ্পাকুল কবি কল্পনার মধ্যে আবেগের বেগ কম হলে তার কবিতা আরো মসৃন হত। 'সঙ্গীতশতক', 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেমপ্রবাহিনী', 'বঙ্গসুন্দরী', 'সারদা মঙ্গল', 'সাধের আসন' ইত্যাদি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। এর মধ্যে 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল' কাব্য সুষমায় মহিমান্বিত। বাংলা কাব্যে নীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ট গ্রন্থ 'সদ্ভাব শতক' রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কীর্তিমান হয়ে আছেন। গোবিন্দ চন্দ্র দাস স্বভাব কবি হিসেবে অধিক খ্যাত । 'প্রসূন', 'প্রেম' ও 'ফুল', 'কনকুন', 'বৈজয়ন্তী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে গোবিন্দ চন্দ্রদাসের প্রেমিক সত্তার পরিচয় মেলে। শান্তিপুরের কবি হিসেবে খ্যাত মোজাম্মেল হক। মুসলমানদের জাতীয় জীবনের আদর্শ, ইসলামের নবজাগরণ প্রভৃতি নিক অবলম্বনে তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটে। প্রেম পিয়াসী কবি- অক্ষয়কুমার বড়াল। নারীপ্রেম তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, শঙ্খ, একা প্রভৃতি তার কাব্যগ্রন্থ।

রবীন্দ্র যুগের যুগদ্রষ্টা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১-১৯৪১) । বিচিত্রপূর্ণ সৃষ্টিসম্ভারে তাঁর প্রতিভা বিকশিত। ভাবের বহুমুখীতায় জগৎ ও জীবন তাঁর কাব্য ভালবাসার মদির রসে সিক্ত। মর্ত্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি, অধ্যাত্ম অনুভূতি, মানবতাবোধ, বিশ্বজনীনতা তার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের মেলবন্ধনের তিনি সূত্রধর। 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কাব্যসুষমায় কবি বাষ্পাকুল পাঠক হৃদয়কে যুগপদ প্রেম ও মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যেতে চেয়েছেন। 'নৈবদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবির ভগবদভক্তি জীবনদেবতার বেদীমূলে মহান

Dhaka University Institutional Repository

অর্পণ প্রকাশিত। অপরদিকে বিশেষত শেষোক্ত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে তার মানবমুখিতা প্রতিভাত হয় পূর্বাপেক্ষা অধিক কিন্তু কবির মানবপ্রীতি সম্পূর্ণ সার্থকতা পায় নি। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাম বিশী বলেন 'মানব মুখিতা রবীন্দ্র প্রতিভার প্রধান ধর্ম হইলেও তাহাতে কোথায় যেন একটা ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে যাহাতে তিনি সুখ দুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড দোষ ত্রুটিবহুল মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই।ইচ্ছা আছে চেষ্টা আছে, কিন্তু শক্তি নাই; বারে বারে তিনি মানুষের দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে দ্বার খোলে নাই। তিনি দ্বারের বাহিরে বসিয়া অনুমানের দ্বারা আভাসে যেটুকু পাইয়াছেন তাহার দ্বারা ভিতরের জীবন যাত্রার চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মানবের সংসারের গান গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন।'[২] কিন্তু তার শত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তাই বোধ হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলে ওঠেন-

> 'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,/কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,/ যে আছে মাটির কাছাকাছি, /সে কবির বাণীর লাগি কান পেতে আছি।'[৩]

রবীন্দ্র : উত্তর যুগের কবিগণ মাটির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছেন নিরন্তর। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি', 'পরিচয়', 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বিগত শতকের তিরিশের দশকে এক নবীন কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৮-৮৮), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯), সমরসেন (১৯১৬-৮৭), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের কবিতার বিষয়বস্তু এসেছে নতুন আঙ্গিকে। সচেতনভাবে এঁরা রবীন্দ্র বিরোধী ভাবধারা গড়ে তুলেন বাংলা কাব্য জগতে দূর থেকে রোমান্টিক ভাবাপ্লুতা নয় শ্রমজীবী মানুষের গা ঘেষে এরা কাব্য রচনা করেন। তাই বলে ওঠতে পারেন' আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতুরের/ মুটে মজুরের/ আমি কবি যত ইতরের।মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত,/সাগর মাগিছে হাল, /পাতাল পুরীর বন্দিনী ধাতু /মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল"[৪]

এই মানুষের নিষ্ঠুর কাষাঘাতে জর্জরিত হয়ে জীবনানন্দ বলে ওঠেন 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রীতি নেই করুণার আলোড়ন নেই/ পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।'[৫]

এই মানুষের ইতিকথা পরবর্তী দশকগুলোতে ইপস্থাপিত হয়েছে জোরালোভাবে। '৪৭ উত্তর বংলাদেশে কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক '৪৭ পূর্ব কবিতার থেকে ভিন্নমাত্রিকতা লাভ করে। আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, তালিম হোসেন, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুর গণি হাজারী, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, হাসান হাফিজুর রহমান,সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ কবি কবিতাকে বাংলাদেশের গণমানুষের কবিতার প্রতিষ্ঠিত করেন।

'৮০র দশকে শতাধিক কবির কবিতা দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী'তে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচের অধিক কবিতা লিখেছেন এমন কবির সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশজন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শামসুর রাহমান, সানাউল হক, সানাউল খান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মুহম্মদ নূরুল হুদা, বেলাল চৌধুরী, সৈয়দ হায়দার, নাসির আহমেদ, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, জাহিদ হায়দার, রফিক আজাদ, জিনাত আরা রফিক, মহাদেব সাহা, শিহাব সরকার,আবিদ আজাদ, জাহিদুল হক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, সোহরাব হাসান, মোহম্মদ রফিক, রবিউল হুসাইন, নয়ীম গহর, প্রমুখ। এছাড়া হুমায়ুন কাইফ, বিমলগুহ, সিদ্দিকুর রহমান, হায়াৎ মামুদ, নাসিম সুলতানা, রুবী রহমান প্রমুখের কবিতার উপস্থিতিও লক্ষ্যযোগ্য। তাদের লেখা পর্যবেক্ষণে যে সব বিষয় প্রতিভাত হয়েছে সেগুলো হল :

(ক) প্রেম (খ) প্রসঙ্গ সমাজ (গ) সমকালীন রাজনীতি

(ঘ) বৈশ্বিক চেতনা (ঙ) দর্শন (চ) নগর ভাবনা

(ছ) অন্যান্য বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.ক) কবিতায় প্রেম

প্রেম মানব হৃদয়ের এক স্বতসিদ্ধ উপাদান। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানব-মানবীর প্রেমসক্ত সর্বজন বিদিত প্রেম অবাধ্য হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে। কালিদাসের বিরহ কাতর যক্ষ তার প্রিয়তমার কাছে হৃদয়বার্তা প্রেরণ করেছিল মেঘকে দূত করে। এখন যুগ বদলেছে। প্রেমিক তার প্রেমিকার কাছে প্রণায়াবেগ প্রাকশ করে টেলিফোনের মাধ্যমে। এমনি এক টেলিফোনিক প্রেমিকের অস্থিরতা বিষন্নত' প্রকাশ পায় মকিদ হায়দার রচিত 'শুশুর জন্য' একদিন (২৭/০১/৮০) কবিতায়। অফিসে উদ্বিগ্ন সময় কাটায় প্রেমিক। সারাদিন কত টেলিফোন আসে অথচ তার প্রিয়ার প্রত্যাশিত টেলিফোন নেই। দিনের শেষে (কর্মব্যস্ততার সমাপনে) বিষন্ন মনে প্রেমিক যখন বাড়ি ফেরে পথে দেখা হয় হিরন্ময় প্রেমিকার। আকুল মিনতি নিয়ে প্রেমিকা কেমন করতে না পারর কারন ব্যাখ্যা করে-'ফোনের বিলটা বাকি ছিল পারিনি বলতে কথা তোমার সাথে/যেহেতু নিষ্প্রান সাইনম্যান দিয়েছে কেটে তদয়ের সব ভালবাসা।' এ কালের প্রেমের অর্থনৈতিক মূল্য আছে। উক্ত কবিতায় মকিদ হায়দার যন্ত্র সভ্যতার বৃত্তাবয়বে হৃদয়াবেগ কীভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ তার বর্ণাঢ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ফজল শাহাবুদ্দিন ভালবাসার কথা বলেছেন- একনিষ্ঠ প্রেমিক সত্তার অন্বেষণে। ভালবাসতে চাও (১/০৬/৮০) কবিতায় কোরান, পুরান, বাইবেলের অবতারণা করে প্রিয়াকে উপদেশ দিয়েছেন 'যদি ভালবাসতে চাও/মাতাল হও অস্থির হও উন্মাদ হও জ্বলতে থাকো চিরকাল।' কারণ কবি তার প্রিয়াকে ভালবেসেছেন হৃদয় দিয়ে 'আমি তো তোমাকে দেখেছি আমার হৃদয়ের অন্ধকারে সকল জ্যোতিকণা দিয়ে/স্পর্শ করেছি তোমাকে সেই বিশাল বিশ্বাসকে নিয়ে তাই কবি তার প্রিয়ার কাছে অনুরূপ গভীর ভালবাসা লাভে প্রত্যাশী। কবির প্রেমে শুধু নারীই প্রিয়তমা নয়- প্রিয়তমা তার দেশমাত্রিকাও। সাইয়িদ আতীকুল্লাহর 'জয় হোক ভালবাসার' (১৪/০৩/৮২) কবিতায় এ প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে দৃঢ়ভাবে। কবি যাদের হৃদয়ে সভূম এবং স্বভাষা সতত ক্রিয়মান এমন মানুষের জয়গান গেয়েছেন-' নিজের দেশ, মহাদেশ/ পেয়েছে যারা ভেতরটাতে/ বিশাল গভীর অন্বিশেষ/জয় হোক তেমন লোকের/এবং তাদের ভালোবাসার/ জয় হোক। জন্মভূমি প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে জহিদুল হকের 'ফেরা' কবিতায়। কবি পরজন্মেও এই বাংলাদেশেই জন্ম নিতে চান। ফিরে আসতে চান তার প্রিয় মাতৃভূমিতে- 'আমার চোখে আলোকগুলো/এখন নেই/ উপরে ফেলে দিয়েছে ওরা', শুধু চোখ নয় শব্দ, হস্তও হারিয়েছেন কবি' আমার বুকের শব্দগুলো খুবলে নিয়ে/ গিয়েছে ওরা/ তোমার কাছে চিঠি লেখার অঙ্গুলগুলো/তোমার পিঠে আদর করে হাত বুলানো/দুইটি হাত/ ব্যবচ্ছেদে হারিয়ে গেছে।' তাই বলে হতোদ্যম নন কবি। তিনি আসতে চান 'হাজার যুগ পেরিয়ে যাক/ আসবো আমি/ প্রতিটা দিন আঁচল ধরে তোমার কাছে/ জড়িয়ে থাকি/ আমার ফেরা তোমার কাছে/জন্ম জুড়ে মৃত্যু জুড়ে/ আমার সোনা জন্মভূমি/' কবির এ প্রত্যাশা পূরণ হবে সত্যিকার দেশ প্রেমিকাদের দ্বারাই। কোন ভণ্ড, শঠ ধোকাবাজের ভালবাসায় নয়। তাই, প্রতারক প্রেমিকাদের বিষয়ে কবি 'প্রেমিকদের ব্যাপার' (১৭.০৩.৮৩) কবিতায় মানবতার ভণ্ড প্রেমিকদের তীব্র ধিক্কার দেয়া হয়েছে। যারা মানুষের কাছে না এসে দূর থেকে শুধু ভাবালুতা থেকে মানুষকে ভালবাসার কথা বলে সমাজে মানব প্রেমিকরূপে পরিচিতি পেতে চায় তাদেরকে কবি বলেছেন-'ভালোবাসা ভালোবাসা করে/ খোয়ালে সব কিছু/ এমনকি একটা বাথরুমের তোয়ালে/তারও কিছু ঠিক ঠিকানা নেই আজ পর্যন্ত।' কবি এই সব প্রেমিকদের বলেছেন-'যারা তোমার হৃদয় কেড়েছে/ তাদেরই বাকি খবর?/ অতো করে যাদের তুমি ভালবাসলে/তারা এখন কেমন আছে?/' কবি বলছেন তথাকথিত ঐসব প্রেমিক দের বস্তা কাছে আজ ডাস্টবিনে খাবার খুঁজছে প্রনান্তর 'খোলা আকাশের নীচে/বেপরোয়া চালাচ্ছে অভিযান ডাস্টবিনে তাদেরি মতো। /অপোগণ্ড ছেলেমেয়ের দল। এমনই তাদের একাগ্র তাদের অন্বেষণ/দুয়েক টুকরো উচ্ছিষ্টের জন্যে মনে হয়/ পৃথিবীর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী গবেষকগণ ও/ হবেন খুব আধা-বদন, এই সব ধ্যানমগ্ন ছেলেমেয়ের দল/ তপস্যায় বুঝি বেশ কয়েক যোজন অগ্রগামী।' কবিতাটিতে গ্রাম থেকে শহরে আসা ছিন্নমূল মানুষের প্রতি দরদ এবং তাদের কাঁচামাল বানিয়ে যারা প্রেমিক সেজেছে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের স্বরূপ জাহিদ হায়দারের কাছে অন্যরকম-'সঙ্গ তোমার ভিক্ষা দিয়ে' (০৪.০৩.৮৪) কবিতায় কবি তার প্রিয়ার সঙ্গ ভিক্ষা পেয়ে যুগপদ ধন্য ও ব্যথিত হয়েছে এ প্রত্যয়ই কবিতার বিষয়বস্তু। 'হৃদয়ে অন্তরীপ জেগে' (১৭.০১.৮৫) মোয়াজ্জেম হোসেনের একটি নিটোল প্রেমের কবিতা। প্রথম প্রেমে অভিষিক্ত প্রেমিক-

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিকা কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হলে তাদের হৃদয়ের নিরন্তর কান্না কবি শব্দায়িত করেছেন 'হৃদয়ে অন্তরীপ জেগে' কবিতায় 'তারপর চুপিচুপি হৃদয়ে অন্তরীপ জেগে ওঠে/ প্রথম প্রেমের ব্যথার নির্ঘুম ছায়া ঘনায়'। প্রেমিকের হৃদয় থেকে রক্ত ঝরে। প্রেমিকাও সিক্ত হৃদয়ের জলীয় ক্ষরণে 'তখন পৃথিবীর নরম বুকে নিপুণ আলেখ্য এঁকে দিয়ে/ সব সকাল সব দুপুর সব সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে / নারী তার বিজন হৃদয় নিয়ে একা চুপচাপ বসে থাকে'। প্রেমিকের এ বিষণ্নতা থেকে বেজে উঠে ব্যর্থতার সুর 'অধুনা তুমি ও আমি' (৮.১২.৮৩) জিনাত আরা রফিক রচিত কবিতায় বিচ্ছেদের ছবি ফুটে ওঠে 'অভ্যাস বদলে গেছে আমাদের/পথচলা পাশের ফুলগুলি/ভাল লাগা, হাটা-চলা, কথা বলা আর সবিনয় প্রথাগুলি/কিছুই হয়তো এক নয়' ইদানীং বদলে গেছে দু'জনের পথ, মত। এখন পথের পাশের তরুসার অথবা উতৃপ্ত মাহরাঙা তাদের হৃদয়কে সিক্ত করে না। ক্রমবর্ধমান সামাজিক অস্থিরতা, মান অভিমান ভুল বুঝাবুঝি তাদের প্রেমিক সত্তাকে বিভাজিত করে। প্রেমিক হৃদয়ের এ ব্যর্থতা, পরাজয় আরো প্রবলভাবে বেজে ওঠে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায়। 'সকালের গল্প' (২৭.১২.৮৪) কবিতায় কবি তার প্রিয়তমাকে-সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কী ভীষণ যন্ত্রণায় কাঁদতে হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। কবির চেতনায় সকালের সুন্দর সূর্য-দক্ষিণা বাতাস সব পাংশু হয়ে যাবে ক্ষুধার ক্রোধে থাবায় 'ঘামে চিক চিক চিবুকের নিহি রোদে/খেলছে দিনের প্রথম সোনালী রোদ/ ফুল ফুটবার মতোন তোমার চোখ/মেলেই দেখলে অভাবের ক্রূঢ় থাবা'। সকালের এ বিরূপ জাগরণ অব্যাহত থাকবে দুপুর বিকেল সন্ধ্যায়। কবির উপলব্ধি তার প্রিয়তমা একটা বেড়াজালে বন্দী অর্থনৈতিক নিষ্ঠুরতা তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে নিরন্তর 'তোমার জীবন আটকা পড়েছে জালে/ তোমার স্বপ্ন আটক পড়েছে জালে/তোমার শরীর আটক পড়েছে জালে/তোমার স্নায়ুরা আটক পড়েছে জালে'। তাই বলে নির্বিকভাবে বসে থাকতে চান না কবি। সমস্ত ক্রুদ্ধ স্তব্ধতা ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় তার কণ্ঠে-'তুমি জানো তুমি নিরুপায় মাছি নও/ তোমার স্বপ্ন সচেতনতার ভাষা/ ভেঙে দিতে চায় ভাঙা জীবনের ভিত/ তুমি জানো তুমি মিছিলের একজন'। কবির এই বেদনার্ত সুর আরো গভীর ভাবে প্রকটিত হয়-'খেলা ধুলার সরল অংক' (১২.০৭.৯০) কবিতায়। ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থতা, প্রেম পরাজয় হতাশা কবিতার উপজীব্য। কবি তার প্রিয়তামাকে খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অভিহিত করে বলেন- 'একবারও না হেরে তুমি সবটা জিততে চাও' কবি প্রিয়ার কাছে তার বিজয়ের কারণ জানতে চান। কী আছে তার কাছে : বড় কোন তাস রঙ বা টেক্কা। কোনটাই নেই। তবু কেন তার এ জেতা! হাতে শক্তিশাল তাস বা মন্ত্রী অথবা কুশলী ব্যাট থাকতেও তিনি হেরে যাচ্ছেন-'হেরে গেছি হাতে টেক্কা, বড়ো তাস খেলতে পারিনি /এক কোনে মন্ত্রী স্থির, সেনাদল নিরস্ত্র নিশ্চল /হেরে যাচ্ছি ইনসুইং ভেঙে দিচ্ছে মধ্য স্ট্যাম্প/বেল ফেলে দিচ্ছে ক্ষিপ্র কীপারের হাত, ব্যাট উঠছে না'। এ পরাজয়ের কারণ-কবির অবিচল নিটোল প্রেমিক সত্তা। যাকে একবার হৃদয় উজাড় করে ভালবাসা যায় জীবন দেবতার আসনে আসীন করা হয় তাকে কী আঘাত দেয়া যায় প্রেমের প্রথম কম্পন প্রথম পরশ কবিকে আর্দ্র করে বিনয়ী হয়ে হেরে যাওয়ার মধ্যেই বিজয়ীর স্বাদ নিহিত থাকে। 'মুহূর্তের স্পর্শের খুব কাছাকাছি দুই জোড়া চোখ /হৃদয়ের নিকটবর্তী হৃদয়, দুরু দুরু বুক /নিশ্বাসের ঘ্রাণ পাচ্ছি, কেঁপে ওঠে তোমার দুঠোট /ভালবাসি মানব জনম স্বাক্ষী ,ভালবাসি আমি সমস্ত খেলায় এই একবার বিজয়ী হলাম'। প্রিয়ার উপেক্ষা, অভিঘাত কবিকে ক্ষত বিক্ষত করে। ঠেলে দেয় অন্ধকারের অতল গহ্বরে 'এক গ্লাস অন্ধকার' (৬.৯.৯০) কবিতায় কবি হৃদয়ের ক্রমাগত রক্তক্ষরণ উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের অপ্রাপ্তি কবিকে করে তোলে বেপরোয়া, বেহিসেবী 'এক গ্লাস অন্ধকার হাতে নিয়ে বোসে আছি / শূন্যতার দিকে চোখ, শূন্যতা চোখের ভিতরেও / এক গ্লাস অন্ধকার নিয়ে একা বোসে আছি'। কবির জীবনের সব শুদ্ধতা, শুভ্রতা তিরোহিত-'তুষারের গহন সৌরভ বয়ে আর আনেনা এখন'। কবির মনে হয়-দৃশ্যমান প্রযুক্তির জটাজুটে অবরুদ্ধ কাল,/ পূর্ণিমার চাঁদ থেকে ঝরে পড়ে সোনালী অসুখ/ডাক শুনে পেছনে তাকাই কেউ নেই /এক গ্লাস অন্ধকার নিয়ে ঘেমে আছি একা। সমকালীন রূপসীদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশিত হয় এভাবে-'সমকালীন সুন্দরীগণ অতি দ্রুত উঠে যাচ্ছে/ অভিজাত বেডরুমে/ মূল্যবান আসবাবপত্রের মতোন নির্বিকার/' সমাজের অন্যাচার কবিকে পীড়িত করে নিরন্তর। ব্যথিত হন তিনি যখন দেখেন-মায়াবী আলোর নীচে চমৎকার হৈ চৈ নীল রক্ত, নীল ছবি।' তাই 'গ্লাস ভর্তি অন্ধকার উল্টে দিই এই অন্ধকারে'। বলতে দ্বিধান্বিত হন নি কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। এই সব অসঙ্গতি, বেলাল্যপনা কবির মনকে বিষিয়ে তুলেছিল নিঃসন্দেহে। তাই কবি দ্বিধাহীন আবরণহীন। খোলা তলোয়ারের মত ক্ষুরধার। তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ আর অসন্তোষ কবিতার চরণে চরণে। এ সময়

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমকে প্রকৃতির সাথে একীভূত করে দেখেছেন অসীম সাহা, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন প্রমুখ 'সেই মেয়েটি' (৫.১১.৮৭) কবিতায় অসীম সাহা মেঘনা পাড়ের এককালীন সহজ সরল একটি মেয়ে যে আজ কলেজে অধ্যাপনা করে তার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে কবি। অথচ তাকে ভুলতে পারছেন না এক মুহূর্তের জন্যও 'সেই মেয়েটি মেঘনা পাড়ের/ একটি ঘরে থাকে/ সেই মেয়েটি মফস্বলে / অধ্যাপনা করে/ সেই মেয়েটি আমার দিকে/ মুখ ঘুরিয়ে রাখে/ বর্ষা এলে সেই মেয়েটির মুখটি মনে পড়ে'। বর্ষার অপরূপ সৌন্দর্যে কবি তার প্রিয়াকে খুঁজে পায়। কবির প্রত্যাশা একদিন তার অপেক্ষার শেষ হবে 'সেই মেয়েকে এইতো আমি/ অক্ষরে চিঠি লিখি/ বর্ষা এলো, বর্ষা তুমি/ এখন কোন দূরে?/ তোমার নামের বানান আমি/ হৃদয়ভরে শিখি/ আমায় তুমি সঙ্গী করো/ তোমার হৃদয় পুরে।' বাংলার প্রকৃতি মানব মনের একটি সজীব অনুষঙ্গ যেন। মহাদেব সাহার 'কোথা সেই প্রেম, কোথা সে বিদ্রোহ', (৮/২/৯০) কবিতায় প্রেম এসেছে ভিন্ন মেজাজে। দেশে বিদেশে প্রেম আর বিদ্রোহের খুব অভাব কবির দৃষ্টিতে। পৃথিবীকে বদলে দিতে স্রোতের মোড় ঘুরিয়ে-দিতে যে পড়ন্ত বিদ্রোহের প্রয়োজন তা আজ অনুপস্থিত। বিশ্বময়-ঐতিহাসিক-ঘটনাবলীর উদৃতি দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন সেই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর শক্তি কি আজ তিরোহিত তাই কবির জিজ্ঞাসা 'কোথায় সে প্রেম আর কোথায় সে তুমুল বিদ্রোহ/ সেই বিদ্রোহের অমর কবিতা ভেসে উঠে-' সেই লংমার্চ, সেই দুনিয়া কাঁপানো দশদিন/কোথা সেই প্রেম কোথা সে বিদ্রোহ/ কোথা সেই রমনার মাঠে উত্তোলিত দ্যুতিময় হাত/ কোথায় সে বিজয় দিবস, একুশের গান/কবি সাম্প্রতিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদদের কথা স্মরণ করে বলেন 'কোথা সেই বিদ্রোহী নূর হোসেন, শহীদ তাজুল/কোথা সেই বিদ্রোহের গান, প্রেমের কবিতা?' এমন অবস্থায় ক্লান্ত শ্রান্ত কবির অনুভূতি আজ যে দিকে তাকাই দেখি/ প্রেম বড়ো ফ্যাকাশে পাণ্ডুর, রুগ্ন বিদ্রোহ'। সত্যের পূজারী কবি-পৃথিবীময় নিটোল প্রেমেরই প্রত্যাশী আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন 'সাদা মাটা মেয়ে (২.৮.৯০) কবিতায় প্রেম দেখেছেন আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত উপজাতীয় এক নারীর মাঝে। কবিতাটিতে চলতি পথে এক উপজাতীয় মেয়ের অপরূপ সৌন্দর্যের ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'আমার উল্টো সিটের কোন টাতে বসে আছে চুপ চাপ মেয়ে,/ বোচা নাক, চ্যাপা মুখ, অগোছালো একরাশ চুল/ পরিপাট্য নেই কোন, আটপেঠেরে মাড়ি,/ চেয়ে আছে ম্লান চোখে আকাশের বল্লাহারা পেঁজা পেঁজা মেঘ'। এই নিরাভরণ- নিরহংকারী নারী যেন প্রকৃতিরই অনুষঙ্গ। একে দেখে কবি পুলকিত হন, ভাল লাগার চেতনায়-আন্দোলিত হন। বলে ওঠেন-' কি দারুণ ভাল লাগে অপলক চেয়ে থাকতে মেয়েটার মুখে/ বুকের ভিতর সে কি তোলপাড় অনন্ত পুলকে/ গোধূলির হোলি খেলা গাছে গাছে বড্ড ভাল লাগে, চেয়ে থাকতে বোচা নাক চ্যাপটা মুখ সাদামাটা মেয়েটার মুখে'। মেকি আর কৃত্রিমতায় ছেয়ে গেছে সমাজের অঙ্গ বাজার অর্থনীতির প্রবল প্রতাপে কসমেটিকসের দৌরাত্ম আজ সর্বত্র। অথচ এমনি পরিস্থিতিতে সাজ সজ্জাহীন আটপৌরে একটি সাদামাটা নারীর মুখ কবির অনুভূতিকে নাড়া দেয় হৃদয়কে ভালবাসায় সিক্ত করে। প্রেম শাশ্বত স্বত প্রণোদিত। বাইরের চাপ বা বল প্রয়োগে প্রেমানুভূতি সৃষ্টি হয় না। খালেদা এদিব চৌধুরী মৃগণাভি (১৪/১২/৮০) কবিতায় এ সত্যটি তুলে ধরেছেন। তার মতে প্রেম হল-'ব্যক্তিগত শব্দই সত্য ও সুন্দরের মৃগণাভি ঘ্রাণ ভরে প্রথম কুসুমিত ভালোবাসা আমারই আরক্ত জ্যোৎস্নায় প্রতীক'। মৃগণাভি যেমন কস্তুরী চড়ায় নিজের অজান্তে প্রেম তেমনি উৎসারিত হয় হৃদয়ের গভীর ঝর্ণাধারা থেকে।

৩.খ) কবিতায় সমাজ প্রসঙ্গ

সমাজের একক বা ভিত্তি হল মানুষ। সাধারণ অর্থে সমাজ হল প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পরিবেশে গড়ে ওঠা জনবসতি ব্যক্তির জন্মবোধের উন্মেষ, এর বিকাশ ও ক্ষয় সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ব্যক্তির কবি সত্তা সামষ্টিক জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় করে সৃষ্ট। ক্ষুদ্রার্থে ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ভাবনার ছন্দোময় উপস্থাপনই কবিতা। বস্তুত ব্যক্তির একান্ত ভাবনায় সমাজ, শ্রেণী, গোষ্ঠী লুকায়িত থাকে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাবনা চেতনা একক কবি সত্তায় পুঞ্জিভূত থাকে। যে কবি বৃহৎকে নিজের গণ্ডিভুক্ত করতে অক্ষম তার কবিত্ব বা কবিসত্তা দুর্বল। কাব্যকলার ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে এ সত্য প্রমাণিত হবে। সমাজ ও সমাজের মানুষ-ই এর মূল উপজীব্য। প্রায় দুই হাজার বছর

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে নিশরে যে সব কল্প-কাহিনী লেখা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজচিত্রেও বস্তুর সচেতনতা খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ ও সামজিক অবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় বাংলা কাব্যের আদি গ্রন্থ চর্যাগীতিকায়। বস্তুত কবি সমাজেরই একজন। সামাজিক সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, হতাশা, আশা তাকে সমভাবে ব্যথিত করে উদ্বেলিত করে। '৮০র দশকে রচিত কবিতার সমাজ সংশ্লেষতা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন রফিক চৌধুরী, শামসুর রাহমান, শিহাব সরকার, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিউল হুসাইন, নয়ীমগহর, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মাকিদ হায়দার, সানাউল হক, ভিনাত আরা, আমজাদ হোসেন প্রমুখ। তাঁরা সমাজের নানা অসঙ্গতি, সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনার ছবি তুলে ধরেছেন তাঁদের কবিতায়।

শিহাব সরকার 'সন্তান চাই' (৩.৮.৮০) কবিতায় সমাজের এক চিরন্তন বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। তিনি এ কবিতায় চাহিদার বৈচিত্র্য অবলোকন করেন অন্তর্গত ভাবনায়। কবিতায় কবি দুটি পক্ষ দাঁড় করিয়েছেন। এক পক্ষে তিনি নিজেও তার স্ত্রী মাহজাবীন অপরপক্ষে ফুটপাতের অগণিত জনতা। কবি ও মাহজাবীন সন্তানহীনা তারা ভীত অপরপক্ষে ফুটপাতের মানুষগুলো কলমুখর কর্মচঞ্চল। মাহজাবীনেব শরীরে নক্ষত্রেব বীজানু অপরপক্ষে কর্মচঞ্চল যুবতীগণ সন্তান উৎপাদনে উন্মুখ 'একদিন বিক্ষোভে বদ্ধমুষ্টি শ্লোগান তুলে/তছনছ করে দেয় পৃথিবীর স্তব্দ সকাল বেলা।/ যুবতীরা আরো সন্তান চায় যুবকের কাছে/ওদের শরীরে নেই নক্ষত্রের বীজানু ' কবি বিহবল এই মানুষদের চলমানতা দেখে উপলব্দি করেন যুগযুগান্তরে এরাই সভ্যতাকে নির্মাণ করে এরাই সভ্যতাকে ধরে রাখে। সভ্যতার এ মানব সন্তান সমান সুযোগ লাভে সক্ষম নয়। 'ভূমিহীন কবিতায়' (২২.৩.৮১) কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় এ সত্য প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ভূমিহীন যাযাবর মানুষ ঘুরে বেড়ায় পথে প্রান্তরে শিকড় গুঁজার মাটি এদের অন্তহীন স্বপ্ন। তাই তাদের চোখে ফুটে ওঠে 'মাঠের মধ্যে গাছ জোছনায় কুয়াশায় ভরু/ রুক্ষশ্বাস চেহেরার কালোঘেরা টোপ/এজমালী প্রকৃতির সংকীর্ণ দখল কবে হল। বলতে পারে না পাতার পাতায় চোখ কতোদিন মেলা তবুও দেখেনি ঢাল লাঠিয়াল।' কবে একবার এমনি মেলা দেখেছিল নৃ-তত্ত্বের বিষয় সেটি চলতি পথে ভূমিহীনরা দেখে কত অট্টালিকা প্রসাদুপম বসতি। অথচ 'তাকাতে পারে না উই মুখে খোঁচা খোঁচা/নীচে দ্রুত ঝড়োসড়ো দৃঢ় করে শেকড়ের নখ/আকড়ে থাকবে মাটি হবে না এমন ভূমিহীন।' এযেন ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি/তবু নিশি দিনে ভুলিতে পারিনি সেই দুই বিঘে জমি' র ওপেন। এই সব ওপেনদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয় ক্ষুধা, জ্বরা আর রূঢ় প্রকৃতির বিরুদ্ধে। অর্থনৈতিক দীনতা তাদের পিষ্ট করে গির্নিপিক করে রাখে। সব্যসাচী কবি ববিউল হুসাইন 'শ্যামল সন্দেশ' (২০.১২.৮১) কবিতায় যুগপৎ দারিদ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সহজ সরল সাবলীল ভাষার কবি দেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক দীনতা নারী ও শিশু পাচার, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি প্রভৃতির কথা বলেছেন দেশের নারী ও শিশু পাচার নিয়ে কবির উক্তি 'আমাদের মেঘরাঙা মেয়েদের ভীষণ কদর্তি দূর-প্রাচ্যের বাজারে/ এরা আর মাটি রাঙা ছেলেরা কখন কিভাবে যে অধুনা রমরমা/মানুষ ব্যবসায় দামী কাঁচামালে পরিণত হয়ে গেল/ তারা নিজেরাও জানে না।' স্বাধীনতার পর একদশকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি, ঘোষ, চোরাচালান, শিশু ও নারী পাচার জঘন্য রকম ভাবে বেড়ে যায়। এ ঘটনা যেমন কবিকে ব্যর্থিত করে তেমনি কতিপয় ধনাঢ্য পরিবারে গৃহবধু উশৃঙ্খলতা কবি সংক্ষুব্ধ। তাই বলে উঠেন 'কিছু কিছু গৃহবধূ শুধুমাত্র শখের জিনিস কিনতে বছরে কয়েবার / ব্যাংকক-সিঙ্গাপুরের দিকে পরী হয়ে ভড়ে চলে যান./' দেশের ক্রমর্বধমান দারিদ্র নিয়ে কবির উক্তি' আগে নাকি এদেশের ছিল অঢেল শয্য ও কৃষিবিদ/ সে ফসল ও নেই, মানুষ ও নেই সবাই এখন সবুজ উদ্ভিদ/ এদেশ পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বোঝা একটি অসাধারণ কর্কটীয় পরগাছা' তাই এ দেশকে তিনি বলেন 'এমন ভীষণ সুন্দর এই বাংলাদেশ /এখন বিখণ্ডিত এক শ্যামল সন্দেশ' স্বদেশের প্রতি কবির ভালবাসা থেকে উৎসাড়িত ক্ষোভ, বেদনা আলোচ্য কবিতায় তুলে ধরেন রবিউল হুসাইন। কবি সমাজ নিরলম্ব নয়। সমাজের পাপ অন্যায় শুধু ব্যক্তি বা সমষ্টিকে আক্রান্ত করে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কবিও এতে আক্রান্ত হবেন সমভাবে 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'? এ সত্য আজকের যুগের কবিগণ ও উপলব্দি করে সম্যক ভাবে। শুধু পাপ অন্যায়, অবিচারের প্রসঙ্গ উপস্থাপন নয় এর থেকে পরিত্রান চান কবি নয়িম গহর। পাপ পঙ্কিল এ সমাজে কবি নিজেকে উন্মোচন করে সমাজ থেকে পাপ ও বিনাশের অবসান ঘটাতে চান 'উন্মোচন' (১৩.১০.৮৩) কবিতায়। তাই তিনি বলেন 'দ্বিমাত্রিক চিত্রমেলার ধ্বনিহীন ঐসব মহৎ বিনাশ/বস্ত্রের আশের মতো খুলে খুলে ছিন্নতার ক্রমাগত আমি/

Dhaka University Institutional Repository

ধুয়ে যেতে থাকি কৃষ্ণপক্ষের মতো, উন্মোচিত হতে থাকি/ অশোক অপাপ অভয় মুহূর্তের বিস্তারের উর্মিমালায়।' কবির এ প্রত্যয়ে শরিক হতে পারেননি বিমলগুহ। 'সত্য ও সুন্দরের কাছে' (১৩.১০.৮৩) কবিতায় কবি নিজেকে সত্য ও সুন্দরের কাছে পরাজিত হিসেবে উপস্থাপন করেন। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে বলেন 'স্ফূর্তে মুখ দেখাচ্ছ অন্নের দুর্গন্ধ বোকা যায় তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিলে/তোমার সুন্দর মুখ ডাকলো/যেমন স্থির দুপুরে একটি গাছ তার ছায়াকে/লুকিয়ে রাখে নিজের অস্তিত্বে কিছুক্ষণ তুমি সত্যের মুখোমুখি হতে পারলে না/ তুমি সত্যের কাছে হার মানলে/তুমি সুন্দরের কাছে হার মানলে।'

হাবীবুল্লাহ সিরাজী রচিত 'আলো অন্ধকার' (১৯.১.৮৪) কবিতায় সমাজের এক ভিন্ন চিত্র অংকিত হয়েছে। অন্ধকার নেই কবির ভাবনায়। আলোর ভিতর চলছে জগতের খেলা নর্তকীর মতো 'আলোর ভেতর বসে কেউ খেলে কোমরের বিছা,/ কেউ তার চন্দ্রভর খাপ ছুয়ে আলতো পরখ করে/ মধ্যবর্তী শব্দহীন কৃষ্ণ টেস্টা নল।' কবি লোক চক্ষুর এ আলোর মেলায় সত্য খুঁজতে গিয়ে দেখেছেন 'ভারি কোনে অন্ধকার যে দেখে গভীর নীচে/ তার ঠোঁটে নুন জমে আছে/আলো আছে অন্ধকার দূরে আছে/ আলোর ভিতরে।' সত্য ও সুন্দরের খুঁজে কবি তাই যাযাবর

শামসুর রাহমান অতীতের স্বপ্নিল ঐতিহ্যের কিংবা প্রাচীন ইতিহাসের সুরম্য অট্টালিকার সুসজ্জিত পরিবেশের কথা বর্তমানে না তুলার কথা বলছেন স্নেহভাজন আব্দুল মান্নান সৈয়দকে উদ্দেশ্য করে 'এখন সে কথা থাক' (৭.২.৮৫) কবিতায়। কবি বলেন 'প্রাচীন দুর্গের মতো একটি বাড়ির কাছে যাই/ মাঝে-মধ্যে, দাঁড়াই সামান্যক্ষণ, এদিক, ওদিক লক্ষ্য করি,/দূর থেকে জেনে নিতে চাই/ বাড়ির ভেতরে কতটুকু অন্ধকার কিংবা কতটা আবীর' কিন্তু কবির পর্যবেক্ষণে 'কতিপয় নীলাভ ময়ূর/ঘোরে সারাক্ষণ আশেপাশে, মাঝে মাঝে/তার কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে ঝাড়লণ্ঠনের মতো,/সেভাষা বুঝি না।/আজ থাক সে বাড়ির কথা/' বস্তুত বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার পূর্বকথা নয় বর্তমানই কবির আরাধ্য বিষয়। কারণ স্বৈরশাসনে পিষ্ট মানুষ আজ অতিষ্ঠ। অর্থনৈতিক দীনতার সাথে বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আজ রহিত। এর থেকে পরিত্রাণ প্রয়োজন। তাই 'তোমাকে পাঠাতে চাই (১০.১০.৮৫) কবিতায় কবি তার গানকে পাঠাতে চান বাংলার প্রতিটি ঘরে। শ্রমজীবী মানুষের দ্বারে দ্বারে যেন সে বিপ্লবের আহবান জানায় মানুষকে জেগে ওঠার। ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিশৃঙ্খলা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় উৎকণ্ঠিত কবি তার গানকেই অস্ত্র হিসেবে পাঠিয়ে মানুষকে সংগঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করতে বলে উঠেন 'তোমাকে পাঠাতে চাই শহরের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে,/ ভিড়ে পার্টির কর্মীদের যুক্তিতর্কে আন্দোলিত/ গোপন বৈঠকে, যদি যাও তুমি পাবে নব্য ভাষা/সেখানে, আশ্বাস দিতে পারি, কখনো হয়োনা ভীত।' কবির এ গান যক্ষপ্রিয়ার মেঘদূত নয়। এ গান নজরুলের অবিনাসী গান বজ্র কঠিন অহবান। ভীরুতা, কাপুষতার কোন অবকাশ আজ নেই। বাংলাদেশের সবত্র আজ জাগ্রত জনতা। 'যেখানেই যাও, সভা থমকে দাড়াবে যেনো, বলবে সবাই সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে' কেমন সতেজ রক্তজবা/সাজহীন অপরূপ সাজে এলে আমাদের ঘরে।' শামসুর রাহমানের প্রত্যাশা মেহনতী মানুষের সম্মিলিত শক্তি অবসান ঘটাবে কুশাসনের। একই বাসনা কবি মাকিদ হায়দারেরও। 'যেতে হয় যাবে' (১৯.১০.৮৫) কবিতায় কবির অনুভূতি সমাজের সবকিছু আজ একটি মূঢ়ের মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে। গণমানুষের সুখ, দুঃখ আনন্দ, বেদনা সেই মুষ্টিতে আবদ্ধ। এখন প্রয়োজন একজন যোগ্য ডাক্তার যে কিনা ঐ বদ্ধমুষ্টি খুলতে পারবে। 'অতএব সেই বদ্ধমুষ্টি এবার আমরা খুলে দেখতে চাই/সাধ, আহলাদ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, কার কি ঘুমিয়ে আছে/তার সেই বদ্ধমুষ্ঠির ভেতর/তার জন্যে যতো দূর যেতে হয় যাবো।/কিন্তু আমাদেরকে আর কতোদূর যেতে হবে।' কবির এ অনন্ত পথ পাড়ি দিতে ক্লান্তি নেই। শুধু আছে প্রশ্ন কবে কখন অবসান ঘটবে সমাজের কলুষতা, অসুস্থতা, দীনতা। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল এ দেশের মানুষ কবে লাভ করবে মাকিদ হায়দারের এ প্রশ্নের উত্তরে সানাউল হক সম্ভবত খুজেছেন পাঞ্জেরীর মত একজন যোগ্য নাবিককে। যাকে তিনি পরমাত্মা বলে অবহিত করেছেন। 'পরমাত্মা' (২৬.৬.৮৬) ও 'রক্ত ধন্বতরী' (২৬.৬.৮৬) কবিতাদ্বয়ে কবি দেশের মুক্তির অন্বেষণ করেছেন। তাই পরমাত্মার খোজে কবি ভ্রাম্যমান 'কোথা থেকে কোথা যাই ঘূর্ণিত পৃথিবী/ শস্যের অন্বিষ্ট মাঠে লাঙল সারথি,/ দেয়ালে বাড়ানো বাহু উন্মুখ ব্রততী/ এখানে বাগানে মালঞ্চের বাহুজীবী।'

Dhaka University Institutional Repository

পরমাত্মার এ খুঁজা করে শেষ হবে কবি জানে না। কিন্তু 'রক্ত ধন্বন্তরীতে কবি সাধারণ মানুষকে খুঁজে পেয়েছেন তাই বলে উঠেন 'সাধারণ মানুষের অঙ্গীকার উচুঁ রথ/পথে ও বিপথে ঘোরা, হয়তো কখনো দুঃখ/বিশীর্ণ শরীরী কন্যা, দীর্ঘরাত্রি মনস্তাপ/প্রভাতে চড়ুই সভা তরুশীর্ষে পাতার কম্পন/ অতঃপর মনে হয় করায়ত্ত সম্পূর্ণ স্বদেশ।'

'আমাদের ব্যক্তিগত পাপ' (১৩.১১.৮৬) কবিতায় জিনাত আরা- সমাজের ভারসাম্য হীনতায় আহত একদিকে বিলাস বসনের জীবন অপরদিকে নিয়ন্ত্রণ। কবির কাছে মনে হয় এযেন এক চিরায়ত বৃত্ত। এর হাত থেকে রেহাই নেই।

'শীতকালীন মৃদু মিষ্টি রৌদ্রে এই রফিক/সাকশজি হেঁকে যাওয়া মানুষেরা/সহজ জীবনের যে সুস্থ সন্ধ্যান দ্যায়, /তার বাইরে পরিত্যক্ত গ্রামগুলি/অন্নহীনতায় উড়ন্ত বস্ত্রভারে কত বেশী/কুকড়ানো মলিন অসহায়/' তাই কবির উপলব্ধি 'সকলেই এ জীবনে পরাজিত/ম্লান এক নিষিদ্ধ পাপের ইতিহাস।' পাপের ইতিহাস নিমজ্জিত নগর জীবন অতীষ্ট কবি সৈয়দ হায়দারের কাছে। নিষিদ্ধ নক্ষত্র ওঠা (১৩.১১.৮৬) কবিতায় কবি একটু নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছেন, শহরের নিষ্ঠুরতা কবিকে অন্যত্র যেতে প্রেষণা দিচ্ছে। অব্যাহত সন্ত্রাস দাঙ্গার শহুরে জীবন কবির কাছে অসহ্য তাছাড়া সম্প্রতি শুরু হয়েছে গ্রেফতার নজরবন্দীর পালা, কবির ভাষায় 'কে যেন বললো ডেকেঃ ঘরে ফিরে যাও/ তোমরা এখন, রাস্তায় চেকিং শুরু/হয়ে গ্যাছে, মানুষ খুঁজতে/ বেরিয়ে পরেছে মানুষের প্রতিপক্ষ/মানুষ জঙ্গল এক।' কিন্তু কোথায় যাবেন তারা। ঘর, নদী, মাঠ, ঝর্না সব নিষিদ্ধ আইনে জর্জরিত। কোন শোভাই যেন প্রসফুটিত হওয়ার নিয়ম নেই। যে কোন সঙ্গীত বৃক্ষ, নদীর স্রোত সব যখন নিষিদ্ধ চক্রে বন্দী তখন কবিও তার সঙ্গীরা ভাবলেন নক্ষত্রের কথা। কিন্তু 'যেন আকাশের সিঁড়ি বেয়ে এখন নামছে সন্ধ্যা/ খুঁজছি উঠছে কি-না/নক্ষত্রের, রাহু, এখানেও/রয়েছে আইন, নিষিদ্ধ নক্ষত্র ওঠা।' এমনি অবস্থায় বিপন্ন কবির আহাজারি 'আমরা ক'জন এখন কোথায় ফিরি?' সারা দেশে স্বৈরশাসনের যাতাকলে পিষ্ট। এ সময় সুকুমার বৃত্তি চর্চা অসম্ভব তাই কবি ও তার সঙ্গীদের প্রয়োজন নিরাপদ আশ্রয়।

১৫.১.৮৭'র সাহিত্য সাময়িকীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি অসামান্য কবিতা 'আরে ছো' প্রকাশিত হয়। চারদিকের যুদ্ধাবস্থা অরাজকতা কবিকে ক্ষুব্দ করেছে আহত করেছে। অভিমানে দুঃখে তাই তিনি লিখেন 'কেউ এক চণ্ডীদাস বলে/ কোথাকার কোন এক বোষ্টম/কবে কোন মান্ধাতা আমলে/বলেছে লাগিয়ে দম/শুনছ মানুষ সত্য/ সবারে উপরে। তুমি তাই বিশ্বাস করেছ। আরে ছো!' কবি তার সমাজের অব্যাহত অন্যায়, অত্যাচার বিরুদ্ধ প্রাচীন বুলিতে কবি তাই বিশ্বাস স্থাপত করতে পারছেন না- কারণ 'এখনে আমার সঙ্গে/তুমি এসো এই মোড়ে চেয়ে থাকে।/ দাঁড়াও, এখুনি পড়বে এ রাস্তায় আরও একটি লাশ।' কবিতার শব্দ চয়ন অভিনব, একেবারে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক ভাষাকে কবিতায় তুলে এনেছেন অবলীলায়।

১৯.৩.৮৭ সাময়িকীতে 'এসব কি হচ্ছে? আমি বাড়ি যাবো' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন আনজুম হোসেন স্বাধীন বাংলার সমসাময়িক জীবন চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন কবি তার ঐ কবিতায়। '৮০র দশকে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন যখন সমাজে বদ্ধমূল তখন এর বেড়াজাল থেকে উদ্ধারে আন্দোলন সংগ্রামের ব্যতায় নেই, এ কবির জঙ্গম চেতনা। কিন্তু গণতান্ত্রিক অনাচারে হতবিহবল হয়ে কবি প্রশ্ন তুলেন 'এ সব কি হচ্ছে? আমি বাড়ি যাবো বলে/কাকে যেন? ডাকলামঃ যে এখন যুদ্ধে হঠাৎ কি ভয়ানক শব্দে/ ঝড় জল বিদ্যুতের মতো আমার দরোজা খুলে/দু' হাত দু'চোখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় আমাকে /শোকাচ্ছন্ন মধ্যরাত্রে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে ট্রাকে?' এ দুরাচারে কবি ক্ষুব্ধ। তার জিজ্ঞাসা 'এখন কি স্তব্ধ সব? ছিন্নভিন্ন? কেউ নেই কোন খানে /আকাশ কি চুপচাপ? মেঘ? ভয়ঙ্করে অশ্রের গর্জনে? /বাইরে কি কারফিউ? অন্ধকার বাতাসে বারুদ? আমরা কি সবাই এখন আলতাফ মাহমুদ।' কবির স্বরণে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে নিহত বুদ্ধিজীবী অসংখ্য জনতা। তিনি ভাবছেন এখন কি এমনি অবস্থা চলছে ছায়াচিত্রের মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠে আসাদ। শহীদুল্লা কায়সার জহির রায়হান প্রমুখের ছবি। 'এ কেমন নিখোজ খবর। যেন কেউ কিছুই জানেনা ব্যর্থ গোয়েন্দা বিভাগ? পুলিশের রিপোর্ট কি তা ও তো বললো না/এখনো পারি যার কবর খুঁড়তে জ্বলেনি আগর বাতি সুগন্ধী লুবান/কি করে বলবে আমি তারই নাম জহির রায়হান।/' কবিতায় কবির প্রচণ্ড আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। 'এই বদল আমরা ও নিচ্ছি দু'হাতে' কবিতাটি লিখেন সিকদার আমিনুল হক (৯.৪.৮৭)। সমাজের নানা প্রেক্ষাপট দ্রুত বদলে যাওয়ার কথা বলেছেন অকপটে

Dhaka University Institutional Repository

'এখন সবকিছু খুব বদল হবার খুব কাছে এসে গেছে দ্বাররুদ্ধ ঘরে এখন বকুল ফুলের মালা জড়িয়ে/ক্রন্দন বা চন্দন মুছবার রীতি নেই/।' কারণ 'মানুষের পাশে এখন মানুষের গা থেকে বাঘের গন্ধ বেরোয়' মানুষের পাশবিকবৃত্তি কবিকে আহত করে শংকিত করে 'তা হলে বদল হচ্ছে/কিন্তু কিভাবে আমাদের বদল হচ্ছে তা জানি না।/জানবার কথা ও নয়/সারাদিন তো আমরা বদলের দিকে তাকিয়ে থাকি না।' সমাজ পরিবর্তনের সূক্ষ্মতম বিষয়টি কবির দৃষ্টিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে । সমাজের সুপ্রাচীন বিষয়টিকে সময়ের সংশ্লেষে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন কবি 'এখন আমি কি করি' (৭.১.৮৮) কবিতায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বৈরাচারী আচরনের প্রতিবাদ না করে একদল মানুষ। সে কবি, সাহিত্যিক, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী যেই হোক না কেন] যখন তার ভাগ নিতে ছুটোছুটি করে তখন কবিও তাদের মিছিলে শরীক হতে চান। '---বল্লাম হুজুর/আমিয়ো একটু ধামা ধরার সুযোগ চাই/বহুপথ পাড়ি দিয়ে হেঁটে বাসে, রিক্সায় এসেছি/ বহুদুর থেকে বুকে বড়ো আশা নিয়ে/ধামা ধরার খাজটা আমার চাই/' কিন্তু কবিকে শুনতে হয় হতাশার বানী 'বিষন্ন বদনে ধামা বন্টনকারী দুটি হাত উঠেগেল/ওপরের দিকে বারবার/তার মুখে শোনা গেল কোন ধামা বাকি নেই।/' সমসাময়িক সমাজের প্রতিছবি ফুটে উঠেছে কবিতায়।

'নীল নকশা' মাফরুহা চৌধুরী রচিত একটি কবতিা (৫.১.৮৯)।বন্যা এবং বন্যাপোলক্ষে আয়োজিত নানা কর্মকান্ড কবির কলমে উঠে এসেছে। কবির মতে এ যেন নীল নকশা। সময় হলেই প্রতিবছর হবে বন্যা। ত্রাণকর্মী, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার তাদের শুরু হবে সম্মিলিত কর্মযজ্ঞ। বাঁচাতে হবে বানভাসী পীড়িত লোকদের 'বছরের নির্দিষ্ট সময়ে/ডাক পড়বে।/সাড়া দিতে হবে তখন /বাধভাঙা অথবা/বরফগলা খরস্রোত বিপুল পানির ঘূর্ণি/ ডোবাবে ভাসাবে জনপদ ফসলের মাঠ।/নীড়হারা হবে গৃহপোষ্য প্রাণী/এবং বালবৃদ্ধ নারীরা।' বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিচ্ছবি কবিতায় প্রকটিত।

কবি সানাউল হক খান রচিত ভিন্নধর্মী কবিতা 'কাজ' (২১.১২.৮৯)। কবি কাজ করতে চান। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের অভিমত বড্ড দেরী হয়ে গেছে 'বড়ে দেরী হয়ে গ্যালো ভাই। বড়ো বেশী দেরী' তাই বলে হতোদ্যম নম কবি। কাজ করার আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল। 'ইচ্ছে অর্থাৎ সেই একই কাজ/ এখেনার বুকে কান পাতা বাংলার শোকার্ত সেই জীয়নের/নিরিবিলি গভীর জ্ঞানের পংক্তি শোনা/তার কিছু কাজ চাই, চাই সত্যেব শুদ্ধির আরাধনা' কিন্তু কবি নিরাশ প্রত্যাশিত কাজ না পেয়ে।

৩.গ) কবিতায় সমকালীন রাজনীতি

'৮০র দশকে বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল দ্বন্দ্বমুখর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, সংঘাত, নেতৃত্বের পরিবর্তন, স্বৈরাচারী সরকার কায়েম ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে ক্রিয়াশীল। গত দশকের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এ দশককে ও আলোড়িত করে। প্রতিষ্ঠিত আওয়ামীলীগ, বামধারা, জামাত-ই ইসলামী বাংলাদেশের পাশাপাশি নবগঠিত বি.এন.পি পুরো দশকের রাজনীতিকে সক্রিয় রেখেছে। বি.এন.পির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান '৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রামে কতিপয় বিপথগামী সামরিক বাহিনীর সদস্যের হাতে নিহত হলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। ৮২'র মার্চ মাসে নির্বাচিত সরকারকে পদচ্যুৎ করে সামরিক বাহিনীর প্রধান লে.জে. এরশাদ ক্ষমতাসীন হন। অসাংবিধানিক পন্থায় এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে-ই সকল রাজনৈতিক দল এর বিরোধীতা করে। শুরু করে স্বৈরাচার পতনের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্দ এ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অন্যান্য গণতান্ত্রিক চেতনার সুধীজনের সাথে সাথে কবিগণকে ও অনুরোণিত করে, বিক্ষুব্দ করে, ব্যথিত করে। যার বহি প্রকাশ ঘটে কবিতার চরণে চরণে গণতন্ত্রকে প্রিয়তমা অভিহিত করে শামসুর রাহমান লেখেন পরিবর্তন (১১.২.৮৮) কবিতাটি। কবি প্রিয়ার অনুপস্থিতিতে বিস্বাদ লাদে শহরের সবকিছু 'এই তো কদিন মাত্র তুমি নেই এ শহরে, অথচ আমার/মনে হয়, অনেক আলোকবর্ষ তোমাকে দেখি না। কত যে সভ্যতা লুপ্ত হলো তারপর ও শুনি না তোমার কণ্ঠস্বর এবং তোমার আশ্চর্য হাসির জলতরঙ্গ বাজে না যুগ যুগ ধরে' প্রিয়তমার এ বিচ্ছেদে শহরের গাছ পালা পশু পাখি

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি খাবারের দোকান অথবা বিউটি পার্লারও কবির কাছে শোকে ম্রিয়মান মনে হয়। এ শহরকে নিয়ে তাই কবির উপলব্ধি 'এ কেমন শহরে এখনো বেঁচে আছি? হিংস্র ধূধূ মরুভূমি /ঢাকাকে করেছে গ্রাস প্রেতায়ত অলিগলি যায়./দিন যায়, রাত কাটে ছায়াময়তায়, চতুর্দিক/ কী নিশ্চুপ, এমন কি কুকুরের ডাকে/ সীমাহীন নৈশ নিস্তব্ধতা একবার ও চমকে ওঠে না।'

সানাউল হক খান 'বিরাগী উচ্চারণ' (৭.২.৮৮) কবিতায় স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেন স্বৈরাচারী সরকারের প্রতিনিয়ত অনাচার দুরাচারে অতীষ্ট কবির স্বস্তির যায়গা নেই কোথাও- 'কোথাও যাই না', কেন যান না কবি। অব্যাহত অসত্যের কারণে শুনেন না টি.ভি রেডিও। শোনে না তিনি বি.বি.সি. ভোয়া. আকাশবাণীও কারণ- 'শোনার মতো কিছু নেই, কিছুই নেই' : তাই বলে নিরাশ নন কবি। 'তবে হাঁ যাবো সেখানে যাবো' যখন সবকিছু হবে স্বাভাবিক। অনুকূল দেখবে একদিন/মতিঝিলের বিশাল শাপলার ওপর/থরে থরে বসে থাকা বিরাগী ভ্রমরের দল/শুনবো গুন গুনঃ আমার সোনার বাংলা' কবির এ প্রত্যাশা পূরণে প্রয়োজন আপামর জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। সংগ্রামের এরূপ প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন কবি সোহরাব হাসান 'ঐ যে মিছিল যায়' (২৪.১১.৮৮) কবিতায়।

বাঙালি জাতির ইতিহাস মূলত সাধারণ মানুষের ইতিহাস। দেশের উদ্ভব ও বিকাশে এ দেশের তাঁতী জেলে কামার কুমার ছাত্র তরুণ শিক্ষক বুদ্ধিজীবী প্রমুখের ভূমিকাই প্রধান। কবি 'ওই যে মিছিল যায়' কবিতায় বাংলার আপামর মানুষের অংশগ্রহণে অগ্রসরমান মিছিলের কথা বলেছেন দীপ্ত উচ্চারণে 'ওই যে মিছিল যায়' কে যায় মিছিলে?/ ভূমিহীন চাষী নায়ের মাঝি ক্ষেতের মজুর/বনেদী জেলে/ কামার কুমার/যায় সে মিছিলে।' কেন যায় মিছিলে বহু আকাঙ্খিত স্বপ্ন সাধ পূরণের লক্ষ্যে। 'স্বপ্নভাঙা/মানুষের/স্বপ্ন ও আশা/দুঃখ বেদনা/অতীত-আগামী/ যায় সে মিছিলে '

মিছিলের সার্থকতা নিয়ে সন্দিহান কবি সৈয়দ হায়দার : 'বহু কিছু শান্তিতে' (১০.১১.৮৯) কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন বোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করে সফলতা পাওয়া যায়। কিন্তু যে নির্বোধ, বেহায়া তাকে কীভাবে সরানো যায়। স্বৈরাচারী সরকার তার চাটুকারদের নিয়ে এমন সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে যাকে শয়তানের রাজ্য বললে ভুল হবে না। তাই কবি বলেন 'এক শয়তান এক লক্ষ ভদ্রলোকের সমান/ আর যদি একদলে মিলে চলে পাঁচ শয়তান/কার সাধ্য জন জীবনে মানবতার পক্ষে আনে/ ফুলবনে শুধু কাঁটা ফুটে থাকে গোলাপের গাছে।' ভদ্রবেশী এ শয়তান সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সকল আয়োজন সম্পন্ন করতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন পরিকল্পিতভাবে এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা চলে। এ প্রেক্ষিতে শামসুর রাহমান লেখেন-'সুধাংশু যাবে না' (১৫.১১.৯০) কবিতা। অক্টোবরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমি কবিতার বিষয়। --- 'লুণ্ঠিত মন্দির আর অগ্নিদগ্ধ বাস্তুভিটা থেকে/একটি বিবাগী স্বর সুধাংশুকে ছুঁলো/। আখেরে তুমি কি চলে যাবে? বেলা শেষে/সুধাংশু ভস্মের মাঝে খুঁজে/বেড়ায় দলিল, ভাঙা চুরি, সিদুরের স্তব্ধ কৌটা/স্মৃতির বিক্ষিপ্ত পুঁতিমালা।' লুটেরারা সব ধ্বংস করে দিলেও কবির মিনতি 'আকাশের নীলিমা এখনো /হয়নি ফেরারী, শুদ্ধাচারী গাছপালা/আজো সবুজের/পতাকা উড়ায় ভরানদী। কোমর বাঁকায় তন্বী বেদেনীর মতো / এ পবিত্র মাটি ছেড়ে কখনো কোথাও/পরাজিত সৈনিকের মতো সুধাংশু যাবে না।' কেন যাবে সুধাংশু পিতৃপুরুষের ভিটা মাটি ছেড়ে ইতিহাস সংস্কৃতি বলয় ছেদ করে কেন সে পরদেশে পাড়ি জমাবে। বরং যে অপশক্তি সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের পায়তারা করে তার বিরুদ্ধে দূবার আন্দোলন গড়ে তুলা দরকার। সকল বিরোধী দলের সম্মিলিত আন্দোলনে অবশেষে পতন ঘটে স্বৈরাচারের। এর প্রেক্ষাপট অবরোধ (২০.১২.৯০) কবিতায় তুলে ধরেন জাহিদ মোস্তফা 'পুলিশের নীল ব্যারিকেড ভেদ করে/কতো সহজেই কয়েকটি মৃত্যুহীন প্রান/অজস্র সাথীর সাথে রাজপথে/রচনা করলো অবরোধ।' কেন এই অবরোধ কবির ভাষায় 'এই অবরোধ ঘাতক দালাল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে /এই অবরোধ ভোট ডাকাত হত্যা ক্যুর বিরুদ্ধে /এই অবরোধ দুর্নীতিবাজআমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে /এই অবরোধ আপোষকামী রাজনীতির বিরুদ্ধে /এই অবরোধ ধর্মব্যবসায়ী কামুক ধর্ষকারীদের বিরুদ্ধে /এই অবরোধ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদের বিরুদ্ধে।'

Dhaka University Institutional Repository

৩.ঘ) কবিতায় বৈশ্বিক চেতনা

'৮০ র দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিশ্ব মূলত সৌভিয়েত ও মার্কিন ব্লকে পুরোমাত্রায় বিভাজিত ছিল। গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ারশ জোটকে সক্রিয় রেখেছে পূর্ণমাত্রায়। পেরেস্ত্রোয়কার মন্ত্র নিয়ে গর্বাচেভ সোভিয়েত মঞ্চে উপস্থিত হলে মার্কিন চিন্তা চেতনার প্রসার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে সমগ্র বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারনা বাজার অর্থনীতির প্রবল জোয়ারে ভেসে যায় খরকুটের মতো। গর্বাচেভের পর 'ইয়েলৎসিন' সেই জোয়ারে নাও ভাসিয়ে সোভিয়েত পতন ত্বরান্বিত করে। ভেঙে যায় ওয়ারিশ জোট অবসান ঘটে স্নায়ু যুদ্ধের। পুঁজিবাদী মার্কিন নীতি এক কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার ডাক দিয়ে মোড়লিপনার ষোল কলা পূর্ণ করে। আজকের স্থিরীকৃত বিশ্বব্যবস্থার সূচনা ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সিকি শতাব্দি পার না হতেই ইউরোপ জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। পর পর দুটো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিশ্ব বিবেককে আলোড়িত করে। আন্দোলিত করে। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এশিয়া এই তিনটি মহাদেশ যুদ্ধে আক্রান্ত হলেও এর নিয়ন্ত্রক ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ইউরোপ এবং স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে এতে জড়িত হয় আমিরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এশিয়া বা আফ্রিকার কোন দেশ উক্ত যুদ্ধকে প্রভাবিত করতে পারে নি ফলশ্রুতিতে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব ব্যবস্থায় ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বিশ্বের অন্যান্য দেশের ধরা ছুয়ার বাইরে চলে যায়। বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ামক হয়ে পড়ে তারা। সৃষ্টি হয় উন্নত অনুন্নত বিশ্বের। রাজনীতি অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই উন্নত বিশ্বের পরিমণ্ডলে বৃত্তায়ন হয়ে পড়ে। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা পায় তা 'ভেটু ক্ষমতা' নামক ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হয়ে মেকি সমিতিতে পরিণত হয়। বিশেষত '৮০র দশকের প্রথমার্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত ভূমিকা রাখতে পারছে না এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা, আফ্রিকার বর্ণবাদ সমস্যা উক্ত সময়ের বহুল আলোচিত বিষয়। এছাড়া আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর অনুপ্রবেশ এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ। ইরানে ইসলামী বিপ্লব ও ইরান-ইরাক যুদ্ধ গোটা বিশ্ব ব্যবস্থা কে অস্থিতিশীল করে রাখে। বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে বৈশ্বিক চেতনা রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রোত্তরকালে প্রবল ভাবে দেখা দেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বে সর্বহারা মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কলম ধরেছেন জোরালোভাবে। স্বাধীনতাউত্তর বাংলায় কবিগণ ও এ প্রেক্ষিতে সমভাবে সচেতন, প্রতিবাদী রফিক আজাদ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আহসান হাবীব, শিহাব সরকার প্রমুখ এ সময় বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনায় উদ্বেলিত হয়ে কলম ধরেন। 'অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান অনেনোন' (৬.৯.৮১) কবিতায় রফিক আজাদ বৈশ্বিক অস্থিরতা আর বিশৃঙ্খলায় ক্ষত বিক্ষত। যা স্বাভাবিক তা না হওয়াই যেন স্বাভাবিক। পারিপার্শ্বিক অনিয়ম দূরাচার কবিকে 'মানুষ' সম্পর্কে বিষিয়ে তুলে। ক্রমশ তিনি হারিয়ে ফেলছেন মানুষের প্রতি বিশ্বাসকে। কবি নিমগ্ন থাকেন নিজের ভাবনায়। ভাবনাগুলোর একটি উত্থিত না হতেই আরেকটি এসে বাসা বাধে-

'একটি ধারনা যদি মগজের কোষে দানা বাঁধে/অপর ধারনা এসে জায়গা দখল করে নেয়/। এইভাবে অবিরাম জন্ম মৃত্যু ঘটে প্রতিদিন/ধারনা গুলির'। কবির এ ধারনা মানুষকে নিয়ে। তার আরাধ্য ও মানুষ। কিন্তু এ মানুষ-ই তার কাছে রহস্যময়' 'মানুষের কথা ও বক্তৃতা শোনার চেয়ে আমি/গভীর গভীরতম অর্থবহ শব্দ/শুনেছি তো গোরুদের কাছে/ গোরুদের ভাষা তবু বুঝিঃ/ মানুষের হাম্বা আমি কিছুতেই বুঝি না।' বিশ্বব্যাপী মানবতার চরম লজ্জন কবিকে বিক্ষুব্দ করে। তাই তার প্রচন্ড ক্ষোভ 'মানুষ' শব্দটি লিখে আমি তাতে মুতে দিতে চাই।' তার এই ক্ষোভ হতাশা আরো গভীর ভাবে প্রকটিত হয় 'হারানো কবিতাগুলো আমার' (৬.১২.৮২) কবিতায়- এশিয়া ইউরোপ ল্যাটিন আমেরিকায় কবি তাঁর কবিতায় ধ্বংসলীলা দেখেছেন। দেখেছেন জলস্থল শূন্যে কবিতার বিবর্ণচিত্র। কারণ কবি তৃতীয় বিশ্বের এক দরিদ্র কৃষক 'তৃতীয় বিশ্বের আমি দরিদ্র কবি/ আমার পক্ষে পুরোপুরি স্বাধীন ও বিবেকাধীন/জীবন যাপন করাই সমস্যা।' তাই তার কবিতা দেশে দেশে বিধ্বস্থ হচ্ছে। অবহেলিত পীড়িত মানুষের মুখে মুখে নিষ্পেষিত হচ্ছে। জাতিসংঘের ব্যর্থতার কবি'র কবিতা বিলুপ্ত হচ্ছে। কিন্তু কবি চান 'ইস্ততঃ বিক্ষিপ্ত/ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবিতাগুলোকে আমি/ 'ফিরে পেতে চাই' তিনি মনে করেন। 'ফিরে পাওয়া বড়ই জরুরী' কারণ এইসব কবিতা ফিরে পেলে তবেই আমি আমার কবিতা সমগ্র প্রকাশ করতে পারি।' রফিক আজাদের মতো সাইয়িদ আতীকুল্লাহও বিশ্ব ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থায় হতাশ-নিরাশ। কিন্তু তিনি চান না এই

Dhaka University Institutional Repository

অব্যবস্থা অব্যাহত থাকুক 'সংক্ষিপ্ত আমার প্রার্থনাও (২৯.৯.৮৩) কবিতায় তিনি চান না আর একটি হিরোসিমা অথচ বিশ্বের মোড়লরা ভ্রাতার অন্তরালে তাই করছেন 'চলছে ভীষণ জটিল কূটনীতির/বৈঠকী সব প্রীতিভোজের ফাঁকে খেলা চলছে যা কিছু ভয়ভীতির/দরকষাকষির আড়ালে মোড়লেরা জড়ো করে রাখছে/ অতিরিক্ত আরও কিছু বোম অন্ধকারে।' হিরোসিমার ভয়াবহতায় আজো বিশ্বের কোটি জনতা শিহরে উঠে। এর ধ্বংসযজ্ঞ সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে ভ্রুকুটি হানে। তাই কবি চান 'যেন সবজির বাগানে না থাকে কোনো বিষাক্ত কীর আনাগোনা/না থাকে কোনো আগাছার ভীষণ জংলীর দৌরাত্য, যেন দোনামোনা/ করতে করতে ঝিমিয়ে না পড়ে ক্ষেতের কৃষক কোনো অজুহাতে/মানুষ মানুষী যেন টিকে থাকে ছোট বড় হতাশার/আঘাত ঠেকাতে।' এই পৃথিবী মানুষের কবির প্রত্যাশা মানুষই যেন একে রাখে বসযোগ্য সুস্থ্য সুন্দর।

'সেই অস্ত্র' (১৩.৩.৮৪) কবিতার রচয়িতা আহসান হাবীব। বিশ্বময় অব্যাহত ধ্বংসলীলা কবিকে বিচলিত করে উদ্বেলিত করে। তাই কবির প্রার্থনা 'সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও/যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে/পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত/ যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে/অরণ্য হবে আরো সবুজ/নদী আরো কল্লোলিত/পাখিরা নীড়ে ঘুমাবে ' কবির ভাষায় সে অস্ত্র হলো- 'সেই অমোঘ অস্ত্র ভালোবাসা।' কবি ভালোবাসার দ্যুতি ছড়িয়ে বিশ্বের বিনাশী শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করতে চান। পৃথিবীর মানুষ শান্তি প্রত্যাশী। সে যে স্থানেই অবস্থা করুক না কেন শান্তিই তার আরাধ্য কাম্য।

বিশ্বময় শান্তির অন্বেষায় নাসিমা সুলতানা 'দুদণ্ড শান্তির জন্য' (৭.৬.৮৬) কবিতায় শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের কাছে প্রত্যাশা করে শান্তির। 'তবু তুমি জাতিসংঘ, শান্তি শান্তি ওম/দুঃখ পেলেও দু'দণ্ড শান্তির জন্যে আমি তোমার কাছেই যাই।' কবি মানুষের নৈতিক চাহিদা পূরনে জাতিসংঘকে যুদ্ধ এড়িয়ে শান্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

বর্ণবাদ এ সময় কলঙ্কতিলক লেপন করে বিশ্ব সভ্যতায়। দক্ষিণ আফ্রিকার শেতাঙ্গ সরকার নাঙ্গাভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিগ্রোদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালায়। কেনেথ কাউন্ডা, নেলসন মেন্ডেলাসহ হাজার হাজার নেতা কর্মীকে জেলে আটকে রাখা হয়। 'কালো' মানুষের মুক্তির কথা বলতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয় অসংখ্য, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যিকদের। তরুণ কবি বেঞ্জামিন মঁলয়েস তাদের মধ্যে অন্যতম। শেতাঙ্গ সরকার অন্যায়ভাবে বর্বরোচিত ভাবে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। মলয়েস এর হত্যাকাণ্ড সারা বিশ্বে বিতর্কের ঝড় তুলে বাংলাদেশে এর ঢেউ লাগে জোরালোভাবে। বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যিকসহ সর্বস্তরের জনতা এর প্রতিবাদ জানায়। শিহাব সরকার লেখেন 'যারা কবিকে ফাঁসি দেয়' (৩১.১০.৮৫) কবিতা। কবিতায় শেতাঙ্গ শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা আর প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়-

'যারা কবিকে ফাঁসি দেয়/ জানে না কবির রক্ত লাল উষ্ণতায় লাভার স্রোত/ছুটে যাবে দশ দিগন্তের দিকে ' অত্যাচার করে, প্রানবধ করে কোন আন্দোলন দমানো যায় না। 'কালো' মানুষের মুক্তির আন্দোলন বারুদের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে সমগ্র আফ্রিকায়। বর্ণবাদ কি জঘন্য ভেদাবেদ সৃষ্টি করে তার উদাহরণ জহির হায়দার রচিত 'তুমি তো মানুষ বন্ধুতা দাও (৩১.১০.৮৫) কবিতা।' ঘটনা এ রকম 'বিকেলের শেষে আফ্রিকার দুটি শিশু/দু'দিক থেকে একটি উপবনের মধ্যে হারিয়ে গেলো,/' দীর্ঘ খোজাখুজির পর তাদের আবিস্কার করে অভিভাবকগণ "শিশুরা দ্যাখে দু'জন মানুষ দৌড়ে আসছে ওদের দিকে/ দু'জন মানুষ চারটে শাদা হাত/ শাদা শিশুকে বুকে জড়িয়ে হাজার বার বলে/ ও নিশ্চয়ই তোমাকে এনছে এখানে। ও নিশ্চয়ই খুন করতে চেয়েছে তোমাকে।/শাদা শিশুর কণ্ঠস্বর/আকাশ বাতাস অরন্যকে অন্ধকার/ফাঁটিয়ে প্রতিবাদ করে।/দুটো শাদা কণ্ঠস্বর প্রশ্নকরে দ্যাখেনি ওর গায়ের রং?' শিশু দুটো-ই। পার্থক্য শুধু গায়ের রঙে। রঙের এ পার্থক্য তাদের জীবন যাত্রাকে করেছে দ্বিমুখী।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬) কবিতায় দর্শন

জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। সৃষ্টি লগ্ন থেকেই এর গুঢ় রহস্য মানব মনকে কৌতুহলী অনুসন্ধিৎস্যু করে তোলে। চর্বাক, চসার, ওমর খৈয়াম, প্রমুখ দার্শনিক জগৎ ও জীবন উপলব্দি করতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এর স্বরূপ উদঘাটননে অর্ন্তদৃষ্টি প্রসারিত করেন। সাহিত্যে দর্শনের প্রভাব সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। মধ্যযুগে সাধক কবিদের মূল উপজীব্য ছিল দর্শন আর ভক্তির মাধ্যমে স্রষ্টাকে চেনা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল সুরেও আছে দার্শনিকতার সংশ্লেষ বিশেষত 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'বলাকা', 'কালের যাত্রা', 'শেষ লেখা', প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে তাঁর দর্শনের স্বরূপ অধিক প্রকটিত শেষ লেখায় কবি ধ্যানমগ্ন একনিষ্ঠ সাধক।

'রূপ-নারয়নের কূলে/জেগে উঠিলাম/জানিলাম এ জগৎ/স্বপ্ন নয়।'[৬] ঝঞ্জা বিক্ষুব্দ পৃথিবীকে কবি উপলব্দি করতে পেরেছেন আঘাতে আঘাতে কঠিন্যকে ভালবেসে। সত্যের অন্বেষণে কবি দুঃখকে বরণ করেছেন বারবার। তবু সত্তার স্বরূপ তিনি খুঁজে পাননি 'প্রথম দিনের সূর্য/প্রশ্ন করেছিল/সত্তার নতুন আর্বিভাবে কে তুমি?/মেলেনি উত্তর'[৭] এ উত্তর তিনি খুজেছেন সহস্রবার। 'বৎসর বৎসর চলে গেল।/দিবসের শেষ সূর্য/শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল/পশ্চিম সাগর তীরে/নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়/কে তুমি? পেল না উত্তর'[৮] দার্শনিকতার এ ধারা অব্যাহত আছে আজও। তাই শামসুর রাহমানকে বলতে শুনি' ভাবছি তোমার/ এবং আমার এই অবিরত আসা-খাওয়া তার/ মধ্যে স্বপ্নাবেশে গাইছেন। কী প্রার্থনা অন্ধ সুরদাস।' প্রত্যহ কবিকে কে যেন আহবান করে আসা যাওয়া (১২.১.৮৪) কবিতার বেজে ওঠে টেলিফোন। এই আহবানের কোন নির্দিষ্টতা নেই 'ভর দুপুরে, সান্ধ্যবেলা, মধ্যযামে/বাঁশির সুরে চর্তুদিকে কেমন যেন। /ছায়া নামে, মায়া নামে।' এই আহবান কারী স্বরূপ উদ্ভাবনে কবি অক্ষম এই অক্ষমতা আবিদ আজাদের মধ্যে ও 'আমার কবিতার তুমি শব্দটিকে নিয়ে' (৭.২.৮৫) কবিতায়। এতে তার হৃদয়ের প্রকাশিত ব্যাকূল জিজ্ঞাসা 'কে তুমি' যে কি-না অহরহ ঢুকে পড়ে কবির মননে শব্দে, ছন্দে। অহর্নিশি তাকে উপেক্ষা করতে চায় যার প্রভাব থেকে কবি মুক্ত হতে চান মুক্তির উত্তরণের চেষ্টা করেছেন সিদ্দিকুর রহমান 'হে মানুষ নিরস্ত হও' (৮.১২.৮৮) কবিতায় ভিন্ন মেজাজে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে মানুষের সাধনা চিরন্তন দার্শনিক ভাবনায় মানুষ খুঁজছে সৃষ্টি এবং সৃষ্টির রহস্য। কবি সিদ্দিকুর রহমান 'হে মানুষ নিরস্ত কবিতায়- মানুষের বিশেষত তাঁর নিজের অন্তহীন নিঃসঙ্গ পথচলার কারণ জানতে চেয়েছেন। কবি নিঃস্ব অসহায় স্ত্রী বিয়োগে। কবির চেতনা প্রাগৈতিহাসিক' আদিম যুগ থেকে শুরু করে/ প্রস্তর যুগ পেরিয়ে এই আমি/ ভিযুভিয়াসের অগ্নি উদগীরণে অপরূপ/ এক লাভার স্রোতে/আলোর সন্ধানে মেতে ওঠে।' অথবা 'ইতিহাস আসে অন্ধ টাইরেসিয়াসের মতো/ অর্থহীন শব্দের মত ধারাপাত নিয়ে/জ্ঞান বিজ্ঞান বলে কোন কিছুর/ অস্তিত্ব নেই। মানুষের কাছে।/' কবিতায় কবি মিথ ব্যবহার করেছেন চমৎকার ভাবে 'আমার শ্রবণশক্তির নিখিলে/ বুদ্ধ বিশু মোহাম্মদের অমৃতবানী/বিশ্বচরাচরের গতিবেগে উত্থিত/এক অনাবিল সঙ্গীতধ্বনির মতো বাজে/ মানুষের শোভাযাত্রার কর্ম শিবিরে/ওরাঁ যেন একেকজন অশেষ আলোর স্তম্ভ, মৃত্যুহীন কারিগর।' কবি তার বিধাতার জানতে চেয়েছেন কেন এই নৈরাশ্য তার জীবনে উত্তরে শুনেছেন। 'তোমাদের মিথ্যাচারা ভন্ডামি পাশাবিকতায় জগতের বিমর্ষ জীবকুল যতো/ তোমাদের অভিশাপ হানে/' কৃত পাপের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। চেতনে অবচেনতে মানুষ পৃথিবীর সারল্য নষ্ট করেছে। 'তোমাদের জ্ঞান পরিচর্যার উড্ডই/জয়যাত্রার /এ সৃষ্টি ও নিরাপদ নয়,/ ভেবে কি দেখেছো কখনো/নিজের ছাই কি কেউ বিলোপ/ করার আবেশে মেতে উঠে?/' অথচ বিরাম নেই অন্যায় অত্যাচার পাপাচার থেকে তাই কবিকে হুঁসিয়ার করে বিবেক বলে ওঠে 'শেষ কথা' জেনে নাও হে মানব সন্তানঃ/ যে তুমি মিথ্যার আবরনে নিজেকে/গোপন করো, সে তুমি সৃষ্টির অভিশাপ/মুক্ত নও এক করুণ নিদারুন পরিনতি/মোতাদের সলাই লিখন। অতএব হে মানব সন্তান নিরস্ত হও।' কিন্তু সংসারে মোহজালে বন্দী মানুষ নিংকুশ কলুষমুক্ত হতে পারে না। তাই কেঁদে ওঠে তার অন্ত রাত্মা। জাহান আরা আরজু 'অহর্নির্শি ক্রন্দশী সত্তায়' (৪.৩.৮৪)। কবিতায় এ সত্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সংসার জীবনের অমোঘ বাধনে বেষ্টিত কবি ক্লান্ত। পরিচিত পরিজন স্বজন তার নিয়ম রক্ষার আবেষ্টন মাত্র। তিনি এর শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হতে চান। কখনো ছুটে যেতে চান গ্রামে যেখানে 'যেখানে ছায়া ছায়া মেঠোপথ বুনোফুল, বেহিসেবী/ ঝোপ-ঝাড়, পাখ-পাখালি, প্রত্যহ চেয়ে থাকা ঝিলের আরবশীতে বিম্বিত নার্গিস ফুল নার্মিসিজমে/

Dhaka University Institutional Repository

আপনাতেই আপনি বাচে।' আবার কবি মন ছুটে যেতে চায় অন্যায়, অনাচার পাপহীন বিশ্বমন্ডলে 'যেখানে বৈভব আর আভিজাতের নিয়মে শৃঙ্খলা/রক্তাক্ত করবে না আমার পাঁজরের ভেতরটা / সেখানেই আমি ভয়ংকর এক অনিদ্রন হয়ে/আমার ইচ্ছার ফসলের দানা রেখে যাবো।' কিন্তু অসহায় কবি 'কোথায় পালাব চির লাতকা শরকিত আমার/ এ হরিনী মন নিয়ে, কোথায় খুঁজে পাব সেই দুর্লভ/ মনসপদ্ম জীবনের সুনীল সরোবর / ঘূর্ণায়মান হৃৎকম্প জীবনে চক্রে হেঁটে হেঁটে/অহর্নিশি চির ক্রন্দসী সত্তা কাঁদে আর কাঁদে/ পালাচার পথ জানা নেই।'

৩.চ) কবিতায় নগর ভাবনা

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ঢাকা প্রসিদ্ধ নগরী। মোঘল আমলে ৫ (১৬১০ সালে) শহর প্রথম দেশের রাজধানীর মর্যাদা পায়। ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হলে ঢাকার জৌলুষ অনেকটা কমে আসে 'বঙ্গভঙ্গ' আমলে স্বল্পকালের জন্য 'ঢাকা' পুনরায় বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ হলে পূর্ব বাংলার রাজধানী হয় ঢাকা। মূলত এ সময় থেকেই ঢাকা নগরীর পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামন্ত অর্থনীতির বিলোপ, নদী ভাঙন, কর্মসংস্থান, বিলাসী জীবন যাপন, কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদি কারণে এ সময় ঢাকা শহরের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে গাণিতিক হারেরও বেশি গতিতে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর ঢাকা ক্রমে মহানগরীতে রূপ নেয়। '৮০র দশকে ঢাকা শহর প্রায় সত্তর লক্ষ অধিবাসীর পদভারে প্রকম্পিত। বিপুল পরিমানের এ জনসংখ্যার চাপ ক্ষুদ্রায়তনের এ নগরী সইতে অক্ষম সঙ্গত কারণেই। অপরিকল্পিত বসতিস্থাপন, খোলা জায়গা, খাল বিল, ভরাট করা, গাছ কেটে ফেলা, গাড়ির কালো ধুয়া, নর্দমা, খোপড়ি বসতি সুস্থ নগর জীবনকে বিষয়ে তুলে। এ প্রেক্ষিত উঠে আসে কবিতার ছত্রে ছত্রে। সৈয়দ হায়দার রচিত 'ঢাকায় বসবাস' (৬.৯.৮১) কবিতায়-ঢাকা নগরীর ক্রম বর্ধমান নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা প্রকাশ পেয়েছে। নাগরিকদের মধ্যে ক্রমহ্রাসমান মানবতা সৌহার্দ্য সম্প্রীতি সহমর্মিতার অভাব কবি লক্ষ্য করেছেন নিরন্তর। আবাস গড়ার লক্ষ্যে নাগরিকরা কেটে ফেলছেন বৃক্ষ, ভরাট করছেন জলাশয় বিপন্ন করছেন পরিবেশ। কবি দেখেছেন শহরে দু'ধরনের মানুষের বসবাস 'কতিপয় স্বর্গবাসী কেবল মেধার বলে/ অবাধ চলাফেরা করে; অন্যরা অত্যন্ত সাধারন।' যারা স্বর্গবাসী তাদের বউঝিদের ভিড় জমে বিপণী কেন্দ্রগুলোকে 'বিপণী কেন্দ্রে নারী আর গাড়ীর ভিড়ে/ ভিক্ষা ধরা ষাঁড়েরা পথ দেখিয়ে দাড়ায় / লাথি খায় হাত-পা কাটা/লাশের মতো পড়ে থাকা কিছু মানুষ।' এই মানুষদের প্রতি কবির দরদ। মানুষদের নিয়ে আফসোস-' ঢাকায় বসবাস রীতিমত বীরের পরিচয়/বাসমান ভেলার মতো জীবন।'

অনুরূপ শিহাব সরকারের 'ঢাকা' (১১/৮/৮৮) কবিতাটি কবি ব্যথিত হৃদয়ে ঢাকাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন ক্রম বধমান- পরিধি ঢাকার মানুষের পদভারে প্রকম্পিত। একদা সদা লজ্জাবনত শ্যামল-ঢাকা-'কোন কালে ঢাকা নাকি ছিলো ঘুমটাটানা বালিকাবধূ' এ উক্তির মাধ্যমে কবি বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী প্রাচীন ঢাকার অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা বলতে চেয়েছেন। যা সভ্যতার করাল গ্রাসে আজ বিলুপ্ত ,বিষাক্ত, কলুষিত 'চাই না আমি এইসব প্রসাধন আর নৃত্যকলার চর্চা/ দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার/ ফিরিয়ে দাও আমার ঐ লজ্জাবনত বালিকা বধুর দিন বিলাপ শুনে ভেঙে গেলো/ মধ্য রাত্রের পার্কে বসে ক্লান্ত নষ্ট নারীরা ভাবে/এখন কোন দিকে যাবে-পূর্বে না পশ্চিমে/' ঢাকা নগরীর ইত্যাকার অপসামাজিকতা কবির হৃদয়কে ব্যথিত করে উদ্বেগ করে।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকার স্বপ্নে বিভোর হন আবদুল মান্নান সৈয়দ 'একগুচ্ছ' কবিতায় ১২.০৯.৮৫ কবি ঢাকা নগরীকে দেখছেন ঐহিহ্যের নিরীখে। 'ঘোড়াগুলি' কবিতায় ঢাকার রাজপথে বিস্মৃত প্রায় ঘোড়া তথা-প্রাচীন নিদর্শনাদির বিলুপ্তিতে কবির আর্তনাদ প্রকটিত। কবির শৈশবের ঢাকা-কোথায় যেন হারিয়ে গেল তাই তার আকুতি-' আম্রাণের ঘোড়াগুলি আমি ফেরৎ চাই,/ আমার ফেরৎ চাই ব্রিটানিয়া সিনেমার পাশে/পামগাছে যে তারকা আটকে পড়েছে, সেই তারকাগুলি চাই,/ সেই ঘোড়াগুলি চাই কৈশোরের রাস্তায় ঘাসে।' নস্টালজিয়ায় আবিষ্ট কবি ঢাকার পথে ঘোড়ার খুড়ের টাগবগ শব্দ শুনতে উন্মুখ। 'গ্রীনরোড' কবির ঐ একই সরল রেখার কবিতা। কবি বারবার ফিরে যাচ্ছেন গ্রীনরোডের প্রাচীন নাম কুলি রোডে। যেখানে হাটু অবদি ডুবানো থাকতো ধূলোয়। রাস্তার দু'পাশে অড়হরের খেত। সেই খেতে বাস করতো খরগোস ইত্যাদি। অথচ আজ সে সবের চিহ্নও নেই। গড়ে উঠেছে বড়

Dhaka University Institutional Repository

বড় বিল্ডিং-' আমগাছ জামগাছ কাঁঠাল গাছের শ্যাম/ ক্রমাগত মুছে মুছে তোমার দু'পাশে উঁচে আসছে কংক্রিট বিল্ডিং/ নিভে যাচ্ছে ঘাস, উবে যাচ্ছে নিবিড় বৃষ্টির দিন' 'রিকশা' নামক কবিতায় রৌদ্রোজ্বল দিনে রিকশা করে ঘুরে বেড়ানোর অনাবিল অনুভূতি প্রকাশিত।

ঢাকা শহরের ধ্বংসাত্মককর পরিবেশে ও চলে সুকুমার বৃত্তি চর্চা, মননশীলতার ধারা থাকে অব্যাহত। শহরের এই ইতিবাচকতা শুধু হৃদয়সংযুক্তই নয়। পরিবেশে ও পড়ে এর প্রভাব। তাই নাসির আহমেদ লিখেন 'সাহসী' গোলাপ চারা (৮.১২.৮৩) কবিতা নগরীর গাছপালা-গার্ডেন ভেঙে যখন তৈরী হচ্ছে বড় ইমারত রাস্তা তখন তেতলার নাটিইন ইটের উপর ক্রমশ বেড়ে ওঠা গোলাপ চারাকে অভিহিত করেছেন তিনি সাহসী বলে 'একটি নিরিহ গোলাপের চারা কী দুঃসাহসে ওই তেতলা বাড়ির পানির পাইপ ঘেঁষে মেলেছে শিকড়' শুধু শেকড়ই নয় 'স্বপ্নের মতো সুকোমল কিছু কুঁড়ি ও এসেছে ডালে।' শহরের 'পরমাণু যুগে পেট্রোল আর পোড়া ডিজেলের' মধ্য থেকে গোলাপের এই বেড়ে ওঠাকে কবি সাহসী পদক্ষেপ হলেও স্বগত জানিয়েছেন

৩.ছ) কবিতায় অন্যান্য বিষয়

উপরোল্লিখিত বিষয় ছাড়াও এ সময়কার কবিতা বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন উপাদানের সংশ্লিষ্টতা লাভ করে। ব্যক্তিক অনুভূতি, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গে শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ রফিক, রুবী রহমান, নাসির আহমেদ প্রমুখ লেখেন হৃদয়গ্রাহী কিছু কবিতা। সভ্যতার ক্রমপ্রসারে কর্মের পরিধি বৃদ্ধি পায় এ শতকে। উদয়াস্ত-ই এখন আর কর্মঘন্টা নয়। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে যাপিত জীবনকে হিরন্ময় করতে এদেশের মানুষ কাজ করতে কুন্ঠিত নয়। কিন্তু বিশ্রাম কাজের অনুপ্রেরনাদায়ক। সমস্ত দিনের শেষে রাত নামলে চোখের পাতায় ভর করে ঘুম। এলিয়ে দেয় শরীর বিছানার নরম পরশে। কিন্তু কবি সানাউল হক এর ব্যতিক্রম। বোধ হয় পৃথিবীর সকল কবির-ই প্রিয় সময় রজনী। রাত যত গভীর হয় ভাবের প্রগাঢ়তাও ততবৃদ্ধি পায়। 'অভিযাত্রী আয়ু' (২০.১.৮০), কবিতায় কবি সানাউল হক এ কথাই বলতে চেয়েছেন। কবির কবিতা প্রসবের নিত্যসঙ্গী রজনী। এ সময় সাহিত্যের নানা পসরা সাজাতে ব্যস্ত তিনি। তাঁর এ ব্যস্ততার সহচর অভিযাত্রী আয়ু। আয়ু মানুষের নিত্যতার অনুষঙ্গ আত্মা বা অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় 'আয়ু' শব্দের মাধ্যমে। কবির আয়ু অভিযাত্রী। চলমানতাকে সচলতাকে ধারন করার অভিলাষ কবির আজন্ম। কারণ কবি অনুভব করেন তাঁর রচনাই পৃথিবীর সম্পদ। রবীন্দ্র ভাবনার অনুসরণে কবি তাই উচ্চারণ করেন 'অভিযাত্রী আয়ু/ নিশ্চিত যেমন সঙ্গচারী পৃথিবীর জলবায়ু'। বিচিত্র ভাবের সমাবেশ ঘটে কবি মুহম্মদ নূরুলহুদা রচিত 'নগ্ন নধর কান্তি' (২৭.৭.৮০) কবিতায়। কবির ব্যক্তি ইচ্ছার ছন্দোবদ্ধ প্রতিস্থাপন 'নগ্ন-নধর কান্তি' কবিতাটি। একদা কবিও তাঁর সঙ্গী (রাজা) নদী মাতৃক বাংলাদেশের ভূগোল তথা দেশ ভ্রমণে বের হন। দেশের দৃশ্যাবলী কবিকে বিমোহিত করে। শান্তির অন্বেষায় তিনি মগ্ন থাকেন খুঁজেন স্থান থেকে স্থানান্তরে। কবির ভাষায় 'নদী মাতৃক একটি ভূগোল/ঘুরতে ঘুরতে আমি ঘুরে এলাম/ উড়তে উড়তে আমি উড়ে এলাম/ কখনো দুপায়া আমি/কখনো দু'পাখা /এই ঘোরাঘুরি/এই ওড়াওড়ি/ওম শান্তি। ওম শান্তি, ওম শান্তি।' কবি দেখেছেন নদী গিরি পর্বত- দেখেছেন জনতা জনপদ। কখনো হয়েছে বিস্মিত, কখনো হয়েছেন বিমোহিত কখনো বা উদ্বেলিত/ 'আড়োআড়ি খাড়াখাড়ি/নদীর দু'পাশে দুই বহমান তীর/ তীরের ভিতরে ঢালু,/ঢালুর ভেতরে দুই বেগনা শরীর,/একজন কিশোর মতো, একজন যুবক/ কিশোরটি যেন পাখি, যুবকটি খাকি/দেখতে দেখতে /আমি ও হয়ে উঠি যুগলতা, আমি নগ্নমধুরকান্তি---/ওম শান্তি। ওম শান্তি। ওম শান্তি।' কবি তার বিচরণ পথে যা দেখেছেন তাতেই নিজেকে বিলীন করেছেন একাত্মতা ঘোষণা করেছেন সর্বোপরি শান্তি প্রার্থনা করেছেন। ভূগোল পরিভ্রমণে তিনি ট্রেনে এনেছেন মিথকে ঐতিহ্য কে- 'শুনুন/আমি আর্য-অনার্য-শক-হুন/আমি এক মুসলমান ব্রাহ্মণ/ আমি রহিমালী ও রাবন/আমি গীতা তবুও গীতবিতান/আমি বালিশবিহীন সীতার শিক্ষান/আমি কলিজার টুকরা-আলখেল্লা/আমি মোল্লা মৌলভী লাল কেল্লা/ আমি কিসসা কাহিনী লাল বাহিনী/তবে আমি এসব কিছু নই আমি ছিলাম/ আমি এসব শুধু দেখেছিলাম/দেখতে দেখতে খসিয়ে ছিলাম, শরীরের তাবৎ ক্লান্তি/ ওম শান্তি। ওম শান্তি ওম শান্তি। কবির এ লব্ধচেতনার সাথে তার বন্ধু রাজার উপলব্ধির কোন তফাৎ ছিলনা রাজাও সমচেতনায় কবির ভ্রমণসঙ্গী 'একবার রাজা আমার ওপর/আরেকবার আমি রাজার ওপর/খালের

Dhaka University Institutional Repository

পাড়ে একেবারে তিনি মাংসল সঙ্গীন/আরেকবার হয়তো এই ভাবেই চলছিল ওলটপালট/এই ভাবেই বলছিল ভুল ও হালট।' কবি তার সরস বাক চাতুর্যে অবশেষে দেশের চলমান হাল হকিকতের চিত্র উপস্থাপন করেছেন সুক্ষ্ম বাক ভঙ্গিমায়। 'গাওদিয়া' (১৯.১০.৮০) মোহাম্মদ রফিকের একটি অনন্য কবিতা।মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় আবহমান বাংলার জীবনবচিত চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথার 'গাওয়া দিয়া' গ্রামকে কবি মডেল হিসেবে নিয়েছেন। নিয়েছেন জসীমউদ্দিনের সাজু রূপাইকে, রবীন্দ্রনাথের হরলকে স্মৃতি জাগানিয়া কবিতাগুচ্ছ 'গ্রামের বাড়ি'তে সানাইল হকের বিশিষ্ট কবিতা। কবির গ্রামের বাড়ির মধুর স্মৃতির এবং সমসাময়িক চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটেছে খণ্ড খণ্ড সাতটি কবিতায়। কবিতা গুলো ভাবে আকারে এবং গঠনরীতিতে ও ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম কবিতায় কবির গ্রামের খোলামেলা পরিবেশের কথা বলেছেন অকপটে 'গ্রামের বাড়িতে খোলামেলা বাবন্দায়/ নির্জন নিশীথ সর্বধনাঃ /ক্ষীণকণ্ঠ এরা ওরা বাতি কথা বলে। বিভি আর কতনা কর্তব্য মনা/' প্রথম কবিতার মত দ্বিতীয় কবিতায়ও কবি গ্রাম্য পরিবেশকে উপস্থাপন করেছেন ছান্দসিক বিশিষ্টতায়। দ্বিতীয় কবিতায় গ্রামের নিটোল ছবি এঁকেছের 'বাঁশপাতার কাঁঠাল গাছের ছায়া/ভুতুড়ে সৌহার্দ্র রোমহর্ষ কাছাকাছি কিছু/মেহগিনি গাছের মতন বলো/বাত্রির বসতি কোথা, কে ছুটে তোমার পিছু/' গ্রাম্য পরিবেশের বাইরে তার তৃতীয় কবিতাটি। তৃতীয় কবিতাটি চমৎকার 'কিছু কথা উচ্চস্বর /কিছুবানী মর্হাঘতা/কিছু ধন আত্মসিদ্ধি/কিছু আশা অপূর্ণতা' কবির একান্ত ভাবনার লাগামহীন ঘুরে বেড়ানোর কথা কবিতাটির সারকথা। 'দিন বদলের কবিতা'র রচয়িতা (৪.৩.৮৭) নাসির আহমেদ। পুরাতনকে পুরাতনের ভয়কে কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন দিন বদলের কবিতাটিতে 'লক্ষ কোটি পদভারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে/আসছে সম্মিলিত মিছিল/এখন আমাদের নিস্তব্দতার কালো ভাল্লুকের/ভয় দেখায় কে?/' সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে 'ওকে বোঝা যাচ্ছে না করো, বিদ্ধ করো ঘৃনার বর্শায়/মুখোশ ছিঁড়ে ফেলো ওই অন্ধকারের/ আমরা এখন উঠবো লক্ষ কোটি সূর্যের দীপ্তিতে'। কবির প্রত্যাশা শত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও দিন তাদের বদল হবেই। মানবতার এক নিটোল কবিতা সৈয়দ হায়দার রচিত 'অনুমোড় অবস্থান' (২৯.৯.৮৩)। কবি পৃথিবীর পাপ পঙ্কিলতা লোভ, লালসা এড়িয়ে এমন এক জায়গায় মানুষকে অবস্থান নিতে আহবান করছেন যেখানে ঐ সবে উর্ধ্বে ওঠা যাবে। 'এখানে দাঁড়াতে না পারলে আর কোথাও দাড়াতে পারবে না/ এটা দাঁড়াবার স্থান। এখানে দাঁড়ালে এই চোখে পাপ থাকবেনা হাতে মুখে দেহে মনে পাপ থাকবে না।' এমন নিটোল বিশুদ্ধ জায়গায় কবি মানুষকে আহবান করছেন নিজেদের পাপ পঙ্কিলতাকে দূরিভূত করতে। কারণ 'এটা দাড়াবার স্থান, এখানে দাঁড়াও/পুরোপুরি তৃপ্ত হতে প্রত্যেকেই চার/কেউ দিয়ে তৃপ্ত কেউ নিয়ে তৃপ্ত/এখানে দাড়ালে দিতে হবে না, নিতেও পারবে না। এই দেয়া নেয়া ছাড়া টান জীবনে দাড়াবে কতক্ষণ/'

সামাজিক শঠতার ছাপচিত্র হায়াৎ মামুদ রচিত 'ম্যাজিক' (২৩.৬.৮৬) কবিতাটি। কবি কিভাবে দর্শক তুলকে বোকা বানিয়ে করতালি লাভ করে তার কথা বলেছেন আলোচ্য কবিতায়। দুঃখের সাথে ম্যাজিশিয়ান কী ভাবে মানুষকে প্রতারণা করে সে সম্পর্কে বলেছেন তার হাতে এমন কোন শক্তি নেই যা সাধারণ মানুষের থেকে তফাত 'তখন আমার দুহাতে কিছু নেই, /দ্যাখো তাকিয়ে দ্যাখো।----/ শুধু আছে কররেখা, প্রকৃতির দান/যেমন তোমাদের ও ঐ হাতের তালুতে/' শিশু কবি বলেছেন। তার হাত তিনি ইচ্ছে মতো বাড়াতে পারেন যা ইচ্ছা তা করতে পারেন 'শুধু আছে ইস্পাত ঝলসিত কররেখা/হাতের তালুতে/যা আমি বাড়াতে পারি নিমিষেই/যা তোমরা পারো না,/বেড়ে চলে এই রেখা/যতদুর ইচ্ছা করি।' কবি বলেছেন এভাবেই মানুষকে ধোকা দেয়া যায়। 'জোব্বার আড়াল থেকে লুকানো পায়রা/বের করে বাতাসে ওড়ানো/সে তো পারে সকলেই/তা দেখেই তাগে মুর্খের।/ হে দর্শককূল,/তোমরা তাকে নিশ্চয়ই বলো না ম্যাজিক।' সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থাকে যারা স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতীকী অর্থে কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে। দুটি কবিতা সাংহাই/কোথা 'স্বপ্নতরী' (৮.১২.৮৩) এর লেখন সানাউল হক। সাংহাই নগরীর রূপবর্ণনা 'সাংহাই' কবিতাটি। সাংহাই কবির এক সময় ভাবালুলতা ছিল। আজ প্রত্যক্ষ করে তার তৃপ্ত হল দু'নয়ন 'আকাশে নীলের বন্যা, মুখ নয় চির্মানির কালো, ম্যাপল পাতার পাখা ঝেড়ে দেয়া শরীরের ঘাম। কোথায় নগরী ঢাকা, দূরান্তরে কোথা সাংহাই/এখানে ছড়ানো দেখি যৌবমুগ্ধ ওরা সর্বনাম।' সুদূর সাংহাই বসে কবি লেখেন কোথা স্বপ্নতরী কবিতাটি। কবি কবিতার শাক্তির কথা ও এর যর্থাথতার প্রশ্ন তুলেছেন 'উচ্চারিত কবিতার স্বর/ কবিতা কি সাম্যবাদী নিশান মিছিল/কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

কি শক্তির সাধন, স্বার্থসিদ্ধিবর।' কবি খোঁজেন নিঃস্বর্থ জনমানব যেখানে সুখ স্বর্গ বিদ্যমান। 'শাসক ত্রাসের মুখ আমরা স্বঘরী/বিদ্রুপে লাঞ্ছিত আত্না হামাগুড়ি/ কোথা চাঁদ অর্জনদ কোথা স্বপ্নতরী।'

ব্যক্তিগত কমনা বসনা নিয়ে হায়াৎ সাইফ (২৬.৪.৮৪) 'হিরন্ময় হত্যা হলো' কবিতাটি রচনা করেন। কবি তার হিরন্ময় ভাবনা গুলো হত্যা হওয়ায় কাতর হয়েছেন। তার যত হিতৈষী ভাবনা কূল পেল না বলে নিজেকে দুর্ভাগা ভেবেছেন 'হিরন্য নয় হত্যা হলো হিতৈষনা/এখন আমার পোড়া কপাল/ঘরে ফেরা আর হবে না/এখন আমি বেড়িয়ে বেড়াই অকুস্থল উলুঝুলু/উড়োনচন্ডী পথের বাঁকে দুর্বোধ্যের তলোয়ারে জ্বালায় শিখা/ঝোপে ঝাড়ে লুটিয়ে পড়ি ধূলোয় ধূসর উদ্যোম আমি।' কিন্তু কবির সকল সাধনা বিফল হলে বিমর্ষ হয়ে উঠেন 'আজ প্রদোষে কোন হুতাশে/হত্যা হলো হিরন্য নয়/ আমার অসীম হিতৈষনা।'

পূর্বক্ত কবিতার মত অনুরূপ ব্যক্তিক অনুভূতির প্রতিফলণ রুবী রহমান রচিত কবির টেবিল কবিতাটি। একজন জনসচেতন কবি ও মনোবেদনা কবির 'টেবিল' কবিতায় প্রকটিত 'কবির টেবিলে জমে নিশীথের স্বেদ ও শিশির./ রাত পাহারার শিহরণ, দিকভ্রষ্ট শতাব্দীর/স্পধ্যায় আহত শেষ গোলাপের মূলে/বিপদসঙ্কুল প্রাণপণ রক্তদান।'

প্রেম, সামাজিক দায় ইত্যাকার বিষয় নিয়ে (১৪.৬.৯০) শামসুর রাহমানের একগুচ্ছ কবিতা সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলোতে শামসুর রাহমানের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। 'শাশ্বতীর আঁচল' কবিতায় শাশ্বতীর আচঁল করায়াত্তে তাঁর প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। 'মাটির মাতৃত্বময় মেঘমেদুর উচ্চারন/ আমার গভীরে তোমার নাড়ি/তোমার জন্য আমার বুক প্রতীক্ষার ঘর/অথচ শাশ্বতীর ছলনার ছাপার শাড়ির দিকে/পৌষ সংক্রান্তির দিনে কাটা ঘুড়ি ধরতে যাওয়া বালকের হাতের মতো/ বাড়ানো আমার ব্যাকুলতা।'

বুদোয়ারে কবিতায় প্রিয়তমা পাওয়ার আকাঙ্খা পরিব্যক্ত 'আর কত করবো আমি নিভৃত তোমার ইন্তেজার /সারাবেলা প্রতিদিন? এখন তোমাকে খুজে ফিরি/ প্রসফুটিত গোলাপে এবং গন্ধরাজে ঝিরিঝিরি/হাওয়ার হেরেমে, মেঘে, নদী বক্ষে বেকারার/হৃদয়ে প্রকৃত পক্ষে।' কিন্তু তাঁর এ খোজাঁ শেষ হয় না। 'প্রতিক্ষণ যাকে/চাই একাকিনী শান্ত বুদোয়ারে, সে কোথায় থাকে?' 'বড়দিনের গাছ' কবিতায় কবি নিজেকে আবিস্কার করেন ভিন্ন প্রেক্ষিতে তার মনে হয় ভেতর থেকে যেন অজস্র মূল্যবান দ্রব্য বেরিয়ে আসছে বাইরে এবং 'আমি কি রঙিন কোনো ফোয়ারা/দিনরাত্তির জ্যোৎস্নকনার মতো উৎক্ষিপ্ত/জলধারায় উৎস নীল রঙের পাখি/আর জলকপুত চমৎকার স্নাত/ সুস্থ সবল যুবা খঞ্জ প্রোঢ় ঘাটের মড়া সবাই/অঞ্জুলি পেতে নিচ্ছে তো নিচ্ছেই।' এ নিঃসরন কবিকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে 'এ কেমন স্ফুরণ যখন তখন/সত্তা এই জ্যোতির্ময় নিঃসরণে বিস্মিত/নিজেই পারি না চোখ ফেরাতে/ আমার চোখে থেকে দোয়েল পাজর থেকে বুলবুল/ এবং কান থেকে মুঠো মুঠো নক্ষত্র নিঃসৃত/এখন আমি বড় দিনের জলমলে গাছ।'

Dhaka University Institutional Repository

৪. উপন্যাস

উপন্যাস জীবনের শিল্পরূপ। ব্যক্তির একান্ত জীবন সহকারে সমাজের সহায়ক অনুষঙ্গ জাতীয়চেতনা বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে উপন্যাসে উঠে আসে। ঘটনার যৌক্তিক ও শিল্পিত উপস্থাপনায় উপন্যাসের আকার হয় বিস্তৃত দৈনিক পত্রিকার একদিনের সাহিত্য সাময়িকীর ক্ষুদ্র পরিসরে তাই সমগ্র উপন্যাস প্রকাশ সম্ভব হয় না আকৃতিগত বিশালতার কারণে সাপ্তাহিক সাহিত্য সাময়িকীতে উপন্যাসের প্রকাশ অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের তুলনায় সংখ্যায় থাকে স্বল্প। দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। '৮০র দশকে যেখানে প্রবন্ধের সংখ্যা সহস্রের কাছাকাছি গল্পের সংখ্যা অর্ধসহস্রের কাছাকাছি অথবা প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা সহস্রাধিক সেখানে উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র দুটি। একটি সৈয়দ শামসুল হকের 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' এবং অপরটি 'গাব্রিয়েল মার্কেজের' 'ক্রোনিক দে উনা মুয়েতে আনুনসিয়া' এর বেলাল চৌধুরীকৃত বাংলা অনুবাদ যার নামকরণ করা হয়েছে 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি'। বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ ১৯৮২ সালের জুন মাসের ২০ তারিখ থেকে প্রকাশ পেতে শুরু করে। শেষ হয় ১৯৮৪ সালের ২৪ শে মের সাময়িকীতে। প্রায় দুই বৎসর উপন্যাসটি ধারাবিহকভাবে সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। অবশ্য মাঝখানে ২২.১২.৮৩ ও ৩১.৫.৮৪ র সাময়িকীতে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়নি বাংলায় অনূদিত 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' প্রকাশ পায় ১৯৮৫ সালের মে মাসের ৩ তারিখে। সমাপ্ত হয় ৯ই জানুয়ারি ১৯৮৬র সাময়িকীতে। এ উপন্যাসটির ধারাবাহিকতা ব্যহত হয় ৮৫ সালের ৮.১৭, ও ২৫ শে মের সাময়িকীতে। এছাড়া উক্ত সালের ১৩ই জুন অনিবার্য কারণবশতঃ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত উপন্যাসের সাথে এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বিস্তর। এ প্রসঙ্গে লেখক সৈয়দ শামসুল হক নিজেই বলেন

> 'একই নামে যে উপন্যাসটি একদা ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় এবং পরে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই দুখণ্ডে বই বেরিয়েছিল। সেটি ছিল নিতান্ত খসড়া। পরে আগাগোড়া নতুন করে লিখে, অনেক যোগ এবং বিয়োগ করে এই যে, এখন সম্পূর্ণ নতুন রূপে। বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ অখণ্ড সংস্করণে উপস্থিত করা গেল একেই আমার অভিপ্রেত সেই উপন্যাস বলছি এবং আগের খসড়াটি নাকচ করছি' [৯]

'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' উপন্যাসটি সন্দেশ প্রকাশনী প্রকাশ করে ১৯৯৮ সালে তবে এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নামকরণ অক্ষুন্ন থাকেনি। এর নতুন নামকরণ করা হয়' মৃত্যুর কড়া নাড়া' নামকরণ পরিবর্তনর প্রসঙ্গে অনুবাদক বেলাল চৌধুরী বলেন

> 'অনেকটা দুঃসাহসে ভর করেই একটি পুর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জিকে (ক্রোনিকো দে উনা মুয়েতে আনুনসিদিয়া) বাংলায় 'মৃত্যুর কড়া নাড়' সংক্রান্ত করেছি। আমাদের দেশের বইয়ের অত বড় আর ভারী নামে অভ্যস্থ নন বলে পাঠক হোচট খাওয়া সম্ভবন থেকে যায়'।[১০]

নামকরণ পরিবর্তনের উক্তযুক্তি যৌক্তিক নয় কিছুতেই। নামকরণ বিষয়ানুগ, সহজ বা দুর্বোধ্যতা নয় এ প্রসঙ্গে বেলাল চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করলে (২২.১১.২০০৪) নামকরণের উক্ত সিদ্ধান্তকে তিনি অকপটে ভুল ছিল বলে স্বীকার করে নেন। বই আকারের প্রকাশনার বিষয় যা-ই হোক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় উভয় উপন্যাসই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে।

৪.ক) বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ

সৈয়দ শামসুল হক বাংলা কথাসাহিত্যের একজন সব্যসাচী লেখক। বিভাগোত্তর বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নতুন মাত্রা লাভ করে। আঠারশ শতকের মাঝামাঝি ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা হারানোর পর হতাশা, ক্ষোভ আর অদুরদর্শীতার অভাবে বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায় মননশীল সাহিত্য চর্চায় নিমগ্ন হয়নি বা সুযোগ পায়নি। গোটা ব্রিটিশ উপনিবেশকালে কিছু সংখ্যক মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটলেও ঔপন্যাসিকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অথবা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যখন বাঙলা উপন্যাসকে শিল্পসুষমার চরম শিখড়ে নিয়ে যায় তখন কোন মুসলমান উপন্যাসিকের দেখা মেলে না এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যখন প্রেমেন্দ্র মিত্র ,অন্নদাশংকর রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দূর্দণ্ড প্রতাপে বাংলা উপন্যাসে বিচরণ করেন তখনও বাঙ্গালী মুসলমান ঔপন্যাসিকের উপস্থিত নিতান্তই নগণ্য। বস্তুত মীর মশাররফ হোসেনই প্রথম বাঙ্গালী মুসলমান ঔপন্যাসিক। তাঁর 'রত্নবতী' (১৮৬৯) মুসলামান রচিত প্রথম উপন্যাস। তাঁর 'বিষাদ সিন্ধু' 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' অথবা 'এসলামের জয়' 'বাধা খাতা' 'নিয়তি কি অবনতি' প্রভৃতি উপন্যাস পুর্বোক্তদের মতো সুগঠিত না হলেও মুসলিম রীতি আচরণ, সংস্কৃতি এগুলোতে প্রতিফলিত বিভাগপূর্বকালে মোজাম্মল হক, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী , কাজী ইমদাদুল হক, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ উপন্যাস রচনায় মুসলিম কৃষ্টি কালচার উপস্থাপনের চেষ্টা করেন সযত্নে। বিভাগোত্তর বাংলা উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, আবু ইসহাক, সরদার জয়েন উদ্দিন, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান প্রমুখ উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। সৈয়দ শামসুল হক তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সামাজিক, জৈবিক প্রবৃত্তির চিত্র ফুটে উঠেছে সুস্পষ্ট ভাবে। 'অনুপম দিন' 'এক মহিলার ছবি' 'দেয়ালের দেশ' 'সীমানা ছাড়িয়ে' 'খেলা রাম খেলে যা' 'দূরত্ব'প্রভৃতি তার মনোবিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস। তাঁর রচনায় আছে পরীক্ষা নিরীক্ষার নিদর্শন। বিষয় নির্বাচনে তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের সামাজিক প্রভাবকে গুরুত্ব দেন অধিক 'নিষিদ্ধ লোবান' 'কয়েকটি মানুষের সোনালী যৌবন' ইত্যাদির সাথে 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' এ পর্যায়ে তার নতুন সংযোজন।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ নদী বিধৌত জনপদ। এর সর্বদক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর। উত্তর এবং পূর্ব প্রান্ত থেকে উৎপন্ন পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র,কুশিয়ারা,সুরমা,যুমনা প্রভৃতি বড় নদী গোটা বাংলাদেশকে জালের মতো বিস্তৃত করে রেখেছে। করতোয়া, ধলেশ্বরী,আড়িয়াল খা, মধুমতী, কপোতাক্ষ, শীতলক্ষ্যা, ডাকাতিয়া, ইছামতি, তিতাস, কীর্তিনাশা, তিস্তা, প্রভৃতি অসংখ্য ছোট বড় নদী এদেশের জনবসতি স্থাপন ও মানস গঠনে শত সঞ্চরমান। ঋতু বৈচিত্র্যে এ সব নদী দেশের মানুষের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখে। বাংলাদেশের সাহিত্যে নদী একটি অপরিহার্য উপাদান। এ নদী শুধু ভৌগোলিক সত্বই নয় এ নদী জীবন্ত সজীব। নদীকে নিয়ে যেমন রচিত হয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি' অথবা 'তিতাস একটি নদীর নাম' নামক বিখ্যাত উপন্যাস তেমনি রচিত হয়েছে হাজারো ছোট গল্প কবিতা, গান। সৈয়দ শামসুল হক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক অখ্যাত নদীর অবলম্বনে রচনা করেন 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' উপন্যাসটি। দেশের উত্তর অঞ্চলের জনপদের এক মৃতপ্রায় নদী আধকোশা। আধকোশা নদীর তীরবর্তী শহর জলেশ্বরী। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয় জলেশ্বরী এবং এই শহরের আক্রান্ত লোকগুলোর জীবনলেখ্য 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ'।

বাঙালি ও বাংলাদেশ হাজার হাজার বৎসরের ঐতিহ্যমণ্ডিত। আর্য অনার্য, অস্ট্রিক,নিগ্রো, কোল, প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রনে কালের অমোঘ প্রবাহের সৃষ্টি বাঙালি জাতির। ভৌগোলিক অবস্থান নদীভাঙ্গন ইত্যাকার কারণে পরিবর্তিত হয়েছে পরিবর্ধিত হয়েছে এ জনপদ। কিন্তু অপসৃত হয়নি। নানা জাতের নানা মতের জনবসতি নিয়ে দীর্ঘ পথযাত্রায় সতত নির্ভীক এ জনপদ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্ম এ জনপদকে অভিসিক্ত করেছে আন্দোলিত করেছে বিভক্ত করেছে। কখনো সানতন ধর্ম, কখনো বৌদ্ধ, কখনো খ্রিষ্টধর্ম কখনো বা ইসলাম ধর্ম এ জনপদের মানুষকে আন্দোলিত করেছে, আলোড়িত করেছে। আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মহিউদ্দিন। তার পূর্ব পুরুষ সৈয়দ কুতুব উদ্দিন। যিনি ষোলশ একসালে এদেশে এসে রাজা ধনদেব কে পরাজিত করে ইসলাম প্রচার করেন উপন্যাসে বর্ণিত হয় মহিউদ্দিনের বাবা জালাল উদ্দিনের জীবন বৃত্তান্ত। জালাল উদ্দিনের ধর্ম-বিশ্বাস- জীবন জিজ্ঞাসা ঐতিহ্য পরম্পরা কর্মকাণ্ডের সুবিস্তৃত বিবরণ। মহিউদ্দিনের দুই চাচা সৈয়দ সুলতান এবং সৈয়দ সোবহান। সৈয়দ সুলতান- কুতুবউদ্দিন নামী বড়বাবার মাজারের খাদেম। সৈয়দ সোবহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ফুলকী সৈয়দ সুলতানের এক মাত্র কন্যা। মূলত উপরোক্তদের ঘিরেই উপন্যাসের মৌল কাঠামো মহিউদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ও শহীদ হওয়া সৈয়দ সুলতানের পাকবাহিনীকে সহযোগিতা এবং ফুলকির পারিবারিক ঐতিহ্যের পীড়নে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করা এই হল এর কাহিনী। এদের ঘিরে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। সুলতান, বশীর আলম, আজমত, হায়দার অবিনাশ, আকবর, ময়না এরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা কানা টেংড়া, জয়নাল আবেদীন, হাসনাহেনা, শামসী বেগম, প্রমুখ চরিত্র এর গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। উপন্যাসের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ হলেও ঘটনা চলচ্চিত্রের ব্যাকফ্লাশের মত বারবারই চলে গেছে কুতুবউদ্দিন ও তার উত্তর পুরুষের ইতিবৃত্তে।

অসংখ্য চরিত্রের ভিড়ে মহিউদ্দিন উজ্জ্বল নক্ষত্র। মুক্তিযুদ্ধে সে একটি গেরিলা বাহিনীর প্রধান। তার প্রজ্ঞা, মেধা যুদ্ধের গতিকে প্রভাবিত করে নিয়ন্ত্রিত করে। সে শুধু মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নয়। সে একজন শিক্ষক, ঐতিহ্যবাহি পরিবারের সদস্য সর্বোপরি ভূগোল, ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক অবহিত। মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালি জাতির একটি সামষ্টিক কর্মপ্রচেষ্টার ফসল। এ সময় এককব্যক্তির, পরিবারের বা সমাজের তাৎক্ষনিক সুচিন্তিত প্রতিরোধ বৃহত্তর পরিসরে সাফল্যের পালক পরিয়ে দেয় গোটা জাতিকে। জলেশ্বরী শহরে পাকসেনাদের পর্যুদস্ত করতে মহিউদ্দিন নেয় এক অসাধারণ যুদ্ধ পরিকল্পনা। শুধু পরিকল্পনাই নয় ক্রমে বাস্তবায়ন করে সে সফলতাও লাভ করে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় সে ভুলে যায় নিজেকে। হয়ে পড়ে অসুস্থ। তবু সংশপ্তক মহিউদ্দিন। কোন মিথ্যে প্ররোচনা, লোভ সন্দেহকে সে প্রশয় দেয়নি। অকুতোভয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে লক্ষ্যে। তার চরিত্রের যেমন ফুটে উঠে সৈনিকের কাঠিন্য, ধৈর্য আর সাহসীকতা তেমনি ফুটে ওঠে তার প্রেমিক সত্তা, স্নেহশীল মনের গোপন ব্যথা, স্বজন হারানোর কান্না আর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার অভিযোজনা। সৈনিক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন করে সুচারুভাবে। সুলতান, আলম, আজমত, হায়দার যখন ফুলকির প্রসঙ্গে আর্ন্তদ্বন্দ্বে। জড়িয়ে পড়ে তখন ধৈর্য আর উদারতা দিয়ে সে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মহিউদ্দিনের নামে ফুলকির প্রেমের কথা সংশ্লিষ্ট সকলেই অবগত কিন্তু ২৫ শে মার্চের কালো রাত্রির পর মহিউদ্দিনের শত আহবান সত্ত্বেও ফুলকির শহর না ছাড়া সুলতানের সাথে ফুলকির পূর্ব সংলাপ কাউকে কিছু না জানিয়ে সহযোদ্ধা বশিরকে জলেশ্বরীতে পাঠানো ইত্যাদি নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মহিউদ্দিন জানে এ মতবিরোধ যুদ্ধের জন্য সৈনিকের মনোবল অটুট রাখার জন্য ক্ষতিকর। রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সে জানে জলেশ্বরীর মানুষ ধর্মপ্রাণ। পীর কুতুব উদ্দিনের প্রসঙ্গে তারা অন্ধ। পাক বাহিনী জলেশ্বরীতে ঢুকেছে অথচ শহরবাসী এখনও নিশ্চুপ নিশ্চল এদের উত্তেজিত করতে, বিদ্রোহী করে তুলতে সে কুতুবউদ্দিনের মাজার প্রসঙ্গে একটা গল্প তৈরী করে। সে মনে করে যদি লোভী, অত্যাচারী পাকসেনাদের মাঝে অর্থ লোভ সঞ্চার করা যায় আর সে লোভে কুতুবউদ্দিনের মাজার পর্যন্ত তারা ভেঙে ফেলে তখন হয়ত জলেশ্বরীর আবালবৃদ্ধবণিতা পুরোপরি বিদ্রোহী উঠবে তাই বশীরকে সে ফুলকির বাবার কাছে পাঠায় গল্প প্রচার করার জন্য। গল্পটি ভয়ঙ্কর। সে বলতে চায় মৃত্যুর সময় কুতুবউদ্দিন প্রচুর ধনসম্পদ হীরা সোনা জহরত নগদ অর্থ কবরে নিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলেই এখন যে কেউ সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পারে। মহিউদ্দিন চায় এ গল্পটি মাজারের খাদেম ফুলকির বাবা সৈয়দ সুলতানই প্রচার করুক। এ প্রস্তাব দিয়েই মহিউদ্দিন বশিরকে শহরে পাঠায়। কিন্তু বিপত্তি হল এ পরিকল্পনা বশির ছাড়া তখনও আর কেউ জানে না। জানে না বলেই তাদের মধ্যে সন্দেহ দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব শুধু ফুলকির প্রসঙ্গে নয়। এ দ্বন্দ্ব অবিনাশ বা মোমেনার প্রসঙ্গেও। অবিনাশ হিন্দু বলে নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা মনে করে। কৃষক কন্যা মোমেনা মুক্তি বাহিনীর পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে নিহত হলে মহিউদ্দিনের কাছেই থাকে। মোমেনাকে ঘিরে সহযোদ্ধাদের বিশেষত সুলতানের মধ্যে রিরংসার প্রশ্ন দেখা দেয়। মহিউদ্দিনের সঙ্গে মোমেনার অবৈধ সংশ্লেষতার প্রসঙ্গের অবতারণা করে সুলতান। একটি অসহায় নিঃস্ব মেয়েকে আশ্রয় দেয়া- অন্যায় কিছু নয়। মহিউদ্দিন স্বস্নেহে তা রক্ষাণাবেক্ষণ করে ভগ্নিপ্রেমে তার অন্তরকে সিক্ত করে। হারানো একমাত্র বোন ময়নার সঙ্গে সে মোমেনাকে তুলনা করে মহিউদ্দিন অবিনাশ আর মোমেনার ব্যপারে নিজের সিদ্ধান্তেই অটল থাকে। সুলতান বা সহযোদ্ধাদের বাঁকা দৃষ্টিকে আমলে নেয়নি। গল্পের ধারবাহিকতায় এ দ্বন্দ্ব যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে কমান্ডার কৌশল নির্ধারণে অনেক কিছুই গোপন রাখতে পারে তা নিয়ে সহযোদ্ধাদের মধ্যে অহেতুক সন্দেহ বা দ্বন্দ্ব দেখা দিবে কেন। ঔপন্যাসিক কি তবে কৃত্রিমভাবে একটি স্নায়ুর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ দ্বন্দ্বের অবতারণা করেছেন? অবিনাশ হিন্দুযোদ্ধা বলে আলম বা হায়দার কি তাকে অবিশ্বাস করছে। তাকে এড়িয়ে চলছে। মুক্তিযুদ্ধ দেশের আপামর জনতার যুদ্ধ। হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান ভেদাভেদ এখানে অমূলক অথচ উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে সম্প্রদায়িকতার নতুন স্পর্শকাতর বিষয়টি টেনে আনেন অমূলকভাবে।

মহিউদ্দিন যোদ্ধা। দেশকে মুক্ত করতে হলে দেশের মাটিতে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে এ প্রত্যয় তার সর্বান্তকরণে জাগিস আক্রান্ত হয়ে পড়লে ফুলকি তাকে নিয়ে যেতে চায় ভারতে, করাতে চায় সুচিকিৎসা। কিন্তু মহিউদ্দিন অটল। সে জানে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ধরাপড়া সহযোদ্ধা সুলতান অথবা সৈয়দ সুলতান তার আস্তানার খবর প্রকাশ করবে নিঃসন্দেহে। দ্রুত পাল্টাতে হবে ক্যাম্প। অসুস্থতার অজুহাতে কালক্ষেপণের অবকাশ নেই। এদিকে তার পরিকল্পনাও সফল হতে চলেছে। টানা বর্ষণে আধকোশা নদী এখন উন্মত্ত। কেটে দেয়া খাল দিয়ে পানি ঢুকে পড়ায় জলেশ্বরী শহর এখন পানিবন্দী। মিলিটারিদের প্রতি আঘাত হানার এখনই চূড়ান্ত সময়। অসুস্থ, ন্যুব্জ দেহেই অস্ত্রহাতে বেরিয়ে পড়ে মহিউদ্দিন। পাকিস্তানী বাহিনীর যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম রেললাইন, রেলব্রিজ ধ্বংস করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। একে একে সফলতাও পায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না তার [১১] মহিউদ্দিনের চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক দেশপ্রেমিক সাহসী মুক্তিযোদ্ধার স্বরূপ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। চরিত্রটি সর্বক্ষেত্রে সরল নয়। তার প্রেমিক সত্ত্বায় দেখা যায় দুদোল্যমানতা। পারিবারিক ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করলেও একে অস্বীকার করার সাহস তার নেই। তাই ফুলকির প্রণয়াসক্ত হলেও বার বার তাকে বলতে শোনা যা 'তুই জানিস না আমাদের বংশে ভালবাসা নিষেধ'? এই দুদোল্যমনতা তাকে প্রত্যয়ী প্রেমিক সত্ত্ব থেকে বিচ্যুৎ করেছে বারবার মহিউদ্দিনের পিতা জালাল উদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধে তার উপস্থিত না থাকলেও উপন্যাসে তার মর্যাদা ভিন্ন কারণে হাজার বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ফসল আজকের বাংলাদেশ। এ দেশ প্রতিষ্ঠার ব্রাত্যজনের আন্দোলন সংগ্রাম যেমন অন্তশলীলার মতো প্রবাহিত তেমনি রাজনৈতিক নেতা ও নেতৃত্বের দূরদর্শী কর্মপদ্ধতি ও যৌক্তিক সমাপ্তি রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ব্রিটিশ বেনিয়া এদেশ দখল করে নেয়ার পূর্বে যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল তারা বাঙালী ছিল না। মোঘলআমল, সেনআমল বা পালবংশের সমকালেও এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বাঙালিদের অংশ গ্রহণ ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। অর্থাৎ নিজস্ব ভূখণ্ড নিজস্ব জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাঙ্গালী জাতির আজন্ম। ব্রিটিশরা এদেশ দখল করে নিলে ইউরোপীয় সভ্যতার পরশে বাঙালীদের মনস্তত্ত্বগতে যে চেতনার অভ্যুদয় ঘটে তা ক্রমশ পরিণত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মাষ্টারদা সূর্যসেন, শরৎ বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, আকরম খাঁ, মৌলভী আবুল হাশেম, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, প্রমুখ একটা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলেন সচেতনভাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ভারত উপ-মহাদেশে তাদের শাসন নীতিতে পরিবর্তন আনতে শুরু করে। অসহযোগ আন্দলন, ফরায়েজী আন্দোলন, চট্টগ্রামের আস্ত্রাগার লুণ্ঠন ইত্যাকার ঘটনায় এ অঞ্চলের জনগণকে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার নির্বাচন ঘোষণা করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৩৫ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শেরে বাংলার নবগঠিত কৃষকপ্রজা পার্টি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করে। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ উভয়েই কৃষকপ্রজা পার্টিকে নিয়ে সরকার গঠন করতে উদ্যোগী হয়। অবশেষে মুসলীম লীগ ও কৃষকপ্রজা পার্টির মধ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বে গঠিত সরকারে যোগদেন স্যার নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, শ্রী নলিনী রঞ্জন সরকার, শ্রী তুলসী গোস্বামী, স্যার বিজয় কুমার সিংহ রায় প্রমুখ। মহিউদ্দিনের বাবা জালাল উদ্দিনের প্রসঙ্গ এ পর্যায়েই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন শিল্প সুষমার সমন্বয়ে। জালাল উদ্দিন অখণ্ড বাংলার স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। শুধু ধর্মভিত্তিক একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। তিনি যুক্তি উপস্থান করতেন যদি ধর্মই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুলনীতি হবে তবে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান এগুলো আলাদা রাষ্ট্র কেন। অখণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতায় তিনি বিভাগোত্তরকালে এদেশে থাকেননি চলে যান কলকাতায়। জীবনের অবসান ঘটে সেখানেই। এই জালাল উদ্দিনের ঔরসজাত সন্তান মহিউদ্দিন। যার মাতার নাম শামসী বেগম শামসী বেগম আর জালাল উদ্দিনের নাটকীয় বিয়ে, পারিবারিক সংস্কৃতি ইতিবৃত্ত লেখক তুলে ধরেছেন সুনিপুণভাবে। যৌথপরিবার, পরিবারের নিয়ম-কানুন কৃষ্টি কালচার উপরিউক্ত অংশ থেকে জানা যায়। যদিও এখানে কেবল সৈয়দ বংশের ইতিকথা, পীরতান্ত্রিকতা, ইত্যাদিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বেশী। এ সময়কার সাধারণ মানুষ বা বৃহত্তর সমাজের আলোকচিত্র থেকেছে উহ্য। সৈয়দ সুলতান এবং সৈয়দ সোবহান দুটো চরিত্র ই উপন্যাসে একটু রহস্যময়। সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান ফুলকির বাবা। কুতুবউদ্দিন সাহেবের মাজারের খাদেম। সৈয়দ সোবহান আওয়ামীলীগ নেতা এম.পি উপন্যাসে তাদের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট বর্ণিত না হয়ে বর্ণিত হয় পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরে। পারস্পারিক হিংসা, বিদ্বেষ আর লোভলালসায় লিপ্ত তারা দুজন। দুজনেই হাসনা হেনার জীবন সংহারী। সৈয়দ সুলতান হাসনা হেনার আর সৈয়দ সোবহানের প্রেমের কথা এমন কি গোপন অভিসারের কথা জানতো। অথচ এক অজ্ঞাত কারণে হাসনা হেনাকে বিয়ে করে সৈয়দ সুলতান। বিয়ের পর হাসনা হেনা সুখী হয়নি। এমন কি স্বাভাবিক জীবনও যাপন করেনি। মানসিক অপূর্ণতা তার বাকি জীবনের সঙ্গী হয়। কন্যা ফুলকির যত্নও সে নিতে পারেনি। সৈয়দ সুলতান আর সৈয়দ সোবহান একে অপরের বৈমাত্রেয় ভাই। সম্পর্কের এই বৈরী অবস্থান দুজনকে এক কাতারে আসতে দেয়নি। সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা, মাজারের খাদেমের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে তাদের মতদ্বৈততা উপন্যাসে পরিস্ফুটি। কিন্তু কেউ-ই পরিপূর্ণ নয়। সৈয়দ সোবহান এম.পি হলেও যুদ্ধে তার নিয়ন্ত্রণ নেই। সৈয়দ সুলতান মাজারের খাদেম হলেও জলেশ্বরীকে বাচানোর কোন ভূমিকা নেই। উপন্যাসের দ্বন্দ্বিক চরিত্র ফুলকি। ফুলকি বুঝে না সে মহিউদ্দিনকে ভালবাসে কি না। মহিউদ্দিন যখন বলে 'তোকে আমি ভালবাসি' তখন ফুলকি কোন উত্তর দিতে পারে না। এক নিঃশীম বেদনায়, অনিশ্চয়তার দোলায় তারচিত্ত অস্থির হয়ে উঠে স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সে অপারগ হয়। তার এই অপারগতা আবার প্রমাণিত হয় যুদ্ধের শুরুতে। যখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী জলেশ্বরী ঢুকে পড়ে তখন। মহিউদ্দিন অন্যান্যদের সঙ্গে ফুলকিকেও শহর ছাড়তে বলে। ফুলকি মহিউদ্দিনের আদেশ মেনে নিতে পারে না। এক দিকে পিতা ও পিতার বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা আর একদিকে মহিউদ্দিন ও তার ভালবাসা। এ দুইয়ের টানাপোড়েনে দগ্ধ হয় তার হৃদয়। মহিউদ্দিনের সাথে শহর না ছাড়লেও সে পিতার সাথে স্বস্তিতে বাস করতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে পিতার সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে প্রতিমুহূর্তে। মাজার সম্পর্কিত মহিউদ্দিনের গল্প বশির ফুলকির বাবার কাছে পৌঁছে দিতে এলে চঞ্চল হয়ে উঠে মহিউদ্দিনের নীতির সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে পারে না। আবার ঘটনার সামহিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পুরোপুরি অস্বীকার ও করতে পারে না। সে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নয়। তাকে দেখাশুনা করতে হয় অপ্রকৃতিস্থ মাতা, পিতার সংসার, মহিউদ্দিনের মাতা চাচী শাসসীবেগমের। ফুলকি তার বাবা পাকিস্তানী বাহিনীর দোসর হোক এটা যেমন চায়না। আবার বাবার কূটকৌশলের অংশ হিসেবে পাকবাহিনীর হাতে মহিউদ্দিনকে তুলেদেবার নাটকেও অংশ নেয় না। বস্তুত মহিউদ্দিনের কাছে পুরোপুরি চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে এক দ্বান্দ্বিক, ক্ষতবিক্ষত চরিত্র যখন সে জানল তার বাবা ও পাকিস্তানীবাহিনী মহিউদ্দিনকে পাকরাও করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তখন আর তারমধ্যে কোন দ্বিধা থাকে না, কোন সংশয় থাকে না। বাষ্পাকুল হৃদয়ে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় মহিউদ্দিনের কাছে পিতা, পরিবার ,সমাজ, বৈধতা, অবৈধতা- সবকিছুর উর্দ্ধে সে স্থান দেয় প্রেমকে। সে চলে আসে মহিউদ্দিনের কাছে। কিন্তু যে স্বপ্ন নিয়ে আবাল্য লালিত সংসার সে ত্যাগ করে সে স্বপ্ন অচিরেই ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় মহিউদ্দিনের অসুস্থতা এবং যুদ্ধে শহীদ হওয়ায়। এখানেই শেষ নয়। তার জন্য অপেক্ষা করে করুন নিমম এক পরিণতি জৈবিকসত্তা মানুষের চিরকালীন । যুদ্ধের ভয়াবহতা আর শরীরের অসুস্থতার মধ্যেও মহিউদ্দিনের গ্রন্থির অভ্যন্তরে বাসকরা ভ্রুণ জেগে ওঠে। ফুলকি স্বতস্ফূর্ত চিত্তে গ্রহণ করে সে ভ্রুণ। গর্ভবতী হয় সে যুদ্ধশেষে সংসারে ফিয়ে এলে মহিউদ্দিনের মাতা শামসী বেগম তাকে বরণ করে নিলেও ঐতিহ্যবাহী সৈয়দ পরিবার তাকে মেনে নেয় নি। পরিবারতন্ত্রের নিষ্ঠুর পীড়ণে তাকে ত্যাগ করতে পৃথিবী, পৃথিবরি রূপ রস গন্ধ কিন্তু রেখে যায় তার আর মহিউদ্দিনের উত্তরপুরুষ। নতুন প্রজন্ম। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় শামসীবেগম ফুলকির পুত্র সন্তানকে সাগ্রহে কোলে তুলে নেয়- শামসুদ্দিন নামে।

উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কানা ট্যাংড়া, কুতুবউদ্দিনের মাজার সম্পর্কিত গল্পটি গানের মাধ্যমে সে প্রচার করে সাধারণ মানুষের কাছে। পাকিস্তানী বাহিনী এর সূত্র ধরে তাকে আটক করে নিয় যায় ক্যাম্পে এ গল্পের উৎস্য মহিউদ্দিনের সংশ্লেষতা বুঝতে পেরে চরম নির্যাতন চালায় তার উপর। ট্যাংড়া জানে মৃত্যুর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। মৃত্যুভয়কে সে যখন পরোয়া করে না তখন অত্যাচার তার কাছে কঠিন মনে হয় না। শত সহস্র প্রচেষ্টা চালিয়েও পাকবাহিনী ট্যাংড়ার কাছ থেকে মহিউদ্দিন বা তার আস্তানা সম্পর্কে কিছু জানতে পারে না। গুলি করে নৃশংসভাবে হথ্যা করে তাকে। ট্যাংড়া প্রতিবন্ধী হলেও একজন যুদ্ধ। মুখে মুখে গান রচনা করে বিভাগোত্তরকাল থেকে দেশের জনতাকে সচেতন করেছে উদ্বুদ্ধ করেছে। অকুতোভয় এ চরিত্রটি পাঠকের হৃদযকাড়ে নিঃসন্দেহে

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এখানেও রহস্যেরবাতাবরণ রেখেছেন লেখক। তিনি স্পষ্ট করেননি কেন ট্যাংভ়া সত্যি সত্যি অন্ধ না, অন্ধের ভূমিকায় একজন গেরিলা যুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ উপন্যাসের সজিব চরিত্র। যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা, এর বিস্তৃতি, পাত্র পাত্রীর সঞ্চরণ সব কিছুই উপন্যাসে জীবন্ত ঔপন্যাসিক স্বাধীন বাংলা দেশ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করেছেন সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই জুন রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ। যেটিকে লেখক নির্বাচনী জনসভা হিসেবে অখ্যায়িত করেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা তিনি তুলে ধরেছেন নির্মমভাবে[১৩]। গেরিলাযুদ্ধের স্বরূপ তিনি বর্ণনা করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে[১৪]। উপন্যাসে গল্প সরলরেখায় ধাবমান নয়। শুধু যুদ্ধই এর অনুসঙ্গ নয় যুদ্ধের পাশাপাশি পাত্র-পাত্রীর জৈবিক চেতনা পারস্পরিক সন্দেহ বিশ্বাসভঙ্গতার অনুবৃত্ত ভাবে এসেছে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো। সৈয়দ শামসুল হক স্বভাবতই ফ্রয়েডীয় চেতনায় পাত্র-পাত্রীর আচরণ গল্পে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন প্রায় ক্ষেত্রেই। আলোচ্য উপন্যাসও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়[১৫]। নামকরণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ভাবের উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টিবহুল দেশ বাংলাদেশ। ঋতু বৈচিত্র্যে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এ জনপদে। বিশ্বের বৃহত্তম এ ব-দ্বীপ তখন সত্যি সত্যি একটি বড় জলাশয়ে পরিণত হয়। জলেশ্বরীর প্রতিকৃতিতে লেখক গোটা বাংলাদেশের প্রকৃতি তুলে ধরতে চেয়েছেন উপন্যাসে। বৃষ্টি এদেশের মানুষের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবন যাত্রা নিয়ন্ত্রিত গঠিত পরিশীলত হয় বৃষ্টির সিক্ত আভায়। মহিউদ্দিনের যুদ্ধ পরিকল্পনা বৃষ্টি নির্ভর বৃষ্টি হবে। আধকোশা নদী ফুলে ফেঁপে উঠবে। জলেশ্বরী একটি দ্বীপে পরিণত হবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, পাকিস্তানী বাহিনী। পরাজিত হবে মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে। নামকরণের এ গূঢ়তা তাই লাভ করে শিল্পসুষমা। এর ভাষা সাবলীল ও গতিশীল। পাত্রা-পাত্রী অনুযায়ী প্রতিস্থাপিত সংলাপে আছে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার[১৬]। সৈয়দ শামসুল হক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নিরীক্ষাধর্মী। প্রায় প্রতিটি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি একটা স্টাইল প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেন। আলোচ্য উপন্যাসের বর্ণনায় তিনি কয়েকটি উপায় অবলম্বন করেছেন। কখনো পাত্র পাত্রীর জীবনীতে গল্প বলিয়েছেন কখনো উত্তম পুরুষের মাধমে কখনো বা তিনি নিজে গল্প বলেছেন। যখন তিনি নিজে গল্প বলেছেন তখনও অবলম্বন করেছেন দুটি উপায়। কখনো একবচন কখনো বহুবচন। ইতিহাস প্রতিস্থাপনেও তিনি রেখেছেন ব্যতিক্রমী ধারা। মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধপূর্ব বা যুদ্ধোত্তর এমন অনেক ইতিহাস আছে যা তিনি গল্পে ব্যবহার করেছেন অবিকৃতভাবে[১৭]। উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় এ জাতীয় সংযোজনে পাঠক হোঁচট খেয়েছেন। একটু দ্বিধান্বিতও হয়েছেন। এটা উপন্যাস না ইতিহাস। 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' নামে যে উপন্যাসটি বর্তমানে বিদ্যা প্রকাশনীর (প্রকাশকাল- ১৯৯৮) ব্যনারে বাজারে সংবর্তমান এর সঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের মৌলিক কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও লেখক পত্রিকায় প্রাকাশিত উপন্যাসটিকে খসড়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পাঠান্তে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় খসড়াকে ভিত্তি করেই বর্তমান উপন্যাস এতে বিয়োজন কম সংযোজন বেশী। সংযোজিত অংশটুকু অনেকটাই দলীয় রাজনীতি ব্যক্তিপ্রীতির স্তুতি বর্ণনার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' এবং বিদ্যা প্রকাশ এর 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' পাঠান্তে প্রতিতুলনা করলে বরং প্রথমোক্তটিকেই অধিক শিল্পসম্মত উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বস্তুত 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ',বাংলা কথাসাহিত্যে একটি অনন্য সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধ ও এর স্বরূপ প্রতিস্থাপনের একটি সচেতন প্রচেষ্টা এটি এ কথা অবলীলায় বলা যায়।

৪.খ) একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি

'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' অসাধারন এক উপন্যাস। মৃত্যুর মত ভয়ানক একটি সত্য ঘটনাকে শিল্প সুষমায় উপস্থাপন করে ঔপন্যাসিক কুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মৃত্যু মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি। আরোপিত মৃত্যুর কাম্য নয় কারো। উপন্যাস পাঠে প্রতি মুহূর্তে পাঠক শিহরিত হন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর ঘোষণায় দুর্ভাগ্যজনক হল আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া সবাই এ মৃত্যু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু প্রতিকার করার কোন প্রচেষ্টা বা উপায় নেই। বস্তুত মানব জীবনের প্রকৃতি-ই এই। প্রাণী মাত্রের ই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। এই সহজ সরল সত্যটি অনুধাবনের প্রত্যয় মানুষের নেই। বর্তমান অবস্থা-ই জীবের চিরকালীন চলমানতা ই জীবের স্বকীয়তা এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীতি মানুষের মধ্যে প্রবহমান। মৃত্যু বা বিনাশ এ সম্পর্কে ধারণা আছে ভয়ও আছে কিন্তু প্রস্তুতি নেই: ইচ্ছেও নেই। পৃথিবীর মোহময় রূপজালে আবদ্ধ মানুষের বোধ। সতত ক্রিয়াশীল স্বভূম-স্বজাতির বিচ্ছিন্নত কাম্য নয় করেই অথচ এ এক আমোঘ সত্য। সান্তিয়াগো নাসা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল না মেটেও। রিউহাচের প্রায় প্রতিটি নাগরিক যখন তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত তখন সে বিহবল নিরুপায়। প্রতিরোধের অহেতুক প্রচেষ্টা চালিয়ে সে বরণ করে মৃত্যুকে ; আকারণে অসহায় ভাবে।

'একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' উপন্যাসের বিষয়বস্তু নামকরণের মধ্যেই স্পষ্ট। কাহিনীর সঞ্চারক চরিত্র অনেহেলা বিকারিও। পিতা- পেনেসিয়ো বিকারিত এবং মাতা পুরসিস্তা দেল কারমান। চারবোনের মধ্যে সে সবার ছোট। যমজ দুই ভাই পেড্রো বিকারিও ও পাবলু বিকারিও। আনহেলার বাবা মধ্যবিত্ত গোছের জীবন যাপনে অভ্যস্থ পেশায় একজন স্বর্ণকার। অবশ্য মাতা- পুরসিস্তা এক সময়কার শিক্ষয়ত্রী। মা বাবার কাছের অনুশসান আর নিয়মানুর্বাতির মধ্য তাদের বেড়ে উঠা। আনহেলা বিকারিওর মা-মনে করতেন, মেয়েরা সংসারের যাবতীয় কর্ম সুচারভাবে সম্পন্ন করবে এটাই প্রচালিত: 'মেয়েদের লালন পালন করা হত বিয়ে দেয়ার জন্য তারা জানতে কি করে পর্দার ওপর এমব্রয়ডারি করা যায়, মেশিনে সেলাই করা যায়। কি করে হাতের লেস বোনা যায়, কাপড় ধোয়া ও ইস্তিরি করা, কৃত্রিম ফুল তৈরী ও সৌখিন মিহরি খণ্ড তৈরীর কাজ এবং বিবাহের ঘোষণাপত্র লেখার কাজ'। আনহেলার মা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন 'যে কোনও মানুষই ওদের নিয়ে সুখি হতে বাধ্য, কারণ, ওদের যেভাবেই শত কষ্ট সহ্য করার মতো তৈরী করা হয়েছে। দুর্ভাগ্য তার এই প্রতীতি অনহেলার ক্ষেত্র সত্য প্রমাণিত হয়নি। ভঙ্গ কাচের মত টুকরো ছত্রখান করে দেয় আনহেলা তার পরিপার্শ ও পরিবারের সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো সজীব, স্বপ্নীল জীবন।পরিবারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়ে বাইয়ার্দো সান রোমান এর পরিবার। বাইয়ার্দো সান,পেত্রেনিও সান রোসান ও বোনের আলবের্তা সিমন্ডস এর অতি আদরের পুত্র। দুই বোনের একমাত্র ভাই সে। আলবের্তা সিমন্ডস থিনি প্যাপিয়ামেন্টো পেত্রোনিও সান সাহসী যোদ্ধা এবং সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার। উপন্যাসে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবার হল প্লাসিদা লিনেরোর পরিবার। স্বামী ইব্রাহীম নাসার পরিবার সন্তান সান্তিয়াগো নাসা। তিনবছর পূর্বে মারা যান তিনি। সান্তিয়াগো নাসা যে কিনা উপন্যাসের হতভাগ্য এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পযন্ত নিঃসঙ্গ মায়ের সঙ্গে ছিল ছায়ার মত। এই পরিবারের সাথে একাত্ব হয়ে আছে গৃহ পরিচারিকা বিক্তোরিয়া গুসমান- তার কন্য দিবিনা ফুর। উপন্যাসের অন্যান্য প্রধান চরিত্রের মধ্যে রয়েছে দুধ বিক্রেতা ক্রেতিলদে আর্মেন্তো, শহরের মেয়র কর্নেল আপেন্তো, বারবনিতা মারিয়া আলহান্দ্রিনা সের্বেন্তস; সান্তিয়াগোর বন্ধু ক্রিস্তো বেদোইয়া এবং কথক নিজে। কিন্তু পুরোউপন্যাসের এক অদৃশ্য চরিত্র হল বিশপ যার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও বস্তুত তার পরোক্ষ প্রভাবেই উপন্যাসে ঘটে মর্মান্তিক বিয়োগান্তক ঘটনা বাইয়ার্দোসান আর্থিক বৈভব আর নাটুকেপনার আশ্রয়ে বিয়ে করে আনহেলা বিকারিওকে বিয়ের প্রথম প্রহরেই ভেঙে যায় তাদের স্বপ্নের বসর। বাইয়ার্দোসান আনহেলা বিকারিও অক্ষতযোনী নয় এই অভিযোগে ফিরিয়ে দিয়ে যায় পুরাসিমা বিকারিওর কাছে। কন্যার গোপন অভিসারে ক্ষুব্ধ হয়ে ডেকে আনেন যমজ দুই সন্তান পেড্রো বিকারিও ও পাবলো বিকারিওকে। বোনের অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে তারা বেরিয়ে পড়ে অভিযুক্ত সান্তিয়াগো নাসারকে খুন করতে এবং খুন সম্পন্ন করে তারা স্বেচ্ছায় কারাবরণকরে। উপন্যাসের কাহিনী মূলত এইটুকু। এক রাত্রি ও এক সকাল এই সময়ের কাহিনী 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি'। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই উপন্যাসে সমাবেশ ঘটে বিচিত্র চরিত্রের। কাহিনীর মূল চরিত্র সান্তিয়াগো নাসার। পিতার কাছ থেকে খুব অল্প সময়েই সে শিখে নেয় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, অশ্বপ্রীতি, দ্রুতগামী উড়ন্ত শিকারী পাখির ওস্তাদি শৌর্য, বীর্য, বিচক্ষণতা আর দূরদর্শীতায় সে ছিল আরব পিতা ইব্রাহীম নাসার মতোই সমান পারদর্শী। পিতার অকাল মৃত্যুতে মাধ্যমিক শিক্ষার উপরে উঠা তার হয়নি। পারিবারিক খামারের দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। তার জীবন যাপন জটিল নয়। উপন্যাসের কথক তার বন্ধু। কথকের বোন মারগোত তার পাণিপ্রার্থী। অনহেলা বিকারিওর বিয়েতে ঝাকজমক অনুষ্ঠানে সে সপ্রতিভ এবং বাইয়ার্দো সানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এমন কি যে পেড্রো আর পাবলো বিকারোও তাকে হত্যা করে মৃত্যুর ছয় ঘন্টা পূর্বেও তার ছিল বন্ধু। সে ছিল প্রত্যয়ী। নির্ভীক। ধর্ম বিশ্বাস ও তার শ্রদ্ধাযোগ্য। বিশপের আগমনোপলক্ষ্যে সে যজকীয় পোশাক পরিধান করে। বন্ধু সভা অথবা পরিবার পরিজনদের মধ্যে তার সম্পর্কে ইতিবচক চেতনায়ই বর্তমান। তাকে অপছন্দ করে এমন চরিত্রের সংখ্যা নেই খুব একটা

ব্যতিক্রম তারই পাচিকা বিক্তোরিয়া গুসমান। বিক্তোরিয়া যে কিনা তার বাবা ইব্রাহীম নাসার ভোগের পাত্রী সে অপছন্দ করে সান্তিয়াগোকে, বস্তুত বিক্তোরিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তার নির্মম মৃত্যু সাধিত হয়। আনহেলা বিকারিও তার দুই ভাইকে তার সম্ভ্রমহানীর জন্য সান্তিয়াগো নাসারকে অভিযুক্ত করে অনেকটা অবচেতন মনেই সে ভেবেছিল যদি সান্তিয়াগোর নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহলে হয়তো তার ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিশোধ নেবার সাহস দেখাবে না। বোনের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিজ্ঞ বিকারোও ভ্রাতৃদ্বয় অভিযুক্তকে হত্যা করার প্রকাশ্য হুমকি প্রদান করলেও প্রতিমুহূর্তে তারা চাইত কেউ তাদের এ হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত রাখুক। কিন্তু মজের বিশপের আগমনের সংবাদে শহরের মানুষ এতই ব্যস্ত ছিল যে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তারা যুক্তিযুক্ত অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়। সান্তিয়াগো নাসার পাচক দিবিনা ফ্লর প্রতি আসক্ত। দিবিনা ফ্লরকে তার সম্পত্তি বলে মনে হয়। যদিও সে মরিয়া আলেহান্দ্রিনা সেবেন্তের শিকারে পরিণত হয়েছেন অনেক আগেই এবং নারী সঙ্গ লাভের অভিজ্ঞতাঅর্জন করেছে চমৎকারভাবে। সে দিবিনাফ্লরকে নিজস্ব ভোগের সামগ্রি বলে ভাবতে থাকে দম্ভের সাথে। মূলত এ কারণেই বিক্তোরিয়া ওসমান সান্তিয়াগোর প্রতি ক্ষিপ্ত এবং তার মৃত্যু পরোয়ানা জানা সত্ত্বেও তাকে সতর্ক করে না

মনোবিশ্লেষণের জটিল বাতাবরণে আবর্তিত এর প্রতিটি চরিত্র। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সঠিক ও যুক্তিযুক্ত মনে করছে। বাইয়ার্দো সান আনহেলা বিকারিওকে বিয়ে করার জন্য অর্থ খরচ করেছে প্রচুর। বাজার মূল্যের চেয়ে বহুগুণ বেশী মূল্যে বিপত্নীক সিয়ুসের বিলাসবহুল বাড়ি কিনে নেয়। শুধু আনহেলার সাধ পূর্ণ করার জন্য শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ভোজের নিমন্ত্রণ করে বাইয়ার্দো আনহেলার বিবাহোত্তর প্রীতিভোজে। যার প্রণোয়াক্ষায় বাইয়ার্দো এতটা হন্তদন্ত সেই আনহেলা বিকারোও অক্ষতযোনি নয় অভিযোগ এনে ত্যাগ করা তার চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় মেলে। আনহেলা এ বিয়েতে রাজি ছিলনা প্রেম সৃষ্টি হয়নি বলে তার মা অবশ্য যুক্তি দেখিয়েছিল বিবাহোত্তর প্রেমের প্রতিস্থাপনের পক্ষে। কিন্তু প্রেমহীন বিয়ে কী নিদারুন অসারতায় পর্যবসিত হয় বাসর ঘরেই তার প্রমাণ মেলে।

উপন্যাসটিতে সূক্ষ্মভাবে আরব সেটেলারদের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। আরবরা এ অঞ্চলে বীররের প্রতীক হিসেবেই পরিচিত। সান্তিয়াগোর হত্যাকাণ্ডের পর শহরের মেয়র কর্নেল লাসারু আপোন্তে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। আরবদের উত্তেজিত হয়ে উঠার ভয়ে দ্রুত ও গনসংযোগ করে সে পরিস্থিতির সামাল দেয়। বিচার বিভাগীয় তদন্তে পেদ্রো এবং পাবলো বিকারিওর দোষ প্রমাণিত হয়। কিন্তু তিন বছরের বেশী তাদের সাজা হয় না। কারণ হত্যাকাণ্ড ঘটানোর আগে তারা যেমন ছিল সহজ সরল ভাল মানুষ। হত্যাকাণ্ডের পরও তেমনি সহজ সরল ভাল মানুষে পরিণত হয়। তারা মূলত: বোনের সম্মানহানীর প্রতিশোধ নিতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কোন আর্থিক লাভালাভে নয়। নারী তাদের কাছে সম্মানের প্রতীক। এর অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পারা কাপুরুষতারই লক্ষণ। উপন্যাসের ট্র্যাজিক চরিত্র সান্তিয়াগো নাসার মা প্লাসিদা লিনেরো। বিক্তোরিয়ার ভূল তথ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘাতকদের স্বচক্ষে দেখেও সে তার সন্তানকে বাঁচাতে পারে না। নিজ বাড়ির সামনে নিজেরই ভুলের কারণে প্লাসিদা তার সন্তানকে হারায়। ঘাতক বিকারিও ভ্রাতৃদ্বয় যখন সান্তোয়াগো নাসারকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় তাড়া করে তখন প্লাসিদা বাড়ির সদর দরজা বন্দ করে দেয়। অথচ দরজাটা বন্ধ হতে আর কয়েক সেকেন্ড দেরী হলে সান্তিয়াগো নিজেকে রক্ষা করতে পারত। মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মুহূর্তও স্বল্পতম সময়েই। মৃত্যু দীর্ঘ কোন প্রক্রিয়া নয়। মুহূর্তে সাঙ্গ হয় পৃথিবীর নাট্যাভিনয়। সান্তিয়াগো নাসার যে কিছুক্ষণ আগেও ছিল সজিব, জীবন্ত সে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে মৃত আসার নির্জীব।

ল্যাটিন আমেরিকার উপন্যাস উপন্যাসের পাত্র পাত্রী গঠন কাঠামো ইউরোপীয় কথা সাহিত্যের অনুগামী নয় পরিবার পরিবারের সম্মান সামাজিক দায়বোধ। ধর্মীয় চেতনা সবই এখানকার অংশ 'একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' উপন্যাসটি পাঠকের স্নায়ুকে বাষ্পকুল করে রাখে, উদ্বিগ্ন করে রাখে। বেলাল চৌধুরী এর অনুবাদ করেছেন গ্রেগারি বারাসাকৃত ইংরেজী থেকে। গ্রেগারি বারাসা গাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কজের বহু উপন্যাস ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রশংশিত হন। বেলাল চৌধুরী বিশ্বসাহিত্যের বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যে প্রতি আকৃষ্ট বেশী। তিনি বাংলা সাহিত্যের সাথে ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যের মালা গাঁথতে চেয়েছেন সচেতনভাবে। এ প্রচেষ্টায় পুরোপুরি সফল হয়েছেন বলা যাবে না। যদিও আক্ষরিক অনুবাদ এটি নয়, তবু অনেক জায়গায় কিছুটা

Dhaka University Institutional Repository

অস্পষ্টতা রয়ে গেছে [১৮] উপন্যাসে পাত্র পাত্রীর সংলাপ অপেক্ষা ঘটনার বিবরণই বেশি বাংলা সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ আরাহন করেছে এবং করছে সুস্পষ্টতায়। অনুবাদ যে কোন দেশের সাহিত্যের ইতিবাচক পদক্ষেপ এই পদক্ষেপের স্বার্থকতা নির্ভর করে অনুবাদকের দক্ষতা নিপুনতার উপর। মূল গ্রন্থ অনুবাদের সময় স্বভাবতই চেতনাগত কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূল গ্রন্থের লেখকের মানসচেতনা অনুবাদক সম্যকভাবে অবহিত হতে পারে না সঙ্গত কারণে। কৃষ্টি কালচারের ভিন্নতায় অনুবাদ আত্তীকরণের ভূমিকা পালন করে অনুবাদক হয় মূল বইয়ের সমাজ ও সামাজিক আচরণকে অনুসরণ করেন স্পষ্টভাবে অথবা অনুকরণ করেন নিজস্ব ভাবনায় এ দুইটি এক সাথে করতে না পারলে অনুবাদকর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। বেলাল চৌধুরী একটি পুর্ব ঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি তে যে সমাজ তুলে ধরেছে তা যতটা গাসিয়া মার্কেজের তার চেয়ে বেশি গ্রেগরি বাবাসার। উপন্যাসের মূল গতি অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে। এর পাত্র পাত্রী অধিকাংশের-ই নৈতিকতা বলতে কিছু নেই। অবৈধ দৈহিক মিলনে তার কুন্ঠিত নয় লজ্জিতও নয়। সান্তিয়াগো নাসার বা তার বাবা ইব্রাহীম নাসার উভয়ে পারিবারিক ভৃত্যকে সম্ভোগের পাত্র হিসেবেই গণ্য করে। মারিয়া আলেহান্দ্রিয়ানা স্বঘোষিত লীলাসঙ্গিনী এমন কি খুনি দুই যমজ ভাই এদেরও রয়েছে প্রণয়সঙ্গী। আমাদের বাঙ্গালী সমাজে এসব অশ্লীলতার পর্যায়ে পর্যবসিত তাই উপন্যাস পাঠে পাঠক একটু অস্বস্তি বোধ করতেই পারেন। পটভূমির এ জাতীয় ভিন্নতা থাকলেও সাযুজ্য যে নেই একেবারে তা নয়। বিশপের আগমনোপলক্ষে শহরবাসীর যে চাঞ্চল্য এটি যেন আমাদের পীর তাদের ভিন্নরূপ। পরিশেষে এ কথা বলা যায় বেলাল চৌধুরী ল্যাটিন আমেরিকায় এবং অত্র অঞ্চলের জীবন যাত্রা সম্বলিত উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করে প্রশংসার দাবী রাখেন নিঃসন্দেহে

Dhaka University Institutional Repository

৫. অনুবাদ

১৯৮০র দশকে 'দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সময়িকী'তে বাংলা সাহিত্যের নিয়মিত বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি প্রচুর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। যে কোন সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে অনুবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ মূলত অনুবাদেরই যুগ। এ সময় আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা থেকে প্রচুর কাব্য বাংলায় অনূদিত হয়। মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মাবতী, মধুমালতী সয়ফুলমুলক বাদিউজ্জামান, লায়লী মজনু, শিরি ফরহাদ, এ জাতীয় প্রচুর জনপ্রিয় কাব্য মহাকাব্য বাংলায় অনুবাদ করা হয় সে যুগে। আধুনিক যুগেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। এ পর্যায়ে মূলত ইংরেজি ভাষার সাহিত্য-ই বেশী অনূদিত হয়। এ সময় ল্যাটিন বা ফ্র্যান্স ভাষার সাহিত্যও অনুবাদ করা হয় ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। ইংরেজীর পাশাপাশি চীনা, জাপানী প্রভৃতির ভাষার সাহিত্যকর্মও বাংলায় অনুবাদ করা হয়।'অনুবাদ' শিরোনামার আলোচ্য নিবন্ধে 'কবিতা' ও 'গল্প' উভয়ের আলোচনা পৃথক পৃথকভাবে না করে একসঙ্গে করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ১৯৮০ সনের জুলাই মাসের ৬ তারিখের সাহিত্য সাময়িকীতে বিপ্লবী কবি চেবার 'আন্তজার্তিক বিপ্লব' কবিতার অনুবাদ করেন আবুল মোমেন। ব্যক্তির চেতনা যখন ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে দেশ দেশান্তরকে আন্দোলিত করে তখান সে ব্যক্তি আর একক কোন দেশ সমাজ বা পরিবারের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থাকেন না। তিনি তখন সম্পদ বিশ্বসম্পদ। এমন এক আর্ন্তজাতিক ব্যক্তিত্ব গুয়েভার চেবা। বিশ্বের লাঞ্চিত পীড়িত অবহেলিত মানুষের স্বপক্ষের উচ্চকণ্ঠ চেবাকে নিয়ে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া প্রভৃতি মহাদেশে ব্যাপক আলোড়ন-আন্দোলন সংগঠিত হয়। তাকে নিয়ে আবুল মোমেন লিখেন 'তুমি কে?/ তোমাকে দেখেছি মোজাম্বিকে/ ভিয়েতনামে/ বলিভিয়ার জঙ্গলে' অথবা 'তুমি কে?/ তুমি তো ঘুরছ আজো এশিয়া আফ্রিকা/ ল্যাটিন আমেরিকায়/' চারণ স্বাপ্নিক পুরুষ সম্পর্কে কবির উচ্ছ্বসিত জিজ্ঞাসা' এখন কোথায় তুমি কর্মরত/কোন বনভূমে / কোন জনযুদ্ধে ব্যাপৃত।' চেবার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেন 'তুমি কে /নওভবঘুরে, পরিব্রাজক, দেশত্যাগী, ছন্নছাড়া/তুমি হতাসগ্রস্ত/ নওতো নিছক অভিযাত্রী/ রোমান্টিক রোমাঞ্চ সন্ধানী/ যে শুনেছে পথের দুর্বার হাতছানি/ তুমি কি তেমন কেউ।' কবির অভিব্যক্তি দেশে দেশে জনে জনে এ মহান নায়কের অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠবে বিপ্লবী সৈনিক, সংগঠিত হবে অন্যায় অত্যাচার নিড়ীড়নের বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ বিপ্লব।

'কাবুকি নাটক- লোকজকলা থেকে সাহিত্যে উত্তরণ' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন মনজুরুল হক (১৯.১.৮৪) জাপানের শিল্প সাহিত্য সর্ম্পকে সম্যক অবগত মনজুরুর হক উক্ত প্রবন্ধটি লেখেন। নাতিদীর্ঘ এ প্রবন্ধ থেকে জানা যায় সাধরণ মানুষের বিনোদনের শিকড় কাবুকি কীভাবে ক্রমানুসারে সাহিত্যিক নাট্যাঙ্গনে প্রবেশ করে। প্রায় আড়াইশ বছর (১৬০৩-১৮৬৭) সংগ্রাম সাধনা করে এ নাট্য মাধ্যমটি ভদ্রজনের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। এ প্রয়াসে যারা অবদান রাখেন তাদের মধ্যে আছেন সপ্তদশ শতকের ওকুনি ও তার দল, সামুরাই যুবক নাগোয়া, সানজা, কুবরো প্রমুখ। অবদান আছে গেইনা পল্লীর রমণীগণের। ১৬৫২ সালে সরকার কাবুকিতে মেয়ে ও বালকদের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে সাময়িক সংকটে পড়ে মাধ্যমটি। কিন্তু এ সাময়িক অসুবিধা কাটিয়ে কাবুকি হয়ে উঠে অনেকটা সাহিত্যিক সু- সমন্বিত শিল্প মাধ্যম। ১৬৬৪ সালে সর্ব প্রথম চার খণ্ডের একটি সম্বলিত নাটক দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। কালপরিক্রমায় জাপানের অনেক নাট্যকার কাবুকি রচনা করে বিখ্যাত হন। এদের মধ্যে চিকামাৎসুর। তিনি ১৬৮৩ সালে ইত্যসুগি মোগ, নামক কাবুকি রচনা করেন। পরবর্তী ১৫ বছর তিনি বেশ কয়টি কাবুকি রচনা করেন। যেমন ইউগিরি শিচিনেন 'কেই সেই শিবু দাইমেনবুৎসু ইত্যাদি। তবে এদের কাবুকির সর্বাপেক্ষা সফল নাট্যকার ছিলেন-কাওয়াতাকে মকুয়ামি (১৮১৬-৯৩)। সমালোচকদের মতে কাওয়াতাকে মকুয়ামিই কাবুকি নাটককে প্রকৃত অর্থে পরিপূর্ণ সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাঙালি পাঠক এশীয় সাহিত্য সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে প্রবন্ধটি পাঠ করে।

১৯.৩.৮৫'র সাময়িকীতে এম লোয়েলের 'ম্যাডোনা' কবিতার অনুবাদ করেন আলম খোরেশদ। প্রিয়তমা ম্যাডোনাকে খোঁজে কবি সারাক্ষণ সর্বত্র "সারাদিক কাজ করে/ এখন আমি ক্লান্ত/আর তাই চীৎকার করে বলি, তুমে কোথায়?/ কিন্তু কবি কোথাও তাকে খুজে পায় না। ঘরের আসবাবপত্র বিছানা যা যেমনি ছিল তেমনি আছে

Dhaka University Institutional Repository

নেই শুধু তার প্রিয়তমা। হঠাৎ কবি তার চেতনায় কৃষ্ণচূড়ার নীচে দণ্ডায়মান দেখেন ম্যাডোনাকে। সে যেন তাকে বলছে ফুলগাছগুলোর যত্ন নিতে সংসারের সে যা কিছু রেখে গেছে তার পরিচর্যা করতে। কিন্তু আবছায়ার সেই প্রিয়াকে ধরতে গেলেই মিলিয়ে যায় বাতাসে যেখানে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ছাড়া আর কিছু থাকে না। 'তোমার পায়ের কাছে আমি আমি হাটু গেড়ে বসি,/আর সঙ্গে সঙ্গে চরাচর কাঁপিয়ে একযোগে বেজে ওঠে মন্দিরের সবগুলো ঘন্টা।' এক বিরহকাতর প্রেমিকের আর্দ্র হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ম্যাডোনা কবিতাটি।

গর্সিয়ার লোরকারের বিখ্যাত কবিতা 'কিউবার নিগ্রোর স্বপ্ন (১৮.৯.৮৬) অনুবাদ করেন মনজুরুল হক। ফ্যাসিস্টবিরোধী কবি গর্সিয়া লোরকা । পৃথিবীর যেখানেই অন্যায় অত্যাচার- প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠেছে সেখেনেই। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ কিউবার প্রতি কবির মন বেদনার্ত। তিনি ওখানকার সাধারন মানুষের সাথে মিশে যেতে চান। চান অনুকূল পরিবেশ -

'এ রাত যদি হয় জ্যোৎস্নাময়/ আমি যাব সান্তিয়াগো কুবা/ আমি যাব সান্তিয়াগো।' সমুদ্রের ফেনা সরিয়ে কবি যেতে চান সেখানকার আকাশ বাতাস ভালবেসে 'সমুদ্রের বাতাস আর মদের ঘ্রাণে/ আমি যাব সান্তিয়াগে/ প্রবল আর তন্দ্রার স্বপ্নে/ যাব আমি সান্তিয়াগে/ বালিয়াবাড়ি আর হোয়ারের টানে/ আমি যাব সান্তিয়াগে।/'। বিপ্লব দেশে দেশে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাধিত হয়। কিউবার বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের উৎসাহ দিতে প্রেরণা দিবে।

চেক প্রজাতন্ত্রের প্রথম কবি ইয়ারোস্লাভ যিনি ৮৩ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সম্প্রতি প্রয়াত এ চেক কবির ষাট এবং সত্তরের দশকের কবিতা 'শুধু একবার' ও 'কবি হওয়া'। এ দুটো কবিতা অনুবাদ করেন অসিত রবন দে (২৩.১.৮৬)। প্রেমের কবি ,সৌন্দর্যের কবি -তার কবিতায় স্বর্গ খুঁজছেন একটু হাসি, অথবা একটি সুন্দর মুখের মাঝে। তার মতে স্বর্গ আর কিছু নয় সুন্দর মুখের হাসিই স্বর্গ নরক আমার চিনাঃ/ সর্বত্র দুপায়ে ঘুরে বেড়ায় /কিন্তু স্বর্গ কোথায়?/ হয়ত স্বর্গ আর কিছুই নয় ? শুধু একটু কারো হাসি/ যার জন্য আমরা সবাই এতদিন/ অপেক্ষা করেছিলাম/ আর মিষ্টি একটা মুখ/ যেটা ফিস ফিস করে আমাদের নাম ধরে ডাকে। তারপর সেই অনন্ত মুহূর্তে আমরা / ভুলে যেতে পারি নরককে/' এ যেন বাংলা কবিতার 'মানুষেরই মনে স্বর্গ ও নরক মানুষেতেই সুরাসুর' এর প্রতিধ্বনি। কবিতায় কবি কবি হয়ে ওঠার জন্য শত সাধানার কথা বলা হয়েছে কবি, গুরু ধরেছেন, ব্যাকরণ পড়েছেন কঠিন কঠিন শব্দের মালা তৈরী করেছেন তবু কবিতা হয়নি। অথচ কবিতার জন্য তিনি নারীর উড়ে যাওয়া চুল তার সুন্দর হাসি অথবা আড় চোখে চাওয়া কোন দিন লক্ষ্য করেন নি- 'বৃথাই হাজার চিন্তা খুঁজে মরলাম/ ভিরমিলাগার মত চোখ বন্ধ করলাম/ নিজের প্রথম কবিতা শোনার জন্য।/ অন্ধকারে শব্দের স্থানে/দেখলাম নারীর হাসি ও /হাওয়ায় উড়ে যাওয়া সোনালী চুল / 'আর আমার সেই ভাগ্যের/ পেছনে সারা জীবন/ প্রাণপণে ছুটে বেড়ালাম/' অনুবাদক ইয়ারোস্লাভের স্বরূপ ধরার চেষ্টা করেছেন। পূর্ব ইউরোপের কবিতায় আধাত্মিকতা প্রচলিত নয়। আলোচ্য কবি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

অ্যালেক্স লাগুমার গল্প -'কফি' (১৯.১.৮৬) অনুবাদ করেছেন সুব্রত বড়ুয়া।বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে যে লেখক জেল খেটেছেন বহুবার তার কলম থেকে এ 'কফি' গল্প বেরুবে এটাই স্বাভাবিক।কৃষ্ণাঙ্গ এক মহিলা দু সন্তান জাইদা ও রয়কে নিয়ে স্বামী বিলির কাছে যাচ্ছে কেপটাউনে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হচ্ছে তাকে। কাটাতে হচ্ছে বিনীদ্র রজনী। সদরের হোটেলগুলি সাদা মানুষে ভর্তি। এখানে কালো মানুষের স্থান নেই। কন্যা জাইদা বার বার কফির আবদার করছে মার কাছে। একটা কফিবার থেকে কফি কিনতে গেলে মেদবহুল শেতাঙ্গ মহিলা বিক্রেতা জাইদার মাকে কুলী বলে গালি দেয়। তাকে দোকান থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। এত ক্ষিপ্ত জাইদার মা হাতের ফ্ল্যাক্সে দিয়ে আঘাত করে। রাগে, ক্ষোভে সে ফিরে আসে। সন্তানের কফির আবদার সে আর পূরণ করতে পারে না। শুধু তাই নয় স্বামীর সাথেও দেখা করতে পারেনি পুলিশী এরেস্টের কারণে- 'আমরা কোথায় যাচ্ছি মা? জাইদা বললো। চুপ করে থাক। দুষ্টামি কর না পুলিশ কারের পিছনে যেতে যেতে বললেন মা' স্বীয় সন্তানের ইচ্ছা পূরনে ব্যর্থ মাতা অসহায় আত্মসমর্পন করে বর্নবাদের নির্মম শিকারের কাছে। তাই গল্পের শেষে ছোট্ট শিশু জাইদার আকুতি প্রকাশিত হয়-'হায় আমরা যদি একটু কফি খেতে পারতাম। ছোট্ট জাইদা ফিস ফিস করে বললো।' এ কফি কি শুধু পানীয়! না স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গটা তুলে ধরতে চেয়েছেন গল্পকার ।

Dhaka University Institutional Repository

'গিটারে বিলাপের সুর' নিকোলাস গিয়েনের কবিতা অনুবাদ করেন মতিউর রহমান (১৩.১১.৮৬)। কিউবার সফল বিপ্লবের পর চে গুয়েভারা সারা ইউরোপসহ ল্যাটিন আমেরিকার বলিভিয়ায় যান সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের ৯ই অক্টোবর বলিভিয়ার জঙ্গলে গুলিবিদ্ধ হন চে, নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয় তাকে। এ হত্যাকাণ্ড সারা বিশ্বের সমাজতন্ত্রিদের হৃদয় বিদীর্ণ করে। কিউবার জাতীয় কবি নিকোলাস গিয়েন তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ গীতি কবিতাটি রচনা করেন-'ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ সশস্ত্র তুমি রাইফেল নিয়ে/ যে রাইফেল প্রস্তুত আমেরিকায়/ ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ যে রাইফেল আমেকিার।' সাম্রজ্যবাদী আমেরিকার মদদে এবং অর্থায়নে বলিভিয়ার সরকার চে'কে হত্যা করে। ব্যাক্তি চে' র মৃত্যু হতে পারে। কবির দৃষ্টিতে তাঁর নীতি আদর্শ অমর। তাই তিনি লেখেন-'কিন্তু নিশ্চয় তুমি লিখবে তখন/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/হত্যা করতে পারে না তাউকে কেউ/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ায়/ হত্যা করতে পারেনা তাউকে কেউ।' চে' গুয়েভার বেঁচে আছেন লক্ষ কোটি নিপীড়িত মানুষের অন্তরে, চোখের তারায় তারায়। অনুবাদটি চমৎকার। বাংলাছন্দের স্বকীয়তার মতিউর রহমান এ গীতি কবিতাটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

ব্রাজিলের গল্পকার কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ ব্রেনো একিওসির- 'জোয়াও উরসো' গল্পে অনুবাদ। জোয়াও উরসো এক অদ্ভুত রোগী। 'হাসি' তার রোগের উপসর্গ। ব্রাজিল ছাড়াও ইউরোপের বড় বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তার চিকিৎসা করছ। কিন্তু সবাই হতাশ। শিশুকাল থেকেই তার এই অসুখ তার অদ্ভুত হাসি শোনে শিশুরা ভয় পেত। এমনকি বয়স্ক লোকেরাও অবাক হত। ক্রমে তার হাসি সারা ব্রাজিলে একটা মিথে পরিণত হয়। স্কুলে রাস্তায় কোথাও কেউ একটু হাসলেই বলা হত জোয়াও উরসোর হাসি নাতো। এর জন্য জোওয়া'র মার দুঃখের সীমা ছিল না বাবা যাকে কি-না দেখেছে জন্মের বহু পরে এবং একবারই মাত্র, ছিলেন ধনকুবের। বহু নারীর সঙ্গে তার সখ্যতা ছিল সার্কাসের আসরে তার হাসির কারণে নিহত হয় এক নৃত্যশিল্পী। বিচারক তাকে দণ্ড দিয়ে পাঠায় এক পাহাড়ের বন্দীশালায়। পাহাড়ের পাদদেশে এ বন্দীশালায় ঝড়বৃষ্টিস্নাত এক রাতে জোওয়ার পূর্বাপর স্মৃতি জাগানিয়া কাহিনী-ই আলোচ্য গল্প। 'পাহাড়ের দৃশ্যাবলী, বৃষ্টির শব্দ তার কাছে সবকিছু ক্লান্তিকর মনে হলো। তার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে হলো যেন দীর্ঘ এক যাত্রার জন্য সে অপেক্ষা করছে। সে তার বিছানায় গেল তারপর নিশ্চিন্তে চোখ বুজে সব ভুলে গেল।' গল্পে মানুষের নৈতিক স্খলনের বিরুপ প্রতিক্রিয়ার কথা উপস্থাপন করা হয় সূক্ষ্মভাবে।

জুয়ান রালফো রচিত 'অনেক খানি জমি' গল্পটি অনুবাদ করেন মজহারুল করিম (১৫.১১.৮৭)। মেক্সিকান গল্পিক জুয়ান রালফো (১৯১৮) একজন প্রখর কাল-সচেতন এবং ব্যতিক্রমধর্মী লেখক। তার বিশেষত্ব হলো অধিকাংশ লেখাই মেক্সিকোর ভূ-প্রকৃতি এবং ইন্ডিয়ান উপজাতি নিয়ে। আলোচ্য গল্পটি 'They Gave us the land' সংকলনের অন্তগর্ত। গল্পের কথক, টি মিলিতন, ফস্তিনো আর ইস্তিবান এই চারজন কৃষকের কাহিনী গল্পটি। তারা সরকারের কাছে জমি চেয়েছে। জমি তাদেরও দেয়া হয়েছে। কিন্তু উষর সমভূমি। 'সমভূমি আসলে কোন কম্মের না। খরগোশ নেই, পাখি নেই, কিছু নেই। দুরে দূরে কয়েক থোকা ঘাস আর কাঁটা ঝোপ ব্যাস।' তাই তারা কঠিন জমি চায় না 'কিন্তু বাবু ও জমি তো ভীষণ কঠিন। লাঙলেই গাঁথবে না। শাবল-কোদাল দিয়ে গর্ত খুড়ে বীজ বুনতে হবে। তার পরও বলা যায় না ফসল হবে কিনা।' তাই গ্রাম পেয়ে 'আর আমরা বাকি ক'জনা গ্রামের মাঝ অবধি হেঁটে গেলাম। ওরা আমাদের যে জমি দিয়েছিল তা রইল পেছনে।' নশ্বর এ পৃথিবীতে মানুষের চাহিদা অনন্ত। এ অনন্ত তৃষ্ণা মেটানো দুষ্কর-এই আধ্যঅত্মিক ধারণা গল্পে পরিস্ফুটিত বাঙালি সংস্কৃতির আদলে মজহারুল করিম অনুবাদ কর্মটি করে প্রশংসার দাবি রাখেন। জার্মান কবি আরামিন মুলার এবং উঙে বেরগের কবিতা অনুবাদ করেছেন সানাউলক হক (২৭.৭.৮৭)। আরামিন মুলারের 'রূপকথার গল্পকার' কবিতায় এমন এক রূপকথার গল্পকারের কথা কবি বলেছেন যার আগমন ও নিগর্মন কেউ দেখতে পায় না-'কেই জানে না। কোথেকে সে আসে। কিন্তু তুমি তোমার চোখ খুলতে না খুলতে/ সে চম্পট হাওয়া' কবি তার দ্বিতীয় 'রূপকথার গল্পকার' কবিতায়- বলতে চেয়েছেন- এই নিরুদ্দেশ গল্পকারকে হয়তো আবার পাওয়া যাবে 'বড় দিনের মেলায়, হয়তো/ তুমি তাকে আবার দেখতে পারে। 'কিন্তু আশংকা আছে তিনি আর বেঁচে নেই। সংগোপনে থেকেই তিনি আহবান জানাচ্ছেন 'পর্বতের ওপারে আমার সমকালীনরা/ শোনো/ দানবের বিরুদ্ধে জাগো/ যারা আমাদের পিতৃহন্তাকারী,

Dhaka University Institutional Repository

জাগো মুখোশী মুখোর/ একচক্ষু ঘৃণার বিরুদ্ধে।/ তাদের ঝাঁঝরি বিদীর্ণ করে/ ধাতব ভীতিকে নদীতে নিক্ষেপ করো/ তোমাদের নাম লেখো/ চিমনির স্তূপে।/ জাগো!' কবি মানুষের আত্মার উদ্বোধন চেয়েছেন সত্য সুন্দরের স্বপক্ষে।

টঙে বেরগের কবিতাগুলো হল 'মরীয়া লোকটি, লোকগাথা, প্রতিটি মুখ, মৃত্যুতে যারা জীবিত তাদের প্রতি, 'হাতজোড়া' প্রভৃতি। কবিতাগুলোয় মানুষের মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী চেতনার কথা বলা হয়েছে-'তোমরা বেঁচে আছ আমাদের মধ্যে, আমরা/ যারা জীবিত এবং যাদের অস্তিত্ব / বেঁচে থাকার নামে পরিচিত/শুধু সে পর্যন্ত আমরা যদ্দিন তোমাদের মনে রাখি।' প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ তার উত্তরপুরুষের মাঝে বেঁচে আছে বেঁচে থাকবে।

'লাল রেশম গুটি' কবিতার (২৯.৭.৮৭) অনুবাদক বেলাল চৌধরী। আধুনিক জাপানের খ্যাতনামা কথাশিল্পী কোবে এ্যাবে। 'লাল রেশম গুটি' গল্পটি আ লেট ক্রিসান থমার্স' গল্প সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে। গল্পে একজন অনিকেত মানুষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সূর্য যাচ্ছে। সবাই যার যার বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু গল্পের কথকের কোন ঘড় নেই। বাড়ি নেই। পথে পথে ঘুরে তার একটাই চিন্তা 'কেন তার ঘর নেই' সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছে। দিনটি মুমূর্ষ প্রায়। এই ই সময় যখন লোকজন দ্রুত বাড়ি ফিরে নিজ নিজ বিছানায় আশ্রয় নেয়ার জন। কিন্তু আমার সে রকম কোনও বিছানা নেই ঘুমোবার।' নিরাশ্রয় এ যুবককে অবশেষে আশ্রয় দেয় এক রেশমগুটি 'অন্ত শেষ পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নিতে পারছি। বিকেলের সূর্য রেশম গুটিকে লাল রঙে রাঙিয়ে তুললো। অবশেষে অন্ততঃ এবার, এটাই নিশ্চিত আমার বাড়ি, যেখানে থেকে কেউ আমাকে বের করে দিতে পারবে না। এখন একটাই মুশকিল। আমার একটা বাড়ি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে সেই বাড়িতে ফেরার জন্য কোনও 'আমি' আর রইল না।' মানুষ মূলত বৃত্তবন্দী।সংসার নামক বৃত্তে চিরায়ত জীবন যাপনে বৈচিত্র্যের সুযোগ খুব কম।দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত লাল রেশম গুটি গল্পটিতে।

চীনা কবি ঝাওনান, লুলি, ফেঙ, সুফেঙ ও পিয়ান জেলিনের একটি করে কবিতার অনুবাদ করেন ফয়েজ আহমদ (৫.১১.৮৭)। ফয়েজ আহমদ চীনা কবিতা অনুবাদে সিদ্ধহস্ত। কবিতার বিষয়বস্তুকে স্বকীয় উপাদানে অন্বিষ্ট করে পাঠকের সামনে তুলি ধরেন তিনি - 'আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে তুমি যাবে আমার মাকে দিও কয়েকটি পাপড়ি,/ তাঁর শুভ্র কেশ যেন আহ্নন করতে পারে না।/ আমার বোনকে দিও কয়েকটি/ যেন সে ঘুজে রাখতে পারে চুলে/ আয়নার সম্মুখে তার তারুণ্যের হাসি/ ফুটে উঠবে/'।

আব্দুস সেলিম বের্টল্ট ব্রেখট এর 'জলন্ত গাছ ও বেশ্যা এভেলিন রোরগাথা' কবিতা দুটির অনুবাদ করেন ৭.৪.৮৮ তারিখের সাময়িকীতে। মূলত নাট্যকার হিসেবেই খ্যাত বের্টল্ট ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬)। কবিতা প্রকাশে ব্রেখট এতোটা আগ্রহী ছিলেন না যতটা ছিলেন নাটকের বেলায়। কবিতা দুটিতে তার কাঠিন্য কোমলের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে 'বহু উচুঁতে ছড়ানো ঋজু, আতঙ্কিত ডাল পালা/ কালোকে ঘিরে নৃত্যরত লাল।/ এক ঝাঁক স্ফুলিঙ্গের ভেতর সে।/ কুয়াশার মাঝ দিয়ে আগুনের বিশাল ঢেই ভাসিয়ে নেয়।/ ভয়ার্ত শুকনো পাতা সব মাতালের মতো নাচে/ উল্লসিত, মুক্ত, ছাই হয়ে যাবে/ প্রাচীন কাণ্ডের চারধারে নিরাশ নীরবে।' স্বর্গীয় সুখ প্রত্যাশী কবির মন কিন্তু এভেলিন রোর নৃত্য তাকে ভ্রষ্ট করেছে চ্যুত করেছে লক্ষ্য থেকে 'রাতে সে নাচে, দিনেও নাচে/ ভেসে যায় সে ভীষণ অবসাদে/ ওগো কাপ্তান, কখন ভিতবে এ তরী/ পবিত্র সে প্রভুর ঘাটে?' কিন্তু প্রভুর ঘাটে পৌঁছার আগেই পাপবিদ্ধ হয় কাপ্তান, কবিতার দুনিয়ার সুখ ভোগকে এভিলিন রোর সঙ্গে প্রতি তুলনা করে স্বর্গীয় সুখ বঞ্চিত হাওয়ায় আফসোস প্রকাশিত হয়েছে। 'যীশু হে প্রভু, মিলবে না দেখা তোমার / আমার এ শরীর পাপে হয়েছে ভার/ তুমি তো আসবে না এই বেশ্যার কাছে/ আমি তো হয়েছি নষ্টা অপার।' বাংলা সাহিত্যের বহুল সুর প্রতিধ্বনিত বেটলটের এ কবিতায়।

প্যালেস্তানী কবি মাহমুদ দারবীশ এর 'দ্বৈরথ' ও 'আশা' নামক কবিতাদ্বয় অনুবাদ করেন শামসুর রাহমান (১৭.১১.৮৮)। মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিঝরা ঘটনাবলীর শব্দচিত্র দ্বৈরথ এবং আশা কবিতা দুটি। শামসুর রাহমান তার স্বভাব সুলভ শব্দ চয়নের মাধ্যমে এ দুটি কবিতা অনুবাদ করেছেন। দু'জনই সু-বিখ্যাত কবি। দ্বৈরথ কবিতায় কবি যুগপদ কাব্য রচনা এবং এর মাধ্যমে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। 'কবিতা আমার কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হবে গান হয়ে।/ জেলখানার সেলে/ গোসলখানায়/ আস্তাবলে/ চাবুকের নিচে/ হাতকড়ার

Dhaka University Institutional Repository

মাঝখানে/ শেকলের খিচুনিতে/ আমার সংগ্রামের গান গাইবার জন্য আমার ভেতরে/ বসত করে হাজার হাজার বুল বুল।' অন্যদিকে আশা কবিতায় কবির প্রতীতি হয়তো একদিন পুরণ হবে স্বপ্ন 'এখনো তোমার বাড়িতে আছে একটি মাদুর এবং দরজা/ দরজা বন্ধ করে রাখো আর/ শিশুদের বাচাঁও ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে।/ বড় ঠাণ্ডা এই হাওয়া./ আর শিশুদের অবশ্যই ঘুমানো দরকার। এখনো আগুন জ্বলানোর জন্যে কিছু কাঠ আছে তোমার/ আছে কফি/এবং লেলিহান অগ্নিশিখা'। মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ বয়ে বেড়াচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। লক্ষ্যে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত এ স্বপ্ন বুনতে থাকবে এ প্রত্যয় প্রকাশিত কবিতায়।

ফিরদৌস মাহাবুবুল উল হক সামারসেট মমের গল্প 'লুইস' (২.৩.৮৯) অনুবাদ করেন। ঘটনার বিবরণ নয় মনোবিশ্লেষণে দক্ষ সামারসেট মম। তার গল্পে পাত্র পাত্রীর আবেগ, অস্থিরতা, সুমতি কুমতি প্রস্ফুটিত হয় সুচারুভাবে। অনুবাদক দেশীয় পটভূমিকায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন 'লুইস'। লুইস, স্বার্থপর এক মহিলা যখন কোন ঘটনা তার অনুকূলে থাকে সে সুস্থ কিন্তু প্রত্যাশানুযায়ী প্রাপ্তি না হলেই সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত এ লুইসকে সুখী করতে ধনাঢ্য টম মিটল্যান্ড এবং সৈনিক জর্জ অব হাউজ নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এমনকি স্বীয় কন্যা আইরিশের জীবন ও বিপন্ন করে। প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে না দিয়ে। লুইসের এ শঠতা ধরা পড়ে কথকের কাছে। প্রশ্নবানে বিদ্ধ করে লুইসকে 'আমার মনে হয় বিগত পচিঁশ বছর থেকে তুমি ঠকিয়ে আসছ। আমার মনে হয় আমার জানামতে তুমি সবচেয়ে স্বার্থপর ও দৈত্যকায় মহিলা। যারা তোমাকে বিয়ে করেছে এমন দু'জনে জীবন নষ্ট করেছো। আর এখন তুমি তোমার নিজের সন্তানের জীবন নষ্ট করতে যাচ্ছ/' এ সত্য প্রকটিত লুইস আর অমত করে না। আইরিশের বিয়ে নির্ধারিত পাত্রের সাথেই সম্পন্ন হয় এবং সে মৃত্যুবরণ করে। লুইসের এ মৃত্যু প্রমাণ করে যতক্ষণ পৃথিবীর সবকিছু তার অনুকূলে ততক্ষণ সে জীবন্ত কর্মময় সক্ষম অন্যথায় নয়।

আইজাক বশেভিস সিঙ্গার এর গল্প 'গিমপেল দি ফুল' 'মুর্খ' (২৩.৩.৯০) নামে অনুবাদ করেন মোবারক হোসেন খান। গিমপেল ফ্লামপুলের এক হতদরিদ্র এতিম পুরুষ। ফ্লামপুলের সবার কথায় তার অগাধ বিশ্বাস। সে সচেতনভাবে বিশ্বাসী। সে জানে অনেকসময় মানুষ তাকে ঠকায় প্রতারণা করে তবু তাদের সে বিশ্বাস করে। অবশ্য বিশ্বাস না করেও উপায় নেই অর্থনৈতিক দীনতা তাকে পরনির্ভরশীল করে রেখেছে। শহরবাসীর চাপে সে বারবনিতা এলকালে বিয়ে করে। এলকা একে একে ছয়টি সন্তান জন্ম দেয়। কিন্তু একটি ও গিমপেলের নয়। সে স্ত্রীকে বিশ্বাস করেছে এবং ঠকেছে। সকলের প্রতারণার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে ব্যর্থ হয়েছে। বিবেক তাকে শাসিয়েছে। সে প্লাফমাপুল ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। পৃথিবীকেই সে তার আশ্রয় হিসেবে মনে করে। গল্পে দর্শন আছে, মিথ আছে,আছে আধ্যাত্মিকতা- মিথ্যা বলতে কোন কিছু নেই। বস্তুতঃ যা ঘটে না রাতে স্বপ্নে তা দেখা যায়। একজনের জীবনে তা না ঘটলে আরেক জীবনে ঘটে, আজ না ঘটে তো আগামী কাল ঘটে, আগামী বছর না ঘটলে এক যুগ পরে ঘটে। চলতি পথে সবাই তাকে প্রশ্ন করে 'কোথায় যাচ্ছ তুমি? সবাই জিজ্ঞেসা করল? আমি বললাম 'পৃথিবীর মাঝে'।' সে মনে করে 'পৃথিবী সম্পূর্ণ একটা কাল্পনিক দুনিয়া, কিন্তু আসল পৃথিবী থেকে একবারই তিরোধান ঘটে।'

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের গল্প 'মৃতদের প্রাকৃতিক ইতিহাস' (৬.৯.৯০) অনুবাদ করেন শহীদুল জহির। এতে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা, নির্মমতা সুচারুভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পের লেখকের প্রস্তবনা প্রকৃতির বিভিন্ন ইতিহাস নিয়ে অনেক লিখেছেন কিন্তু মৃতদের ইতিহাস কেউ লিখেন নি। তাই তার ইচ্ছা মৃতদের ইতিহাস তুলেধরা। পুরো গল্পে মৃত্যু একটি সহজ স্বাভাবিক সত্যায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মৃত্যু যে একটা বিষাদময় বিষয় তা এখানে মুখ্য নয়। বরং মৃত ব্যক্তির লিঙ্গ জানা এদের সৎকার করা ইত্যাদির নির্মোহ বিবরণ। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালীতে অষ্টেটিয়ান আক্রমনে নিহত এবং আহত যুদ্ধাদের ঘটনা এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। যুদ্ধে যারা নিহত তাদের সম্পর্কে গল্পের কথক বলেন 'মৃতদের করব না দেয়া পর্যন্ত, তাদের চেহেরা প্রতিদিন কিছুটা করে পাল্টায়। ককেশীয় প্রজাতির মৃতদের গায়ের রং বদলে সাদা থেকে হলুদ হয়, হলুদ থেকে সবুজ এবং তারপর কালো হয়।' একটি মর্মান্তিক বিষয়কে গল্পকার শৈল্পিকভাবে তুলে ধরেছেন এভাবেই। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের মেরে ফেল

Dhaka University Institutional Repository

একটা প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু মানবিকতার কারণে একজন চিকিৎসক তা করতে পারছেন না। 'আমার কাজ হচ্ছে আহতদের শুশ্রুষা করা, তাদের কে হত্যা করা নয় সেটা গুলন্দাজ বাহিনীর জেল্টাল ম্যানদের কাজ।'

অবশেষে আহত সৈনিকটি মারা যায়। গল্পে যুদ্ধকে বীভৎসভাবে না তুলে এর অন্তর্নিহিত ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই লেখকের যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রকটিত হয়ে উঠেছে। অনুবাদটি একটু জটিল হয়েছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে সারা বিশ্বে পরিচিত এবং নন্দিত কথাসাহিত্যিক। তাঁকে অনুধাবন করা এবং স্বীয়ভাষায় অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও অনুবাদক আরো সতর্ক হলে জটিলতা এড়ানো যেত। ধরা যাক 'মুংগো পার্ক, নামক চরিত্রটি। চরিত্রটি কখনোই ঔজ্জ্বল্য পায় নি। ডাক্তার ক্যাপ্টেন এবং জেন্টনমেন্ট অফিসারের কথোপকথনের গালি-গালাজ ('চ্যুতমারানি ইত্যাদি শব্দ') পরিহার করতে পারতেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা:

১। গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), নিম্নবর্গের ইতিহাস, ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ কলকাতা পৃষ্ঠা: ২৩।

২। শ্রী প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, ১৯৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃষ্ঠা: ভূমিকা।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, ঐকতান, ১৩৬২, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা: ৮২১।

৪। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা,আমি কবি যত কামারের, ১৯৮৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৫।

৫। গণেশ দাশগুপ্ত (সম্পাদক), জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভার, অন্ধত আঁধার এক, ১৩৯২, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা পৃষ্ঠা ৫২৩।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, রূপ নারানের কূলে, বিশ্ব ভারতীয়, ১৩৬২, পৃষ্ঠা: ৮৩২।

৭। প্রাগুপ্ত, প্রথম দিনের সূর্য, পৃষ্ঠা : ৮৩৩।

৮। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা : ৮৩৩।

৯। সৈয়দ শামসুল হক, বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ, ১৯৯৮, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা; ভূমিকা।

১০। বেলাল চৌধুরী (অনুবাদক), একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি, ১৯৯৮, সন্দেশ প্রকাশনী, ঢাকা, ভূমিকা।

১১। 'পরপর তিনটি ব্রীজ ধ্বংস করবার পর, নবগ্রাম ও রাজাবহাটের মাঝখানে চিল্লাহাটের ব্রীজ উড়িয়ে দেবার সময় মহিউদ্দিন হঠাৎ শারীরিক ঘোর দর্বলতার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সে পেছনে থেকে যায়, তার দলকে এগিয়ে যেতে বলে অতঃপর রেলের পাটি উঠিয়ে ফেলবার জন্য। ঠিক সেই সময় একা মহিউদ্দিন চিল্লারহাটে এক মাষ্টারের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছে- রংপুরের দিকে পলায়ন পর পাকিস্তানী মিলিটারীর ছোট্ট একটি দল এসে উপস্থিত হয় তাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে আমরা অশ্রুসজল হয়ে শুনব, মাত্র দু'জন সঙ্গী নিয়ে মহিউদ্দিন পাকিস্তানী দলটির সব ক'জন সৈন্য খতম করে- কিন্তু এই অ্যামবুশ যুদ্ধে মহিউদ্দিনের বুকে সরাসরি এসে বেঁধে একটি বুলেট এবং আরেকটি বুলেটে তার মাথার খুলির একপাশ সম্পূর্ণ উড়ে যায়।'

১২। 'পঞ্চম দিনে কানা ট্যাংড়ার হৃদয় দুরে উঠবে; উত্তম বীরের হৃদয়ও অস্ত্র উত্তোলনের মুহূর্তে একবার কেঁপে ওঠে; এই কম্পন দুর্বলতার নয়, এই কম্পন কর্তব্য সম্পাদনের সমূহ উত্তেজনায়।'

১৩। 'আমরা তো আচরেই সংবাদ পাব- গ্রামের জন্য পঞ্চাশকে মানুন পাকিস্তানী সৈন্যদের ভয়ে লুকিয়ে ছিল পাটের ক্ষেতে, এসে গিয়েছিল সৈন্যরা, তারা টহল দিচ্ছিল, আর ঠিক তখন কোন এক জননীর কোলে তিন মাসের শিশুটি কেঁদে উঠেছিল, তার কান্নার শব্দে যদি কান খাড়া করে সৈন্যরা, যদি সৈন্যদের গুলীতে প্রাণ হারাতে হয় পঞ্চাস জনেরই, জননী তার শিশুর কণ্ঠ চেপে ধরে, শিশু কেঁদে ওঠে আরো প্রবল বেগে, জননী তার নিজ হাতে শিশুর কণ্ঠনালী চেপে ধরে হত্যা করে তাকে; সেই জননীও এখন বাংলাদেশের মিছিলে এগিয়ে চলে কাচ সদৃশ চোখে এই সকল বাস্তবতা গ্রামের পর গ্রামে প্রত্যক্ষ করতে করতে।

রক্তের দাগ এখন সারাদেশে।

আগুনের শিখা এখন সারাদেশে।'

১৪। 'না, যুদ্ধ কখনো দেখেনি ফুলকি। যদি সে যুদ্ধ দেখেই থাকত, তাহলে দেখতে পেত এখন তার কল্পনায় বাংলার সৈনিকদের- যে সৈনিকেরা এক নিয়মিত বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত; সে শত্রু বাহিনী নিয়মিত এবং বিপুল বলেই বাংলার সৈনিকেরা পৃথিবীর আদিতম যুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি, বাংলার সৈনিকদের তাই উর্দি নেই, হাতে উন্নত অস্ত্র নেই, জানান দিয়ে প্রস্তুত হয়ে আহব্বান করে যুদ্ধের অবকাশ নেই; গেঞ্জি লুঙ্গি পড়া এই সৈনিক; অতর্কিতে আক্রমণ করে চোখের পলকে পালিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত এই সৈনিক; মাঠের ভেতর দিয়ে চলাচল করে এই সৈনিক, কেন যে সৈনিক নয় কৃষকমাত্র, দিবালোকে ভিড়ের ভেতর মিশে থাকে এই সৈনিক, যেন সে সৈনিক নয় জনতার সদস্য একজন মাত্র।'

১৫। 'মুখ নামিয়ে এনেও ফিরে ফিরে নিই; ফুলকি হয়ত বাধা দিত না,তবু অনুমতি প্রার্থনা করি 'চুমু খাই?' ফুলকি মুখ ওপাশে নিয়ে চোখ বুঁজে নিঃশ্বাস ফ্যালে। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলি, 'আমের বোল ধরেছে। ঘ্রাণ পাচ্ছিস?'

Dhaka University Institutional Repository

১৬। 'মোমেনাই এবার প্রশ্ন করে, 'তোমরা যাবার নন?' 'কোনঠে?' 'ক্যানে? মাঠে।' মহিউদ্দিন বিস্মিত হয়। মাঠে? কি বলতে চায় মোমেনা? 'মাঠে তোমার কাম নাই? এলাও বসি আছেন?' 'কোন কামের কথা পুছ করিস?' 'যেমন তোমরা সেই দিন মাঠোৎ গেইছিলেন?'

১৭। '..... যেহেতু..... বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান ..... যেহেতু পাকিস্তানর কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনো বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে ..... যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ..... সেই হেতু আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।.....'

১৮। 'রাত দশটার কাছাকাছি, চত্বরে কতখনও কয়েকজন মাতাল গান গেয়ে চলেছিল, আনহেলা বিকারিও তার শোবার ঘরের ড্রেসারের মধ্যে রাখা ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের ছোট স্যুটকেসটি আনতে পাঠিয়েছিল আর সেই সঙ্গে প্রতিদিনের কাপড়-চোপড়ের স্যুটকেসটিও পাঠিয়ে দিতে বলেছিল ওদের; বার্তাবহটি খুবই তাড়াহুড়া করছিল। দরজায় যখন সে ধাক্কা দিচ্ছিল তখন পুবা বিকারিও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। "খুব ধীরে ধীরে তিনটি টোকা দিয়েছিল সে, কিন্তু সেই টোকার মধ্যে ওদের সম্পর্কে খারাপ খবরের একটা অদ্ভুত স্পর্শ ছিল" আমার মাকে বলেছিলেন তিনি।'

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

'৮০র দশক বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। স্বাধীনতার মাত্র এক দশক পর এদেশের সামাজিক,সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তনের সূচনা হয় মূলত স্বাধীনতার পরপরই। ১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল বাংলাদেশের ইতিহাসে নানা কারণে অর্থবহ। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের পুনর্গঠন ছিল সত্যিকার অর্থেই কঠিন কাজ। তারপর আবার এ সময় সরকারের কাঠামো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালে ও ১৯৮২ সালে দেশে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উচ্ছেদ করে সামরিক আইন জারি করার মাধ্যমে রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক চর্চাকে তিরোহিত করা হয়। '৮০র দশকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদে'র সাহিত্য সাময়িকীতে এই বৈরী অবস্থায় মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লেখকদের প্রতিক্রিয়াতে পথনির্দেশনার ইঙ্গিত রয়েছে। তাই দেখা যায় এ সময়ের প্রবন্ধাবলী নিটোল সাহিত্য বিষয়ক না হয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়কে অবলম্বন করে। এ সময়ে সাহিত্যের পাতায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পরবর্তী সময় বই আকারে প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অবশ্য অনেক ধারাবাহিক রচনা ও প্রবন্ধ এখনো অগ্রন্থিত রয়েছে। 'সংবাদ সাময়িকী'তে প্রকাশিত গল্পগুলো শিল্প সুষমায় উচ্চমার্গের। নিছক লেখার জন্য লেখা নয় অথবা সম্পাদকের তাগিদে লেখা নয়। হৃদয়ের গভীরবোধ নিয়ে গল্পগুলো রচিত হয়েছে, লাভ করেছে শিল্পোত্তর মহিমা। কবিতার ক্ষেত্রে সংবাদ সাময়িকী পরীক্ষা নিরীক্ষাধর্মী কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনোযোগী ছিল। প্রতিষ্ঠিত কবির পাশাপাশি অনেক নবীন কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এতে। কোন কোন সময় বাধ্য হয়েও হয়তো সম্পাদককে সাময়িকীর পাতায় কবিতা ছাপতে হয়েছে। দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে তৎকালীন ফৌজি রাষ্ট্রনায়ক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কবিতার (১.৮.৮৫)। পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, কবিতাটি সাময়িকীটির লেখক নির্বাচন তালিকার বাইরের এক রচয়িতার।'সংবাদ সাময়িকী'র বড় বৈশিষ্ট্য '৮০র দশকে পরিবর্তমান বিশ্বসাহিত্যের সাথে বাংলা সাহিত্যের মেল বন্ধন করা। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আমেরিকা এশিয়া ইউরোপ পর্যন্ত সাহিত্যের প্রাত্যহিক আত্মীকরণ চলছে গুন্টার গ্রাস, গাব্রিয়েল মার্কেজ এখন আর কেবল জার্মানির বা ল্যাটিন আমেরিকার নয়, তাঁরা বিশ্বের। সাহিত্যের বিশ্বায়নের এই ক্রমবেগবান ধারাকে অস্বীকার করেনি সংবাদ সাময়িকী। তাই চার্লস রাইট ও শামসুর রাহমান জীবনানন্দ দাশ ও এলিয়ট, দা ভিঞ্চি ও সুলতান এখানে পৃথকন্নে লালিত হননি। এতে পাঠকরাও অনাধুনিক থাকার গ্লানি থেকে রক্ষা পেয়েছেন। অনুবাদ অংশে এর স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সময়ে সংবাদ সাময়িকীতে দুটি ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। দুটো উপন্যাসই ভিন্ন ভিন্ন কারণে বৈচিত্র্যময়। একটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও এর প্রভাব সম্পর্কিত এ জন্য, অপরটি ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের পরিচয় করিয়ে চেতনাগত মান উন্নয়নের চেষ্টা আছে বলে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে তৃতীয় অধ্যায়ে সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলীর শ্রেণীকরণে বিষয় বৈচিত্রের লক্ষ করা যায়। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাসের পাশাপাশি এ সময় বই আলোচনা প্রকাশিত হত নিয়মিত। আর এতে সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে খোঁজ খবর পেতেন পাঠকবৃন্দ। মূলত সদ্য প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ পেত এসব বই আলোচনায়। একটি বিশেষ বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য, বই আলোচনার সিংহভাগের আলোচক ছিলেন সদ্য প্রয়াত সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

'৮০র দশকের মাঝামাঝি থেকে স্নায়ুযুদ্ধ প্রশমিত হতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমপশ্চাদপদতা ও বাজার অর্থনীতির ক্রমপ্রসারতায় মার্কিন আধিপত্য বিস্তার করে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে। আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে এ বিষয়টি উঠে আসে সুস্পষ্টভাবে। সংবাদ সাময়িকী বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ব আলোচনা পূর্বে কোন কোন পত্রিকার সাময়িকীতে প্রকাশিত হলেও সংবাদে প্রকাশিত বিষয়গুলো ছিল শিল্পসম্মত ও রসসিক্ত। স্বাস্থ্য বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশে সংবাদ সাময়িকীই পথিকৃৎ। মানুষের জটিল রোগসমূহের তথ্য এতোদিন পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ বিষয়টি সহজ, সরল ও সাবলীলভাষায় সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে নিবন্ধে প্রকাশ করে সংবাদ সাময়িকী। '৮০র দশক বাংলাদেশের নিরপেক্ষ বুদ্ধিচর্চার গুরুত্বপূর্ণ সময়। '৯০ দশকে কিংবা বর্তমানকালে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দলীয় আনুগত্য যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে এর তুলনায় '৮০র দশক ছিল ব্যতিক্রম। তখন মুক্তবুদ্ধিচর্চার মাধ্যমে দেশকে স্বৈরাচারের কবলমুক্ত করার সংকল্প ছিল প্রায় প্রতি লেখকের মধ্যে। একই সঙ্গে প্রকৃত সাহিত্যচর্চার প্রয়াসও দেখা গেছে। প্রকৃতপক্ষে '৮০র দশকের 'সংবাদ সাময়িকী' ওই সময়ের জীবন্ত দলিল। যেখানে প্রকাশিত হয়েছে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, মূল্যবোধ ও সাহিত্যের অন্তরঙ্গ স্বরূপ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

আকর তথ্য

'৮০র দশকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (৫ম খণ্ড), ১৯৬৬, মডার্ন বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ, কলকাতা।

২। আতোয়ার রহমান, বাংলাদেশের শিশু পত্রিকা, ১৯৭৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩। ইসরাইল খান (সম্পাদক), পূর্ববাঙলার সাময়িক পত্র (১৯৪৭-১৯৭১), ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪। কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র, ১৯৮৯, কলকাতা।

৫। ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়, ১৩৮৪, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

৬। গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), নিম্নবর্গের মানুষ, ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

৭। তারাপদ পাল, ভারতের সংবাদপত্র (১৭৮০-১৯৪৭), ১৯৭২, সাহিত্য সদন, কলকাতা।

৮। দৈনিক সংবাদ, ২৫ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩শে ভদ্র, ১৩৮৩, ঢাকা।

৯। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১৯৬০, নিউ এজ পাবলিশিং, কলকাতা।

১০। প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, ১৯৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

১১। প্রদীপ বসু, সাময়িকী: পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন (১৮৫০-১৯০১), ১৯৯৮, কলকাতা

১২। বাংলা একাডেমী (প্রকাশক), বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩। বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫), ১৯৬৩, কলকাতা।

১৪। বিষ্ণু দে, সংবাদ মূলত কাব্য: ১৯৬৯, সাহিত্য পত্রগ্রন্থ, কলকাতা।

১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১৯৩২, কলকাতা।

১৬। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), ১৯৭৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৭। মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদক), সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৮। মোহাম্মদ মোদাব্বের, ইতিহাস কথা কয়, ১৯৮৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১৯। মোহাম্মদ মোদাব্বের, সাংবাদিকের রোজনামচা, ১৯৭৭, বর্ণমিছিল, ঢাকা।

২০। মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ, ১৯৯০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২১। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২২। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (সম্পাদক), আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী-প্রথম খণ্ড, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২৩। মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ, বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ১৯৬৫, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

২৪। মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশ সংবাদপত্র (১৮৪৭-১৯০৫), ১৯৯৭, ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলা একাডেমী।

২৫। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ১৯৭৮, মুক্তধারা, ঢাকা।

২৬। শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য সন্দর্শন, ১৯৮৮, বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা।

২৭। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ১৯৬১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২৮। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৮৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২৯। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পাদক), এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব, ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩০। সাহিদা বেগম, সাহিত্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, ২০০৩, ক্যাবকো, ঢাকা।

৩১। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, কাব্য নির্মাণকলা, আরিস্টটল, ১৯৭৬, বর্ণমিছিল, ঢাকা।

৩২। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সমীক্ষা, ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা।

৩৩। সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম (সম্পাদক), বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

অন্যান্য

গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার :

১। আবুল হাসনাত, ৬.৬.২০০৪, ঢাকা।

২। বজলুর রহমান, ৮.৬.২০০৪, ঢাকা।

৩। বেলাল চৌধুরী, ২২.১১.২০০৪, ঢাকা।

৪। সন্তোষ গুপ্ত, ৬.৫.২০০৪, ঢাকা।